শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথম খণ্ড (১—৬ অধ্যায়)

অন্বয়, স্বামিটীকা, অনুবাদ ও বিবৃতার্থ সহিত।

প্রভুপাদ—

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি ভাগবতাচার্য্য

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও ব্যাখ্যাত।

১৬।২।১ বাহির মির্জ্জাপুর রোড

গড়পার নিবাসী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৯

শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ মিত্র
—দ্বারা—
নারিকেলডাঙ্গা প্রিন্টিং হাউস্
২৩ নং ষষ্ঠীতলা রোড
কলিকাতা
হইতে মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই গীতা ব্যাখ্যা গুরুদেবের বড়ই প্রিয় বস্তু ছিল। অন্তিমকালে স্বহস্তে লিখিত এই গীতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সেই অবধি ইহা প্রকাশ করিবার বলবতী ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। একদিন নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী আমার পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। সেজদাদা আমার আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়া বলিলেন যে তাঁহার সময় আছে, বাটীর নিকটে মুদ্রাযন্ত্র আছে, এবং সদ্‌গ্রন্থ পাঠের অভিলাষও আছে। অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইতে তিনি প্রস্তুত। ভগবৎ কৃপায় আমার বাসনা পূর্ণ হইবার ব্যবস্থা হইল। ১৩৩৭ সালে অন্নপূর্ণা পূজার দিন কার্য্যারম্ভ হইল। এক্ষণে প্রথম ছয় অধ্যায় প্রকাশিত হইল।

যাঁর করুণা ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না সেই পার্থ সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ পূর্ব্বক এবং গুরুদেবের পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক এই গ্রন্থ ভক্ত সমাজে উপস্থিত করিলাম।

অক্ষয় তৃতীয়া
২০শে বৈশাখ ১৩৩৯।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।
১৪।২।১ নং বাহির মৃজাপুর রোড।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম—

১২৫০ সালে বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন রবিবার ভাগবতাচার্য্য শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, বাটীতে টোল ছিল। ছাত্রগণকে ভরণ পোষণ দিয়া শিক্ষা দিতেন। নবজাত সন্তানের কোন লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন এই পুত্রই আমার বংশ উজ্জ্বল করিবে, ইহার পিতৃ-বিয়োগ যোগ আছে, আমাকে অতি শীঘ্রই ইহধাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। গোস্বামী মহাশয়ের ছয় মাস বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। গোস্বামী মহাশয় বলিতেন শিক্ষার দিক দিয়া আমি তার সন্তান এ কথা বলার উপযুক্ত নহি। শৈশব অবস্থা হইতেই অতি কষ্টে পালিত হন কারণ তাঁহার পিতার শিষ্য ব্যতীত অন্য কিছু সংস্থান ছিল না।

বাল্যাবস্থা—

১০।১২ বৎসর বয়স অবধি তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হয় নাই। স্বভাবতঃই তিনি অত্যন্ত ধীর, নম্র ও চিন্তাশীল

ছিলেন, কাহারও সহিত ঝগড়া, মারামারি বা কাহারও কোন অনিষ্ট করিয়াছেন একপ অভিযোগ তাঁহার নামে কখনও শুনা যায় নাই।

পাঠ্যাবস্থা—

পাড়ার ছেলেদের দেখা দেখি তাঁহার পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হয়। কিন্তু তৎকালীন পল্লীর প্রবাণ কর্ত্তারা গোস্বামীর পুত্রের ইংবাজী পড়ার বিরোধী হন এবং জনৈক ভদ্র লোকের সাহায্যে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতে যান। কিছু লেখা পড়া না জানাব জন্য প্রথমে ভর্ত্তি হইতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য তাঁর বিদ্যা শিক্ষাব প্রবল আগ্রহ হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে কিছু পড়িয়া দুই শ্রেণী উপরে ভর্ত্তি হন এবং তদবধি প্রতি বৎসর পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন।

তাঁহার অধ্যাপকগণের মধ্যে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত বামনারায়ণ তর্করত্ন, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমনি ও পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি কলিকাতায় এক শিষ্য বাটীতে থাকিয়া অতি কষ্টে নিজে রাঁধিয়া খাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন এবং সেজন্য তাঁহার প্রায়ই বিলম্ব হইত। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় প্রথম ঘণ্টায় অধ্যাপনা করিলে গোস্বামী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং বলিতেন নীলকান্ত এখনও আসে নাই,' নীলকান্ত না থাকিলে আমার পড়াইতে

ভাল লাগে না। তাঁহার জীবনে এমন অনেক দিন গিয়াছে যেদিন রাঁধিতে রাঁধিতে উনান নিভিয়া গিয়াছে এবং না খাইয়া বিদ্যালয়ে গিয়াছেন, পরে বৈকালে আসিয়া পুনরায় রাঁধিয়া আহার করিয়াছেন। শিষ্যবাটীতে যখন ছিলেন তখন প্রত্যহ আধ পয়সা করিয়া জলযোগ করিতেন। তিনি আম খাইতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় তিন চার দিন জল খাবার বন্ধ রাখিয়া দুইটী পয়সা হইলে মধ্যে মধ্যে আম কিনিয়া খাইতেন। অবশ্য বলা বাহুল্য শিষ্য তাঁহার যথা শক্তি দেখা শুনা করিতেন। গোস্বামী মহাশয় বরাবরই নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। এই সময় ঐ শিষ্যবাটির নিকটস্থ এক ব্যক্তি তাঁহার কষ্ট দেখিয়া ও তাঁহাকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জানিয়া প্রত্যহ তাঁহাকে দুইটী করিয়া পয়সা দিয়া প্রণাম করিতেন; তখনকার দুই পয়সা তাঁহার পক্ষে দুই মোহর ছিল। একদিন গ্রহণের দিবসে গোস্বামী মহাশয় আহ্নিক করিতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে দুই পয়সা দিয়া প্রণাম করিতে আসিলে, গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে গ্রহণের দিবস দান লইব না বলায় সেইদিন অবধি তিনি আর পয়সা দিতেন না।

যৌবন—

ইতিমধ্যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং অর্থোপার্জ্জনের বিশেষভাবে চেষ্টা দেখিতে হইল; শালিখার কোন মধ্য

ইংরাজী স্কুলে তিনি মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছু দিন কর্ম্ম করিবার পর সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য তাহার কর্ম্ম যায়; তখন হইতে চাকুরীর উপর ঘৃণা জন্মে ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মনযোগ দেন। কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা করেন। তাঁহার ঐকান্তিকতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে ছাত্রবর্গের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠেন। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় কোন দিন নিজ অস্বুস্থতা নিবন্ধন কোন সভায় পাঠ করিতে যাইতে না পারিলে গোস্বামী মহাশয়কে পাঠ করিতে পাঠাইতেন; এরূপ ঘটনা অনেকবার হইয়াছে যাহাতে, শ্রোতারা তাঁহার অসাধারণ বুঝাইবার শক্তি ও বর্ণনা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই চাহিতেন। ক্রমে ভাগবতাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এ দেশে তিনি একজন প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকার হন। তাঁহার পাঠ ও বক্তৃতা শুনিয়া কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছেন। তিনি প্রথমে কলুটোলায় বিশ্ব বৈষ্ণব সভায় এবং চোরবাগানের ৺রামচাঁদ শীল মহাশয়ের বাটীতে পাঠ করিতেন। তিনি তালতলা হরি সভায়, ডন সোসাইটীতে গড়পার হরি সভায়, মানিকতলা হরি সভায় অনেকবার অনেক বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। একবার গড়পার হরি সভায় তিনি রাস লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, সেদিন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা শুনিতে আসেন, সঙ্গে তাঁহার একটী

নাস্তি ছিল, বক্তৃতা শেষ হইলে গুরুদাস বাবু বলেন দেখুন গোঁসাইজী আমি মনে করিয়াছিলাম যে নাস্তির দোহাই দিয়া চলিয়া যাইব কিন্তু আপনার রাসলীলা বক্তৃতা আমার এত ভাল লাগিল যে নাস্তিকে ঘুম পাড়াইয়া শুনিতে বাধ্য হইলাম; এরূপ রাসলীলা ব্যাখ্যা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তালতলা হরি সভায় একবার তিনি মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; সে সভায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মনীষীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হন। বক্তৃতা শেষ হইলে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন আমি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী কিন্তু আজ গোস্বামী মহাশয় যাহা বলিলেন এবং যে ভাবে বুঝাইলেন তাহার উপর আমার কোন কথা বলিবার নাই। মধ্যে তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় প্রায় ১৮ বৎসর কাল দেশেই (বৈঁচীতে) ছিলেন; তার পর তাঁহার অনেক ভক্তের ও শিষ্যের অনুরোধে পুনরায় যখন কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছে। তিনি সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণব দর্শনের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন।

বার্দ্ধক্য—

এই অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় ৺সৌরিন্দ্রমোহন শীল মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া রাসলীলা

ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর দর্জিপাড়ায় শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গুহ মহাশয়ের বাটীতে একাধিক্রমে ছয় মাস কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, নিমতলা ষ্ট্রীটে রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে ২।৩ মাস করিয়া ৩।৪ বৎসর পাঠ করিয়াছিলেন, মানিকতলা ষ্ট্রীটের ৺প্রতাপচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে ছয় মাস গীতা ব্যাখ্যা করেন এবং অন্যান্য বহু স্থানে পাঠ করিয়া কলিকাতা সহর মধ্যে হরিনামের স্রোতে ভক্তবৃন্দকে যে কি অপার আনন্দ বিলাইয়া গিয়াছেন তাহা লিখিয়া জানাইবার নয়। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একঘণ্টা কালের জন্য যিনি যেখানেই থাকুন তাঁহার পাঠ শুনিয়া স্ব স্ব কর্ণ কুহর পবিত্র করিতেন। অনেক সময় তিনি বলিতেন আমি এই এক ঘণ্টা কালের জন্য ভজন করিতে আসি আপনারাও নিজ নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হউন। একবার যখন তিনি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাটীতে পাঠ করেন সেই সময় কাশীধাম হইতে কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে আসেন এবং ব্যাখ্যা শুনিবার পর বলেন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুতি এবং বেদের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে আমরা কখনও শুনি নাই। ইহাই গোস্বামী মহাশয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা। বাস্তবিক শ্রুতি ও বেদের সহিত মিলাইয়া ব্যাখ্যা করিবার তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। তিনি কেবল পণ্ডিত এবং ভাগবত ব্যাখ্যাকার ছিলেন তাহা নয় তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি সংসারে থাকিয়াও

সংসারিক কোন কার্য্যই দেখিতেন না, সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। এমন দেখা গিয়াছে যে সম্মুখ দিয়া লোক চলিয়া গেছে দেখেন নাই, কেহ কিছু বলিয়া গেছে শুনেন নাই। অধ্যয়নে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা" এবং "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতম্" সুপ্রসিদ্ধ। মৃত্যু শয্যায় শুইবার সাত দিন পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার সহপাঠি পণ্ডিত ৺কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত "মহাভারতসার" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁহার সহিত একত্রে সংশোধন করিয়াছিলেন। কখনও কখনও ছেলেদের লইয়া গল্প করিতেন তবে সে গল্পও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, বাজে গল্প নয়। তিনি ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

মৃত্যু—

১৩৩৪ সালে ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগ শয্যায় ৭ দিন মাত্র ছিলেন, রোগের যন্ত্রণার কথা বা সাংসারিক কোন কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই বা বলেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ হস্ত লিখিত এই গীতা বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক প্রচারিত হইয়াছে। বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম পর্য্যন্ত নানা প্রকারের, নানা সংস্করণের গীতায় ভারত ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; দেশান্তরেও গীতার অভাব নাই। এখন দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, এবং মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে গীতা। পুরুষের হস্তে গীতা, নারীর হস্তে গীতা, বৃদ্ধের হস্তে গীতা, বালকের হস্তে গীতা, ব্রাহ্মণের হস্তে গীতা ও যবনের হস্তে গীতা। এখন পঞ্চাশৎ মুদ্রা হইতে চারি আনা পয়সায় হাটে হাটে, বাজারে বাজারে, পথে পথে গীতা বিক্রীত হইতেছে। গীতার যত প্রকার ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পণী আছে সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নব্য পণ্ডিতগণ আপন আপন প্রতিভাবলে বঙ্গ ভাষায় নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও নব নব তাৎপর্য্য বাহির করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন এবং অপর সকলকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। আবলবৃদ্ধ বনিতা সকলেই উপনিষৎসার গীতার গূঢ় মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের কাছে গীতার যত প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে, ব্যাকরণের কাছে যত প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে, অভিধানের কাছে যত প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে,

এবং কল্পনার কাছে যত প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে, প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ এবং নবীন পণ্ডিতমণ্ডলী সে সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন; সাধারণ লোকেও পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। তবে আবার কেন? অতঃপর আবার গীতার্থ বিবৃত করিতে উদ্যত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাহার উপর সর্ব্বশাস্ত্রের সার স্বরূপ গীতার্থ বিবৃত করিবার যোগ্যতা আমার নাই;—আমার শাস্ত্র জ্ঞান তাদৃশ নাই, ভাষা জ্ঞান নাই, চিন্তা-শীলতাও নাই; এবং ব্যাখ্যার কথা দূরে থাকুক, যাহা না থাকিলে গীতা পাঠে, গীতা শ্রবণে ও গীতায় হস্তার্পণেও অধিকার হয় না, আমার তাহাই নাই—আমার কৃষ্ণ ভক্তি নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গীতার প্রতিপাদ্য দেবতা এবং কৃষ্ণ ভক্তিই গীতার প্রতিপাদ্য সাধন। গীতার আদিতে কৃষ্ণ, মধ্যে কৃষ্ণ ও অন্তে কৃষ্ণ, গীতার সর্ব্বাঙ্গেই কৃষ্ণ, গীতা কৃষ্ণময়ী। শ্রীকৃষ্ণকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ বলিয়া ভক্তি না করিলে গীতারূপী কৃষ্ণের কৃপা হয় না, অতএব গীতার হৃদয়ও বুঝিতে পারা যায় না; ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্তি নাই, আমার মুখেই সমস্ত, সুতরাং আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যার নিতান্তই অযোগ্য; তথাপি আমার কতিপয় আত্মীয়, বন্ধু ও শিষ্যের ঐকান্তিক অনুরোধেই অনধিকার প্রবেশেও উদ্যত হইয়াছি।

আমি গীতার দার্শনিক বিচারের দিকে যাই নাই। তাহার প্রথম কারণ বিচারে আমার ক্ষমতা নাই। এবং দ্বিতীয় কারণ বিচারে আমার বিশ্বাস নাই। বড় বড় ভাষ্যকার ও বড় বড়

টীকাকারগণ গীতা লইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, এবং নব্য ব্যাখ্যাকারগণও আপন আপন বিচিত্র বিচার শক্তির পরিচয় প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, তথাপি, যে মতভেদ সেই মতভেদই রহিয়া গিয়াছে। বিচারকগণ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন কিন্তু পাঠকবর্গের জিজ্ঞাসার সমাপ্তি হয় নাই। জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমার মনে হয়, বিচার বাহুল্যেই স্বরূপ দুরূহ গীতা অধিকতর দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। গীতায় যাহা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়, তাহা অর্জ্জুনই করিয়াছেন এবং ভগবান্ তাহার বিশদ সিদ্ধান্তও করিয়া দিয়াছেন; তাহার উপর নূতন নূতন প্রশ্ন তুলিয়া নূতন নূতন সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই গ্রন্থি শিথিল না হইয়া অধিকতর দৃঢ় হইয়া উঠিবেই।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদি সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটাইয়া গীতায় প্রকৃত সাধন মার্গ দেখাইয়াছেন অতএব গীতা সাধনের শাস্ত্র বিচারের নহে। সাধনের সামগ্রী লইয়া বিচার করিতে বসিলে সাধন ক্রমে ক্রমে দূর হইতে দূরে পড়িয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গীতার উপদেশ বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে গেলে সত্য স্বরূপ ভগবানের অভ্রান্ত বাক্য অবিশ্বাস করা হয়; ভগবানের বাক্যে সংশয় করা সাধকের পক্ষে দোষাবহ। এই সকল কারণে আমি বিচারের দিকে যাই নাই; কোনও শব্দের বা বাক্যের অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক ও অনাভিধানিক কল্পিত অর্থও করি নাই; শ্রীকৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত শব্দের বা বাক্যের যাহা মুখ্য অর্থ তাহাই বিবৃত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া

সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করাও আমার অভিপ্রেত নয়। তবে গীতার অনেকস্থলে একই শব্দ অনেকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যেমন "যোগ" শব্দ "আত্মা" শব্দ "বুদ্ধি" শব্দ "যজ্ঞ" শব্দ ইত্যাদি। সেই সেই স্থানে মহানুভব প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের পদানুসরণ করিয়াছি। যে যে স্থানে তাঁহাদের পরস্পর অনৈক্য দেখিয়াছি সেই সেই স্থানে যাঁহার অর্থ আমার প্রাণের অনুমোদিত হইয়াছে তাঁহার অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। আবার এক এক স্থলে কাহারও অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমার অন্তর্যামীর উপদিষ্ট অর্থই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পুস্তকখানি পঞ্চাঙ্গে পূর্ণ:—প্রথমাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত মূল শ্লোক, দ্বিতীয় শ্লোকের অন্বয়, তৃতীয় স্বামিপাদের টীকা, চতুর্থ শ্লোকের অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং পঞ্চমাংশে, বঙ্গভাষায় আমার বুদ্ধিসাধ্য বিবৃতার্থ। সারদর্শী শ্রীধর স্বামীর টীকাই নিরপেক্ষ, সংক্ষিপ্ত, সরল ও সর্ব্বজন সমাদৃত, এই নিমিত্ত তাঁহার টীকাই সন্নিবেশিত করিয়াছি। বলা বাহুল্য যদিও অন্যান্য ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের সাহায্য লইয়াছি তথাপি স্বামিপাদই আমার প্রধান সহায়।

আমার শাস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি যে মনুষ্যের এবং অন্যান্য পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব সমূহের নিজস্ব শক্তি কিছুমাত্র নাই, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বাসুদেবের শক্তিতেই তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলে শক্তিমান হইয়াছেন। তিনি

যেমন করিয়া জীবকে চালাইতেছেন জীব সেইরূপ চলিতেছে, যেমন করিয়া বসাইতেছেন সেইরূপ বসিতেছে এবং যেমন করিয়া লিখাইতেছেন সেইরূপ লিখিতেছে, তাঁহার শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই কিছু করিতে পারে না। কি প্রাচীন, কি নবীন বহু সংখ্যক সুধীগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহু প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রকার হইলেও কাহারও প্রশংসা বা কাহারও নিন্দা নাই যেহেতু সকলেই সেই একমাত্র বিচিত্র লীলাময়ের বিচিত্র শক্তিতে এবং বিচিত্র অভিপ্রায়েই বিচিত্র প্রকার লিখিয়াছেন। সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই তাঁহারই বিচিত্র মহিমা উদ্ভাসিত হইয়াছে ও হইতেছে—তিনি নিজেই যে বিচিত্র। আমিও ভগবৎ পরিচালিত ব্রহ্মাণ্ডেরই মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যন্ত্রারূঢ় পুত্তলি মাত্র; আমার মাংসাস্থিময় অঙ্গুলিতে লেখনী চালনের এবং লেখনী ধারণেরও সামর্থ্য নাই। সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতেই আমার অঙ্গুলি দ্বারা লেখনী ধৃত ও চালিত হইয়াছে এবং সেই অন্তর্যামীর অভিপ্রেত ব্যাখ্যাই আমার লেখনী মুখ নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি যাহা লিখাইয়াছেন তাহাই লিখিয়াছি। অতএব সহৃদয় পাঠক ও সাধকবর্গের নিকট আমার অনুনয় প্রার্থনা এই যে মৎকৃত বিবৃতার্থে যে সকল অসঙ্গতার্থ ও অপসিদ্ধান্ত দেখিবেন তজ্জন্য শত মুখে আমার অযশ ঘোষণা করিবেন অকাতরে সহ্য করিব, যদি ঘুণাক্ষরের ন্যায় ও কোথাও কিছুমাত্রও সদর্থ সুসিদ্ধান্ত দেখিতে পান, তবে যিনি বাহিরে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের দারুময় রথের দৃশ্যমান সারথি এবং

জীব মাত্রেরই মাংসাস্থিময় দেহ রথের অদৃশ্য সারথি, সেই গীতা গায়ক ভগবান্ বাসুদেবেরই অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিবেন ইতি—

শ্রীনীলকান্ত দেবশর্ম্মা।

মঙ্গলাচরণম্ ।

যং ব্রহ্মবরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে ।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥

তং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্ ।
কৃষ্ণত্বিষং কণকপিঙ্গজটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্ ॥

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ।

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরন্যস্তবেণুম্ ।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্ ॥

কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী ।
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ ॥

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১

অন্বয়ঃ—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।—(ভোঃ) সঞ্জয় মামকাঃ (মৎপুত্রাঃ) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডুপুত্রাঃ) যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ) [অপি] ধর্ম্মক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমৌ) কুরুক্ষেত্রে (তন্নামক পুণ্যস্থানে) সমবেতাঃ (মিলিতাঃ সন্তঃ) এব কিম্ অকুর্ব্বত (কৃতবন্তঃ ।১

স্বামি টীকা—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।—ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয় ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্র বিশেষণম্। এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব। তস্য কুরোর্ধর্ম্ম

স্থানে। মামকাঃ মৎপুত্রাঃ। পাণ্ডুপুত্রাশ্চ। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতা মিলিতা সন্তঃ। কিমকুর্ব্বত কিংকৃতবন্তঃ।

অনুবাদ—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সঞ্জয় আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধ করিবার অভিলাষে ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া কি করিল।১।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥২

অন্বয়ঃ—সঞ্জয় উবাচ।—তু (কিন্তু) তদা (তস্মিন্ সময়ে, আবদ্ধ প্রায়ে যুদ্ধে) রাজা দুর্য্যোধনঃ ব্যূঢ়ং (ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতং) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসৈন্যং) দৃষ্ট্বা আচার্য্যম্ (শিক্ষাগুরুং দ্রোণাচার্য্যং) উপসংগম্য (আচার্য্যস্য সমীপং গত্বা) বচনম্ (বক্ষ্যমানম্ বাক্যম্) অব্রবীৎ॥২

স্বামি টীকা—সঞ্জয় উবাচ।—পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যম্। ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতং। দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমানং বচনমুবাচ।২।

অনুবাদ—কিন্তু ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন ব্যূহাকারে অবস্থিত পাণ্ডব সৈন্য অবলোকন করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকট গমন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।২।

বিবরণ—ব্যাস শিষ্য সুচতুর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বিলক্ষণ চিনিতেন। এক্ষণে তাঁহার ঐরূপ অসঙ্গত জিজ্ঞাসায় সহজেই তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় যাহা বলিলেন তাহাতে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অস্ফুটভাবে বুঝাইয়া দিলেন, দুর্য্যোধনের সৈন্য দেখিয়া পাণ্ডবগণের ভয় হয় নাই বরং তোমার পুত্রই পাণ্ডব সৈন্য দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধ ও নিবারিত হয় নাই।

বাস্তবিক দুর্য্যোধনেরই ভীত হইবার কথা। কেননা দুর্য্যোধন পাপাত্মা, পাপের মন সর্ব্বদাই সশঙ্ক। তদ্ভিন্ন ভাবি অমঙ্গল পূর্ব্ব হইতেই মনুষ্যকে বিভীষিকা দেখায় ইহাও স্বভাবের নিয়ম।২।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩

অন্বয়ঃ—হে আচার্য্য তব শিষ্যেণ (ছাত্রেন) ধীমতা (বুদ্ধিমতা) দ্রুপদপুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং (ব্যূহাকারেণ স্থাপিতাং) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং (বিপুলাং) চমূং (সেনাং) পশ্য (অবলোকয়) ।৩

স্বামি টীকা—তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিভিঃ শ্লোকৈঃ। হে আচার্য্য পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য। তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্ ।৩।

অনুবাদ—হে আচার্য্য পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা অবলোকন করুন। আপনারই শিষ্য বুদ্ধিমান দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সেনার ব্যূহ রচনা করিয়াছে ।৩।

বিবরণ—দুর্য্যোধন যে পাণ্ডব সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়াছেন তাহা তাঁহার বাক্যেই প্রকাশ পাইল। তিনি যে "মহতী চমূ" বলিয়া পাণ্ডব সৈন্যের পরিচয় দিলেন ইহাতেই তাঁহার হৃদগত ভয়ের লক্ষণ প্রকাশিত হইল। বস্তুতঃ তাঁহারই সেনা পাণ্ডব সেনা অপেক্ষা মহতী, কিন্তু পাপভীত অন্তঃকরণে পাণ্ডব সেনাই মহতী বলিয়া দেখিতেছেন ।৩।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্
পুরুজিৎ কুন্তীভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥৬

অন্বয়ঃ—অত্র (পাণ্ডব সেনায়াং) যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) বিরাটশ্চ মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ (পরাক্রমশালী) যুধামন্যুশ্চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ, সৌভদ্রঃ (সুভদ্রাতনয়ঃ অভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীতনয়াঃ) [এতে] সর্ব্বে এব মহারথাঃ মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধরাঃ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীমার্জ্জুনতুল্যাঃ) শূরাঃ (বীরাঃ) ।৪।৫।৬॥

স্বামি টীকা—অত্রাস্যাং চম্বম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতীষ্বাসা ধনূংষি। মহান্ত ইষ্বাসা যেষাংতে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ। তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ।৪।

চেকিতানো নাম্নৈকো রাজা। নরপুঙ্গবো নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ।৫।

বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নাম্নৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্ একোদশসহস্রানি যোধয়েদ্যস্তুধন্বিনাম্। অস্ত্রশস্ত্র

প্রবীণশ্চ মহারথ ইতিস্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ! রথী চৈকেণ যোযোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধ রথস্তু সঃ॥ ইতি।৬।

অনুবাদ—এই মহতী পাণ্ডব সেনায় সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরবর শৈব্য বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহিয়াছে। ইহারা সকলেই মহারথ, মহাধনুর্দ্ধর, এবং ভীম ও অর্জ্জুনের ন্যায় রণকুশল।৪।৫।৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথ॥৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥৯

অন্বয়—তু (কিন্তু) হে দ্বিজোত্তম, (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) অস্মাকং যে যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ, (নেতারঃ) সংজ্ঞার্থং (ভবদ্ বোধার্থং) তান্ তে (তুভ্যং) ব্রবীমি (কথয়ামি) তান্ নিবোধ (বুধ্যস্ব)। ভবান্ (মৎসম্মুখবর্ত্তী আচার্য্যঃ) ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ (সমর বিজেতা) কৃপশ্চ অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ (বিকর্ণো দুর্য্যোধনস্যানুজঃ) সৌমদত্তিঃ (সৌমদত্ত-সুতঃ ভূরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথঃ॥৭।৮।

মদর্থে মন্নিমিত্তং ত্যক্তজীবিতাঃ (ত্যক্তং জীবিতং জীবনং প্রতি প্রেমবৈঃ তে) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (নানা শস্ত্রানি প্রহরণানি প্রহরণ সাধনানি যেষাং তে, বহুবিধ শস্ত্র হরণ ধারিণঃ) অন্যে চ (অপরে চ) বহবঃ শূরাঃ (বীরাঃ) (সন্তি) [তে] সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ (সমর কুশলাঃ)।৯।

স্বামি টীকা—নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যগ্‌ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ।৭।

ভবান দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি সমিতিঞ্জয়। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ।৮।

মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা-নেকানি শস্ত্রানি প্রহরণ সাধনানি যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণাঃ।৯।

অনুবাদ—হে দ্বিজোত্তম। আমাদের পক্ষ যাহারা প্রধান এবং যাহারা আমার সেনাপতি আপনার গোচরার্থ তাহাদের নামোল্লেখ করিতেছি শুনুন:—আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, রণজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ। ইহা ভিন্ন আমার পক্ষে আরও অনেক অস্ত্র শস্ত্র ধারী যুদ্ধ বিশারদ বীর পুরুষ আছে; তাহারা সকলেই আমার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।৭।৮।৯।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০

অন্বয়ঃ—ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মেন অভিসর্ব্বতঃ রক্ষিতং ভীষ্মাধীনমিতি) অস্মাকং তৎ বলম্ সৈন্যসমূহঃ অপর্য্যাপ্তং (অযথেষ্টং অসমর্থং) তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমাধীনং) এতেষাং (পাণ্ডবানাং) ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্ (সমর্থম্) [ভাতি] ॥ ১০

স্বামি টীকা—ততঃ কিম্? অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপ্যস্মাকং বলং সৈন্যমপর্য্যাপ্তম। তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি। ইদমেতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি। ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাদস্মদ্বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রত্যসমর্থং। ভীমস্যৈকপক্ষপাতিত্বাদেতদ্বলমস্মদ্বলং প্রতি সমর্থং ভাতি।১০।

অনুবাদ—ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের সৈন্য সমূহ বিপক্ষ সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ মনে হইতেছে। কিন্তু ভীমরক্ষিত পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণ সমর্থ মনে হইতেছে।১০।

বিবরণ—দশম শ্লোকে দুর্য্যোধন বলিতেছেন :—ভীষ্মরক্ষিত আমাদের সৈন্য অসমর্থ এবং ভীমরক্ষিত পাণ্ডব সৈন্য সমর্থ। ইহা কেবল পাপান্তঃকরণের স্বাভাবিক ভয়ের কথা। দুর্য্যোধনের সৈন্য পাণ্ডব সৈন্য অপেক্ষা অনেক অধিক। ১,০৯,৩৫০ একলক্ষ নয় সহস্র তিনশত পঞ্চাশ

পদাতি, ৬৫৬১০ পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শত দশ অশ্বারোহী, ২১৮৭০ একুশ হাজার আটশত সত্তর গজারোহী, এবং ২১৮৭০ একুশ হাজার আটশত সত্তর রথারোহীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। দুর্য্যোধনের সৈন্য সংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণী, আর পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংখ্যা সপ্ত অক্ষৌহিণী; অতএব দুর্য্যোধনের সৈন্য সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক; তদুপর ভীষ্ম দ্রোণাদি অসাধারণ বীরগণ দুর্য্যোধনের কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়েই অমর, ইহারাও দুর্য্যোধনের দলভুক্ত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামার সমকক্ষ যুদ্ধ করে এমন বীর পাণ্ডব সেনার মধ্যে অর্জ্জুন ও সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই ছিল না। অতএব কি লোক সংখ্যা, কি বলবিক্রম, কি রণনৈপুণ্য, সকল বিষয়েই দুর্য্যোধনের সৈন্যই প্রবলতর। তথাপি তিনি আচার্য্যকে বলিতেছেন—আমাদের সেনা অসমর্থ এবং পাণ্ডবদিগের সেনাই সমর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। মনের অগোচর পাপ নাই, দুর্য্যোধনের পাপময় মনই তাঁহাকে ভীত করিয়া তুলিয়াছে এবং অল্প সংখ্যক পাণ্ডব সেনাকেই মহতী ও সমর্থ বলিয়া দেখাইতেছে। দুর্য্যোধন দেখিলেন সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুষ্কর্ম্মাদিগের সমুচ্ছেদের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইয়া অশ্ববল্গা ধারণপূর্ব্বক রথোপরি অবস্থান করিতেছেন। দেখিয়া তাঁহার অমোঘ মাতৃবাক্য স্মরণ হইতেছে, তাঁহার স্মরণ

হইতেছে "যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" অর্থাৎ যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্ম্ম এবং যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষে জয়। 'পাণ্ডব সৈন্য সংখ্যায় অল্প হইলে কি হইবে? দুর্য্যোধন দেখিতেছেন চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার প্রভায় প্রভাশীল, অগ্নি যাঁহার তেজে তেজস্বী, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সুর বিজয়ী বীরগণ যাঁহার বলে বলীয়ান, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান সেই কৃষ্ণরূপী স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনের রথচালক। দুর্য্যোধন দেখিতেছেন বিশ্বরূপ তাঁহার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান। দুর্য্যোধনের পাপময় অন্তর্হৃদয় দেখিতেছে ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি স্বপক্ষীয় সমস্ত মহাবীরগণ প্রবল বায়ু তাড়িতের ন্যায় মহাবেগে কালরূপী কৃষ্ণের করাল কবলে প্রবেশ করিতেছে। বিশ্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহায় হইয়াছেন, সুতরাং দুর্য্যোধনের পাপময় অন্তঃকরণ দেখিতেছে বিশ্ব সংসারই তাঁহার বিপক্ষ, অতএব পাণ্ডব সেনাই মহতী পাণ্ডব সেনাই রণজয়ে পর্য্যাপ্ত, পাণ্ডব সেনাই রণজয়ে সমর্থ, তাই অধর্ম্মের অবতার দুর্য্যোধন সভয় চিত্তে শশব্যস্তে গুরুর শরণাগত হইয়াছেন।

দুর্য্যোধন কাহাকে ভয় করিতেছে? যাহার পক্ষে ভার্গব জেতা স্বায়ম্ভুমৃত্যু বীরবর ভীষ্ম, যাহার পক্ষে অস্ত্রগুরু অসীম বীর্য্য দ্রোণাচার্য্য, যাহার পক্ষে অমিততেজা পরশুরাম শিষ্য রণকুশল কর্ণ এবং যাহার পক্ষে কল্পান্তজীবী কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান, সেই অধৃষ্য-সহায়-সম্পন্ন রাজ

দুর্য্যোধন আবার কাহাকে ভয় করিতেছে? অর্জ্জুনকে নহে, সাত্যকিকে নহে, দ্রুপদকে নহে, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকেও নহে। দুর্য্যোধনের ভয় কেবল, সেই পার্থ সারথি, ভূভারহারী ভগবান শ্রীহরিকে। দুর্য্যোধন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বেশ চিনিত। কেবল মোহের কুহকে পড়িয়া চিনিয়াও মানিত না। ঐশ্বর্য্যাভিমানী দুর্য্যোধন আপন প্রভুত্বের লাঘব আশঙ্কা করিয়া ভগবানকে চিনিয়াও মানিতে াহিত না। কিন্তু দুর্য্যোধনের অন্তর্হৃদয় শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করিত, ধর্ম্মকে ভয় করিত, সত্যকে ভয় করিত।

যখন দুই ব্যক্তি এক খণ্ড ভূমির উপর আপন আপন সত্ত্ব স্থাপনের নিমিত্ত বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হয়, তখন উভয়েই ভূমি আমার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে, কিন্তু একজনের কথা মিথ্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যথার্থ অধিকারী তাহার আশা আছে, সাহস আছে, স্ফূর্ত্তিও আছে; কিন্তু যে ব্যক্তি কপটাধিকারী, তাহার আশা নাই, সাহস নাই, স্ফূর্ত্তিও নাই। সে বাহিরে বৃথা স্ফূর্ত্তি দেখাইয়া আস্ফালন করিলেও অন্তরে অন্তরে ভীত। তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে ভয় দেখাইতেছেন। যিনি চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্যামীরূপে ঐ পাপাত্মাকে বিভীষিকা দেখাইতেছেন এবং যিনি পাপিষ্ঠ মাত্রেরই অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন সেই অন্তঃসাক্ষী পরমাত্মাই আজ সশরীরে সারথির বেশে অশ্বের রশ্মি ধারণ পূর্ব্বক শত্রুর রথে দণ্ডায়মান; তাঁহাকে

দেখিয়াই দুর্য্যোধনের ভয়। যে দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপনের নিমিত্ত কুরু সভায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনের অন্তরে অন্তরে সে রূপ সজ্জিত রহিয়াছে। ভগবানের সেই কালস্বরূপ বিশ্বসংহারি করালরূপ ভাবিয়াই দুষ্ট দুর্য্যোধনের পাপ হৃদয় প্রকম্পিত হইতেছে। দ্বাদশ বর্ষীয় কিশোর কৃষ্ণ যখন কংশের সভায় উপস্থিত হয়েন তখন কৃষ্ণদ্বেষী কংশও সেই অমৃতময়ী মূর্ত্তিকে মৃত্যুস্বরূপ দেখিয়াছিল এবং কংশের অন্নধ্বংসী মল্লগণ সেই কুসুম সুপেলব শ্রীবিগ্রহকে বজ্রস্বরূপ মনে করিয়াছিল। আজ দ্বিতীয় কংশ দুর্য্যোধনও পার্থ সুহৃৎ পরম পুরুষকে মৃত্যুস্বরূপ মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে ভয়াকুল হইয়াছে।

গীতা পাঠক! তুমি গীতা পড়িয়া প্রাণায়াম করিতে চাও করিও; ভক্তি অনুসরণ করিতে চাও করিও; জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে চাও করিও; কিন্তু প্রথমেই দুর্য্যোধনের ভয়ের কারণ স্বরূপ এই অমূল্য উচ্চাদেশ আয়ত্ত করিও; নতুবা তোমার কিছুতেই, কিছু হইবে না।১০।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্ত সর্ব্ব এব হি ॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ—হি (নিশ্চিতং) সর্ব্ব এব ভবন্তঃ সর্ব্বেষু (উত্তরাদিষু) অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু) যথাভাগম্ (যথাযোগ্যবিভাগানুসারেন) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু ॥ ১১ ।

প্রতাপবান (মহাপ্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ (বয়সা বিদ্যয়া চ কুরুকুল শ্রেষ্ঠঃ) পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) তস্য (প্রভীত দুর্য্যোধনস্য) হর্ষং (হৃদয়োল্লাসং) সংজনয়ন (উৎপাদয়ন্ উৎপাদয়িতুমিত্যর্থঃ) উচ্চৈঃ (মহান্তং) সিংহনাদং (সিংহগর্জ্জনমিব গর্জ্জনং) বিনদ্য (কৃত্বা) শঙ্খং (স্বকম্বুং) দধ্মৌ (বাদিতবান্) ॥ ১২

স্বামি টীকা—তস্মাদ্ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—ত অয়নেষু ব্যূহ প্রবেশমার্গেষু। যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং মপরিত্যজ্যাবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ। যথা পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জ ভাবঃ ।১১।

তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্ম কিং কৃতবান। তত্রাহ তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈ মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্।১২।

অনুবাদ—অতএব আপনারা সকলেই যথাযোগ্য বিভাগানুসারে সৈন্যব্যূহের সকলদিকে অবস্থান পূর্ব্বক ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।১১।

মহাপ্রতাপশালী কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত সিংহের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন।১২।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ—ততঃ (ভীষ্মশঙ্খবাদনানন্তরং) শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ (পণবাশ্চ, আনকাশ্চ, গোমুখাশ্চ তে বাদ্যযন্ত্র বিশেষাঃ) কা. (তৎক্ষণাৎ) এব অভ্যহন্যন্ত (বাদিতাঃ) স শব্দঃ (সম্মিলিতধ্বনিঃ) পার্জ্জন ব ...ান্) অভবৎ ॥১৩

ভয়ের কা ...শ্বৈতঃ (শুক্লবর্ণৈঃ) হয়ৈঃ (অশ্বচতুষ্টয়ৈঃ) যুক্তে মহতি নতুবা ...ণ, শোভয়া সারেণ চ শ্রেষ্ঠে) স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ ...পতিঃ শ্রীকৃষ্ণনামা ভগবান্ নারায়ণঃ) পাণ্ডবশ্চ এব (তৃতীয় ...বঃ অর্জ্জুনশ্চৈব উভৌ) দিব্যৌ (অপার্থিবৌ) শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ বাদিতবন্তৌ) ॥১৪

স্বামি টীকা—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্তইত্যাহ তত ইত্যাদি। পণবা মর্দ্দলাঃ। আনকাঃ

গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ। সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। স শব্দঃ শঙ্খাদি শব্দস্তুমুলো মহানভূৎ।১৩।

ততঃ পাণ্ডব সৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত,ইত্যাদি পঞ্চভিঃ। ততঃ পূর্ব্বসৈন্য বাদ্য কোলাহলানন্তরম্। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্ব্বাদয়ামাসতুঃ।১৪।

অনুবাদ—পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করিলে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক শঙ্খ, ভেরী, পণব, আণক ও গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইল এবং ঐ সকল বাদ্য যন্ত্রের সংহত শব্দে অতীব তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।১৩।

তৎপরে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে সমারূঢ় মাধব ও পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন উভয়েই উচ্চৈস্বরে দিব্য শঙ্খ বাদিত করিলেন।১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬
কাশ্যশ্চ পরমেস্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ—হৃষীকেশঃ (হৃষীকানাং ইন্দ্রিয়ানাং ঈশনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) পাঞ্চজন্যং (পঞ্চজন সম্ভূতং তন্নামানং শঙ্খং দধ্মৌ) ধনঞ্জয়ঃ (দিশো বিজিত্য ধনাহরণাত্তন্নামা অর্জ্জুনঃ) দেবদত্তং, (ময়দানব দত্তং তন্নামানং বারুণ শঙ্খং দধ্মৌ) ভীমকর্ম্মা (ভীমং কর্ম্ম যস্য স ঘোর কর্ম্মকারী) বৃকোদরঃ

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

(বৃকস্য ব্যাঘ্রবিশেষস্য উদরমিব উদরং যস্য স ভীমঃ) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ, (বাদিতবান্) ।১৫।

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, (তন্নামানং শঙ্খং দধ্মৌ) নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ, (তত্তদাখ্যৌ শঙ্খৌ দধ্মতুঃ) ।১৬।

পরমেষ্বাসঃ (পরম মহান্ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য মহাধনুর্দ্ধরঃ) কাশ্যশ্চ, (কাশীরাজশ্চ) মহারথঃ শিখণ্ডী (প্রাগ্ যোষিদ্ দ্রুপদপুত্রঃ) চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ (তন্নামাদ্রুপদপুত্রঃ) বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ ।১৭।

হে পৃথিবীপতে (হে ভূপতে ধৃতরাষ্ট্র) দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রাঃ প্রাতিবিন্ধ্যাদয়ঃ) মহাবাহুঃ (মহান্তৌবাহূযস্য সঃ মহাবীরঃ) সৌভদ্রশ্চ (অভিমন্যুশ্চ) সর্ব্বশঃ (এতে সর্ব্বে অন্যেচ সর্ব্বাসু দিক্ষুঃ) পৃথক পৃথক্ (প্রত্যেকং) শঙ্খান্ দধ্মুঃ (বাদয়ামাসুঃ) ॥ ১৮

অনুবাদ—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ও ঘোর কর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাদিত করিলেন ।১৫।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শংখ্য বাদিত করিলেন। ১৬।

মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও অপরাজিত সাত্যকি ।১৭।

হে ভূপতে ধৃতরাষ্ট্র! দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবাহু অভিমন্যু ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন।১৮।

স্বামি টীকা—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ।—পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদি শঙ্খনাম্। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ ১৫।

নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ। সহদেব মণিপুষ্পকং নাম।১৮।

কাশ্যঃ কাশিরাজঃ কথংভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ।১৭।

হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র।১৮।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তারাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥২০

অন্বয়ঃ—সঃ (পাণ্ডব পক্ষ শঙ্খোত্থঃ) তুমুলঃ (অত্যুচ্চ অতি-গম্ভীরশ্চ) ঘোষঃ (শঙ্খধ্বনিঃ) নভশ্চ (অন্তরীক্ষশ্চ) পৃথিবীঞ্চৈব (ভূমিঞ্চৈব) অভ্যনুনাদয়ন্ (অভিপূরয়ন্) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (দুর্য্যোধনাদি-নাং) হৃদয়ানি (মনাংসি) ব্যদারয়ৎ (বিদারিতবান্)॥১৯

হে মহীপতে, অথ (শঙ্খবাদনান্তরং) শস্ত্রসম্পাতে (বাণবর্ষে) প্রবৃত্তে (আরব্ধ প্রায়ে সতি) তদা (তস্মিন সময়ে) কপিধ্বজঃ (কপির্বানরঃ ধ্বজো রথচিহ্নং যস্য সঃ) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যমে অবস্থিতান্) দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোল্য) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণম্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বাক্যম্ আহ (উক্তবান্)॥২০

স্বামি টীকা—স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ। স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ, পৃথিবীং চাভ্যনুনাদয়ন প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ।১৯।

এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃশ্লোকৈঃ অথেতি অথ অনন্তরং মহাশব্দানন্তরং। ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্‌যোগেনাবস্থিতান্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ। তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাদি ।২০।

অনুবাদ—হে মহারাজ ঐ তুমুল শঙ্খনিনাদ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া আপনার পুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল ।১৯।

হে মহারাজ অনন্তর উভয় পক্ষের বাণবর্ষণ আরব্ধ হইতেছে এমন সময় কপিধ্বজারূঢ় পাণ্ডু তনয় অর্জ্জুন আপনার পুত্রদিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যত দেখিয়া শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক ভগবান হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন ।২০।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্টস্য দুর্ব্বুদ্ধে র্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ—হে অচ্যুত (ভক্তেচ্ছাপূরণাদবিচলিত শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ (উভয় পক্ষীয়য়াঃ) সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় (রক্ষ)।২১।

যাবৎ (যাবতঃ স্থানাৎ) অহং যোদ্ধু কামান্ (রণ কণ্ডূতি বতঃ) অবস্থিতান্ এতান্ (মদ্‌বিপক্ষান্) নিরীক্ষে (অবলোকয়ামি); অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (সমুদ্যত সমরে) ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যং।২২।

যে এতে অত্র (কুরুক্ষেত্রে) সমাগতাঃ (সমায়াতাঃ) দুর্বুদ্ধে (পাপমতেঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রস্য দুর্যোধনস্য) যুদ্ধে প্রিয় চিকীর্ষবঃ (সাহায্যং কর্ত্তুমিচ্ছবঃ) অহং যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধঃ করিষ্যতঃ) তান্ অবেক্ষে (অবলোকয়ামি)।২৩।

স্বামি টীকা—যাবদিতি। নমুত্বং যোদ্ধা। নতুযুদ্ধপ্রেক্ষকঃ। তত্রাহ—কৈর্ম্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্।২২।

যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাস্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ।।

অনুবাদ—হে অচ্যুত উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ রক্ষা কর।২১।

এমন স্থানে রথ রক্ষা কর যে স্থান হইতে আমি যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিত সকলকেই দেখিতে পাই এবং কাহার কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে তাহাও দেখিতে পাই।২২।

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষায় যাহারা এই যুদ্ধস্থলে সমাগত হইয়াছে তাহাদিগকে একবার দেখিয়া লই।২৩।

বিবরণ—পাছে রাজ্যকামুক ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের ভয়ের কথা শুনিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন এই আশঙ্কায় সুচতুর সঞ্জয় পূর্ব্বে অস্পষ্ট ভাবে যে কথা শুনাইয়াছিলেন উনবিংশ শ্লোকে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন পাণ্ডব পক্ষের সংহত শঙ্খধ্বনিতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ বাহিরে সময়োচিত যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন এবং যুদ্ধোৎসাহও দেখাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদের পাপময় অন্তঃকরণ ধর্ম্মাধার শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মময় পাঞ্চজন্যের ধ্বনিতেই কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর আবার ধর্ম্মানুচর সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয়ের সম্মিলিত তুমুল শঙ্খধ্বনি শুনিয়া একেবারে ভয়ে অভিভূত ও বিকম্পিত হইতে লাগিল। ব্যাস শিষ্য সঞ্জয় গুরুপ্রসাদে অন্যের অন্তঃকরণের ভাবও জানিতে পারিতেন।১৯।২০।

একবিংশ শ্লোক হইতে ত্রয়োবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত তিন শ্লোকে বিবরণ লিখিবার উপযুক্ত কিছুই নাই। তথাপি একবিংশ শ্লোকের অর্জ্জুনবাক্য অবলম্বন করিয়া শঙ্করানুচর ভক্তিরসজ্ঞ—শ্রীপাদ আনন্দগিরি যে অমৃতময় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ভক্ত পাঠকগণকে তাহা আস্বাদন করাইবার বাসনা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন বলিলেন—"সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত," অর্থাৎ হে অচ্যুত উভয় সেনার মধ্যে আমার

রথ রক্ষা কর; নিজন্ত "স্থা" ধাতুর অনুজ্ঞা পরস্মৈপদ মধ্যম পুরুষের একবচনে "স্থাপয়" এই পদ হইয়া থাকে। অনুজ্ঞা শব্দের অর্থ আদেশ, আজ্ঞা, হুকুম ইত্যাদি। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্যায়, বয়সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে কোন কাজ আদেশ, আজ্ঞা বা হুকুম করিতে পারে, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টকে আদেশ, আজ্ঞা বা হুকুম করিতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রথ রাখিতে হুকুম করিলেন। তাই ভক্তিরূপ আনন্দরসের গিরি একবারে গলিয়া গেলেন। তিনি লিখিলেন—"উভয়োরপি সেনয়োঃ সন্নিহিতয়োর্ম্মধ্যে মদীয়ং রথং স্থাপয় ইত্যর্জ্জুনেন সারথ্যে সর্ব্বেশ্বরো নিযুজ্যতে, কিং হি ভক্তনামশক্যং যদ্ ভগবানপি তন্নিয়োগং অনুতিষ্ঠতি। যুক্তং হি ভগবতো ভক্তপারবশ্যম্। অচ্যুতেতি সম্বোধনতয়া ভগবতঃ স্বরূপম্ ন কদাচিদপি প্রচ্যুতিং প্রাপ্নোতীত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছে, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন সেই সর্ব্বেশ্বরকে সারথিবোধে আজ্ঞা করিতেছেন, "অচ্যুত উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ রাখ" অতএব ভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই। যে হেতুক ভগবানও ভক্তের আজ্ঞা পালন করেন। ভক্তের আজ্ঞাধীন হওয়াই ভগবানের কর্ত্তব্য, কেননা তাঁহার নাম অচ্যুত অর্থাৎ তিনি আপন ভক্তাধীন স্বভাব হইতে কখনই বিচলিত হয়েন না।

এই আনন্দগলিত অপূর্ব্ব রসের আস্বাদনে ভক্তচিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে। অনন্ত বিশ্বের অধীশ্বর আপন ভক্তের আজ্ঞা বহন করিয়া থাকেন। এ কথা শুনিলে ভক্তের কথা দূরে থাকুক আমাদের ন্যায় ভক্তিহীন নীরস লোকেও ক্ষণকালের জন্য আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং অসম্ভাবিত শুভাশায় জীবন ধারণ করিতে পারে।

শ্রীপাদ আনন্দগিরি শঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার। অতএব মনে হয় ভগবান শঙ্করাচার্য্য যদি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কারতেন তবে তিনিও ঠিক এইরূপ রসই বাহির করিতেন। শ্রীমদ্গীতাভাষ্যে এবং তৎপ্রণীত গোবিন্দাষ্টকে তাঁহার কৃষ্ণভক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ২১।২২।২৩।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান ভ্রাতৄন পুত্রান পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত (ভরত বংশজ ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গুড়াকেশেন (জিতনিদ্রেন অর্জ্জুনেন) এবং উক্তঃ সন্ উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ (তয়ো সম্মুখে) সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ (রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা (হে) পার্থ এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ (কৌরব পক্ষীয়ান্ বীরান্) পশ্য ইতি উবাচ (উক্তবান্)।২৪।২৫।

অথ (ভগবদ্ বাক্যানন্তরং) পার্থ (পৃথানন্দনঃ অর্জ্জুনঃ) তত্র উভয়োঃ সেনয়োরপি পিতৄন পিতামহান্ আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্ তথা সখীন্, শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব অপশ্যৎ (দদর্শ)।২৬।

স্বামি টীকা—ততঃ কিং বৃত্ত মিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা। তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেন। এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র।২৪।

ভীষ্মেতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ।২৫।

তত কিং বৃত্তমিতি? অত আহ—তত্রেত্যাদি। পিতৄন পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রান সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চাপশ্যৎ।২৬।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, ভগবান্ হৃষীকেশ অনলস অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে, ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সেই অত্যুত্তম রথ অবস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, হে পার্থ! যুদ্ধার্থ সমবেত এই সকল কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে অবলোকন কর।২৪।২৫।

অনন্তর অর্জ্জুন দেখিলেন উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে, পিতৃসম্বন্ধীয়, মাতুল সম্বন্ধীয়, ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়, পুত্রসম্বন্ধীয়, পৌত্র সম্বন্ধীয়, ও শ্বশুর সম্বন্ধীয় সমস্ত আত্মীয়গণ এবং সুহৃৎ, মিত্র ও আচার্য্যগণ রহিয়াছেন ।২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য (সম্যক্ দৃষ্ট্বা) পরয়া (পরময়া) কৃপয়া (দয়য়া) আবিষ্টঃ (গৃহীতঃ) [অতএব] বিষীদন্ (বিষাদং প্রাপ্নুবন্) [সন্] ইদম্ অব্রবীৎ (বক্ষ্যমানং বাক্যং উবাচ) ॥২৭

অর্জ্জুন উবাচ।—হে কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ (যুদ্ধাভিলাষিণঃ) ইমান্ স্বজনান্ (আত্মীয় জনান্) সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি (করপদাদীনি অঙ্গানি) সীদন্তি (অবসাদং প্রাপ্নুবন্তি) মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি (নীরসতাং গচ্ছতি) ॥২৮

মে (মম) শরীরে বেপথুশ্চ (কম্পশ্চ) রোমহর্ষশ্চ (রোমাঞ্চশ্চ) জায়তে (উৎপদ্যতে) হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (স্খলতি) ত্বকচৈব (গাত্রচর্ম্মশ্চৈব) পরিদহ্যতে (সন্তপ্যতে) এব ॥২৯

স্বামি টীকা—ততঃ কিং কৃতবানিত্যাহ। তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যাবিষ্টো বিষণ্ণঃ সন্নিদমর্জ্জুনোঽব্রবীদিত্যুত্তরস্যার্দ্ধ শ্লোকস্য বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ।২৭।

কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্টেমানিত্যাদি যাবদধ্যায় সমাপ্তি। হে কৃষ্ণ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে।২৮।

কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। স্রংশতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে।২৯।

অনুবাদ—সেই কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সম্মুখস্থিত সেই সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে অবলোকন পূর্ব্বক পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণচিত্তে এই কথা বলিলেন।২৭।

অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিত এই সকল আত্মীয়গণকে অবলোকন করায় আমার সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, গাণ্ডীব ধনু হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং সমস্ত গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে।২৮।২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ ॥৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ—(অহং) অবস্থাতুঞ্চ ন শক্নোমি, মে মনঃ ভ্রমতি (বিচলতি) ইব হে কেশব (হে কৃষ্ণ, অহং) বিপরীতানি (শুভেতরানি) নিমিত্তানি (লক্ষণানি) চ পশ্যামি ॥৩০

আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ (মঙ্গলং চ) ন অনুপশ্যামি, হে কৃষ্ণ [অহং] বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে (বাঞ্ছামি) রাজ্যং চ সুখানি ন চ (কাঙ্ক্ষে) ॥৩১

হে গোবিন্দ নঃ (অস্মাকং) রাজ্যেন কিং (কিং প্রয়োজনং) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং যেষাম্ অর্থে (প্রয়োজনায়) নঃ (অস্মাকং) রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতং (বাঞ্ছিতম্) ভোগাঃ (কাঙ্ক্ষিতাঃ) সুখানি চ (কাঙ্ক্ষিতানি) তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এবচ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ

পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা, সম্বন্ধিনশ্চ প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (তত্তদাশাং পরিত্যজ্য) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ; (হে) মধুসূদন (মাং) ঘ্নতোঽপি (মারয়তোঽপি) এতান্ (স্বজনান্) ন হন্তুং ইচ্ছামি।৩২।৩৩।৩৪।

স্বামি টীকা—অপি চ—ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি।৩০।

কিঞ্চ—ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ? তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষে ইতি।৩১।

এতদেব প্রপঞ্চয়তি—কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোক দ্বয়েন।৩২।

ত ইমে ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং ত এতে প্রাণ-ধনাদিত্যাগ মঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ।৩৩।

নন্থু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি তর্হিত্বামেতে রাজ্য লোভেন হনিষ্য-ন্ত্যেব। অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুংক্ষেতি। তত্রাহ সার্দ্ধেন-এতা-নিত্যাদি। ঘ্নতোঽপ্যস্মান্ মারয়তোঽপ্যেতান্।৩৪।

অনুবাদ—আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না, আমার মন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। হে কেশব আমি নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখি-তেছি।৩০।

যুদ্ধস্থলে আত্মীয় স্বজনের বিনাশ সাধনে লাভ কিছুই দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয় লাভ করিতে চাহি না, রাজ্যচাহি না, সুখও চাহি না।৩১।

হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি? ভোগে প্রয়োজন কি? জীবনেই বা প্রয়োজন কি? যাঁহাদের নিমিত্তই আমাদের রাজ্যের ও ভোগসুখের প্রয়োজন, এই দেখ, সেই আচার্য্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ ও শ্যালকগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ জীবন ও ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা যদি আমাকে বিনাশ করেন সেও ভাল, আমি কিন্তু ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না।৩২।৩৩।৩৪।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬

অন্বয়ঃ—মহীকৃতে (পৃথিবী লাভার্থং) কিংনু (তত্র কিং বক্তব্যং) ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি (ত্রিভুবনাধিপত্যস্যাপি) হেতোঃ (নিমিত্তাৎ এতান্ হন্তুংনেচ্ছামি) জনার্দ্দন (হে সর্ব্বজনোপাস্য কৃষ্ণ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ (কঃ সন্তোষঃ) স্যাৎ (ভবেৎ)।৩৫।

আততায়িনঃ (বধোদ্যতান্ ক্ষেত্রদারধনহারিণশ্চ) এতান্ (ধার্ত্তরাষ্ট্রান্) হত্বা পাপমেব অস্মান্ আশ্রয়েৎ (সংস্পৃশেৎ); তস্মাৎ বয়ং সবান্ধবান্ (স্বজন সহিতান্) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ (ন যোগ্যাঃ)

মাধব (হে কমলাপতে) স্বজনং হত্বা কথং (কেন প্রকারেণ) সুখিনঃ স্যামঃ (ভবামি)।৩৬।

স্বামি টীকা—অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ—তৎ প্রাপ্ত্যর্থমপি—হন্তুং নেচ্ছামি। কিং পুনর্ম্মহীমাত্র প্রাপ্তায় ইত্যর্থঃ। ৩৫।

নন্ু চ—অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষডেত আততায়িনঃ। ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ। আততায়িনাং চ বধো যুক্ত এব। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষোহন্তুর্ভবতি কশ্চন॥ ইতি বচনাৎ। তত্রাহ পাপ মেবেত্যাদিসার্দ্ধেন। আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রম্। তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলং। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রমিতিস্থিতিঃ॥ তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষামাচার্য্যাদীনাং বধে ঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য। অমুত্র চেহ বা ন·সুখং স্যাদিত্যাহ স্বজনংহীতি।৩৬।

অনুবাদ—পৃথিবী লাভের কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্য লাভের নিমিত্তও আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে বিনাশ করায় আমাদের আনন্দ কি?।৩৫।

যদিও ইহারা আমাদের আততায়ী অর্থাৎ যদিও ইহারা আমাদের প্রতি অগ্নি ও গরল প্রয়োগ করিয়াছে, যদিও আমাদের রাজ্য ও ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে, যদিও আমাদের পত্নীকে স্পর্শ করিয়াছে এবং

যদিও সম্প্রতি অস্ত্র ধারণ করিয়া আমাদের বিনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে তথাপি ইহাদিগকে বিনাশ করিলে আমাদের পাপ স্পর্শই হইবে। অতএব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে সবান্ধবে বিনাশ করা আমাদের সমুচিত নহে। হে মাধব! আত্মীয় বন্ধুগণকে বিনাশ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব।৩৬।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মেনষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯

অন্বয়ঃ—যদ্যপি এতে (দুর্যোধনাদয়ঃ) লোভোপহতচেতসঃ (লোভেন উপহতং চেতো যেষাংতে রাজ্যলোভহতজ্ঞানাঃ সন্তঃ) কুলক্ষয়কৃতং (বংশধ্বংশোৎপাদিতং) দোষং (অনিষ্টং) মিত্রদ্রোহে (মিত্রাণাং দ্রোহ স্তস্মিন স্বজনানিষ্টাচরনেন) চ পাতকং ন পশ্যন্তি (জানন্তি)।৩৭।

জনার্দ্দন (হে কৃষ্ণ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ (জানদ্ভিঃ) অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ (অধর্ম্মাৎ) নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ (ন বোধ্যং)।৩৮।

কুলক্ষয়ে (জাতে) সনাতনাঃ (চিরন্তনাঃ) কুলধর্ম্মাঃ (অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াসাধ্যাঃ ধর্ম্মাঃ) প্রণশ্যন্তি লুপ্যন্তি। ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] অধর্ম্মঃ

(অনাচারঃ) কৃৎস্নম্ (কথঞ্চিদবশিষ্টং) কুলম্ অভিভবতি (অধিকরোতি) উত (অপি)

স্বামি টীকা—নন্বু তবৈতেষামপি বন্ধুবধে দোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাম্। কিমনেন বিষাদেনত্যাহ—যদ্যপীতিদ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং ত এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি।৩৭।

কথমিতি। তথাপ্যস্মাভিদ্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপন্নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ।৩৮।

তমেব দোষং দর্শয়তি। কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরা প্রাপ্তাঃ। উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলধর্ম্মোঽভি ভবতি। প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।৩৯।

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ রাজ্যলোভে সদসদ্ বিবেচনাশূন্য হইয়াছে, অতএব যদিও কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত পাতক বুঝিতে পারিতেছে না, তথাপি আমরা ত কুলক্ষয়জনিত দোষ অবগত আছি তবে এই মহাপাপে বিরত হওয়াই উচিত, ইহাই বা বুঝিব না কেন।৩৭।৩৮।

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যায় এবং ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া থাকে।৩৯। ...য়াছ যাহাদের

...দের নরকে বাস

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২
উৎসন্নকুলধর্ম্মণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩

অন্বয়ঃ—হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভবাৎ (অধর্ম্মাক্রমনাৎ) কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তিঃ (ব্যভিচরন্তি) (হে) বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিকুলোৎদ্ভব কৃষ্ণ) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (ব্যভিচবন্তীষু) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণবিপর্য্যয়ঃ বিজাতীয় সংসর্গঃ) জায়তে (ভবতি) ॥৪০

সঙ্করঃ কুলঘ্নানা (কুলঘ্নাস্তেষাং কুলনাশিনাং) কুলস্য চ নরকায় এব (নরক প্রাপ্তায় এব ভবতি) এষাং (কুলঘ্নানাং) পিতরঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাঃ পিণ্ডক্রিয়াঃ উদকক্রিয়া চ যেষাং তে তথাভূতঃ সন্তঃ) পতন্তি (প্রেতশরীরেষ্বেব তিষ্ঠন্তি) ।৪১।

বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করোৎপাদকৈ) এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) দোষৈঃ বোধ্যং) ।৩৮। শাশ্বতাঃ (চিরন্তনাঃ) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ (স্বজাতি সমুচিতাঃ কুলক্ষয়ে (জশ্চ) উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে) ॥৪২

ক্রিয়াসাধ্যাঃ ধর্ম্ম, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (লুপ্তকুলক্রিয়াণাং) মনুষ্যাণাং নিয়তং

(নিশ্চিতং) নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (আচার্য্য মুখাৎ শ্রুতবন্তো বয়মিতিশেষঃ) ॥ ৪৩

স্বামি টীকা—এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি। হি যস্মাল্লুপ্তাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা।৪১।

উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। জাতি ধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ। কুলধর্ম্মাশ্চেতি চ কারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে।৪২।

উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি তেষাম্। উৎসন্নজাতি ধর্ম্মাদীনাম—প্যুপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্। প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বানাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপান্ নিরয়ান্ যান্তি দারুনান্। ইত্যাদি বচনেভ্যঃ।৪৩।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মের প্রভাবে কুলনারীদিগের ব্যভিচার হইয়া থাকে এবং কুলনারী ব্যভিচারিনী হইলে বর্ণশঙ্কর ঘটিতে থাকে, আবার বর্ণশঙ্কর ঘটিলে কুলনাশকদিগের ও অবশিষ্ট কুলের নরকে পতন হয়। ঐ সকল ব্যক্তির পিতৃগণ জলপিণ্ডের অভাবে পতিত অর্থাৎ প্রেত শরীরেই অবস্থিত হইয়া থাকে।৪০।৪১।

উপরি উক্ত দোষগুলি বর্ণশঙ্করের কারণ। ঐ সকল দোষে কুলনাশকদিগের নিয়মিত জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়।৪২।

হে জনার্দ্দন! আমরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি যাহাদের জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হয় তাহাদের নরকে বাস হইয়া থাকে।৪৩।

বিবরণ—অর্জ্জুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সকল দোষ দেখাইলেন তন্মধ্যে প্রথম কুলক্ষয়, কুলক্ষয় হইতে ধর্ম্মলোপ, ধর্ম্মলোপ হইতে অধর্ম্মের আধিপত্য, অধর্ম্মের আধিপত্য হইতে কুলনারীর ব্যভিচার, ব্যভিচার হইতে বর্ণসঙ্কর, এবং বর্ণসঙ্কর হইতে পিতৃগণের পিণ্ডলোপ ও নরক পতন। এ স্থলে অর্জ্জুন দুই প্রকার ধর্ম্মের নাম নির্দ্দেশ করিলেন—জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, ও বিবাহ এই দশটি দ্বিজাতি মাত্রেরই প্রধানতঃ জাতিধর্ম্ম। এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিহিত সুতরাং দ্বিজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন যে সময়ের কথা বলিতেছেন তখন ঐ সকল ধর্ম্ম যথাবিধি সকল সংসারেই অনুষ্ঠিত হইত। যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত তাহার অর্থ অবগত হইলে সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যের অন্তর্বাহ্য সংশোধনই উহার লক্ষ্য। ধর্ম্মের জন্যই মানব জীবন, ধর্ম্ম আবার সত্ত্ব গুণ সাপেক্ষ। মানুষ রজঃ ও তমগুণে অভ্যস্ত হইলে আর তাহার চিত্ত সংশোধন অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সম্পাদন সুকঠিন বা অসাধ্য হইয়া উঠে। সেই জন্য আর্য্য ঋষিগণ গর্ভাবস্থা হইতেই মানবের প্রবৃত্তি সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ যেরূপ আচরণশীল ও যেরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া গর্ভাধান করিবে, পুত্রও সেইরূপ আচরণশীল ও সেইরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিবে ইহা শাস্ত্রীয় উক্তি এবং অভিনিবেশের সহিত

চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। গর্ভাধানাদির অনুষ্ঠানে মন ও শরীর সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ হয় বলিয়াই ঐ সকল কার্য্যের নাম "সংস্কার" হইয়াছে।

অর্জ্জুন যুদ্ধ জন্য কুলক্ষয়ের যে সকল দোষ দেখাইলেন, তাহা আমরা এখন মিলাইয়া লইতে পারি। যখন যে দেশে বা যে জাতির মধ্যে সুবৃহৎ সংগ্রাম হইতে থাকে তখন সংগ্রামের শেষে সমস্ত নিঃশেষ হইয়া প্রায় অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ, শিশু ও নারী জাতিই অবশিষ্ট থাকে; অতএব তখন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম নষ্ট হওয়া আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়া একই কথা। অধর্ম্মের রাজ্যে যে স্ত্রীজাতির ব্যভিচার ঘটে ইহাও বিচিত্র নহে এবং স্ত্রীজাতির ব্যভিচার ঘটিলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। আবার বর্ণসঙ্কর হইলে পিতৃলোকের পিণ্ডলোপ ও তজ্জনিত নরকভোগ আর্য্য সন্তানদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান না করিলে প্রেতোদ্ধার হয় না সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে প্রেতাবস্থায় কঠোর যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। সন্তান-গণও অবশ্য কর্ত্তব্যের অকরণে নরকে পতিত হয়। পিণ্ডদান না করিলে প্রেতোদ্ধার কেন হয় না এবং পিণ্ডদান করিলেই প্রেতোদ্ধার কেন হয় তাহা আলোচনা করিতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে, সুতরাং বিরত রহিলাম।

প্রধানতঃ জাতিধর্ম্মের কথা বলা হইল। ঐ সকল জাতি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক সংসারে শাস্ত্র বহির্ভূত অথচ

চিরাচরিত কোন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। এখনও অনেক সংসারে শাস্ত্র বহির্ভূত অথচ চিরাচরিত অনেক বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল চিরাচরিত কর্ম্মকেই কুলধর্ম্ম বলে। উহা সকল স্থানে সমান নহে। অনেক আর্য্য সংসারে সময় সময় [illegible] যায়। [illegible] পূজা হইয়া থাকে, তাহাও কুলধর্ম্ম [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] বৈদিক [illegible] ব্যবস্থা ছিল [illegible] শাস্ত্র [illegible] কুলধর্ম্ম মধ্যে [illegible] হয়। [illegible] সকল [illegible] একই প্রকার বিশুদ্ধ কুলধর্ম্ম [illegible] মধ্যে ও বিভিন্ন প্রকার। [illegible] আমাদের বংশে [illegible] করা যাবে, [illegible] আমাদের কুলধর্ম্ম।" [illegible] দ্বিতীয় বিবাহের জন্য [illegible] প্রার্থনা করেন তখন [illegible] আমাদের কুলধর্ম্ম।

অর্জ্জুন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] বুঝিয়া লইতে হইবে।৪০।৪১।৪২।৪৩।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিত বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫

[illegible]

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ — অহো বত (খেদসূচক অব্যয়) বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয়াঃ) যৎ (যস্মাৎ) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যে সুখং তস্মিন্ লোভেন) স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ (প্রবৃত্তাঃ) ৪৪।

যদি শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রং পাণৌ যেষাং তে শস্ত্রধারিণঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য অপত্যানি পুমাংসঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ পুত্রাঃ) রণে অশস্ত্রং (অস্ত্রহীনং) অপ্রতীকারং (প্রতীকারবিমুখং) মাং হন্যুঃ (বধং কুর্য্যুঃ), তৎ (হননং) মে ক্ষেমতরং (শুভতরং) ভবেৎ (স্যাৎ) ॥৪৫

সঞ্জয়ঃ উবাচ। অর্জ্জুনঃ সংখ্যে (রণস্থলে) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকেন সংবিগ্নং বিষণ্ণং মানসং যস্য তথাভূতঃ সন্) এবং উক্ত্বা সশরং

(শরসহিতং) চাপং (ধনুঃ) বিসৃজ্য (নিক্ষিপ্য) রথোপস্থে (রথস্যোপরি) উপাবিশৎ (উপবিবেশ) ॥৪৬

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা—প্রথমাধ্যায়ান্বয়ঃ

স্বামি টীকা—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহো-বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যদেতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্। অহোবত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ।৪৪।

এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ—যদিমামিত্যাদি। অপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরমত্যন্তং হিতং ভবেৎ। পাপানিষ্পত্তেঃ।৪৫।

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে। রথোপস্থে রথস্যোপরি। উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা।৪৬।

অনুবাদ—হায় কি পরিতাপের বিষয়! আমরা মহাপাপ করিতে সংকল্প করিয়াছি, যে হেতু সাম্রাজ্য সুখের লোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি।৪৪।

এখন যদি আমি আত্মরক্ষায় উদাসীন হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করি এবং শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সেই অবস্থায় আমাকে বিনাশ করে তবেই আমার মঙ্গল হয়।৪৫।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে শোকাকুল চিত্তে ভগবানকে এইরূপ বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি উপবেশন করিলেন।৪৬।

বিবরণ--মহারাজ যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরস পুত্র। তিনি স্বভাবতই শান্তশিষ্ট, স্থির ও ধীর। তিনি বহির্যুদ্ধেও স্থির, অন্তর্যুদ্ধেও স্থির অতএব তাহার সার্থক নাম যুধিষ্ঠির। তিনি বাহিরেও বাহারও সহিত অসদ্ভাব দেখাইবেন না অন্তরেও অসদ্ভাব রাখিবেন না। লোকক্ষয়কর যুদ্ধবিগ্রহ তাহার অভিপ্রায়ই নহে। তাহার অনুজগণও তাহারই পদানুসরণ করিয়া চলিবেন অন্তরে বাহিরে তাহারই অনুবর্ত্তন করিতেন। যদিও ভীম উগ্র স্বভাব ছিলেন তথাপি অগ্রজের অবাধ্য ছিলেন না। ফলতঃ যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিবার ইচ্ছা বাহারও ছিল না। আমরা মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্ব পাঠে জানিতে পারি, যদি দুর্য্যোধন পাঁচখানি গ্রাম প্রত্যর্পণ করিত তবে এ যুদ্ধ হইত না। যখন দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি প্রদান করিতেও অসম্মত হইল, তখন অগ্নিসংযোগে শীতস্বভাব সলিলের ন্যায় পাণ্ডবদিগের স্বভাবশান্ত অন্তঃকরণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তাহারা অগত্যা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আজ ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া অর্জ্জুন সেই অনভিলাষিত লোকক্ষয় আশঙ্কা করিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রের স্বর্গীয় শক্তিতে তাহার স্বভাবশান্ত ও ব্রহ্মচর্য্য বিশোধিত অন্তঃকরণ অধর্ম্মাশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি উপবেশন করিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমা ফলবান্ হইল।

ধর্ম্মক্ষেত্রের মহীয়সী শক্তিও দুর্য্যোধনের পাপান্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিল না। যেমন ঊষরক্ষেত্রে পতিত হইলে পরিপক্ক

বীজ ও অঙ্কুরোৎপাদন করে না, সেইরূপ ঊষরক্ষেত্রে পতিত হইলে অতি সারবান বীজ হতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। দুর্য্যোধনের পাপপূর্ণ অন্তঃকরণের কাছে ধর্ম্মক্ষেত্রের মহতী শক্তিও পরাভূত হইল।

আমরা প্রথমেই অন্ধরাজের আশা ও আশঙ্কার কথা বলিয়াছি। সঞ্জয়ের মুখে দুইদলের সম্বাদ শ্রবণ করিয়া তিনি সানন্দ মনে মনে ভাবিতেছেন আমার আশা কি ফলবতী হইবে না, আমরা অনুমান করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের নামই যোগ। অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যায়োক্ত বিষয়টিকেই 'যোগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় অনেক স্থলে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র 'যোগ' শব্দের অর্থ সকল স্থানে সমান নহে। তিনি প্রসঙ্গানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; তাহা সেই সেই স্থানে প্রদর্শিত হইবে। পরন্তু প্রত্যেক অধ্যায়ে যে যোগ নাম দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ একই। 'যোগ' শব্দের ধাতুগত যে প্রসিদ্ধ অর্থ তাহাই সকল অধ্যায়ের শেষোক্ত 'যোগ' শব্দের অর্থ।

'যোগ' শব্দের ধাতুগত প্রসিদ্ধ অর্থ 'সংযোগ' অর্থাৎ এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর মিলন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার

মিলনেই 'যোগ' শব্দ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যোগ শব্দের সহজার্থ ধরিলে যে কোন বিষয়ে মনের অত্যন্ত সংযোগ বা অভিনিবেশের নাম যোগ। কি লৌকিক কি পারলৌকিক, কি আধ্যাত্মিক, যোগ ভিন্ন অর্থাৎ মনের অত্যন্ত অভিনিবেশ ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না; মনের অত্যন্ত অভিনিবেশই 'যোগ'। সাংখ্যে অত্যন্ত অভিনিবেশের নাম সাংখ্য যোগ, কর্ম্মে অত্যন্ত অভিনিবেশের নাম কর্ম্মযোগ, ভক্তিতে অত্যন্ত অভিনিবেশের নাম ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানেতে অত্যন্ত অভিনিবেশের নাম জ্ঞানযোগ ইত্যাদি। এখন অর্জ্জুনের মন গভীর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন, তাঁহার মন এখন সংসারের কিছুতেই নাই, কেবল আত্মীয় নাশের আশঙ্কায় বিষম বিষাদেই অভিনিবিষ্ট অতএব গীতার এই প্রথমাধ্যায়ের নাম "অর্জ্জুন বিষাদযোগ"।

জীবে শিক্ষা দিতে যিনি মোহিয়া মায়ায়।
ভক্তবরে কাঁদাইলা নমি তাঁর পায়॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রথমাধ্যায়—বিবৃতার্থ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

———o———

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২
ক্লৈব্যং মাগচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।*
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩

অন্বয়ঃ—সঞ্জয় উবাচ।—মধুসূদনঃ (রূপান্তরেণ মধুহন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) তথা (উক্তপ্রকারেণ) কৃপয়া (করুণয়া) আবিষ্টম্ (অধিষ্ঠিতং) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং (অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং) বিষীদন্তং (বিষাদং গচ্ছন্তম) তম্ (অর্জ্জুনম্) ইদং বাক্যম্ (বক্ষ্যমানং বচনং) উবাচ (উক্তবান্) ॥১

---

*ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ ইতি বা পাঠঃ

শ্রীভগবান উবাচ।—হে অর্জ্জুন, কুতঃ (কস্মাদ্ধেতোঃ) বিষমে (সঙ্কট কালে) অনার্য্যজুষ্টম্ (আর্য্যৈঃ শ্রেষ্ঠপুরুষৈঃ জুষ্টং সেবিতং আর্য্যজুষ্টং তথা ন ভবতীতি অনার্য্য-জুষ্টং) অস্বর্গ্যম্ (অধর্ম্ম্যম্) অকীর্ত্তিকরম্ (অযশস্করম্) ইদং কশ্মলং (মোহঃ) ত্বা (ত্বাং) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্তং) ? ২

হে কৌন্তেয় (কুন্তীনন্দন) ক্লৈব্যং (কাতর্য্যং) মাগচ্ছ (ন প্রাপ্নুহি) ত্বয়ি (মহাশূবে) এতৎ (ঈদৃশংকাতর্য্যং) ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ন ভবতি); (হে) পরন্তপ (শত্রুতাপন) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (মনোলঘুত্বং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) উত্তিষ্ঠ (উত্থায় যুধ্যস্ব) ॥৩

স্বামি টীকা—দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হবিশ্চক্রেস্থিত প্রজ্ঞস্যলক্ষণম্ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং। তথোক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদংবাক্যমুবাচ।১।

তদেব বাক্যমাহ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলসমুপস্থিতং মোহঃ প্রাপ্তঃ। যত আর্য্যৈরসেবিতং। অস্বর্গ্যং অধর্ম্ম্যং। অযশস্করং চ। ২।

তস্মাৎ ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমো ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয্যেতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ হে পরন্তপ শত্রুতাপন। ৩।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন ভগবান্ মধুসূদন ঐরূপ কৃপা পরবশ অশ্রুপূর্ণ নয়ন, বিষাদগ্রস্ত সেই অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১।

ভগবান বলিলেন, হে অর্জ্জুন! সঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্য্যগণের অসম্মত, অধর্ম্মজনক ও অযশস্কর। ২।

হে কুন্তীনন্দন! কাতরতা অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে শত্রুনাশন! অতি তুচ্ছ এই মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। ৩।

বিবরণ—ভগবদ্গীতায় যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আরম্ভ হইরাছে তত্ত্ববিশারদ মহর্ষি বেদব্যাস সেই সেই স্থানে বলিয়াছেন "শ্রীভগবান উবাচ"। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহাদেব প্রভৃতি গুণাবতারগণ, ইন্দ্র, অনল, দিবাকরাদি দেবগণ এবং নারদ, কপিল, ও বেদব্যাসাদি মহানুভব নরাবতারগণ ও "ভগবান্" বলিযা অভিহিত হইয়াছেন। ঐ সকল গুণাবতার, দেবতা ও নরাবতারগণকে "ভগবান" বলিতে হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা, ভগবান্ ইন্দ্র, ও ভগবান্ নারদ ইত্যাদিরূপ ভগবৎ শব্দ পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ নামের উল্লেখ করিতে হয়। কেবল ভগবান্ বলিলেই উঁহাদের কাহাকেও বুঝাইবেনা। কেবল ভগবান্ বলিলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" অর্থাৎ অন্যান্য অবতারগণের মধ্যে কেহ বা

পুরুষের অংশ কেহ বা কলা অর্থাৎ অশাংশ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। পূর্ণ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ বীর্য্য, পূর্ণ যশ, পূর্ণ শ্রী, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্যের নাম 'ভগ'। ঐ ভগ অর্থাৎ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যাদি যাঁহার স্বতঃ সিদ্ধ তিনিই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যাদি স্বতঃ সিদ্ধ সুতরাং তিনিই স্বয়ং ভগবান্। আর অন্যান্য অবতার বা দেবতাগণ আপেক্ষিক ভগবান্ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের স্বতঃ সিদ্ধ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যাদির কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা 'ভগবান্' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।১।২।৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ উবাচ।—হে অরিসূদন, (শত্রুনাশন) মধুসূদন, অহং সংখ্যে (সংগ্রামে) ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ পূজার্হৌ (পূজাং অর্হতঃ ইতি তৌ পুষ্পচন্দনাদিনা অর্চ্চনা যোগ্যৌ উভৌ) কথম্ ইষুভিঃ (বাণৈঃ) প্রতি যোৎস্যামি (প্রতি প্রহরিষ্যামি)॥ ৪

হি (নিশ্চিতং) মহানুভাবান্ (মহান্ অনুভাবো যেষাং তান্ মহাত্মান্) গুরূন্ অহত্বা হি ইহ (ভূলোকে) ভৈক্ষ্যম্ (ভিক্ষান্নম্) অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ (উচিতং) তু (কিন্তু) গুরূন্ হত্বা ইহৈব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রক্তাক্তান্) এব অর্থকামান্ (অর্থকামাত্মকান্) ভোগান ভুঞ্জীয় (অশ্নীয়াম্)॥ ৫

যদ্বা (বয়ং এতান্) জয়েম (পরাভবেম) যদি বা (এতে) [কৌরবাঃ] নঃ (অস্মান্) জয়েয়ুঃ (পরাভবেয়ুঃ) নঃ (অস্মাকম্) কতরৎ (দ্বয়োর্মধ্যে কিংনাম) গরীয়ঃ (গুরুতরং) এতৎ চ ন বিদ্মঃ (জানীমঃ) যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ (জীবিতুং ন ইচ্ছামঃ) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ॥ ৬

স্বামি টীকা—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি ভীষ্মদ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজাযোগ্যৌ। তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি। তত্রাপীষুভিঃ। যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন শত্রুবিমর্দ্দন। ৪।

তর্হি তানহত্বা তব দেহ যাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্। অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বেহ লোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং। কিন্তিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ হত্বেতি। গুরূন্ হত্বৈব রুধিরেন প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তানর্থ কামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবদ্যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরণ। তস্মাৎ তদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেনোক্তম্—অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো নকস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৫।

কিঞ্চ যদ্যধর্ম্ম মঙ্গীকরিষ্যামস্তথাপি কিস্মমাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি যদ্বেতি। যদ্বৈতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ। যদি বা নো হস্মানেতে জয়েয়ুর্জ্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখে ঽবস্থিতাঃ। ৬।

অনুবাদ—হে মধুসূদন! ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার পরম পূজ্য। হে শত্রুনাশন! যাঁহাদিগকে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করা উচিত তাঁহাদিগকে বাণদ্বারা প্রহার করিব কিরূপে? ।৪।

মহানুভাব গুরুগণকে বিনাশ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও আমার উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে গুরুদিগকে বিনাশ করিয়া (পারলৌকিক যন্ত্রনার কথা দূরে থাকুক) ইহলোকেই (অশান্তির

সহিত) রক্তাক্ত অর্থকাম উপভোগ করিতে হইবে। ৫।

যদি আমরা ইহাদিগকে পরাভূত করি অথবা যদি ইহারাই আমাদিগকে পরাজিত করে; ইহার মধ্যে আমাদের পক্ষে কি যে মঙ্গলকর তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। কারণ যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া জীবন ধারণ করিতেও ইচ্ছা হয় না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণই সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮

অন্বয়ঃ—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্যং কাতরতা দোষঃ অধর্ম্মঃ তাভ্যামুপহতঃ অভিভূতঃ স্বভাবো প্রকৃতি যস্য সঃ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মে সংমূঢ়ং সন্দিগ্ধং চেতঃ যস্য সঃ) [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি যৎ মে নিশ্চিতং (অসন্দিগ্ধং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) স্যাৎ (ভবেৎ) তৎ ব্রূহি (কথয়)। অহং তে (তব) শিষ্যঃ (শাসনযোগ্যঃ) ত্বাং প্রপন্নং (শরণং গতঃ) মাং শাধি (শিক্ষয়) ॥ ৭

ভূমৌ (পৃথিব্যাম্) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টকম্) ঋদ্ধং (বিপুলং) রাজ্যং সুরাণামপি (দেবানামপি) আধিপত্যং (অধিপতিত্বং) চ অবাপ্য অপি (লব্ধা অপি) যৎ (কর্ম্ম বস্তু বা) মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং (অতিশোষণকরং) শোকম্ অপনুদ্যাৎ (অপনয়েৎ) [তৎ] নহি প্রপশ্যামি (নহি জানামি) ॥৮

স্বামি টীকা—তস্মাৎ-কার্পণ্যেত্যাদি।—এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যম। দোষশ্চ কুলক্ষয় কৃতঃ। তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি। তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতোযস্যসঃ। যুদ্ধংত্যক্তা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মোবেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাত্তদ্ ব্রূহি। কিঞ্চতেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ। অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয়। ৭।

ত্বমেব বিচার্য্য যদ্যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ? তত্রাহ-নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণ মতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্মাপনুদ্যাদপনয়েৎ তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌনিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামেবমভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যান্বয়ঃ।৮।

অনুবাদ—ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মন সংশয়াকুল হইয়াছে এবং কাতরতায় ও অধর্ম্ম চিন্তায় আমার স্বভাব সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে; অতএব এ বিষয়ে যাহা আমার নিশ্চয় মঙ্গলকর তাহা বলিয়া দাও। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত হইলাম, আমাকে শিক্ষা দাও।৭।

যদি আমি সুসমৃদ্ধ ও শত্রুহীন সমগ্র পার্থিব রাজ্য প্রাপ্ত হই অথবা যদি দেবতাদের উপরিও সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করি, তথাপি কোন বস্তু

যে আমার ইন্দ্রিয় শোষক এই দারুণ শোক দূরীভূত করিতে পারে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।৮।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুনের কথাগুলি শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন তাঁহার ভয় হইয়াছে, সম্মুখে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহা মহা বীরগণের অধীনে দুর্য্যোধনের মহতী সেনা দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে। অর্জ্জুনের ভয় কেবল অধর্ম্মে। কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বলে, অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। গুরু পদাশ্রয় ব্যতিরেকে বুঝিবারও নহে। ঈশ্বরকল্প আর্য্য ঋষিদিগের প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। আবার একই বর্ণ বা একই আশ্রমের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকার ভেদে অর্থাৎ বাসনা ও সামর্থ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এক জনের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, অন্যের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম এবং এক জনের পক্ষে যাহা অধর্ম্ম অন্যের পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মাচরণ করিবার অভিলাষ থাকিলেও আত্মোচিত ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া বড়ই দুরূহ।

অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রবন তাহার উপর পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি আত্মোচিত ধর্ম্ম

নিরূপণ করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্যই বলিলেন, আমি ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়াকুল হইয়াছি। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, তাহা তিনি জানিতেন না এমন নহে, কিন্তু সম্মুখে আত্মীয় স্বজনকে অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় শোকে অধীর হইয়াছে এবং "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই স্থূল শাস্ত্রীয় উপদেশের আশ্রয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যাহাদের হৃদয় অতি অসার অথচ দম্ভোন্নত, তাহারাই অন্যের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া আপন আপন অভিলাষানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বভাবতই বিনয়ী, নম্র ও ধীর, সুতরাং সৎপুরুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলেন। তিনি লোক হিংসাকর সংগ্রামে বিরত হইতে অভিলাষ করিয়াও, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত বিগ্রহধারী চিদ্ গুরুর শরণাগত হইলেন। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনের বাহিরেও সারথি, অন্তরেও সারথি ৪-৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০

অন্বয় ৪—সঞ্জয়ঃ উবাচ—পরন্তপঃ (পরাণ শত্রূন তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুঘ্নঃ) গুড়াকেশঃ (গুড়াকানিদ্রা তস্যা ঈশঃ জিতনিদ্রঃ অর্জ্জুনঃ) হৃষীকেশং (হৃষিকাণাং ইন্দ্রিয়ানাং ঈশঃ চালকঃ তং শ্রীকৃষ্ণং) এবম (অনেন প্রকারেণ) উক্ত্বা (ততঃ) ন যোৎস্যে (যুদ্ধং ন করিষ্যামি) ইতি গোবিন্দং (গোঃ ইন্দ্রিয়ানি বিন্দন্তীতি গোবিন্দঃ তং) উক্ত্বাঃ তূষ্ণীং বভূবহ (মৌনং অবলম্ব্যাস্থিতঃ) ॥৯

হে ভারত, (ভরতকুলজাত ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব (হাস্যং কুর্ব্বন্ ইব) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং (শোচন্তং) তম্ (অর্জ্জুনম) ইদং (বক্ষ্যমানং) বচঃ (বাক্যং) উবাচ (উক্তবান্) ॥১০

স্বামি টীকা—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি ।৯।

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃ সন্ ইত্যর্থঃ ।১০।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, শত্রুনাশন, অনলস, অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া এবং আমি যুদ্ধ করিব না ইহাও গোবিন্দকে বলিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিলেন ।৯।

হে ভারত ভগবান্ হৃষীকেশ যেন হাস্য করিতে করিতে উভয় সেনার মধ্যে শোকাতুর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন ।১০।

বিবৃতার্থ—এই দুই শ্লোকে বলিবার কথা বিশেষ কিছুই নাই। কেবল ভগবান্ যেন হাস্য করিতে করিতে অর্জ্জুনকে বলিলেন এই স্থলে 'হাস্য' শব্দের অর্থ উপহাস

বুঝিতে হইবে সেই জন্য মূল শ্লোকে "প্রহসন্নিব" এই ইব শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। হাস্যের ন্যায় বটে কিন্তু হাস্য নহে উপহাস। ইহার পরে শ্রীভগবদ্বাক্যে উপহাসের ভাবই প্রকটিত আছে। অর্জ্জুন আপন অধিকার অতিক্রম করিয়া উচ্চাধিকারের কথা বলিয়াছেন সুতরাং তিনিও সাধারণ লোকের নিকট না হউক, ভগবানের নিকট উপহাসেরই যোগ্য।১০।

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥১১

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্বম্ অশোচ্যান্ (ন শোচ্যাঃ অশোচ্যাঃ তান শোকাযোগ্যান্) অন্বশোচঃ (অনুশোচিতবান্) [পুনশ্চ] প্রজ্ঞাবাদান্ চ (প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ বচনানি চ) ভাষসে। পণ্ডিতাঃ (পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধি যেষাংতে আত্মজ্ঞাঃ) গতাসূন্ (গতাঃ অসবঃ প্রাণা যেষাংতে তান্ গতপ্রাণান) অগতাসূংশ্চ (জীবতশ্চ জনান) ন অনুশোচন্তি (তান্ উদ্দিশ্য ন খিদ্যন্তি)॥১১

স্বামি টীকা—দেহাত্মনোরবিবেকাদেব অস্য এবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেক-প্রদর্শনার্থং—শ্রীভগবানুবাচ-অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূংস্ত্বমন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি—দৃষ্টেমান

স্বজনান্ কৃষ্ণেত্যাদিনা। অত্র কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিত মিত্যাদিনাময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদাঙ্কস্বান্ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে—ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে।* ন তু পণ্ডিতোঽসি। যতঃ পণ্ডিতা বিবেকিনো গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি—বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি—নানুশোচন্তি।১১।

অনুবাদ—ভগবান্ কহিলেন, যাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় কথাও কহিতেছ। যাঁহাদের আত্মজ্ঞান আছে সেই সকল পণ্ডিতগণ গতাসু ও অগতাসু ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করেন না।১১।

বিবৃতার্থ—নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করিলেই রোগের স্থায়ী উপশম হইয়া থাকে এবং সদ্বৈদ্য তাহাই করিয়া থাকেন। ইহা যেমন স্থূল দেহের চিকিৎসার নিয়ম, সূক্ষ্ম দেহের চিকিৎসারও এই নিয়ম। ভবরোগ হারী শ্রীহরি আজ অর্জ্জুনের বিষাদরূপ উৎকট রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভগবান্ দেখিলেন অর্জ্জুনের রোগের নিদান অজ্ঞান; ঘোর অজ্ঞান জন্যই অর্জ্জুনের এইরূপ শোক, এইরূপ সন্তাপ, এইরূপ বিষাদ। রোগের যেরূপ নিদান তাহার বিপরীত প্রয়োগেই রোগের শান্তি হইয়া থাকে। উত্তাপ জনিত পীড়ায় শৈত্য এবং শৈত্য জনিত পীড়ায় উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। আত্মবিষয়ক অজ্ঞানই অর্জ্জুনের রোগের নিদান অতএব

ভগবান্ তাহারই বিপরীত প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকল শাস্ত্রের সার কথা ও শেষ কথা। অর্জ্জুন বলিয়াছেন "আমি গুরুবর্গকে ও স্বজনগণকে বিনাশ না করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব সেও ভাল তথাপি লোকক্ষয়কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না। এরূপ কথা অন্তরের সহিত কে বলিতে পারে ? এরূপ কথা যিনি বলিতে পারেন তাঁহার জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ এই কথাতেই অর্জ্জুনকে প্রকারান্তরে মূর্খ ও অসম্বদ্ধভাষী বলিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন তুমি অজ্ঞানের ন্যায় অশোচ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছ অথচ পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের মর্ম্ম বড়ই দুরূহ। ইহাতে ধর্ম্ম ও স্থল বিশেষে অধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও স্থল বিশেষে ধর্ম্ম, সত্য ও স্থল বিশেষে মিথ্যা, মিথ্যা ও স্থল বিশেষে সত্য এবং জ্ঞানের কথাও স্থল বিশেষে অজ্ঞানের কথা ও অজ্ঞানের কথাও স্থল বিশেষে জ্ঞানের কথা। ঘোর বিকার গ্রস্ত ব্যক্তি নানা প্রকার প্রলাপের কথা কহিতে কহিতে যদি মহাদেবের মহিম্নস্তব আবৃত্তি করে তাহাও প্রলাপ। অজ্ঞানাবৃত অর্জ্জুনের সারাদপি সার কথা ও প্রলাপ।

যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তাহারা গতাসু ব্যক্তিকে মরিয়াছে বলিয়া শোক করে এবং অগতাসু ব্যক্তির মৃত্যু আশঙ্কা করিয়াও শোক করে। অর্জ্জুন অগতাসু আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া শোক করিয়াছেন। মূল শ্লোকে "মৃত ও অমৃত" না বলিয়া "গতাসু ও অগতাসু" বলিয়াছেন। 'গতাসু' শব্দের অর্থ যাহার অসু অর্থাৎ প্রাণ গত হইয়াছে আর 'অগতাসু' শব্দের অর্থ যাহার প্রাণ গত হয় নাই। তাহা হইলেই বুঝা যায় অসু অর্থাৎ প্রাণ এবং যাহার প্রাণ সেই পদার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন বলবান্ ব্যক্তির বলক্ষয় হইলে তাহাকে গতবল, ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইলে তাহাকে গতৈশ্বর্য্য বলা যায়। গতবল ব্যক্তির বলক্ষয় হইলেও যাহার বল সে বর্ত্তমান থাকে এবং গতৈশ্বর্য্য ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইলেও যাহার ঐশ্বর্য্য সে বর্ত্তমান থাকে। সেই-রূপ গতাসু বলিলে যাহার অসু অর্থাৎ প্রাণ গত হয় সে বর্ত্তমান আছে ইহা বুঝায়। যাঁহারা পণ্ডিত অর্থাৎ যাঁহাদের এইরূপ আত্মজ্ঞান আছে তাঁহারা সুতরাং গতাসু ও অগতাসুর নিমিত্ত শোক করেন না। যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই তাহারাই অমুক মরিয়াছে বা অমুক মরিবে ভাবিয়া তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক যখন কেহই মরেনা তখন সকলেই অশোচ্য। অর্জ্জুন অজ্ঞান বশতঃ অশোচ্যের নিমিত্ত শোক করিতেছেন এই জন্য ভগবান তাঁহাকে অজ্ঞ বলিয়া

মনে করিলেন এবং এই অজ্ঞানাবস্থায় যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা করিবার কথা শুনিয়া উপহাস করিলেন।

ইহার পরে ভগবান্ আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য অর্জ্জুনকে যতগুলি শ্লোক বলিবেন সে সকল গুলি এই শ্লোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। অতএব এই শ্লোকটি সেই সকল শ্লোকের সূত্র, সংক্ষেপোক্তি এবং সেই শ্লোকগুলি এই শ্লোকের বৃত্তিস্বরূপ, বিস্তৃত বিবরণ।১১। *

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২

অন্বয়ঃ—জাতু (কদাচিৎ) অহং ন আসং (ন অভবং) ইতি তু ন (জাতু) ত্বং ন আসীঃ (ইতি) ন ইমে (সম্মুখ বর্ত্তিনঃ) নরাধিপাঃ (রাজানঃ) ন (আসন্ ইতি চ ন) অতঃপরং (ইতঃ উপরি) সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (ইতি) চ নৈব।১২।

---

* আচায্য শঙ্করের লোক প্রসিদ্ধ গীতা ভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যাযেব এই একাদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় অদ্বৈতবাদ নামক সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবাব জন্ত আচায্য শঙ্কর প্রস্থান ত্রয়ের (অর্থাৎ উপনিষদ্ বেদান্তসূত্র এবং গীতার) ভাষ্য রচনা করিযাছেন। বেদান্ত সূত্র ও ১০ খানি উপনিষদের উপর আচার্য্য শঙ্করেব যে ভাষ্য আছে তাহা অতীব বিস্তৃত ও [illegible]। গীতা ভাষ্য তত বিস্তৃত নহে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ। এ জন্ত অদ্বৈতবা[illegible]র্থীর পক্ষে গীতা ভাষ্যের অনুশীলন স্বল্পায়াস সাধ্য ও ফলপ্রদ। মহা-মহোপা[illegible] শ্রীপণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সম্পাদিত গীতার সংস্করণে শঙ্কর ভাষ্যে[illegible]হা। [illegible]দ আছে।

স্বামি টীকা—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ ন ত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাব তিরোভাবেঽপি নাসমিতি নৈব, অপি তু আসমেব অনাদিত্বাৎ, ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপি তু আসীরেব, ইমে চ জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন, অপিতু আসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথা অতঃ পরম্ ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এব, জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ ॥১২

অনুবাদ—ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও ছিলাম না এমন নহে, তুমি কখনও ছিলে না এমন নহে এবং এই সমস্ত নরপতিগণ কখনও ছিলেন না এমনও নহে। আবার ইহার পরে আমরা সকলেই থাকিব না এমনও নহে ।১২।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন তুমি অশোচ্যের নিমিত্ত শোক করিতেছ; আভাসে তাহার হেতুও দেখাইয়াছেন। এই শ্লোকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

আত্মীয় স্বজন মরিলে শোকের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু কেহই ত মরে না। রূপান্তরে সকলেই ছিল, সকলেই আছে এবং সকলেই থাকিবে। ভগবান বলিলেন, আমি পূর্ব্বে ছিলাম, এখন আছি এবং ভবিষ্যতে এ দেহের ধ্বংস হইলেও থাকিব; তুমি পূর্ব্বে ছিলে, এখন আছ, এবং ভাবী তখন দেহের ধ্বংস হইলেও থাকিবে; এবং এই সকল নিমিত্ত পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন ভগবৎ ভবিষ্যতে এই সকল বলিয়া

থাকিবেন। তিনি সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ; তাহা কেমন
ধ্বংস হইলে ও রাজাদিগের কথা বলি অর্জ্জুনের এই কথা আশঙ্কা
এবং কুরুক্ষেত্রতে হইবে। তাহা ভ..
কথা বুঝিয়া ন্ যে, নিত্য বস্তু, তাহ বার্দ্ধক্যের ন্যায় দেহান্তর
বলিবেন। ভগবার অংশ বলিয়া নিত অবস্থান্তর। বাল্যকালে
অন্যান্য জীব ভগবা ও সুকোমল। যৌবন
পরস্পর অশোচ্য। শষ মনে রাখিবার বিষয় প হইয়া যায়। এক
এ স্থলে একটি রিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় দেখাছে, তাহার বিংশতি
স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ দহ ধারণ করিযা থাকিাকে চিনিতে পারে
আছেন এবং স্বেচ্ছা রণ কবিয়াছিলেন, স্বকর্ম্মবশে আসিয়াছে দেহ
সকলে স্ব, এবং স্বকর্ম্মবশেই দেহ ধাবণ করিয়া ই,—সেই আমিই
করিযা বানের অপ্রাকৃত জন্ম, এবং অন্য সকলের ই ব্যক্তিই বৃদ্ধ
ইহা ভগবানের উক্ত এবং শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্য সেই বলিয়া
প্রভৃতি টীকাকারদিগের অনুমোদিত। গীতার ম, সেই যুবা
বাক্যে এবং ভাষ্য ও টীকাকার দিগের বাক্যে এ মি পরিবর্ত্তিত
কটিত হইবে।১২। রা মোহান্ধ
সু· মি সুদীর্ঘ

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। ন হইয়াছি
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি-র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥১৩॥ আমি কুঞ্জ

বিস্তৃত —দেহিনঃ (দেহঃ আত্মত্বেন অস্তি অস্য ইতি দেহাছি ভাবিয়া
অদ্বৈতব জীব অস্মিন (বর্ত্তমানে) দেহে যথা কৌমারং ও আত্মার
ম হাপ
ভাষ্যে গা।

পার্থক্য বুঝেন তাঁহারা মনে করেন আমাদের দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; প্রকৃত আমি বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে একই প্রকার আছি। 'এইজন্য' ধীর ব্যক্তি দেহের উন্নতিতে আনন্দিত বা দেহের অবনতিতে দুঃখিত হয়েন না।

আরও মনে কর একব্যক্তি তুলাদণ্ডে আপন দেহ পরিমাণ (ওজন)করিয়া দেখিল পঁয়তাল্লিস সের হইয়াছে। দৈব প্রযুক্ত কলের গাড়ীর চাকায় তাহার একটি পা কাটিয়া গেল। এখন তাহার দেহ ওজনে পঁয়ত্রিশ সের হইল। দেহটা দশ সের কমিলেও তাহার "আমির" ওজন কমিল না; সে আপনাকে ঠিক সেই আমিই মনে করিতে লাগিল। এইরূপে তাহার দুই পা দুই হাত কাটিয়া গেলেও তাহার "আমি" ঠিক রহিল, তখনও সে মনে করিতেছে সেই আমিই আছি। সে ব্যক্তি যদি মোহান্ধ হয় তবে অন্তরে অন্তরে আমি ঠিক আছি জানিয়াও আবার আমি কমিয়াছি ভাবিয়া কাতর হয়, কিন্তু ধীর ব্যক্তি দেহকে আপনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করেন এইজন্য দেহের ক্ষয়েও আপনা মনে করেন না, সুতরাং দুঃখিতও হয়েন না।

দেহ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ থাকে দেহান্তর প্রাপ্তিতে পূর্ব্ব দেহ স্মরণ থাকে না কেন? যখন পূর্ব্ব দেহ স্মরণ থাকে না তখন দেহান্তরেও একই থাকে ইহা বুঝিব কিরূপে? বলিতেছি শুন।

দেখ সমস্ত জগৎটাই মনোবিলাস। যে ব্যক্তি যে পদার্থকে যাহা মনে করে তাহার কাছে সে পদার্থ তাহাই। একটি দৈব-লব্ধ সমুজ্জ্বল পিত্তলের অঙ্গুরীকে স্বর্ণাঙ্গুরী ভাবিয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিলে তাহাতেও স্বর্ণাঙ্গুরী লাভের ন্যায় আনন্দ হয়। তাহা পিত্তল হইলেও তাহার কাছে সুবর্ণ কেননা তাহার তাহা সুবর্ণ বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে।

একজন দরিদ্র স্বপ্নে রাজা হইলে তখন সে রাজাই, কেননা তাহার মনে সে রাজা বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আবার পূর্ব্বাবস্থা দেখিতে পায়। গাঢ় নিদ্রায় কিছুই স্মরণ থাকে না। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে পূর্ব্ব ঘটনা সকলই স্মরণ হয়। ইহার কারণ কেবল মনোবিলাস এবং দেহান্তর প্রাপ্তিতে যে পূর্ব্ব দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় কিছুরই স্মরণ থাকে না তাহারও কারণ সেই মনোবিলাস। শয়নের পূর্ব্বে মনে করিল আমার [illegible]হে, আমার শয্যা প্রস্তুত, আমি শয্যায় শুইলাম আমার [illegible]নিদ্রা আসিতেছে, আমি ঘুমাইলাম। তাহার মন বিশ্বাস হইলেও [illegible]ইল, আমি ঘুমাইলাম, আমি মরিলাম না। আমি তাহারা [illegible], আমি মরি নাই, সেই সংস্কার তাহার মনে রহিয়া হইয়াছি[illegible]রাং নিদ্রাভঙ্গের পর সেই সংস্কার বশেই মনে হইল ভাবিয়া [illegible]াইয়া ছিলাম, এখন জাগিলাম সুতরাং পূর্ব্বের বৃত্তান্ত হইয়াছি[illegible]ৃতি পথে উদিত হইল। আবার মানুষের মৃত্যুর দুঃখে [illegible]র হইল, তাহার মন বিশ্বাস করিল আমার জ্বর

হইয়াছে ; তাহার পর অরুচি হইল, তাহার মন বিশ্বাস করিল আমার অরুচি হইয়াছে, তাহার পর হাত পা ফুলিয়া উঠিল, তাহার মনে বিশ্বাস হইল আমার হাত পা ফুলিয়াছে, ক্রমে শ্বাস উপস্থিত হইল, তাহার মনেও বিশ্বাস হইল আমার শ্বাস হইয়াছে, তাহার যেমন শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইল তখনি তাহার মন সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারময় মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া বিশ্বাস করিল আমি মরিয়া গেলাম আমার অস্তিত্ব ফুরাইল। কাজে কাজেই দেহান্তর ধারণ করিয়াও তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ রহিল না কেন না সে যে মরিয়াছে ; যে স্মরণ করিবে সে মরিয়াছে, তবে স্মরণ করিবে কে ? অতএব যেমন নিদ্রান্তে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ার কারণ মনোবিলাস তেমনি দেহান্তে পূর্ব্ব দেহ স্মরণ না হওয়ার কারণ ও মনোবিলাস। কিন্তু যিনি আত্ম তত্ত্বজ্ঞ, যাঁহার দেহে আমি বলিয়া বিশ্বাস নাই সেই ধীর ব্যক্তি দেহের পীড়াতেও আমার পীড়া বলিয়া মনে করেন না এবং দেহ নষ্ট হইলেও আমি নষ্ট হইলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন না। অতএব যেমন গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইলে পূর্ব্ব গৃহের কথা স্মরণ থাকে সেইরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির দেহান্তর প্রাপ্তি হইলেও পূর্ব্ব দেহ স্মরণ থাকে।

নবজাত শিশুর স্তন্যপানের ইচ্ছা এবং তজ্জন্য রোদন করা এ সকল দেখিয়াও পূর্ব্বের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সে শিশু কতবার জন্মিয়াছে কতবার স্তন্যপানের জন্য কাঁদিয়াছে, সেই

সংস্কার তাহার অন্তরে অন্তরে রহিয়াছে। সে অতি অস্পষ্ট ভাবে জানে, পূর্ব্বে কাঁদিয়াছিলাম অমনি একজন আসিয়া আমাকে স্তন্য দিয়াছে এবার কাঁদিলেও একজন আসিয়া আমাকে স্তন্য দিবে, তাই কাঁদে। নতুবা ক্ষুধা হইলে কাঁদিতে হয় ইহা সদ্যো-জাত শিশুকে কে শিখাইল? অতএব এই ভৌতিক দেহকে যে 'আমি' বলে সে পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে এবং দেহান্তর প্রাপ্তিও ভৌতিক দেহের বাল্য, যৌবন বার্দ্ধক্যের ন্যায় একটি নূতন সংস্কৃত অবস্থা বিশেষ। সে অবস্থার সঙ্গে জীবের কোন সম্বন্ধ নাই।১৩।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪

অন্বয়ঃ—হে কৌন্তেয় আগমাপায়িনঃ (আগমঃ আগমনং অপায়ঃ ধ্বংসঃ তদ্বন্তঃ) অনিত্যাঃ (অস্থিরাঃ) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে শব্দাদিবিষয়াঃ আভিঃ ইতি মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাংস্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাঃ মাত্রাস্পর্শাঃ) শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ (ভবন্তি) (হে) ভারত তান্ (মাত্রাস্পর্শান্ তজ্জনিত সুখ দুঃখানি) তিতিক্ষস্ব (সহস্ব)।১৪।

স্বামি টীকা—ননু গতানাগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং আত্মানমেবেতি চেৎ তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ

সম্বন্ধাঃ তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তে তু আগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ, অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব ; যথা জলাতপাদিসম্পর্কাস্তত্তৎকাল-কৃতাঃ স্বভাবতঃশীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি ; এবং ইষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি ; তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥১৪

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় শব্দাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই শীত ও উত্তাপাদি জন্য সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। ঐ বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ জন্য সুখ ও দুঃখ কথনো আইসে কখনো যায় সুতরাং অস্থির। অতএব তুমি উহা সহ্য কর।১৪।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুন যদি বলেন "কৃষ্ণ আমি ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুবর্গ এবং দুর্য্যোধনাদি স্বজনগণের জন্য শোক করিতেছি না। আমি আমারই জন্য শোক করিতেছি। উহাদের অভাবে আমি কেমন করিয়া থাকিব, এই চিন্তাই আমার দুঃখের কারণ।" তদুত্তরে এই শ্লোক বলিলেন। ভাবনা চতুর টীকাকার শ্রীধর স্বামি এই শ্লোকের ঐরূপ আভাস উদ্ভাবিত করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন এই শ্লোকের অন্যরূপ আভাস হইতেই পারে না। স্বামিপাদ ঐরূপ আভাস দিয়া কেবল যে অর্জ্জুনের অন্তরের কথা বাহির করিয়াছেন এমন নহে ; তিনি শ্রুতিপ্রমিত ও মানবের স্বভাবসিদ্ধ অনপনেয় সুগূঢ় সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" শ্রুতি এইরূপ আরম্ভ করিয়া পুত্রাদি সমস্ত আত্মীয় স্বজনের প্রিয়তা নিষেধ করিয়া পরিশেষে আত্মপ্রিয়তাই

সমর্থন করিয়াছেন, অর্থাৎ কি পতি, কি পত্নী, কি পুত্র, ক পাঠে কি সামান্য বন্ধু বান্ধব, এবং কি পশু, কি ভৃত্য, কি গৃহ, কি বিত্ত সম্পত্তি জগতে কেহই এবং কিছুই কাহারও প্রিয় নহে; কাহারও নিমিত্ত এবং কিছুরও নিমিত্ত কেহ কাহাকেও এবং কিছুকেও ভালবাসে না—যত্ন করে না। সকলেই আপন আপন সুবিধার জন্যই, সাহায্যের জন্যই ও সুখের জন্যই অপর জীব বা বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে। এই কথা কেবলমাত্র শাস্ত্রানুমোদিত নহে; চিন্তাশীল সুধীমাত্রেরই প্রত্যক্ষ অনুভূত সুতরাং নির্ব্বিবাদ সত্য। যদি তাহাই হইল তবে ইহার প্রতিপক্ষেও ঠিক ঐ সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ যেমন আপন আনন্দের, সুবিধার, সাহায্যের জন্যই একজন অপরকে ভালবাসে ও যত্ন করে সেইরূপ আত্মীয় স্বজনের বিনাশে ও ধনাদির অপক্ষয়ে যে শোক করিয়া থাকে তাহাও আপন সুবিধার, সাহায্যের ও আনন্দের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই করিয়া থাকে; স্বজন বিনাশ ও ধনক্ষযের নিমিত্ত নহে। স্বজন বিনাশ বা ধনাদির অপক্ষয়ই যদি শোকের কারণ হইত তবে সে শোক মানবের জীবিতাবস্থায় নিবৃত্তি পাইত না। কিন্তু তাহা কুত্রাপি, কখনই, কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন আত্মীয়ের অভাবে তাৎকালিক যে নিদারুণ দুঃখ মানব হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকে তাহা কালের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পরিশেষে স্মৃতিপথেরও অতীত হইয়া যায়। অপরাপর ব্যবহারিক আনন্দকর ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গলাভে বিনষ্ট পূর্ব্বাত্মীয় চিরদিনের

.৩ অপনীত হয়। অতএব মায়াকল্পিত মর্ত্ত্যলোকে
সম্বন্ধাঃ ... ভালবাসা যেমন কপট, অপরের বিচ্ছেদে শোক প্রকাশ করাও সেইরূপ কপট। আত্মসুখের জন্যই একজন অপরকে ভালবাসে এবং আত্মসুখের ব্যাঘাত হইলেই একজন অপরের অভাবে শোকাকুল হইয়া থাকে। সংসারের এই কপটতাময় সুগূঢ় রহস্য যিনি গুরুকৃপায় অবগত হইতে পারেন আত্মীয়লাভে তাহার আনন্দ এবং আত্মীয়বিচ্ছেদে তাহার দুঃখও হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে প্রিয়সখা পার্থকে ইহাই এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন।

সুখ আর দুঃখ বলিয়া বস্তুতঃ কিছুই নাই ; উহাও মনোবিলাস, সুখ মনে করিলেই সুখ এবং দুঃখ মনে করিলেই দুঃখ। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়দ্বারা ক্রমান্বয় শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, ও গন্ধের ভোগ বা অনুভব হইয়া থাকে ; তাহাতেই সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। যখন ঐ সকল ইন্দ্রিয়েতে ঐ সকল বিষয় আসিয়া পড়ে তখনই সুখ বা দুঃখের অন্যতর ভোগ হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে ; মন সকল ইন্দ্রিয়েরই কর্ত্তা বা অধ্যক্ষ। মনের সংযোগ না হইলে কোন বিষয়েই সুখ বা দুঃখ হয় না। শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন যদি সেই শব্দে মনের অভিনিবেশ থাকে সুস্বর হইলে আনন্দ হইবে এবং কুস্বর হইলে বিরক্তি জন্মিবে ; পক্ষান্তরে যদি তাহাতে মনের অভিনিবেশ না থাকে তবে আনন্দের বা বিরক্তির কথা দূরে থাকুক শব্দই

অনুভূত হইবে না। এক ব্যক্তির মন একখানি পুস্তক পাঠে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে সেই সময় যদি নিকট দিয়া কেহ পটহধ্বনি করিয়া যায় (ঢাক বাজাইয়া যায়) সে শব্দ পুস্তক পাঠকের অনুভূতই হইবে না, অথচ সে শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাঘ মাসে একজনের কন্যার বিবাহ। বিবাহের দিন রাত্রিতে কন্যা-পল্লীর ও বরপল্লীর সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দুইটা জামার উপর শাল বনাত প্রভৃতি পশুলোম নির্ম্মিত শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কন্যাকর্ত্তা অনাবৃত গাত্রে চারিদিকে তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন; এরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের কাছেই মাঘ মাস, সকলের কাছেই শীতকাল এবং সকলেরই যেমন ত্বগিন্দ্রিয় আছে কন্যাকর্ত্তারও সেইরূপ ত্বগিন্দ্রিয় আছে, তথাপি আর সকলেই শীতে কাঁপিতেছে, কিন্তু কন্যাকর্ত্তার শীত নাই। ইহার কারণ এই যে কন্যাকর্ত্তার মনের সহিত মাঘ মাসের বা শীতকালের সংযোগ নাই; কন্যাকর্ত্তার মন কেবল সমাগত সজ্জনগণের সম্মান রাখায় অভিনিবিষ্ট, অতএব তাঁহার শীত নাই। প্রকৃত সন্ন্যাসীগণ অনাবৃত গাত্রে বৃক্ষতলে উপবেশন-পূর্ব্বক শীতে, গ্রীষ্মে যে অক্লেশে ভগবচ্চিন্তা করেন তাহার কারণও ঐ। অতএব শীত-গ্রীষ্ম জন্য সুখ বা দুঃখ বলিয়া বস্তুতঃ কিছুই নাই কেবল মনঃসম্বলিত ইন্দ্রিয়াদির সহিত শীত-গ্রীষ্মের সংযোগই সুখ দুঃখের কারণ।

আবার এক রহস্য—এক সময়ে উত্তাপে সুখ বোধ হয় আবার অন্য সময়ে সেই উত্তাপেই ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে—শীতকালে উত্তাপ সুখকর, গ্রীষ্মকালে শৈত্যই সুখকর, উত্তাপ কষ্ট দায়ক। একজনের রসনায় যাহা মিষ্ট বোধ হয় অপরের তাহা রুচিকর হয় না। অতএব কি যে সুখকর এবং কি যে দুঃখদায়ক তাহার স্থিরতাই নাই। সুতরাং সুখ ও দুঃখ মনের বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করে। একটি বালককে তাহার পিতামহ কি মাতামহ বলিলেন "কিরে শালা"। বালক ঐ 'শালা' শব্দ শুনিয়া আনন্দে নাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি তাহাকে "শালা" বলিলে সে বালক তাহা গালি মনে করিয়া কষ্ট পাইল। একই শালা শব্দ একবার সুখের হইল, আবার অন্যের মুখ হইতে নিসৃত হইয়া দুঃখের হইল। ইহা মনোবিলাস ভিন্ন আর কি? অতএব এ সকল দুঃখ অনায়াসেই সহ্য করা যায়।

আবার দেখ সংসারের সকল সুখ ও সকল দুঃখই আগমাপায়ি অর্থাৎ অস্থির,—আইসে এবং যায়। কোন সুখ বা কোন দুঃখই স্থায়ি নহে। যতক্ষণ ঐ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকে ততক্ষণই সুখ ও দুঃখ অনুভূত হয়। যতক্ষণ শীতের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ ততক্ষণ শীত জন্য ক্লেশ এবং যতক্ষণ মিষ্টান্নের সহিত রসনার সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণই মিষ্টান্ন ভোজন জন্য সুখ; বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিচ্ছেদ

হইলে সুখ ও থাকে না, দুঃখও থাকে না। যাহা পরক্ষণে থাকে না তাহা অবশ্যই সহ্য করা যায়। কেহ অনিষ্ট করিলে বা কটু কথা বলিলে কিছুদিন তজ্জন্য মানসিক যন্ত্রণা থাকে বটে, কিন্তু তাহাও দীর্ঘকালে স্মরণাতীত হইয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু সে দুঃখ ত কাহারও স্থায়ি হয় না; কিছুদিন পরে মন হইতে আপনা আপনিই সরিয়া যায়। দীর্ঘকালে পত্নীর পতি শোক এবং মাতাপিতার পুত্র শোকও মন হইতে অপসৃত হয়। হে অর্জ্জুন, এই ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুবর্গ এবং দুর্য্যোধনাদি আত্মীয় বর্গ বিনষ্ট হইলেও কিছুদিন তোমার কষ্ট হইলেও আপনা আপনিই সহ্য হইয়া যাইবে; হয়ত স্মরণেও থাকিবে না। যখন সহ্য হইয়াই যাইবে তখন প্রথমেই করা উচিত। প্রতীকার করিয়া কেহ কখনও দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। কিন্তু সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় এবং মানুষ সহ্য করিতে পারে না এমন দুঃখই নাই। অতএব সহ্য করিতে শিক্ষা কর।১৪।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষর্ষভ (পুরুষেষু মনুষ্যেষু শ্রেষ্ঠ, হে নরবর) এতে (মাত্রাস্পর্শাঃ) সমদুঃখসুখং (সমে দুঃখসুখে যস্যতং) ধীরং (অচঞ্চলং)

যং পুরুষং (মনুষ্যং) ন ব্যথয়ন্তি (ন পীড়য়ন্তি) হি (নিশ্চিতং) সঃ (পুরুষঃ) অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি)।১৫।

স্বামি টীকা—তৎপ্রতিকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ—যমিতি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যস্য তং স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি॥১৫

অনুবাদ—হে নরবর পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সমদুঃখ সুখ ধীর ব্যক্তিকে ক্লেশ দিতে পারে না, নিশ্চয়ই তিনি মোক্ষ লাভের উপযুক্ত হয়েন।১৫।

বিবৃতার্থ—ভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুনকে বৈষয়িক দুঃখ ও কষ্ট বিয়োগজনিত শোক সহ্য করিতে বলিয়াছেন। দুঃখ ও শোক সহ্য করিতে পারিলে কি হয় তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সংসারে বিলাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি অপেক্ষা দরিদ্র লোক অপেক্ষাকৃত অধিক সুখী। ধনাঢ্যের শীত গ্রীষ্মাদি নিবারণের উপায় অনেক আছে কিন্তু ধনাঢ্য বিলাসী শীতে ও গ্রীষ্মাদিতে দরিদ্র অপেক্ষা অধিকতর কাতর। ধনাঢ্য বিলাসী শীতকালে এক মুহূর্ত্ত গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারিবেন না কিন্তু দরিদ্র অনাবৃত গাত্রে সমস্তদিন পরিশ্রম করিতে পারে। ধনাঢ্য গ্রীষ্মকালে ছত্রধারী ভৃত্যের সাহায্য ভিন্ন গৃহ হইতে

গৃহান্তরে যাইতে পারিবেন না, দরিদ্র গাত্র মার্জ্জনী মস্তকে দিয়া দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারে;—সুখী কাহাকে বলিব? একব্যক্তির কুইনাইন ক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে অথচ প্রায়ই জ্বর হইয়া থাকে; অপর একব্যক্তির কুইনাইন কিনিবার পয়সা নাই, কিন্তু কখনও জ্বরও হয় না, সুখী কাহাকে বলিব? শ্রীমদ্ভাগবতে জড় ভরতের উক্তি এইরূপ আছে,—যথাহি পুরুষো ভারং শিরসাগুরুমুদ্বহন্। তং স্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥ অর্থাৎ এক ব্যক্তি মস্তকে একটি গুরুভার বহন করিতেছে। যখন মস্তক ব্যথিত হইল তখন সেই ভার মস্তক হইতে নামাইয়া স্কন্ধে রাখিল। মস্তক সুস্থ হইল, কিন্তু স্কন্ধ জ্বলিয়া উঠিল; আবার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কক্ষে রাখিল, স্কন্ধ সুস্থ হইল, কক্ষ জ্বলিয়া উঠিল। সংসারের দুঃখ প্রতিকার ঠিক সেইরূপ। একটির প্রতিকার করিবে, পরক্ষণেই আর একটি দুঃখ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, দুঃখের প্রতিকার করিতে করিতেই জীবন শেষ হইয়া যাইবে, ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে না। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এ সংসারে মনুষ্যগণ জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কেবল আপন আপন দুঃখের প্রতিকারই করিতেছে। একবার সুস্থ হইয়া বসিতে পাইল না। কিন্তু দুঃখ সহ্য করিতে পারিলেই, অর্থাৎ ভ্রূক্ষেপ না করিলেই, তাহাতে অভিনিবিষ্ট না হইলেই চিরশান্তি বা মোক্ষ। যিনি সমদুঃখ সুখ হইতে পারেন তিনিই ঐ মোক্ষের অধিকারী।

সমদুঃখ সুখ কাহাকে বলে ? দুঃখ ও সুখ উভয়েতেই দুঃখ বোধ করিলে সম দুঃখ সুখ বলা যায় এবং উভয়েতেই সুখ বোধ করিলেও সমদুঃখ সুখ বলা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা নহে ; সুখ বোধ থাকিলেই দুঃখ বোধ থাকিবে এবং দুঃখ বোধ থাকিলে সুখ বোধ থাকিবেই। অতএব কোন কারণে দুঃখ সুখ দুইই মনে না করার নাম সমদুঃখ সুখ। অতএব যিনি কিছুতেই দুঃখ বা সুখ মনে না করেন তিনিই সমদুঃখ সুখ এবং তাঁহাকেই বৈষয়িক দুঃখ সুখে ব্যথিত ক্ষুভিত করিতে পারে না। সুতরাং তিনিই মোক্ষের অর্থাৎ শান্তি লাভের অধিকারী। ফল কথা ভীরুকে সকলেই ভয় দেখায়, সংসারিক শোক বা দুঃখকে যতই ভয় করিবে ততই তাহারা ভয় দেখাইবে—যন্ত্রণা দিবে, পক্ষান্তরে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিলে আর নিকটে আসিবে না। সুতরাং তখন শান্তি।১৫।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ—অসতঃ (অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণত্বাদেঃ) ভাবঃ (আত্মনি সত্তা) ন বিদ্যতে (নাস্তি) সতঃ (সৎস্বভাবস্য) অভাবঃ (বিনাশঃ ন বিদ্যতে) তত্ত্বদর্শিভিঃ (তস্য ভাবঃ তত্ত্বং তৎদ্রষ্টুং শীলং যেষাংতে তৈঃ বস্তু যাথার্থ্য বেদিভিঃ) অনয়োঃ (উভয়ো অপি সদসতোঃ) অন্তঃ (নির্ণয়ঃ) দৃষ্টঃ (জ্ঞাতঃ)।১৬।

স্বামি টীকা—ননু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদ্দেহনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্ম-ধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা সতঃ সৎস্বভাবস্য আত্মনাঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে, এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ; কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবিদ্ভিঃ, এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥১৬

অনুবাদ—শীতোষ্ণত্বাদি অসতের আত্মসত্তা নাই এবং সৎস্বরূপ আত্মার অভাব অর্থাৎ অসত্তা বা বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শিগণ এই সমস্ত সৎ ও অসৎ উভয়েরই তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন।১৬।

বিবৃতার্থ—এবারেও অর্জ্জুন যদি বলেন "কৃষ্ণ! আমি তোমার কথা বুঝিলাম; কিন্তু তুমি অক্লেশে বলিয়া ফেলিলে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহা বড়ই দুরূহ, অধিকন্তু শীতোষ্ণত্বাদি জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে গেলে দেহের পীড়া এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে"। তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন কেবল বলপূর্ব্বক সহ্য করিলে তুমি যাহা আশঙ্কা করিতেছ তাহা বটে। অতএব বিবেকের সহিত সহ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সকল দুঃখের স্বরূপ বিচার করিয়া সহ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে কঠিনও হইবে না, ভয়ের আশঙ্কাও নাই। এখন সেই তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি শুন।

অবোধ শিশু মাটির বাঘ দেখিলে কাঁদিয়া উঠে, তাহার কাছে যাইতে চাহে না। তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলে হয়ত তাহার মূর্চ্ছা হইবে। অতএব তাহাকে অগ্রে বুঝাইতে হইবে, সত্য বাঘ নহে মাটির বাঘ। যদি তাহাতে না বুঝে তবে বাঘের গায়ে হাত বুলাইয়া, অথবা একটু ভাঙ্গা মাটি দেখাইতে হইবে। তখন বালক তাহার নিকট যাইবে। কিন্তু তখনও ভয়ে ভয়েই যাইবে ; ক্রমে অভ্যস্ত হইবে। এ সংসারে যাহা কিছু যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া মনে হয় সে সকলও সেই মাটির বাঘ। বস্তুতঃ সব মিথ্যা—সকল ভুও।

এক মাত্র আত্মাই সৎ অর্থাৎ অব্যভিচারী সত্য পদার্থ। আত্মা ভিন্ন আর যাহা কিছু জগতে দেখিতে পাওয়া যায় সে সকলই অসৎ অর্থাৎ ব্যভিচারী, ক্ষণে ক্ষণেই পরিবর্ত্তনশীল। যাহার পরিবর্ত্তন নাই, অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত একই প্রকার তাহাই সৎ এবং যাহার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয় তাহাই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা—কেবল নাম মাত্র। মনে কর তুমি একটি ঘট দেখিতেছ। কি দেখিতেছ জিজ্ঞাসা করিলে যদি তুমি বল ঘট দেখিতেছি, তাহা তোমার মিথ্যা কথা। তুমি দেখিতেছ মৃত্তিকা। পঞ্চ ভূতময় পদার্থ না হইলে চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হয় না সুতরাং দেখাও যায় না। অতএব একটি আকার বিশেষে পরিণত ভূতময় মৃত্তিকাই দেখিতেছ ; তোমার ব্যবহারের সুবিধার জন্য তুমি সেই আকার বিশেষে পরিণত

মৃত্তিকারই নাম দিয়াছ "ঘট" অতএব "ঘট" কেবল নাম মাত্র বা সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্র, কোন বস্তু নহে। কেহ বৃক্ষ দেখিতেছে, কেহ অট্টালিকা দেখিতেছে, কেহ পর্ব্বত দেখিতেছে, কিন্তু বস্তুত কেহই কিছুই দেখিতেছে না, দেখিতেছে কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিণত মৃত্তিকা, যেহেতু বৃক্ষ, অট্টালিকা ও পর্ব্বতাদি সকল পদার্থই মৃত্তিকারই রূপান্তর। ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিভিন্নাকার মৃত্তিকারই নাম দেওয়া হইয়াছে বৃক্ষ, অট্টালিকা, পর্ব্বত ইত্যাদি। যখন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণমিত করিল তখন তুমি সেই মৃত্তিকারই এক একটি আকারের এক একটি নাম দিলে। একটির নাম ঘট, একটির নাম শরাব, একটির নাম ভাণ্ড ইত্যাদি। অতএব ঘট, শরাব, ভাণ্ড ইত্যাদি কেবল নাম মাত্র, বস্তু, মৃত্তিকা। এরূপ নাম না দিলে তোমার ব্যবহার চলে না। তোমার জলাহরণের প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব তোমার ঘটই চাই, কিন্তু যদি তুমি বল মৃত্তিকা লইয়া আইস, তবে তোমার আদিষ্ট ব্যক্তি কি আনিবে? সে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতেই পারিবে না সুতরাং ব্যবহার চলিবে না। এই জন্যই বিবিধ আকারের মৃত্তিকার বিবিধ নাম দেওয়া হইয়াছে। মৃত্তিকারই বিবিধ আকার হয় বলিয়া ঐ সকল আকারকে বিকার বলে। এইরূপ সুবর্ণে নির্ম্মিত কুণ্ডল, বলয়, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি ও সুবর্ণেরই বিকার; অতএব সেই সকল অলঙ্কারও বস্তুতঃ কেবল সুবর্ণ;

কুণ্ডলাদি সুবর্ণের বিকার। সমুদয় বিকারই নাম মাত্র—বস্তু নহে। ঘট শরাব, ভাণ্ড প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সকলই মৃত্তিকা এবং কুণ্ডল, বলয়, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সকলই সুবর্ণ হইয়া যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকিবে না। অতএব ঘটাদি মৃদ্‌বিকার কেবল নাম মাত্র সুতরাং মিথ্যা, মৃত্তিকাই বস্তু এবং কুণ্ডলাদি স্বর্ণ বিকার কেবল নাম মাত্র সুতরাং মিথ্যা সুবর্ণই বস্তু।

আবার বৃক্ষলতা, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর এবং দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সমুদয় জঙ্গম দেহ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিলে ফলে একটা প্রকাণ্ড মৃত্তিকা রাশি হইয়া পড়িবে। অতএব বৃক্ষাদি স্থাবর ও মনুষ্যাদি সমুদয় জঙ্গম দেহ ও বিকার, সুতরাং নাম মাত্র, মিথ্যা, মৃত্তিকাই বস্তু। আবার মৃত্তিকা রাশি পেষণ করিলে পরমাণুতে পরিণত হইবে, আবার সেই পরমাণু পর্য্যন্ত বিলীন হইলে কেবল একমাত্র সত্তা বা সদ্‌বস্তু অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব জগতের যে কোন পদার্থ কর্ণে শুনা যায, ত্বকে স্পর্শ করা যায়, চক্ষুতে দেখা যায়, রসনায় আস্বাদন করা যায় এবং নাসিকায় আঘ্রাণ করা যায়, সে সমস্তই ঐ সদ্‌বস্তুর বিকার, সুতরাং নাম মাত্র, মিথ্যা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, বিকার মাত্রই কথা সার ও নাম মাত্র। আমরা অস্তি অর্থাৎ আছে বলিয়া পরিচয় দিই। যেমন ঘট অস্তি অর্থাৎ বিদ্যমান—ঘট রহিয়াছে। বৃক্ষ অস্তি, বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে, পৃথিবী অস্তি, পৃথিবী বিদ্যমান রহিয়াছে, ইত্যাদি।

যাহা অস্তি, তাহাই সৎ, 'অস্তি'কে অর্থাৎ সৎকে আশ্রয় করিয়াই সকল পদার্থের অস্তিত্ব, বা বিদ্যমানতা বা থাকা। সৎকে ছাড়িয়া কিছু থাকিতে পারে না। সেই সৎই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। আবার সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি পরস্পর অভিন্ন। সৎ ভিন্ন চিৎ নাই, চিৎ ভিন্ন আনন্দ নাই। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। জীবাত্মা তাহারই অংশ অতএব জীবাত্মাও সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ সুতরাং নিত্য, সত্য ও অনশ্বর।

পুত্র বৎসল পিতা শিশু সন্তানের সহিত কৌতুক করিবার নিমিত্ত আপন মুখে বস্ত্রের আবরণ দিয়া বলিল "এই ভূত"। অবোধ শিশু ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সে বুঝিল না যে আমার পরম স্নেহশীল পিতাই আমার সহিত কৌতুক করিতেছেন, সুতরাং ভয়ের কারণ না থাকিলেও অজ্ঞানবশতঃ সত্য সত্যই ভূত মনে করিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। ঠিক সেই রূপ সর্ব্বসাধারণের পরম পিতা লীলাময় পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ত্রিগুণের অসদাবরণে স্বকীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আবৃত করিয়া ভূত সাজিয়া অর্থাৎ জগদ্রূপে পরিণত হইয়া আপন পুত্র স্থানীয় অংশস্বরূপ জীবের সহিত অনুক্ষণ কৌতুক করিতেছেন। জীব অজ্ঞান বশতঃ সত্য সত্যই "ভূত" মনে করিয়া অর্থাৎ সত্য সত্যই বৃক্ষ, লতা পাহাড় পর্ব্বত, মনুষ্য, অশ্ব, শত্রু, মিত্র, শীত, গ্রীষ্ম, জন্ম, মৃত্যু, শোক, দুঃখ ইত্যাদি মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। বিবেক দ্বারা এই অনাদি রহস্য উন্মোচিত হইলেই জীবের মুক্তি।

অতএব হে অর্জ্জুন, এইরূপ বিবেক আশ্রয় করিয়া শীত গ্রীষ্মাদি ও শোক দুঃখাদি সহ্য করিতে শিক্ষা কর কোনও ক্লেশ হইবে না। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা এই সৎ ও অসতের তত্ত্ব অবগত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিলেন অসতের সত্তা নাই, এবং সৎ এর অভাব নাই। এ কথাটি যেন অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক বলা হইল। কেন না যাহা অসৎ তাহাত নাইই, তাহার আবার সত্তা নাই বলিলেন কেন? এবং যাহা সৎ তাহা সৎই—সত্তাই, তাহার আবার অভাব নাই বলিলেন কেন? বলিবার প্রয়োজন আছে। প্রাকৃতিক পদার্থের পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও এক প্রকার অনির্ব্বচনীয়, আপেক্ষিক বা প্রাতীতিক সত্তা আছে। তাহাই বুঝাইবার জন্য ঐরূপ বলিলেন এবং সৎস্বরূপ আত্মার ধ্বংস না থাকিলেও অজ্ঞানী আত্মার বিনাশ আশঙ্কা করে সেই নিমিত্তই সৎ এর অভাব নাই বলিয়াছেন।

কথাটা আরও একটু বুঝিয়া লইতে হইবে। ঘট বলিয়া কোনো বস্তু না থাকিলেও ঘট দ্বারা যখন বিশিষ্ট কার্য্য-সাধন হইতেছে তখন ঘট নামে একটা কিছু আছে বৈকি। আছে বটে, কিন্তু ঘট মৃত্তিকা ছাড়িয়া নিজে পৃথক্ থাকিতে পারে না, কিন্তু মৃত্তিকা ঘট ছাড়িয়া পৃথক্ থাকিতে পারে অতএব ঘটের নিজ সত্তা নাই, আপেক্ষিক সত্তা আছে অর্থাৎ মৃত্তিকাকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। আবার অজ্ঞলোকে ঐ আপেক্ষিক সত্তাকে পরমার্থ বলিয়া

মনে করে। অজ্ঞানীর প্রতীতি হয় বলিয়া উহাকে প্রাতীতিক সত্তা বলে। জগতের ও পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও আপেক্ষিক ও প্রাতীতিক সত্তা আছে অর্থাৎ প্রকৃত সৎকে অপেক্ষা করিয়া জগতের সত্তা আছে, নিজের সত্তা নাই। যে হেতুক সৎ ছাড়িয়া জগৎ থাকিতে পারে না, কিন্তু জগৎ ছাড়িয়া সৎ থাকিতে পারে। আবার জগতের আপেক্ষিক সত্তাই পারমার্থিক সত্তা বলিয়া অজ্ঞানীর প্রতীতি হয় অতএব উহা প্রাতীতিক সত্তা। ঐ আপেক্ষিক বা প্রাতীতিক সত্তাই জীবের ক্লেশের কারণ ইহা বুঝাইবার জন্যই ভগবানের ঐরূপ উক্তি।

আবার সৎ স্বরূপ আত্মার অভাব না থাকিলেও অজ্ঞানীর আমার আত্মীয় মরিয়া গেল বলিয়া অথবা আমি মরিব এই আশঙ্কা করিয়া ক্লেশ পায় অতএব ঐ অজ্ঞান নষ্ট করিবার জন্যই ভগবান্ বলিলেন সৎ এর অভাব নাই। অসৎ এর ঐ আপেক্ষিক সত্তা বা প্রাতীতিক সত্তার আর একটি নাম ঔপাধিক সত্তা, অর্থাৎ নামে মাত্র সত্তা।১৬।

অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭

অন্বয়ঃ—যেন (সৎস্বরূপেন) ইদং সর্ব্বং (বিশ্বং) ততং (ব্যাপ্তং) তৎ তু অবিনাশী (অনশ্বরং) বিদ্ধি (জানীহি) কশ্চিৎ (কোঽপি) অব্যয়স্য

(অক্ষয়স্য) অস্য (সতঃ) বিনাশং (ধ্বংসং) কর্ত্তুং ন অর্হতি (সমর্থঃ ন ভবতি)।১৭।

স্বামি টীকা—তত্রসৎস্বভাবমবিনাশিবস্তুসামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মকং দেহাদিকং ততং তৎসাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং তত্ত্ব আত্মস্বরূপং অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি তত্র হেতুমাহ বিনাশমিতি॥১৭

অনুবাদ—যে সদবস্তু এই বিশ্ব সংসার ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, সে বস্তু অবিনাশী বলিয়া জানিও। কেহই সেই অব্যয় বস্তুর বিনাশ করিতে সমর্থ নহে।১৭।

বিবৃতার্থ—বিষয় বড় দুরূহ সেই জন্য ভগবান্ একই কথা প্রকারান্তরে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। পূর্ব্ব শ্লোকেই এ কথা বলা হইয়াছে তাই আবার প্রকারান্তরে বিশেষ করিয়া বলিলেন। সে বিশেষ এই—প্রাকৃতিক পদার্থের বিনাশ দুই প্রকারে হয়, স্বতঃ ও পরতঃ। পর্ব্বতাদির দেহ দীর্ঘকালে স্বভাবতই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য ভাঙ্গিয়া ধ্বংস করিতেও পারে। বৃক্ষাদির দেহ যথা কালে স্বভাবতই বিনষ্ট হয় এবং মনুষ্যাদি ও জন্তুতে নষ্ট করিতেও পারে, ঘটাদি দেহও কালে জীর্ণ হয় এবং মনুষ্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও পারে। মনুষ্যাদির দেহ রোগে আক্রান্ত হইয়া যথা সময়ে স্বভাবতই বিনষ্ট হয় এবং একজন অপরের দেহ বিনাশ করিতেও পারে। সদ্ বস্তুর ঐ দুই প্রকার বিনাশই নাই, ইহাই বলিবার জন্য এই

শ্লোক। শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে বলিলেন সদ্‌বস্তু অবিনাশী অর্থাৎ স্বভাবতঃ তাহার বিনাশ নাই। শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিলেন, কেহই সদ্‌বস্তুর বিনাশ করিতে পারে না। অর্থাৎ অন্য দ্বারাও তাহার বিনাশ হয় না। দুইটি বিশেষণ দ্বারা দুই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমার্দ্ধে বলিলেন যাহা বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল স্বভাবতঃ বিনাশ নাই; ব্যাপকের বিনাশ নাই ইহা স্বতঃ সিদ্ধ সত্য, যেমন মৃত্তিকার বিনাশ নাই, ঘটের আছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষণ দিলেন 'অব্যয়'; যাহার ব্যয়স্বভাব তাহাই লোকে বিনাশ করিতে পারে; যাহা ব্যয় স্বভাব নহে তাহা কেহ বিনাশ করিতে পারে না. ইহাও নির্ণীত সত্য।১৭।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥১৮

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত (ভরত কুলোদ্ভব অর্জ্জুন) নিত্যস্য (সর্ব্বদা একরূপস্য) অনাশিনঃ (নাশ রহিতস্য) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্নস্য) শরীরিণঃ (শরীরাশ্রয়স্য আত্মনঃ) ইমে (দৃশ্যমানাঃ) দেহাঃ অন্তবন্তঃ (বিনাশ স্বভাবাঃ) উক্তাঃ (তত্ত্বদর্শিভিঃ কথিতাঃ) তস্মাৎ যুদ্ধস্ব (যুদ্ধং কুরু)।১৮।

স্বামি টীকা—আগমাপায়ধর্ম্মকং সন্দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য শরীরিণ শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য

অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবমাত্মনো ন বিনাশঃ, ন চ সুখদুঃখাদি সম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব, স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥১৮

অনুবাদ—হে ভরত কুলোদ্ভব অর্জ্জুন! আত্মা নিত্য, অনাশী (দ্বিবিধ নাশ হীন) ও অপ্রমেয় (প্রমানের অতীত) সেই আত্মার এই সকল ঔপাধিক দেহই বিনাশশীল; তত্ত্বদর্শীগণ এই কথা বলিয়াছেন। অতএব তুমি যুদ্ধ কর।১৮।

বিবৃতার্থ—আত্মার যখন বিনাশ নাই এবং দেহ মাত্রই যখন অবশ্য বিনাশী তখন বৃথা শোকমোহে অধীর হইয়া কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতেছ কেন? সকল দেহের বিনাশ এক দিন হইবেই এবং সেই সকল দেহের আত্মা অক্ষুন্ন থাকিবেই তবে শোকের কারণ কোথায়? সকল প্রাকৃতিক পদার্থই আপনা আপনিই আইসে এবং আপনা আপনিই যায়। ইহাই এখানকার স্বভাব। অতএব ভালই হউক মন্দই হউক যাহা আইসে তাহাকে আসিতে দাও; তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ করিও না, যাহা যায় তাহাকে যাইতে দাও, তাহাতেও হর্ষ বিষাদের প্রয়োজন নাই। অবিচলিত চিত্তে আপন কর্ত্তব্য পালন কর।

অর্জ্জুন উপলক্ষমাত্র। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্ মনুষ্য মাত্রকেই উপদেশ দিতেছেন। সম্পদে উল্লসিত ও

বিপদে বিষণ্ণ না হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করাই সকলের কর্ত্তব্য ।১৮।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥১৯

অন্বয় ঃ—যঃ জনঃ এনং (আত্মানং) হন্তারং (হনন ক্রিয়া কর্ত্তারং) বেত্তি (জানাতি) যশ্চ এনং হতং (হনন ক্রিয়া কর্ম্মভূতং) বেত্তি (জানাতি) উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ (ন বিজ্ঞঃ) অয়ং (আত্মা) ন হন্তি (ন বধতি) ন হন্যতে (ন বধ্যতে) ১৯।

স্বামি টীকা—তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা, তদপি তদ্বদেব নির্ণিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ নায়মিতি ॥১৯

অনুবাদ—যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হন্তা মনে করে এবং যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হত মনে করে উহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। কেন না এই আত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং কাহারও দ্বারা বিনষ্ট হয়েন না ।১৯।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুন স্বজনগণের মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া অজ্ঞানবশতঃ শোকে অধীর হইয়া কর্ত্তব্য ত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভগবান্ বুঝাইয়া দিয়াছেন শোকের কারণ কিছুই নাই। আবার অর্জ্জুন বলিয়াছেন "আমি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে

বিনাশ করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না এবং ভীষ্ম দ্রোণাদি আমার পূজ্য, আমি তাঁহাদিগকে কিরূপে বিনাশ করিব"। ভগবান্ তদুত্তরে এই শ্লোক বলিলেন।

তিনি বলিলেন যে ব্যক্তি আত্মাকে হন্তা মনে করে সে অজ্ঞ এবং যে ব্যক্তি আত্মাকে অন্য কর্ত্তৃক হত মনে করে সেও অজ্ঞ। অতএব তুমি যে বলিতেছ দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে এবং ভীষ্মাদি গুরুগণকে বিনাশ করিব না, ইহা তোমার অজ্ঞানের কথা কেন না কাহারও আত্মা কাহারও আত্মাকে বিনাশ করে না এবং কাহারও আত্মা কাহারও দ্বারা বিনষ্ট হয় না। অতএব অর্জ্জুন নামক ঔপাধিক দেহ দ্বারা ভীষ্মাদি নামক ঔপাধিক দেহ বিনষ্ট হইলেও অর্জ্জুন নামক ঔপাধিক দেহের আত্মা কাহাকেও বিনাশ করিবেন না এবং ভীষ্মাদি নামক ঔপাধিক দেহের আত্মাও বিনষ্ট হইবেন না। যেমন গৃহের ইষ্টকাদি নির্ম্মিত প্রাচীর, ছাদ ও উপস্করাদির ধ্বংস হইলেও প্রকৃত গৃহের অর্থাৎ গৃহান্তর্গত আকাশের ধ্বংস হয় না সেইরূপ অস্থি মাংসাদি নির্ম্মিত শরীরের ধ্বংস হইলেও তদন্তর্গত প্রকৃত জীবের ধ্বংস হইতে পারে না। অনন্ত আকাশের কিঞ্চিদংশ প্রাচীর বেষ্টিত হইলে ঐ প্রাচীর বেষ্টিত আকাশই প্রকৃত গৃহ এবং আকাশেই মনুষ্য বাস করে কিন্তু সাধারণ লোক প্রাচীরাদি সংবলিত আকাশকে গৃহ বলিয়া থাকে এবং প্রাচীরাদির ধ্বংস হইলে ঘর পড়িয়া গেল, ঘর ভাঙ্গিয়া গেল

ইত্যাদি বলিয়া থাকে। বাস্তবিক প্রকৃত গৃহের অর্থাৎ প্রাচীরান্তর্গত আকাশের ধ্বংস হয় নাই। সেই অনন্ত সচ্চিৎ এর কিঞ্চিদংশ শরীরাবদ্ধ হইলে ঐ শরীরান্তর্গত সচ্চিৎ স্বরূপই প্রকৃত জীব কিন্তু সাধারণ লোক অজ্ঞান বশতঃ শরীর সংবলিত সচ্চিৎ-কেই জীব বলিয়া বিশ্বাস করে এবং ঐ অস্থিমাংসময় বেষ্টনী অর্থাৎ শরীর বিনষ্ট হইলেই অমূক মরিয়াছে অমূক মরিবে ইত্যাদি বলিয়া থাকে। কিন্তু শরীর বিনষ্ট হইলেও প্রাচীরান্তর্গত আকাশের ন্যায় শরীরান্তর্গত সচ্চিৎ 'এর অর্থাৎ প্রকৃত জীবের ধ্বংস হয় না।

গৃহের প্রাচীর নষ্ট হইলে প্রাচীরান্তর্গত আকাশ অনন্ত আকাশে লীন হইয়া যায় কিন্তু অস্থিমাংসময় শরীর নষ্ট হইলে সচ্চিৎ স্বরূপ জীব অনন্ত সচ্চিতে লীন হয় না; তৎক্ষণাৎ বাসনানুরূপ দেহান্তর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। যেমন ইষ্টকাদি নির্ম্মিত স্থূল প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিলেও তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত মশারির আবরণ থাকিলে তদন্তর্গত আকাশ অনন্ত আকাশে মিশ্রিত হইতে পারে না সেইরূপ অস্থিমাংসাদি নির্ম্মিত স্থূল শরীর নষ্ট হইলেও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত নির্ম্মিত বাসনাময় লিঙ্গ শরীরের আবরণ অবশিষ্ট থাকে সুতরাং জীব তখনও অনন্ত সত্তায় মিশিতে পারে না; বাসনানুরূপ দেব নরাদি অপর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানে বাসনার সমূল ক্ষয় হইলে অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় মিশ্রিত হয়। আবার যদি বিশুদ্ধ প্রেমে অন্য বাসনার পরিবর্ত্তে

ভগবদানন্দাস্বাদনের অপ্রাকৃত সহজ বাসনা থাকে তবে অসীম আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াও অতি সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ জীব রূপে পৃথক্ অথচ অপৃথক্ ভাবে থাকিয়া অনন্তকাল ভগবদানন্দ আস্বাদন করে। ইহাই জীবের স্বরূপাবস্থান।

প্রাকৃত পদার্থের বাসনা বা কামনা করিলে তাহাই প্রকৃত বাসনা বা কামনা এবং তাহাই বন্ধনের কারণ। ভগবদানন্দের বাসনা বা কামনা কামনাই নহে সুতরাং বন্ধন না হইযা বন্ধন মোচনই হয। যেমন অন্যের কণ্ঠহার দেখিয়া তাহা পাইবার ইচ্ছা করিলে তাহাকেই কামনা বলা যায় কিন্তু নিজের কণ্ঠহার হারাইয়া তাহা পাইবার ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছা কামনার মধ্যে গণনীয় নহে; সেইরূপ অনাত্মীয় প্রকৃতির ভূষণ স্বরূপ আপাত সুন্দর পদার্থ নিচয় দেখিয়া তাহার জন্য কামনা করাই কামনা; পক্ষান্তরে নিজস্বরূপ ভগবদানন্দ আস্বাদনের কামনা কামনাই নহে, কারণ ভগবানই জীবের সত্যাত্মীয় ও নিজ সুহৃৎ এবং এই আনন্দাস্বাদনই জীবের স্বাভাবিক বাঞ্ছনীয় অবস্থা।

জীব আপনার চিৎ স্বরূপ হারাইয়াছে, নিত্য সুহৃৎ ভগবানকে হারাইয়াছে এবং স্বভাব-কাম্য পরমানন্দ ও হারাইয়াছে; সুতরাং ঐ সকল আত্মস্বরূপ আত্মীয় স্বরূপ বস্তু পাইবার জন্য কামনা করিলে তাহা কামনাই নহে। ঐ রূপ কামনায় জীব আপনাকেই আপনি পায় এবং আপনার বস্তুই আপনি পায়। ফলতঃ যে কোনও প্রকারেই হউক জীব থাকেই, জীবের ধ্বংস নাই।

আজ যিনি সারথি সাজিয়া অর্জ্জুনকে এই সকল কথা বলিতেছেন তিনিই একদিন গোপাল সাজিয়া ব্রজ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন "ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্প্যতে। ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ পুনর্ব্বীজায় নেশতে।" অর্থাৎ আমাতে মনোনিবেশ করে, অর্থাৎ আমাকে পাইবার জন্য জন্য যাহারা কামনা করে, তাহাদের সেই কামনা কামনাই নহে। যেমন ভর্জ্জিত বা অগ্নিপক্ক ধান্য হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না সেইরূপ আমার জন্য কামনা হইতে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

এই শ্লোকটি কঠশ্রুত্যুক্ত একটি মন্ত্রের (১) অবিকল অনুবাদ।১৯।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০

অন্বয়ঃ—অয়ং (যথোক্তঃ আত্মা) কদাচিৎ (কস্মিন্নপিকালে) জায়তে (ন উৎপদ্যতে) বা (কদাচিৎ ন) ম্রিয়তে (ন বিনশ্যতি) ভূত্বা

(১) হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥কঠ ২।১৯

(উৎপদ্য) ন ভবিতা (ন স্থাতা) ভূয়ঃ (অধিকং যথাস্যাৎ তথা) বা (ন ভবিতা)। অয়ং (আত্মা) অজঃ (জন্মরহিতঃ) নিত্যঃ (সর্ব্বদা একরূপঃ) শাশ্বতঃ (সনাতনঃ) পুরাণঃ (প্রাচীনোঽপিনবঃ) শরীরে (দেহে) হন্যমানে (বধ্যমানে) ন হন্যতে (ন বধ্যতে) ।২০।

স্বামিটীকা—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—নেতি ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশব্দ শ্চার্থে। ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মান্তরা-স্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়-বিকার প্রতিষেধঃ; তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ; যোহি জায়তে স জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে ন তু যঃ স্বয়ং এবাস্তি স ভূয়োঽপি অন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধি প্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয় প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণাম প্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়বৃদ্ধ্যভাবে হেতুরিতি অপৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভির্বেদ-বাদিভিরুক্তাঃ ষড় ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০

অনুবাদ—এই আত্মা কখনও উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না, বা উৎপন্ন হইয়া, পুনর্ব্বার থাকে না। কারণ, এই আত্মা জন্ম রহিত, সর্ব্বদা একরূপ, সনাতন, এবং প্রাচীন হইয়াও নূতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না ।২০।

বিবৃতার্থ—প্রাকৃতিক পদার্থ মাত্রের ছয়টি বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তর আছে। জন্ম, জন্মান্তর, অস্তিত্ব, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও ধ্বংস; এই ছয় প্রকার অবস্থান্তর সমস্ত পদার্থেরই ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। (১) প্রথমে উৎপন্ন হয়, (২) উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করে, (৩) রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, (৪) পরিবর্দ্ধিত হয়, (৫) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; পরিশেষে (৬) বিনষ্ট হয়। আত্মার যে এই ছয় প্রকার অবস্থান্তর নাই ভগবান এই শ্লোকদ্বারা তাহাই বলিলেন। ন জায়তে অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না; ইহাতে বলা হইল জন্ম নাই; ভূত্বা ন ভবিতা অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে না; ইহাতে জন্মান্তর অস্তিত্ব নাই বলা হইল, কেন না যাহা জন্মায় তাহাই জন্মিয়া, থাকে, কিন্তু যাহা জন্মায় না তাহা অনাদি সিদ্ধ সুতরাং থাকিলেও, জন্মিয়া, থাকে না; নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একই প্রকার; ইহাতে বৃদ্ধি নাই বলা হইল; পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন হইয়াও নূতন; ইহাতে রূপান্তর নাই বলা হইল; শাশ্বত অর্থাৎ সনাতন; ইহাতে হ্রাস নাই বলা হইল; এবং ন ম্রিয়তে অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না; ইহাতে মৃত্যু নাই বলা হইল।

উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস, প্রধানতঃ এই তিনটিই বিকার বা অবস্থান্তর, রজো গুণে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণে স্থিতি, এবং তমো গুণে ধ্বংস হইয়া থাকে। দেহাদি প্রাকৃত পদার্থ মাত্রই

ত্রিগুণময় সুতরাং উহাতে ঐ তিন প্রকার বিকার প্রতি নিয়তই হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত জীব, চৈতন্য স্বরূপ; উহা গুণময় নহে সুতরাং উহাতে ঐ তিন প্রকার অবস্থান্তর নাই। বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও হ্রাস, এই তিন প্রকার প্রধান অবস্থারই অন্তর্গত, অতএব পদার্থে বৃদ্ধি বিপরিণাম ও হ্রাস আছে, জীবে নাই। এই শ্লোকটিও কঠোক্ত একটি মন্ত্রের (১) অবিকল অনুবাদ।২০।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥২১

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থ যঃ পুরুষঃ এনং (আত্মানং) নিত্যং (বৃদ্ধি শূন্যং) অব্যয়ং (হ্রাস শূন্যং) অজং (জন্ম রহিতং) অবিনাশিনং (মৃত্যু রহিতং) বেদ (জানাতি) স (পুরুষঃ) কং ঘাতয়তি (অন্যদ্বারা) কং বা হন্তি (স্বয়ং) কথং বা (কেন সাধনেন হন্তি)।২১।

স্বামি টীকা—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্বোক্তঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যং অব্যয়ং অপক্ষয়শূন্যং অজং অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, সপুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি? এবম্ভূ-

(১) ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ কঠ ২।১৮

তস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি, ন কঞ্চিদপি কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন যদ্যপি প্রয়োজকত্বাদ্দে যদৃষ্টিং যা কার্য্যবিত্যুক্তং ভবতি ॥২১

অনুবাদ:—হে পার্থ যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জন্মহীন, বৃদ্ধিহীন, হ্রাসহীন. ও ধ্বংসহীন বলিয়া জানে সে ব্যক্তি কাহাকে কাহার দ্বারা বিনাশ করাইবে। নিজেই বা কাহাকে বিনাশ করিবে এবং কি সাধন দ্বারা বিনাশ করিবে।২১।

বিবৃতার্থ—ইহার বিবৃতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন গৃহ প্রাচীর ভগ্ন হইলে তদন্তর্গত আকাশ ভগ্ন হয় না সেইরূপ শরীর নষ্ট হইলে তদন্তর্গত জীব নষ্ট হয় না। কিন্তু যে এ তত্ত্ব না জানিয়া শরীর ও তদন্তর্গত জীবকে অবিবিক্ত অর্থাৎ এক বলিয়া স্থির করিয়াছে সেই, শরীর নষ্ট হইলে জীব নষ্ট হইল বলিবে কিন্তু যে ব্যক্তি শরীর ও জীবের পার্থক্য. বুঝিয়াছে,—জীবকে অবিনাশী, অজ, অব্যয় ও নিত্য বলিয়া বুঝিয়াছে সে কখনই বলিবেনা যে, আমি অমুকের দ্বারা অমুকের বিনাশ করাইলাম কিম্বা আমি নিজেই অমুককে বিনাশ করিলাম এবং এইরূপে অস্ত্র দ্বারা বিনাশ করিলাম। যাহা বিনষ্ট হয় তাহাই বিনাশ করা যায়, যাহা বিনষ্ট হয় না তাহা বিনাশ করা যায় না এবং যাহা বিনষ্ট হয় তাহাই বিনাশ করিবার অস্ত্র বা সাধন আছে, যাহা

বিনষ্ট হয় না তাহা বিনাশ করিবার সাধন বা অস্ত্র বা উপায় নাইই; ইহা অতি সত্য ও সহজ কথা।২১।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২

অন্বয়ঃ—যথা নরঃ জীর্ণানি (দুর্ব্বলতাংগতানি, শিথিলানি) বাসাংসি (বস্ত্রানি) বিহায় (পরিত্যজ্য) অপরাণি (অন্যানি) নবানি (নূতনানি বাসাংসি) গৃহ্নাতি (পরিদধতি) তথা দেহী (দেহাভিমানী জীবঃ) জীর্ণানি (জরাগ্রস্তানি) শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি (শরীরাণি) সংযাতি (সংগচ্ছতি, গৃহ্নাতি)।২২।

স্বামিটীকা—নন্বাত্মনোঽবিনাশিত্বেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনানাং-নূতনানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ॥২২

অনুবাদ—যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ দেহাভিমানী জীব জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ অবলম্বন করিয়া থাকে।২২।

বিবৃতার্থ—ভগবানের অভিপ্রায়ে পরিধেয় বস্ত্রের সঙ্গে মনুষ্যের যেরূপ সম্বন্ধ মাংসময় দেহের সঙ্গে জীবের সেইরূপ সম্বন্ধ। অতএব দেহ, দেহী সম্পূর্ণ পৃথক্। যেমন ধনী বলিলে ধনবান ব্যক্তিকে বুঝায়, কিন্তু ধন ও ধনী পৃথক্ পদার্থ, সেইরূপ দেহী বলিলে দেহবান জীবকে বুঝায় কিন্তু দেহ ও দেহী সম্পূর্ণ পৃথক্। ভগবান এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই বিশদ করিয়া দিলেন। জীব বর্ত্তমান দেহে সৎ বা অসৎ যেরূপ কর্ম্ম করিবে, দেব, দেহই হউক, নর দেহই হউক, পশ্বাদি দেহই হউক বা প্রেত দেহই হউক, একটি দেহ অবলম্বন করিবেই। স্বকৃতকর্ম্মের অধীন হইয়া তাহাকে অন্যতম দেহ ধারণ করিতেই হইবে।

আপাততঃ মনে হয় ভগবানের প্রদত্ত দৃষ্টান্ত উপযুক্ত হইল না। মানুষ ইচ্ছা করিলেই জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে কিন্তু দেহ জীর্ণ হইলেও পরিত্যাগ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। অতএব মনে হয় যেন ভগবানের দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না। কিন্তু ঠিকই হইয়াছে। যতক্ষণ দেহ সুস্থ থাকে, যতক্ষণ অনায়াসে নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে ততক্ষণ কেহই বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিতে চাহে না এ কথা সত্যই। কিন্তু মৃত্যু অত্যাসন্ন হইলে যখন প্রাণ যায় যায় মনে হয়, যখন নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া প্রতি নিশ্বাসেই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে, তখন মনে হয় আর এ দেহে কাজ নাই ; শেষ

নিশ্বাস বাহির হইলেই বাঁচি। এইরূপ অল্প বিস্তর পরিমাণে সকলেরই হইয়া থাকে। শেষ নিশ্বাস বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা অব্যবহিত ক্ষণে বিদ্যুতের ন্যায় অথবা তদপেক্ষাও অল্পক্ষণ একটু শান্তি বা একটু অভাবনীয় আরাম অনুভূত হইয়া মিলাইয়া যায়।

ভগবানের এই দৃষ্টান্তে এখনও কিছু সংশয় রহিয়াছে। তিনি জীর্ণ দেহ ত্যাগের কথা বলিলেন, কিন্তু প্রথম বয়সে ও মধ্য বয়সেও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সুতরাং অনেককে সুকুমার ও সবল দেহও ত্যাগ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির দেহ জীর্ণ বটে, কিন্তু দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতির দেহ ত জীর্ণ নয়। দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতির দেহ জীর্ণ বটে, কিন্তু অভিমন্যু, ঘটোৎকচ প্রভৃতির দেহ জীর্ণ নয়। ইহার সামঞ্জস্য কি? সামঞ্জস্য আছে। উপরিভাগে সুধাধবলিত একটি অট্টালিকার যদি অন্তরুপাদান (ভিতরের মশলা, চূন, শুর্কি) শিথিল হইয়া থাকে তবে তাহা বাহিরে সুন্দর ও সারবান্ দেখাইলেও অন্তরে জীর্ণ। অস্থি, মাংস, রুধির প্রভৃতি দেহের উপাদান বটে কিন্তু অন্তরুপাদান কর্ম্মফল। জীব আপন আপন কর্ম্মানুরূপ আয়ু লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্মানুরূপ নির্দ্দিষ্ট আয়ুর শেষ হইলে, দেহ সবল, সুস্থ ও সুন্দর হইলেও জীর্ণ। কেননা তাহার অন্তরের উপাদান জীর্ণ হইয়াছে।২২।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥২৪

অন্বয়ঃ—শস্ত্রাণি (অস্ত্রশস্ত্রাণি) এনং (আত্মানং) ন ছিন্দন্তি (বিভাজয়ন্তি) পাবকঃ (অগ্নিঃ) এনং ন দহতি (ন ভস্মীকরোতি) আপঃ (জলানি) এনং ন ক্লেদয়ন্তি (আর্দ্রীকুর্ব্বন্তি) মারুতঃ চ (বায়ুঃ চ) ন শোষয়তি (ন শুষ্কতাং প্রাপয়ন্তি)।২৩।

অয়ং (আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অবিভাজ্যঃ) অদাহ্যঃ (দাহনানর্হঃ) অক্লেদ্যঃ (আর্দ্রীকরণাযোগ্যঃ) অয়ং অশোষ্য এব চ (শোষণানর্হ) অয়ং নিত্যঃ (অবিনাশী) সর্ব্বগতঃ সর্ব্বেযুস্থিতঃ) স্থাণুঃ (স্থিরস্বভাবঃ) অচলঃ (পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী) সনাতনঃ (সর্ব্বদা বর্ত্তমানঃ)। অয়ং অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ) অচিন্ত্যঃ (মনসঃ অবিষয়ঃ) অয়ং অবিকার্য্যঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং অবিষয়ঃ) উচ্যতে (কথ্যতে)।২৪।

স্বামি টীকা—কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি নৈনমিত্যাদি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥২৩

অত্র হেতুমাহ অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ।

ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্ব্বত্রগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ। কিঞ্চ অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ। অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্য বিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥২৪

অনুবাদ—অস্ত্রশস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জলে ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।২৩।

(যেহেতুক) এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, ও অশোষ্য। ইহা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, একরূপ, সর্ব্বদা বর্ত্তমান। পণ্ডিতেরা এই আত্মাকে চক্ষুরাদি জ্ঞানিন্দ্রিয়ের অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর এবং মনেরও অগোচর বলিয়া থাকেন।২৪।

বিবৃতার্থ—ত্রয়োবিংশ শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন, আত্মাকে অস্ত্র শস্ত্রে ছেদন করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, জলে আর্দ্র করা যায় না এবং বায়ুতে শুষ্ক করা যায় না। চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে তাহারই হেতু দেখাইলেন। তিনি বলিলেন আত্মা অচ্ছেদ্য সেই জন্য ছেদন করা যায় না। এ কথাটি একটু খুলিয়া না বলিলে পরিষ্কার হয় না।

প্রাকৃত পদার্থ মাত্র অবয়বী—কতকগুলি অবয়বের সমষ্টি। যেমন কতকগুলি অংশ মিলিত হইয়া একটি রাশি হয় সেইরূপ কতকগুলি অবয়ব ভূতাংশ মিলিত হইয়া এক একটি স্থাবর ও

জঙ্গম দেহ হইয়া থাকে। কোন পদার্থ ছেদন করিং জলস্থ শস্ত্রের ধার ঐ অবয়ব মিলনের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়া ছিন্নমৃতিক পদার্থকে, এক দুই, বা বহুভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে। এইরূপে পদার্থ বিভক্ত করার নাম ছেদন। যে বস্তুর অবয়ব নাই অর্থাৎ যে বস্তু কোনও অবয়বের মিলনে উৎপন্ন হয় নাই তাহাতে অস্ত্র শস্ত্রের ধার প্রবেশ করিতেই পারে না, সুতরাং ছিন্ন বা বিভক্ত হয় না। আত্মা কোন ভূতাংশের সমষ্টি নহে অতএব তাহাতে অবয়ব নাই—অংশ নাই, অতএব আত্মাকে ছিন্ন বা বিভক্ত করা যায় না। ঐ কারণে ঐ আত্মা অচ্ছেদ্যও বটে। যখন কোন পদার্থ জলে আর্দ্র হয় তখন জল ঐ পদার্থের অবয়ব-সন্ধির সূক্ষ্ম অবকাশ দিয়া পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিলেই ঐ পদার্থ আর্দ্র, কোমল ও শীতল হইয়া উঠে। আত্মার অবয়ব নাই, অবয়ব-সন্ধি নাই, অবকাশও নাই; সুতরাং জল প্রবেশের পন্থাও নাই। অতএব জল আত্মাকে আর্দ্র করিতে পারে না, আত্মা অক্লেদ্য। যাহার ভৌতিক রূপ আছে তাহাই অগ্নিতে দগ্ধ হয়, আত্মার ভৌতিক রূপ নাই সুতরাং অদাহ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জলে আত্মা আর্দ্র হয় না; যখন আর্দ্রই হয় না তখন বায়ু শুষ্ক করিবে কাহাকে? সুতরাং আত্মা অশোষ্য। ভৌতিক পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় কিন্তু আত্মা চিন্ময়—ভৌতিক পদার্থ নহে সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায়

ছেদাদিধ্বংযাহা দেখা যায়, শুনা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন স্থাণুঃ করা যায় অথবা স্পর্শ করা যায়, তাহাই চিন্তা করিতে পারা যায়; যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনুভূত হয় না তাহা চিন্তা করাও যায় না। আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতএব অচিন্ত্য। ত্রিগুণময় পদার্থেরই বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তর হইয়া থাকে: এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আত্মা ত্রিগুণময় পদার্থ নহে অতএব অবিকার্য্য। অবিকার্য্য হইলেই নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অচল ও সনাতন হইবেই।

বিষয় বড়ই দুরূহ। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" অর্থাৎ যাহা প্রকৃতির বাহিরে তাহাই অচিন্ত্য; তাহা লইয়া তর্ক করিও না। যেমন জলে ডুবিলে স্থলের বস্তু দেখা যায় না সেইরূপ মায়াভিভূত মনুষ্য মায়াতীত বস্তু অবধারণ করিতে পারিবেই না। অতীন্দ্রিয় বস্তুর অনুভূতি সাধন সাপেক্ষ। গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত সাধন করিলে সাধক আত্মভাব প্রাপ্ত হয়। আত্মভাব প্রাপ্ত হইলে আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে জানিতে পারা যায়। তখন যাহা অব্যক্ত তাহা ব্যক্ত হইয়া যায়, যাহা অচিন্ত্য তাহা চিন্তার বিষয় হয় এবং যাহা মনুষ্য সাধারণের অদৃশ্য, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেমন মনুষ্য জলে ডুবিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেও জলস্থ পদার্থ দেখিতে

পায় না কিন্তু জলজন্তুগণ পরস্পর দেখিতে পায় এবং জলস্থ অন্যান্য পদার্থও দেখিয়া থাকে। ভৌতিক ইন্দ্রিয় দ্বারা ভৌতিক পদার্থই গ্রহণ করা যায় সেইরূপ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য বস্তুও গ্রহণ করিতে পারা যায়। অর্জ্জুন ভগবদিচ্ছায় দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছিলেন, সাধারণ মনুষ্যও সাধন বলে ভগবৎ কৃপায় দিব্যদৃষ্টি পাইতে পারে। সাধন না করিয়া, গুরুপদাশ্রয় না করিয়া কেবল পুস্তক পাঠে বিচার করিয়া আত্মতত্ত্ব বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

বস্তুতঃ নিজে চিৎস্বরূপ হইলেই চিদ্‌বস্তু দেখিতে পায়। শ্রুতি পরমাত্মাকে মনের অগোচর বলিয়াও আবার বলিয়াছেন মনের দ্বারাই দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝা যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করা যায় না কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে গ্রহণ করা যায়। এই নিমিত্তই পুরাণে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি ধামের বর্ণনা আছে। তাহা মিথ্যা নহে—অতীব সত্য। চিন্ময় ধামে চিদ্‌বিগ্রহী সকলেই পরস্পর দেখিতে পায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অপাণি হইয়াও গ্রহণ করেন এবং অপাদ হইয়াও গমন করেন। অতএব আত্মাকে স্থাণু ও অচল বলিলেন, তাহার অর্থও ঐরূপ অর্থাৎ আত্মা অচলও বটে, গতিশীলও বটে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধভাবই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মার পরমাত্মত্ব, ভগবানের ভগত্ব এবং জীবাত্মার জীবাত্মত্ব।

এই বিষয় অতি দুরূহ বলিয়াই ভগবান্ নিজের উপর নির্ভর না করিয়া বলিলেন "পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন" ।২৪।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫
অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব ত্বং) এবং (যথোক্ত প্রকারেণ) এনং (আত্মানং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) অনুশোচিতুং (অনুতপ্তুং) ন অর্হসি (ন যোগ্যঃ ভবসি) ।২৫।

(হে) মহাবাহো (মহান্তৌ বাহূ যস্য তৎ সম্বোধনং হে মহাবীর) অথচ (যদ্যপি) ত্বং এনং (আত্মানং) নিত্যজাতং (নিত্যং উৎপন্নম্) নিত্যং মৃতং বা (সর্ব্বদাদেহেন সহ মৃতং বা) মন্যসে (স্থিরীকরোষি) তথাপি এবং (অনেন প্রকারেণ) শোচিতুং (বিলপিতুং) ন অর্হসি (যোগ্যঃ ন ভবসি) ।২৬।

হি যস্মাৎ) জাতস্য (উৎপন্নস্য) মৃত্যুঃ (মরণঃ) ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) মৃতস্য চ (মরণং প্রাপ্তস্য চ) জন্ম (পুনঃ উৎপত্তিঃ) ধ্রুবং (নিশ্চিতং) তস্মাৎ ত্বং অপরিহার্য্যে (অপ্রতিকার্য্যে) অর্থে (বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি ।২৭

স্বামি টীকা—উপসংহরতি তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবায় শোকং কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥২৫

তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকং কার্য্য ইত্যুক্তম্ ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য

ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনম আত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে, তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্য-পাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥২৬

কুত ইত্যত আহ—জাতস্যেত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভক কর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুঃ ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব তস্মাৎ এবমপরিহার্য্যে অর্থে অবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি ২৭

অনুবাদ—এতএব আত্মাকে এইরূপ অবগত হইয়া শোক করা তোমার উচিত নহে।২৫।

হে বীর শ্রেষ্ঠ! যদি এই আত্মাকে নিত্যজাত ও নিত্যমৃত বলিয়াই মনে কর তথাপি এইরূপ শোক করা তোমার উচিত নহে।২৬।

যে হেতুক যে ব্যক্তি জন্মায় তাহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যে ব্যক্তি মৃত হয় তাহার জন্ম ও অবধারিত। এতএব যাহার প্রতি বিধান নাই, তদ্বিষয়ে শোক করা তোমার সমুচিত নহে।২৭।

বিবৃতার্থ—পঞ্চবিংশ শ্লোকে ভগবান্ আপন পূর্ব্ব কথার উপসংহার করিলেন। তাহাতে অর্জ্জুন যদি বলেন, কৃষ্ণ! যাহার কর্ম্ম সেই তাহার ফলভোগ করিবে, ইহা স্থির। কর্ম্মমাত্রই আত্মকৃত এবং কর্ম্মফলেই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। তবে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ জন্ম মৃত্যু আত্মারই হইবে।

অর্জ্জুনের এই মনোগত সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়া ভগবান্ ষড়্‌বিংশ ও সপ্তবিংশ শ্লোক বলিলেন। শরীর পরিবর্ত্তিত হইলেও আত্মার পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হয় না, এই বিষয় আনুমানিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে তদ্‌বিষয়ে অবশ্য-স্বীকার্য্য হেতু দেখাইতেছেন।

ভগবান্ বলিলেন, যে জন্মায় তাহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যাহার মৃত্যু হয় তাহার জন্মও নিশ্চিত। আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলিতেছেন, কেননা যে দেহ জন্মায় সে দেহ মরে বটে কিন্তু যে দেহ মরে সে দেহের ত জন্ম হয় না। দেহের সঙ্গে আত্মার জন্ম মৃত্যু স্বীকার করিলেও দেহের জন্ম মৃত্যু ও আত্মার জন্ম মৃত্যু একই প্রকার নহে। উৎপত্তিই দেহের জন্ম এবং ধ্বংসই দেহের মৃত্যু আর নূতন দেহ ও তৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থ আমি ও আমার বলিয়া স্বীকার করার নাম আত্মার জন্ম এবং পূর্ব্বদেহ ও তৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থ ভুলিয়া যাওয়ার নাম আত্মার মৃত্যু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন "জন্তোর্বৈ কস্য চিদ্ধেতো মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ। জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংস সর্ব্বভাবেন ভূরিদ। বিষয় স্বীকৃতিং প্রাহু-র্যথা স্বপ্ন মনোরথৌ"॥ যখন একজন পর্ণ কুটীরশায়ী দরিদ্র স্বপ্নে রাজদেহ প্রাপ্ত হয় এবং একজন অট্টালিকাবাসী রাজা আপনাকে দরিদ্র বলিয়া স্বপ্ন দেখে তখন দরিদ্র আপন মনে সত্য সত্যই রাজা এবং রাজাও আপন মনে সত্য সত্যই দরিদ্র তখন উভয়েই

আপন আপন পূর্ব্বদেহ ও তৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থ ভুলিয়া গিয়াছে এবং স্বপ্ন লব্ধ দেহকেই "আমি" ও তৎ সম্বন্ধীয় স্বপ্নলব্ধ সমস্ত পদার্থকে "আমার" বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়াছে। উহাদের উভয়ের যথার্থ জাগ্রদ্দেহ বিস্মৃত হওয়াই মৃত্যু এবং স্বপ্নদেহ স্বীকাব করাই জন্ম। তখন দরিদ্র মরিয়া বাজা হইয়াছে এবং রাজা মরিয়া দরিদ্র হইয়াছে। কিন্তু অপর একজন জাগ্রদ্-ব্যক্তি দেখিতেছে দবিদ্র দরিদ্রই আছে এবং রাজা রাজাই আছে। জীবের জন্ম ও মৃত্যু ঠিক এইরূপ। তবে স্বপ্নলব্ধ দেহ অতি অল্পক্ষণ থাকে আর জন্মলব্ধ দেহ তদপেক্ষা কিছু অধিকক্ষণ থাকে, এই মাত্র প্রভেদ। অতএব যেমন স্বপ্ন ভঙ্গে স্বপ্নলব্ধ দেহ বিনষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য হইলে কেহই তাহার জন্য শোকাকুল হয় না সেইরূপ জন্মলব্ধ দেহ বিনষ্ট হইলে কাহারও শোক করা সমুচিত নহে।

ভগবান্ বলিয়াছেন জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলেও জন্ম নিশ্চিত। ইহার মধ্যে জন্মিলে যে মৃত্যু নিশ্চিত তাহা সকলেরই বিদিত, কিন্তু মরিলে জন্ম নিশ্চিত ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে? ইহা জিজ্ঞাসা করিবার কথাই বটে; কিন্তু এই অতি দুরূহ বিষয় বুঝিতে হইলে শান্ত ভাবে শাস্ত্র প্রমিত একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

শাস্ত্রে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম হয় না; অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হয় ফলভোগ ব্যতিরেকে সেই কৃত

কর্ম্মের নাশ হয় না এবং যাহা না করা হয় সেই অকৃত কর্ম্মের ফলাগমও হয় না। একজন মনুষ্য সৎ কিংবা অসৎ কর্ম্ম করিল অথচ তাহার ফলস্বরূপ সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ করিল না এরূপ হইতে পারে না এবং এক ব্যক্তি সৎ কিংবা অসৎ কর্ম্ম করিল না অথচ সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল এরূপও হইতে পারে না। কর্ম্মফল দুই প্রকার—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। আহার করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, অধিকক্ষণ জলমগ্ন থাকিলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় এবং পরধন হরণ করিলে রাজদণ্ড হইয়া থাকে; এ সকল দৃষ্ট ফল। আর সৎ কর্ম্ম করিলে নরদেবাদি উত্তম দেহ লাভ হয় এবং অসৎ কর্ম্ম করিলে পশ্বাদি অধম দেহ লাভ হইয়া থাকে; এ সকল অদৃষ্ট ফল। মানুষ পূর্ব্বদেহে সৎ কিংবা অসৎ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার জন্য দেহান্তে তদনুরূপ দেহ অবলম্বন করিতেই হইবে। আবার সেই দেহের ধ্বংস হইলে তদ্দেহকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত তদনুরূপ দেহ ধারণ করিতে হইবে। কর্ম্মই জন্মের বীজ। মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, ভোগ না হইলে কর্ম্মেরও ক্ষয় হয় না সুতরাং যতদিন বাসনাময় লিঙ্গ শরীরের ধ্বংস না হয় ততদিন জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম অবশ্যম্ভাবি। অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবি—যাহার প্রতিকার নাই—তাহার জন্য শোক করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের শোক নিবারণের জন্য প্রথমে

অনশ্বর আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন; তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া এই শ্লোক বলিলেন, যাহাব প্রতিকার নাই তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের বিবেচনা হয়, অনাত্মজ্ঞ সংসারী মানবের পক্ষে এই উপদেশই যথার্থ কার্য্যকর। আত্মা চিন্ময়, আত্মার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম কিছুই নাই, এ কথা শুনিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম কেহ সহ্য করিতে পারে না, কেবল গল্পের ন্যায় কথাগুলি অভ্যাস করে মাত্র। কিন্তু মরিলে নিশ্চয়ই জন্ম হইবে এবং জন্মিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে; ইহার প্রতিকার নাই; এই বিষয়টি ভাবিলে সংসারী লোকেরও অন্ততঃ কিয়দংশ শোকেব লাঘব হয়। অতএব ভগবানের এই উপদেশই সংসারী লোকেব সমধিক হিতকারী।২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।২৮

অন্বয়ঃ—হে ভারত ভূতানি (স্বজনরূপাঃ জীবাঃ) অব্যক্তাদীনি (অব্যক্তঃ অজ্ঞাতঃ আদিঃ জন্মনঃ পূর্ব্বভাবঃ যেষাং তানি) ব্যক্ত মধ্যানি (ব্যক্তং জ্ঞাতং মধ্যং জন্মমরণ মধ্যভাগঃ যেষাং তানি) অব্যক্তনিধনানি (অব্যক্তং অজ্ঞাতং নিধনং মৃত্যু অন্ত্যভাবঃ যেষাং তানি) এব তত্র (তদ্‌ বিষয়ে) (কস্য স্বজনাথ্যস্য) কা পরিদেবনা (কঃ শোকঃ)।২৮।

স্বামি টীকা—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিক আত্মনো জন্মমরণে চ শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি। ভূতানি শরীরাণি। কারণাত্মনাপি স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তং অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুষ্বিব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥২৮

অনুবাদ—হে ভারত! যে সকল ব্যক্তি যাহাদিগকে স্বজন বলিয়া স্বীকার করে ঐ উভয় পক্ষই জন্মের পূর্ব্বে পরস্পর পরিচিত থাকে না, অর্থাৎ উভয় পক্ষে, পরস্পর সম্বন্ধই থাকে না; জন্মের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত কিছুদিন পরস্পর আত্মীয়ভাবে পরিকল্পিত হয়; আবার মৃত্যুর পরে পূর্ব্ববৎ অপরিচিত হইয়া যায়। উহাদের মধ্যে কাহার জন্য কাহার শোক? ।২৮।

বিবৃতার্থ—পৃথিবীতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি সহজ সম্বন্ধীয় স্বজন হইতেও মনুষ্যের নিদারুণ অনিষ্ট হয় এবং একজন নিঃসম্বন্ধীয় ব্যক্তি হইতেও মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। পুত্র মিত্রাদি স্বজনগণ জীবদ্দশায় অনিষ্ট না করিলেও আপনি অকালে কাল প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় স্বজনকে অকুল শোক সাগরে ভাসাইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়। পূর্ব্ব জন্মে একজনের পুত্র অপরের নিকট

উপকার পাইয়া সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিবার নিমিত্ত পরজন্মে পূর্ব্বোপকারীর পুত্র হইয়া আইসে এবং পূর্ব্বজন্মে এক-জনের পুত্র অপরের নিকট অপকার প্রাপ্ত হইয়া সেই অপকারের প্রত্যপকার করিবার নিমিত্ত পরজন্মে পূর্ব্বোপকারীর পুত্র হইয়া তাহাকে দৈহিক ও মানসিক অশেষ যন্ত্রণা দিয়া চলিয়া যায়। ইহাই জগতের কর্ম্মানুগত রহস্য। হয়ত পূর্ব্বজন্মে একটা কুকুর কোন মানবের নিকট সযত্নে প্রতিপালিত হইয়া পরজন্মে তাহার পুত্র হইয়া সেবা করে এবং হয়ত পূর্ব্বজন্মে একজন মনুষ্য অপরের নিকট প্রাণান্তকর আঘাত পাইয়া পরজন্মে ক্ষিপ্ত কুক্কুর হইয়া বিষদন্ত প্রয়োগে তাহার প্রাণ নাশ করে। এই জন্ম রহস্যের বিষয় পুরাণ শাস্ত্রে এবং এই মহাভারতেই সদৃষ্টান্তে বিস্তার পূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে। কাশীরাজ কন্যা অম্বা ভীষ্মকৃত অপমানের প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী সাজিয়া জন্মিয়াছিল। আর অধিক দেখাইয়া গ্রন্থবৃদ্ধিব প্রয়োজন নাই।

অর্জ্জুন যে এ সকল কথা জানেন না এমন নহে; কেবল মোহ বশতঃ জানিয়াও কার্য্যকালে ভুলিতেছেন। জীব জন্মিয়া মরে এবং মরিয়া জন্মায় অথচ কাহারও সহিত কাহারও নিত্য সম্বন্ধ নাই, এই শাস্ত্র প্রমিত সত্য ভারতবর্ষীয় নর, নারী, বৃদ্ধ, বালক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই স্বভাবতই সুবিদিত, অথচ কার্য্যকালে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না; অর্জ্জুনও

পারিতেছেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন "পুত্র বিত্তাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ। অনুদেহং বিয়োগং তে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ অর্থাৎ এই সংসারে পুত্রাদি আত্মীয়স্বজনের সহিত কিছুদিনের যে সম্মিলন, ইহা ঠিক পান্থশালার পথিক সঙ্গমের ন্যায়। নানা গ্রামবাসী গ্রামান্তরগামী মনুষ্যগণ যখন বিশ্রাম ও আহারাদির নিমিত্ত পান্থশালায় (চটিতে) আশ্রয় লয় তখন সকলেই পরস্পর সম্বন্ধ শূন্য ও অপরিচিত হইলেও কিঞ্চিৎ কালের জন্য পরস্পর পরিচয় লইয়া একত্র অন্নপাক করিয়া আহার করে এবং কিছুক্ষণের জন্য সম্ভবমত সম্বন্ধও পাতাইয়া লয়। তাহাদের সকলেই বিভিন্ন গ্রামবাসী, আপন আপন বিভিন্ন কার্য্য সাধনের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া একত্র সম্মিলিত হইয়াছে; আবার আহারাদি সমাপ্ত হইলে সকলেই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিবে; কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখিবে না। মনুষ্যগণের সাংসারিক সম্মিলন অবিকল সেইরূপ। জীবগণ প্রতিনিয়ত অনন্ত সংসারের পথে পরিশ্রম করিতেছে। আপন আপন বিচিত্র কর্ম্মানুরূপ বিচিত্র বাসনার বশে বিচিত্র কার্য্যসাধনের নিমিত্ত বিচিত্র দেহ ধারণ করিয়া বিচিত্র বিচিত্র গৃহে অবস্থান করে। আপন আপন কার্য্য-সাধনের উপযুক্ত সম্বন্ধ পাতাইয়া লয়, এবং কিছুকাল একত্র আহারাদি করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য সাধনের নিমিত্ত একে একে অনন্তকালের জন্য অদৃশ্য হয়; কেহ কাহারও মুখাপেক্ষাও করে

না। যাহারা যায় তাহারা আমি মরিলাম এবং আত্মীয়স্বজনকে হারাইলাম ভাবিয়া অজ্ঞানবশতঃ বিষন্নচিত্তেই যায়। আবার যাহারা থাকে তাহারা আমাদের আত্মীয় বিনষ্ট হইল ভাবিয়া অজ্ঞানবশতঃ রোদন করিতে থাকে। জন্ম মৃত্যুর সুগূঢ় রহস্য যাঁহারা অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই পণ্ডিত; তাঁহারা আত্মীয়নাশ আশঙ্কা করিয়া শোকাকুল হয়েন না।

অর্জ্জুনের বিষম শোক অপনয়ন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ তিন পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রথম পক্ষে দ্বাদশ শ্লোক হইতে পঞ্চবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত জীবের অবিনাশিত্ব বুঝাইয়া দিলেন; দ্বিতীয় পক্ষে দুই শ্লোকে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু স্বীকার করিয়াও অপ্রতিকার্য্য বলিয়া শোকাপনয়ন করিবার চেষ্টা করিলেন এবং এই তৃতীয় পক্ষে এক শ্লোকে কাহারও সহিত কাহারও কোন প্রকৃত সম্বন্ধ নাই অতএব কাহারও নিমিত্ত কাহারও শোক করা অজ্ঞানের কার্য্য ইহাই দেখাইয়া দিলেন। আমাদের মনে হয় এই শেষ পক্ষই অধিকতর কার্য্যকর।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামির সহিত শঙ্করাচার্য্যের মত ভেদ আছে। আমি শ্রীমদাচার্য্যেরই অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াছি।২৮।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯

অন্বয় ঃ—কশ্চিৎ (আত্মালোচকঃ) এনং (আত্মানং) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়করবৎ) পশ্যতি (অপরোক্ষীকরোতি) অন্যঃ (অপরঃ কশ্চিৎ) আশ্চর্য্যবৎ বদতি (বিবৃণোতি) অন্যঃ (তদপরঃ) এনং আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি চ (আকর্ণয়োতি চ) কশ্চিৎ চ শ্রুত্বাপি এনং নৈব বেদ (নৈব জানাতি) ।২৯।

স্বামি টীকা—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি আত্মজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানাং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্ন শ্চর্য্যবৎ পশ্যতি সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি চ। শৃণোতি চান্যঃ। কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চশব্দাদুক্ত্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্।২৯

অনুবাদ—কেহ কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করে, কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় বর্ণনা করে এবং কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ শ্রবণ করিয়াও এই আত্মাকে জানিতে পারে না।২৯।

বিবৃতার্থ—শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মপরিচায়ক বাক্যগুলি প্রহেলিকার (হেঁয়ালির) ন্যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম স্থূল নহে, অনুও নহে, অথচ স্থূলও বটে, অণুও বটে; ব্রহ্মার বর্ণ নাই অথচ রক্তাক্ত লোচন। ব্রহ্ম চলেনা, অথচ চলে; ব্রহ্ম নিকটে অথচ দূরে। ব্রহ্ম সকলের অন্তরে অথচ বাহিরে। ব্রহ্মের পা নাই অথচ চলে, হাত নাই কিন্তু গ্রহণ করে। ব্রহ্ম সৎ নহে, অসৎও নহে অথচ সৎও বটে অসৎও বটে। প্রহেলিকার ন্যায় এই সকল লক্ষণ পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবেই ত। প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে, কেননা যাহা ভূতময় নহে সুতরাং দর্শনের অবিষয় তাহা দর্শন করা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য; অতএব যিনি দর্শন করিবেন তিনিও আশ্চর্য্যের ন্যায়ই দর্শন করিবেন। এরূপ বস্তুর কথা গুরুমুখে শুনিয়াই যে সকলে বুঝিতে পারিবে তাহা কখনই হইতে পারে না। যখন গুরুমুখে শুনিয়াও বুঝিতে পারা যায় না তখন মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিয়া নিজে নিজেই বুঝিতে যাওয়া দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য।

জীবাত্মা এইরূপ আশ্চর্য্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সুতরাং জীবাত্মাও আশ্চর্য্য। জীবাত্মাকে যিনি দেখেন, বলেন বা শুনেন তিনিও আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখেন, বলেন বা শুনেন। এ স্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবাত্মারই কথা বলিলেন, কেননা জীবাত্মার প্রসঙ্গই চলিতেছে।

এই শ্লোকটি কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীস্থ যমবাক্যেরই সদৃশ। (১) কিন্তু সেখানকার অর্থ এইরূপ। "বহু সহস্র মানবের মধ্যে যাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবার অধিকারী এক জনও দুর্ল্লভ। বহু সহস্র মানব শ্রবণ করিলে সকলেই যাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারে না। ইহার বক্তা দুর্ল্লভ, লব্ধা দুর্ল্লভ, ও জ্ঞাতা দুর্ল্লভ" ।২৯।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।

তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০

অন্বয়ঃ—হে ভারত সর্ব্বস্য দেহে অয়ং দেহী (জীবঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা) অবধ্যঃ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বানি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি।৩০।

স্বামি টীকা—তদেবং অবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাদি। স্পষ্টোঽর্থঃ।৩০

অনুবাদ—হে ভারত সর্ব্বদেহস্থিত এই জীব চিরদিনই অবধ্য। অতএব কাহারও নিমিত্ত শোক করা তোমার উচিত নহে।৩০।

---

(১) শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ কঠ ১।২।৭

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের শোকোপনয়ন করিবার নিমিত্ত যে প্রসঙ্গ আরব্ধ করিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহা সমাপ্ত করিলেন।৩০।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১

অন্বয়ঃ—অপি চ স্বধর্ম্মং (স্বঃ স্বাভাবিকঃ ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ, তং) অবেক্ষ্য (লক্ষীকৃত্য) বিকম্পিতুং (বিচলিতুং) ন অর্হসি ; হি (নিশ্চিতং) ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্ম্যাৎ (ধর্ম্মানপেতাৎ) যুদ্ধাৎ অন্যৎ (অপরং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) ন বিদ্যতে।৩১।

স্বামি টীকা—যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমিতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং 'ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি, তত্রাহ—ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্যুদ্ধাদন্যৎ ॥৩১

অনুবাদ—ইহা ভিন্ন স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বিচলিত হওয়া তোমার উচিত নহে। নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই মঙ্গলকর নাই।৩১।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুনের শোকাপনোদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ যে সকল তত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশ দিলেন তাহাতে কোনও

ফল হইল না। অর্জ্জুন পূর্ব্ববৎ বিমর্ষচিত্তে বসিয়াই রহিলেন, সুতরাং ভগবানকে অন্য পথ দেখিতে হইল। তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত মানবকে উপদেশ দিতেছেন যে অনধিকারে উচ্চ উপদেশ কোন কার্য্যকর হয় না, তাই তত্ত্ব কথা ছাড়িয়া লৌকিক কথা ধরিলেন।

অধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিবার নিমিত্তই ভগবানের মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব। এ কথা প্রায় সকল পুরাণেই আছে এবং ইহার পরে ভগবান্ নিজ মুখেও অর্জ্জুনকে বলিবেন। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য দেখাইয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না প্রত্যুত অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে থাকে। পাণ্ডবদিগের যথার্থ প্রাপ্য রাজ্য দুর্য্যোধন পাইলে অধর্ম্মেরই জয় হয়। আবার রজঃ-স্বভাব ক্ষত্রিয়-সন্তান অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন-ধিকারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, তাহাও অধর্ম্ম। পক্ষান্তরে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনের হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিলে দুই দিকের ধর্ম্ম রক্ষা হয়। এই নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। লোক সমাজে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থা ও তত্ত্বোপদেশ অপেক্ষা লৌকিক ব্যবহার বলবান্। অনেকেই শাস্ত্রোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিতে পারেন তথাপি লোক ব্যবহার পরি-

ত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন না। ভগবান্ তাই অর্জ্জুনকে লোক ব্যবহারের কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, অর্জ্জুন! ধর্ম্মযুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয় জাতি অনাদিকাল হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার ন্যায় শোকাকুল হয় না। অতএব পরম্পরাগত ক্ষত্রিয়জনোচিত কার্য্য করাই তোমার কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, যুদ্ধে আমাদের পাপস্পর্শ হইবে। তাহার উত্তরে এই শ্লোকে ভগবান বলিলেন, ইহা ধর্ম্ম যুদ্ধ, পাপের কথা দূরে থাকুক এরূপ যুদ্ধে ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে।৩১।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থ সুখিনঃ (সুভাগ্যাঃ) ক্ষত্রিয়াঃ যদৃচ্ছয়া (দৈবতঃ) উপপন্নং (উপস্থিতং) অপাবৃতং (অনর্গলং) স্বর্গদ্বারং (স্বর্গদ্বারস্বরূপং) ঈদৃশং যুদ্ধং লভন্তে (প্রাপ্নুবন্তি)।৩২।

স্বামি টীকা—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্প ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যামমাধব ইতি যদুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥৩২

অনুবাদ—হে পার্থ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই স্বর্গের অনর্গল দ্বারস্বরূপ, তাহাতে আবার অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়াছে, ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই এরূপ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকে ৩২।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর মঙ্গলকর কিছুই নাই। এই শ্লোকে সেই মঙ্গল দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়দিগের অপাবৃত স্বর্গদ্বারস্বরূপ অর্থাৎ এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ করিলে ক্ষত্রিয়গণ অনায়াসে স্বর্গলাভ করিতে পারে অতএব যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের পরম মঙ্গলকর।

অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, স্বজনগণকে বিনাশ করিয়া কিরূপে সুখী হইব ? তদুত্তরে এই শ্লোকে ভগবান বলিলেন যে সকল ক্ষত্রিয় সুখী অর্থাৎ ভাগ্যবান তাহারাই এইরূপ যুদ্ধ লাভ করে।৩২।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥৩৬

অন্বয়ঃ—অথ চেৎ (যদি) ত্বং ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং (যুদ্ধং) ন করিষ্যসি ততঃ (তস্মাৎ) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ (যশশ্চ) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) পাপং অবাপ্স্যসি (লপ্স্যসে)।৩৩।

ভূতানি (মানবাঃ) তে অব্যয়াং (অক্ষয়াং) অকীর্ত্তিং (অযশঃ) কথয়িষ্যন্তি (প্রচারয়িষ্যন্তি) সম্ভাবিতস্য চ (সম্মানিতস্য চ) অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে (অতিরিক্তা ভবতি)।৩৪

মহারথাঃ (তদ্রূপাধিকাঃ বীরাঃ) ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং (নিরস্তং) মংস্যন্তে (মনসা জ্ঞাস্যন্তি) ত্বং যেষাং (মহারথানাং) বহুমতঃ (পূর্ব্বং সম্মানিতঃ) ভূত্বা লাঘবং (লঘুতাং অসম্মানং) যাস্যসি (প্রাপ্স্যসি)।৩৫।

তব অহিতাঃ (শত্রবঃ) তব সামর্থ্যং (দক্ষতাং) নিন্দন্তঃ (কুৎসয়ন্তঃ) বহূন্ অবাচ্যবাদান্ (অকথ্য কথাঃ) বদিষ্যন্তি (বক্ষ্যন্তি)

নু (ভোঃ) ততঃ (তস্মাৎ অবাচ্য বদনাৎ) দুঃখতরং কিং (অধিকতরং দুঃখং কিং) ।৩৬।

স্বামি টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ— অথচেদিত্যাদি ॥৩৩

কিঞ্চ অকীর্ত্তিমিত্যাদি। অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমানিতস্য। অকীর্ত্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪

কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মংস্যন্তে, ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥৩৫

কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান বাদান্ বচনানর্হান শব্দান তবাহিতাঃ ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥৩৬

অনুবাদ—আরও তুমি যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপই প্রাপ্ত হইবে।৩৩।

সকল লোকেই তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে নিন্দাবাদ সহ্য করা অপেক্ষা মরণও ভাল।৩৪।

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়েই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে। দেখ, তুমি ইতিপূর্ব্বে যাহাদের নিকট সমধিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছ, অতঃপর তাহাদের নিকটেই লঘুতা প্রাপ্ত হইবে।৩৫।

তোমার শত্রুগণ তোমার বীরত্বের নিন্দা করিয়া নানা প্রকার অবাচ্য বাক্য বলিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে।৩৬।

বিবৃতার্থ—যাহাতে অর্জ্জুন আপন মনে আত্মগ্লানি অনুভব করিয়া নিজেই উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন,

ভগবান এই চারি শ্লোকে তাহারই চেষ্টা করিলেন।৩৩।৩৪।৩৫।
৩৬।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮

অন্বয়ঃ—(ত্বং) হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা বা মহীং (পৃথিবীং) ভোক্ষ্যসে (অধিকরিষ্যসি) (হে) কৌন্তেয় তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (কৃতঃ নিশ্চয়ঃ যেন তথাভূতঃ কৃতপ্রতিজ্ঞঃ সন্) উত্তিষ্ঠ।৩৭।

সুখদুঃখে সমে (অভিন্নে কৃত্বা (মত্বা) লাভালাভৌ (সমৌকৃত্বা) জয়াজয়ৌ (সমৌকৃত্বা) ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (সন্নদ্ধঃ ভব) এবং (এবং কৃতে) পাপং নৈব অবাপ্স্যসি।৩৮।

স্বামি টীকা—যদুক্তং 'নচৈতদ্বিদ্মঃ" ইতি, তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষ দ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥৩৭

যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ।—সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥৩৮

অনুবাদ—যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও তবে দেহান্তে স্বর্গ পাইবে আর যদি জয়লাভ কর তবে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে ; অতএব যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াও।৩৭।

সুখ ও দুঃখ সমান, প্রাপ্তি ও ক্ষতি সমান এবং জয় ও পরাজয় সমান মনে করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার পাপ হইবে না।৩৮।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন; যদি আমি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে পরাজিত করি অথবা উহারাই আমাকে পরাজিত করে, ইহার মধ্যে কোনটি মঙ্গলকর তাহা বুঝিতেছি না। তদুত্তরে ভগবান বলিলেন, তোমার জিতিলেও লাভ, হারিলেও লাভ ; জিতিলে পৃথিবী লাভ এবং নিহত হইলে স্বর্গলাভ।

ক্ষত্রিয় ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইলে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে ইহা পুরাণ ও মনুসংহিতা প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহার যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়; বিপন্নের উপকারার্থে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলেও পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং সেই পুণ্যের ফলে সদ্গতি হইয়া থাকে, ইহা পরলোক বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুমোদিত। যদি একটি বিপন্নের উপকারার্থে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে সদ্গতি হয় তবে পৃথিবীর সজ্জন সমূহের উপকারার্থে ধর্ম্মযুদ্ধে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিলে স্বর্গলাভ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি ? অতএব ভগবানের বাক্য অলীক প্রলোভন মাত্র নহে।

আপন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্য বোধে যুদ্ধ করাই ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম। ভগবান বলিলেন, সুখে ও দুঃখে, লাভে ও অলাভে, জয়ে ও পরাজয়ে সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে না। কথাটা খুব সত্য। সুখদুঃখে লাভালাভে ও জয়াজয়ে বিষম জ্ঞান থাকিলেই, সুখ লাভ ও জয়ের নিমিত্ত ব্যাকুলতা হইবে এবং না পাইলে অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে। ইহাই ত পাপের ফল। পাপের ত হাত পা নাই, যাহা অশান্তিদায়ক তাহাই পাপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, দ্বিতীয় জ্ঞান অর্থাৎ বিষম জ্ঞান হইতেই জীবের ভয় অর্থাৎ যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে।

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, শত্রু মিত্র, আপন পর, তোমার আমার, স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি দ্বিতীয় জ্ঞান বা বিষম জ্ঞানই মানসিক যন্ত্রণার কারণ, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; যাহা মানসিক যন্ত্রণার কারণ তাহাই পাপ। এই সকল দ্বিতীয় জ্ঞান বা বিষম জ্ঞান যাহার নাই, তাহার জীবন শান্তিময়—তাহার মানসিক ব্যাকুলতা ও যন্ত্রণা নাই, সুতরাং তাহার পাপ নাই।৩৭। ৩৮।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

অন্বয় ঃ—সাংখ্যে (আত্মতত্ত্বে) এষা বুদ্ধিঃ (জ্ঞানং) তে (তুভ্যং) অভিহিতা (কথিতা ময়া ইতি শেষঃ) যোগে তু (কর্ম্মযোগে তু) ইমাং (বুদ্ধিং) শৃণু (হে) পার্থ, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্ত (সন্) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মজনিতঃ বন্ধনং) প্রহাস্যসি (প্রকর্ষেণ ত্যক্ষ্যসি)।৩৯।

স্বামি টীকা—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি—এবেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্ব-মনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং, তস্মিন্ প্রকাশমানং আত্মতত্ত্বং সাংখ্যং, তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা ; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হি অন্তকরণশুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বা-পরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু ; যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরা-পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ তৎপ্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি॥৩৯

অনুবাদ—আমি এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলিলাম, এখন কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলিতেছি শুন। হে পার্থ! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে, তুমি কর্ম্মজনিত বন্ধন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিবে।৩৯।

বিবৃতার্থ—ভগবদুক্ত এই শ্লোকটী আপাততঃ অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইতে পারে, কেননা ইহার পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোকে লৌকিক আচরণের কথা বলিয়া যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন ; সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানের কথা বলেন নাই। কিন্তু শ্লোকটী তত্ত্বজ্ঞানেরই উপসংহার হইতেছে। লৌকিক কথার পরেই

তত্ত্বকথার উপসংহার অসংলগ্নই বটে। ত্রিংশ শ্লোকে আত্মতত্ত্বের কথা সমাপ্ত হইয়াছে, অতত্রব ত্রিংশ শ্লোকের পরেই এই শ্লোকটি বলিলেই যেন সঙ্গত হইত। শ্রীধর স্বামি ইহা লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু ভাষ্যকার আচার্য্য ইহা ধরিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য্যই তত্ত্বজ্ঞান; অতএব ইহার পূর্ব্ব অষ্ট শ্লোকে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা তুলিয়া লৌকিক ব্যবহার দেখাইয়াছেন; তাহার শব্দার্থ লৌকিক হইলেও তাৎপর্য্যার্থে তত্ত্বজ্ঞানেই পর্য্যবসান হইয়াছে: অতত্রব এই শ্লোকটী আপাততঃ অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অসংলগ্ন হয় নাই।

আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধ্য এবং কর্ম্মযোগ তাহার সাধন, অর্থাৎ জীবকে আত্মজ্ঞানই উপার্জ্জন করিতে হইবে, কিন্তু কর্ম্মযোগ ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না; এই নিমিত্ত ভগবান সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার সাধনস্বরূপ কর্ম্মযোগ আরব্ধ করিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীভগবদ্গীতায় যোগ শব্দ অনেকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'যোগ' শব্দের অর্থ 'কর্ম্মযোগ' অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মেই অভিনিবেশ, কর্ম্মফলে নহে। এস্থলে প্রসঙ্গোচিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বলপূর্ব্বক অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করিলে তাহা সুধীগণের অগ্রাহ্য হইবে।

ভগবান্ বলিলেন "তুমি কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিলে কর্ম্ম-

বন্ধন ত্যাগ করিবে।" কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ কিরূপে হয় তাহা পরে বিবৃত হইবে।৩৯।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০

অন্বয়ঃ—ইহ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (অভিক্রমস্য আরম্ভস্য নাশঃ নিষ্ফলত্বং) ন অস্তি প্রত্যবায়ঃ (পাপং) ন বিদ্যতে অস্য ধর্ম্মস্য (কর্ম্মযোগ লক্ষণস্য) স্বল্পমপি (কিঞ্চিদপি মহতঃ ভয়াৎ (সংসার বন্ধনাৎ) ত্রায়তে (রক্ষতি, কর্ম্মযোগিনং ইতি শেষঃ)।৪০।

স্বামি টীকা—নন্থ কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধনপ্রহাণং তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহনিষ্কামকর্ম্মযোগে অভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি প্রত্যবায়শ্চ নবিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থকর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি উপক্রমমাত্রমপি মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, নতুকাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থ ॥৪০

অনুবাদ—এই কর্ম্মযোগে আরম্ভের নাশ নাই এবং ইহাতে কোনও কারণে অপবাদ হয় না। এই কর্ম্মযোগের কিঞ্চিন্মাত্রও বিষম সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।৪০।

বিবৃতাৰ্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন ; কিন্তু কর্ম্ম করিলেই যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হয় না। কৃষক প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনাদি করিলেও বৃষ্টির অভাবে সমস্ত বিফল হইয়া যায়। সুচিকিৎসকের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু হয়। অতএব এইরূপ সমস্ত লৌকিক কর্ম্মেই ফললাভে সংশয় আছে। আবার শাস্ত্র বিহিত যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে, দেশ কাল ও দ্রব্যের অপবিত্রতা এবং মন্ত্রোচ্চারণের অশুদ্ধতা নিবন্ধন, অভিলষিত ফললাভের কথা দূরে থাকুক প্রত্যুত প্রত্যবায় জন্মায় এবং তজ্জন্য বিপরীত ফলও হইয়া থাকে। অর্জ্জুন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পাছে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন, সেই নিমিত্ত ভগবান্ এই শ্লোক বলিলেন।

বাস্তবিক সংসারে কোন কর্ম্মেরই স্থিরতা নাই। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্য-বোধে ভগবৎ প্রীতির জন্য কার্য্য করিলে তাহার ফল নিশ্চিত এবং তাহাতে অল্প-বৈগুণ্য হইলেও নিষ্ফল হয় না, এবং পাপের সম্ভাবনাও থাকে না। আমরা মনুষ্যের দৃষ্টান্তেই এই বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

একজন ভৃত্য বেতন লইয়া প্রভুর কার্য্য করে। বেতনের দিকেই তাহার লক্ষ্য ; বেতনের অপেক্ষায় প্রভুর কার্য্য করিয়া

থাকে। একদিন কার্য্য না করিলে তাহার একদিনের বেতন রহিত হয় এবং প্রভুর নির্দ্দেশমতে যথোচিত কার্য্য না করিলে প্রভুর নিকট অর্থদণ্ড বা কায়িক দণ্ডও হইয়া থাকে। আবার কার্য্যে সমধিক শৈথিল্য করিলে তাহার কর্ম্মচ্যুতিও হইয়া যায়। যাহারা ঐহিক ধনপুত্রাদি কিংবা পারত্রিক স্বর্গাদি পাইবার জন্য যাগযজ্ঞাদি করেন, তাঁহারা বৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় বেতনের প্রত্যাশায় ভগবানের আরাধনা করেন। ভগবানের আরাধনা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে; লক্ষ্য কেবল ধন-পুত্রাদি কিংবা স্বর্গাদি। অতএব তাঁহাদিগকে ভগবানের নির্দ্দেশানুসারে যথোচিত কার্য্য করিতে হইবেই। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট বিধিই ভগবানের নির্দ্দেশ। অতএব তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিহিত স্থানে, শাস্ত্রবিহিত কালে, শাস্ত্রবিহিত ভাবে, শাস্ত্র-বিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য-দ্বারা ভগবদর্চ্চনা করিতেই হইবে। তাহা না করিলে অভিলষিত ধন লাভ ত হইবেই না; প্রত্যুত ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য প্রত্যবায় জন্মিবে। পক্ষান্তরে যদি এক ব্যক্তি বিনা বেতনে কেবল প্রভুর প্রীতির জন্য অনুরাগ ভরে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করে তবে প্রভুর হৃদয় ঐ প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি অনুরক্ত হইবেই। ঐ ভৃত্য কিছু পাইবার প্রত্যাশা না করিলেও অপ্রার্থিত ফল পাইবেই। প্রভু ঐ নিষ্কাম প্রয়োজন বা অভাব বুঝিয়া অযাচিত ভাবে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি বা অভাব পূরণ

করিবেনই। যদি দৈব প্রযুক্ত কখনও ভৃত্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী হয় তবে প্রভু রুষ্ট হইয়া দণ্ড দিবেন না, প্রত্যুত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। এরূপ ভৃত্য অল্প দিন কার্য্য করিলেও প্রভু তাহার নিকট চিব কৃতজ্ঞ থাকেন। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনও অকপট নিষ্কাম সাধকের সর্ব্বপ্রকার অভাব আপনিই পূর্ণ করিয়া থাকেন। নিষ্কাম সাধকের সাধনায় অল্পবৈগুণ্য হইলেও ভাব-গ্রাহী ভগবান তাহা তাহার অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করেন না এবং করা উচিতও নয়। ঐরূপ নিষ্কাম সাধক অতি অল্প মাত্র সাধনা করিলেও অর্থাৎ অত্যধিক আড়ম্বরের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যাগ-যজ্ঞাদিব অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল শ্রবন কীর্ত্তনাদি করিলেও এবং ঈশ্বরার্থে ব্যবহারিক কার্য্য করিলেও অন্তর্যামী ভগবানের তাহা চিরকাল স্মরণ থাকে এবং তিনি চিরকালের জন্য সংসারবন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তি দিযা থাকেন। চিন্তাশীল মানব ইহা সহজেই বুঝিতে পারেন। মানসিক সুখ দুঃখের নামই সংসার ভয় এবং ঐহিক বা পারত্রিক ভোগ বাসনাই সুখ দুঃখের হেতু সুতরাং যাহার বাসনা নাই সেইই সুখ-দুঃখরূপ বিষম সংসার ভয় হইতে ভগবৎকৃপায় চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যে আরম্ভের নাশ নাই, অল্পবৈগুণ্য অপরাধ নহে এবং তাহাতে যে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ।৪০।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১

অন্বয়ঃ—হে কুরু-নন্দন! ইহ (ঈশ্বরারাধন লক্ষণে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) একা (এব অবিচলিতৈব) বুদ্ধিঃ (ভবতি); অব্যবসায়িনাং (ভগবদ্‌বহির্ম্মুখানাং চঞ্চলচিত্তানাং) বুদ্ধয়ঃ বহুশাখা (বহবঃ শাখাঃ যাসাং তাঃ বহুভেদাঃ) অনন্তাশ্চ (অসঙ্খ্যাশ্চ ভবন্তি)।৪১।

স্বামি টীকা—কৃত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্ব্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিক। পরমেশ্বর-ভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি। নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাস্তু ঈশ্বরারাধনবহির্ম্মুখানাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাদনন্তাস্তত্রাপি কর্ম্মফল-গুণফলত্বাদিপ্রকারভেদাৎ বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধিয়তে, ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম, অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥৪১

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন! ভগবদারাধনারূপ নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে—যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহাদের বুদ্ধি একনিষ্ঠই থাকে, কিন্তু যাহাদের তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস নাই তাহাদের বুদ্ধি বহু শাখায় বিভক্ত অর্থাৎ নানা প্রকার ও অসংখ্য।৪১।

বিবৃতার্থ—এই শ্লোকে ভগবন্নিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্মযোগী হইতে প্রাকৃত পদার্থ নিষ্ঠ সকাম কর্ম্মীদিগের প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। মন একনিষ্ঠ হইলেই মানবের চির শান্তি ও স্থিরানন্দ, পক্ষান্তরে মন চঞ্চল হইলে নিয়তই অশান্তি ও সর্ব্বদাই দুঃখ; ভগবন্নিষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর মন একনিষ্ঠ, শান্তিময় ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ, প্রাকৃত গুণময় পদার্থ নানা প্রকার ও অসংখ্য, অতএব যাহারা প্রাকৃত পদার্থের কামনা করে তাহাদেব মন স্থির হইতে পারে না। প্রতি নিয়তই পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে ধাবমান হয়; ইহাকেই ভগবান্ বুদ্ধির বহুশাখা বলিয়াছেন। অসখ্য প্রাকৃত পদার্থের শেষ হয় না, সুতরাং ভোগাসক্ত সকাম কর্ম্মীর মনও স্থির হইতে পারে না, শান্তিও পায় না, অবিচ্ছন্ন আনন্দও আস্বাদন করিতে পারে না। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ও সকাম কর্ম্ম ভোগীর বিভিন্নতা আকাশ পাতালের ন্যায়। কপটতাময় বর্ত্তমান নিরীশ্বর সময়ে নিষ্কাম সদানন্দময় সাধক দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সকাম সাধক ও অসাধকের যে কখনই শান্তি নাই সমস্ত পৃথিবীই তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ।৪১।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থ বেদবাদরতাঃ (বেদে বাদঃ অর্থবাদঃ তস্মিন্ রতাঃ প্রীতাঃ) অন্যৎ (এতস্মিন্নং কিমপি) নাস্তি ইতি বাদিনঃ অবিপশ্চিতঃ (অতত্বজ্ঞাঃ) কামাত্মানঃ (কামে ভোগে আত্মা বুদ্ধি যেষাং তে) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গ এব পরঃ শ্রেষ্ঠঃ যেষাং তে) ভোগৈশ্বর্য্য গতিং (ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তিং) প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াবিশেষাঃ যাগ-যজ্ঞাদয়ঃ বহুলাঃ যস্যাং সা তাং) জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং (জন্ম চ কর্ম্ম চ ফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং) যাং ইমাং পুষ্পিতাং (আপাতমধুরাং) বাচং (স্বর্গাদিফলশ্রুতিং) প্রবদন্তি তয়া (বাচা) অপহৃত চেতসাং (আকৃষ্ট মনসাং) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যাভি নিবিষ্টানাং তেষাং) সমাধৌ (ঈশ্বরাভিমুখত্বে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ ন বিধীয়তে (ন উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ) ।৪২।৪৩।৪৪।

স্বামি টীকা—নন্থ কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ—যামিমাং পুষ্পিতাং বিভক্ত অর্থাৎ দাপাতরমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং গতিং তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্

সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ, তত্র হেতুঃ বেদবাদরতা ইতি। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ 'অক্ষয্যং হি বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বচনশীলাঃ॥

অতএব কামাত্মান ইতি কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ॥৪৩

ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাম্। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রং পরমেশ্বরৈকাগ্র্যাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ন বিধীয়তে। কর্ম্মকর্ত্তরিপ্রয়োগঃ। সা নৈবোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ॥৪৪

অনুবাদ—হে পার্থ! সকাম কর্ম্ম হইতেই পুনঃ পুনঃ বিচিত্র জন্ম, নানা প্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বহুবিধ ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বহ্বারম্ভের সহিত বিশেষ বিশেষ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অক্ষয় ও অনন্তৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; বেদে এইরূপ প্রলোভন বাক্য আছে। ঐ সকল প্রলোভন বাক্যের নাম অর্থবাদ। ভোগ লালসা স্বর্গকামী অতত্ত্বজ্ঞ অজ্ঞেরা পুষ্পিত বিষবৃক্ষের ন্যায় আপাত মনোরম বেদের ঐ সকল অর্থবাদেই পরম প্রীতি লাভ করে এবং বলিয়া থাকে ইহা ভিন্ন সুখকর বস্তু আর কিছুই নাই। ঐরূপ বেদের অর্থবাদে যাহাদের চিত্ত

আকৃষ্ট হয় এবং যাহারা প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যভোগেই আসক্ত, তাহাদের সমাধির উপযুক্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতেই পারে না অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বরস্বরূপ পরমানন্দময় পরম তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না।৪২।৪৩।৪৪।

বিবৃতার্থঃ—পূর্ব্ব শ্লোকেই ইহার অভিপ্রায় এক প্রকার বিবৃত হইয়াছে। অতি অল্প বয়স্ক শিশু সন্তানকে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হইলে, শিশুর পিতা তাহাকে লড্ডুকাদি মিষ্টান্ন প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন এবং শিশু ঔষধ পান করিলে কিঞ্চিৎ দিযাও থাকেন, কিন্তু মিষ্টান্ন প্রদান পিতার উদ্দেশ্য নহে, ঔষধ পান করাইয়া পুত্রকে নিরাময় করাই পিতার উদ্দেশ্য। উপবাসাদি কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়া, অত্যধিক অর্থব্যয় বহুবিধ বস্তু আহরণ পূর্ব্বক ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবৎ কৃপায় জ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য স্থিরানন্দরূপ মুক্তিলাভে সংসাররূপ বিষয় রোগ হইতে পরিত্রাণ পায়। মনুষ্য ঐরূপ অর্থসাধ্য ও কষ্টসাধ্য ক্রিয়া কাণ্ডের দিকে সহজে যাইতে চাহে না, সেই জন্য বেদ প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে"। কিন্তু স্বর্গই অক্ষয় নহে, তবে অক্ষয় স্বর্গ কিরূপে পাওয়া যাইবে। অতএব বেদের উক্ত প্রলোভনার্থ বাহুল্য বাক্যের নাম অর্থবাদ। বেদে এইরূপ অর্থবাদ অনেক আছে।

সকাম কর্ম্ম

স্বর্গাদি প্রদান করা বেদের অভিপ্রেত নহে, চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীবকে সংসার রূপ বিষয় রোগ হইতে মুক্ত করাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ভোগাসক্ত অজ্ঞলোক বেদের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, ঐহিক ধন পুত্রাদি এবং পারত্রিক স্বর্গাদিকেই চরম ও পরম সুখের সামগ্রী বলিয়া মনে করে এবং তত্তৎ কামনায় নানা প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করে। ক্রিয়া ফলের ভোগ শেষ হইলে আবার কর্ম্মানুরূপ জন্ম পাইয়া আবার ঐরূপ সকাম কর্ম্ম করিয়া আবার জন্ম লাভ করে, তাহাদের সংসার চক্র ঘুরিতেই থাকে। ধন, পুত্র, বা স্বর্গাদি কামনা করা আর দুঃখ কামনা কর একই কথা; অতএব সকাম কর্ম্মিগণ অজ্ঞতাবশতঃ সুখ বোধে দুঃখই কামনা করে। সুতরাং তাহাদের দুঃখের শেষ হয় না।

ঐরূপ অতত্ত্বজ্ঞ চপল চিত্ত সকাম সাধকের মন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তিন শ্লোকে ইহাই বুঝাইয়া দিলেন।৪২।৪৩।৪৪।

আকৃষ্ট হয়
সমা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥ ৪৫

অন্বয়ঃ--(হে) অর্জ্জুন! বেদাঃ (কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদকা শ্রুতয়ঃ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (সকামাধিকারীগোচরাঃ) (ত্বং) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (সদাধৈর্য্যশীলঃ) নির্যোগক্ষেমঃ (অলব্ধ চেষ্টা—লব্ধপালন রহিতঃ) আত্মবান্ (অপ্রমত্তঃ সন্) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (প্রাকৃত-পদার্থ কামনা রহিতঃ) ভব।৪৫।

স্বামিটীকা—নমু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্য-বিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্বেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমং, তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ, নহি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি।৪৫

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! ত্রিগুণময় সকামঅধিকারীদিগের জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইয়াছে। কিন্তু তুমি দ্বন্দসহিষ্ণু, সর্ব্বদা ধৈর্য্য শীল অপ্রমত্ত হইয়া এবং অপ্রাপ্ত পদার্থের চেষ্টায় ও প্রাপ্ত পদার্থের পরিরক্ষণে যত্ন না করিয়া নিষ্কাম হও ৪৫।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুন যদি বলেন, "কৃষ্ণ! সকাম কর্ম্ম করিলে যদি জীবের শান্তি লাভ না হইয়া প্রত্যুত অশান্তিই বর্দ্ধিত হয় তবে ঈশ্বর বাক্য বেদরূপ শান্তি দায়ক শাস্ত্রে অশান্তি দায়ক কর্ম্ম লাভের বিধি বিহিত হইল কেন? অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান এই শ্লোক বলিলেন।

ভগবান্ বলিতেছেন, দেখ অর্জ্জুন! শারীরিক রোগ নিবারক আয়ুর্ব্বেদ যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্রহ্মবাচক বেদও সেইরূপ চিকিৎসা শাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদে ভূতময় স্থূল দেহের চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, আর ব্রহ্মবাচক বেদে অভৌত সূক্ষ্ম শরীরের চিকিৎসা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন আয়ুর্ব্বেদ মতে বাত, পিত্ত ও কফ এই ধাতুত্রয়ের অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসা করিতে হয়, ব্রহ্মবাচক বেদের মতেও সেইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম নামক ত্রিগুণের অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন স্থূল দেহে বায়ু, পিত্ত ও কফের অন্যতম ধাতুর প্রকোপ হয় তখন উহাকে সাম্যাবস্থায় আনিবার জন্য একবারেই নিবারণের ঔষধ প্রয়োগ করা আয়ুর্ব্বেদের অভিপ্রেত নহে; ধাতুবিশেষের প্রকোপ জনিত রোগ বিশেষ কিছু দিন ভোগ হইতে দিয়া পরে নিবারণের ঔষধ দিতে হয় তাহা হইলেই রোগের প্রকৃত উপশম হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীরেও যখন সত্ত্ব, রজ ও তম নামক ত্রিগুণের অন্যতম প্রবল

হইয়া উঠে তখন উহাকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রথমেই নিবারণের ব্যবস্থা কবিতে নাই। প্রথমে সত্ত্বগুণজাত, রজ-গুণজাত বা তমগুণজাত বাসনার ভোগ হইতে দিয়া, যথা সময়ে বাসনার শৈথিল্য হইলে নিবারণের অর্থাৎ বাসনা ত্যাগের উপদেশ দেওয়াই উচিত। তাহা হইলেই বাসনারূপ উৎকট রোগেব সমূল ধ্বংস হইয়া থাকে। স্থূলদেহে জ্বরাদি রোগের প্রথমাবস্থায় বা প্রবলাবস্থায় প্রশমনের ঔষধ প্রয়োগ কবিলে ঐ রোগ বাহিরে অদৃশ্য হইয়া অন্তরে সঞ্চিত থাকিয়া ক্রমে অন্যরূপ উৎকট রোগের আকাব ধারণ করিয়া প্রকাশ পায এবং তখন রোগীর আরোগ্যের আশা অতি অল্পই থাকে। সেইরূপ জীবের সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ-বাসনারূপ বিষম ব্যাধির প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্যের ব্যবস্থা দিলে, কেবল বাহিরে কৌপিনাদি বৈরাগ্যের বেশ অবলম্বিত এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের ভোগ পরিত্যক্ত হইলেও অন্তঃকরণের বাসনা অধিকতর বলবতী হইয়া অকালপক্ক বিরাগীকে অধঃপতিত করিবে। অসময়ে রোগের বেগ রুদ্ধ করিলে যেমন বিপরীত ফল হয় অনধিকারে বাসনার ভোগ রুদ্ধ করিতে গেলেও সেইরূপ বিপরীত ফললাভ হইয়া থাকে; অকাল বৈরাগীর অন্তর্নিহিত ভোগ বাসনা স্ফীত হইয়া বাহিরেও প্রকাশ হইয়া পড়ে—তাহার আত্মোন্নতির আশাই থাকে না। সেই জন্যই সর্ব্ব-লোকহিতকর অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রে ভোগ দিয়া সকাম

সাধকের রোগ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; অর্থাৎ জীবকে ঐশ্বর্য্য ভোগ প্রদান করিবার জন্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা হয় নাই, কামীর কামনা সমূলে উৎপাটন করিয়া তাহাকে বৈরাগ্যরূপ পরাশান্তি দিবার জন্যই হইয়াছে।

হে অর্জ্জুন! যদি তুমি পরম শান্তি পাইবার ইচ্ছা কর তবে প্রকৃতির গুণময় পদার্থের বাসনা পরিত্যাগ কর। অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য এবং প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করিবার জন্য অত্যধিক যত্নবান হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সাবধানে শীত গ্রীষ্মাদি সহ্য করিবার চেষ্টা কর; পরম শান্তি পাইবে।৪৫।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ—উদপানে (বাপী-কূপ তড়াগাদৌ) যাবান্ (যৎপরিমাণঃ) অর্থ (প্রয়োজনং ফলং) সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (সর্ব্বদিগুচ্ছলিত জলে, বৃহজ্জলাশয়ে) তাবান্ (তৎপরিমাণঃ) অর্থঃ (ফলং) সর্ব্বেষু বেদেষু (যাবান্ অর্থঃ) বিজানতঃ (ব্রহ্মবিজ্ঞানবতঃ) ব্রাহ্মণস্য (তাবান্ অর্থঃ)।৪৬।

স্বামিটীকা—ননু বেদোক্তনানাফলপরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেব ইত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানিতি। উদকং পীয়তেঽস্মিন্নিতি উদপানং বাপীকূপতড়াগাদি

তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাভাবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থঃ তাবান সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব। ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভূতত্বাৎ। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেববুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥৪৬

অনুবাদ—বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক্ পৃথক্ জলাশয়ে স্নান পানাদি পৃথক্ পৃথক যতই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সর্ব্বতোব্যাপী একমাত্র বৃহজ্জলাশয়ে ঐ সমস্ত প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ সমস্ত বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে যে পৃথক পৃথক ফল পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই সমুদায় ফলই লাভ করিয়া থাকেন।৪৬

বিবৃতার্থ—যদি অর্জ্জুন বলেন স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য সুখের কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করায় লাভ কি? এই আশঙ্কায় ভগবান এই শ্লোক বলিলেন। আনন্দ লিপ্সাই জীবের স্বভাব; আনন্দ লাভের নিমিত্তই জীব নানা উপায়ে নানা বস্তু আহরণ করিয়া থাকে। অভিনিবেশপূর্ব্বক শোধন করিলে বুঝিতে পারা যায়, ধনের জন্য কেহ ধন চাহে না, স্ত্রী চাহে না, পুত্রের জন্য কেহ পুত্র চাহে না,

কোনও পদার্থের জন্য কেহই কোনও পদার্থ চাহে না। ধন সঞ্চয় করিয়া, স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া, পুত্র প্রতিপালন করিয়া এবং অন্যান্য পদার্থ ভোগ করিযা যে যে আনন্দ হয সেই সেই আনন্দের জন্যই মানব ধনপুত্রাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে। যদি ধন পুত্রাদি পদার্থ ব্যতিরেকেই পূর্ণানন্দ পাবাব পন্থা থাকিত তবে কেহই ধন পুত্রাদি পদার্থ নিচযের নিমিত্ত প্রার্থনা বা কর্ম্মানুষ্ঠান কবিত না, ইহা স্থির। পারলৌকিক স্বর্গাদির কামনাও ধরাধিক আনন্দের জন্যই। যদি বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি লাভ না কবিযাও স্বর্গানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইত তবে কেহই স্বর্গের নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া বহু ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ কবিতে যাইত না, ইহাও সংশয় শূন্য। আবার উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সমূহেব সহযোগে যে যে আনন্দ হয় সে সমস্ত আনন্দেব আস্বাদনও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ধনাগমে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয, স্ত্রী লইযা তাহা হয় না, স্ত্রী লইয়া যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, পুত্র পালনে তাহা হয় না, স্বর্গলাভে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় পার্থিব সমস্ত বস্তু সম্ভোগেও তাহা সিদ্ধ হয় না এবং ব্রহ্মত্ব লাভে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় স্বর্গলাভেও তাহা হয় না। ঐ সমস্ত পদার্থই বাপী কূপাদির ন্যায় স্বল্পার্থ সাধক অর্থাৎ ক্ষুদ্রানন্দ দায়ক। কাজে কাজেই মানবকে এক এক প্রকার আনন্দ আস্বাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নিকট যাইতে হয়, অথচ আনন্দের আশাও নিবৃত্তি পায় না, জীবের চাঞ্চল্যও সমাপ্ত হয় না।

ভূম্যাদি পঞ্চভূতময় বা সত্ত্বাদি ত্রিগুণময় পদার্থে আনন্দ নাই, তবে পঞ্চভূত নির্ম্মিত বা ত্রিগুণোৎপন্ন ঐ সমস্ত পদার্থজনিত আনন্দ কোথা হইতে আইসে ? শ্রুতি বলিয়াছেন "তস্যৈবানন্দস্যৈতানি ভূতানি মাত্রানুপজীবন্তি" অর্থাৎ "এই সমস্ত প্রাণী সেই অসীম আনন্দস্বরূপের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়া জীবিত থাকে।" অতএব কি পার্থিব নানা প্রকার পদার্থের ভোগজনিত নানা প্রকার আনন্দ, কি অপার্থিব সম্পত্তির ভোগজনিত স্বর্গীয় আনন্দ, সকল প্রকার আনন্দই সেই ব্রহ্মস্বরূপ অপ্রাকৃত আনন্দরাশির আভাস মাত্র। যেমন সুদূরস্থিত সূর্য্যমণ্ডলের যৎকিঞ্চিৎ আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মানন্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাসে পৃথিবীস্থ সমস্ত আনন্দিত হইয়া থাকে। যেমন যেখানে সূর্য্যোদয় হয় সেখানে প্রদীপাদির আলোকের প্রয়োজন হয় না সেইরূপ যিনি সকলানন্দের মূলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহার আর পার্থিব বা স্বর্গীয় কোনও ক্ষুদ্রানন্দের প্রয়োজন হয় না। যেমন সমস্ত অংশই রাশির অন্তর্গত, যেমন সমস্ত আলোকই প্রভাকরের অন্তর্গত সেইরূপ প্রাকৃত সকল প্রকার আনন্দই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত আছেই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মবল্লীতে আনন্দের এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবাস্যাৎ, সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং

মানুষা আনন্দাঃ ; স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বানামানন্দাঃ, স একো দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চির-লোক-লোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং, চিরলোক-লোকানামানন্দাঃ স এক আজানজাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ, স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতেবানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেবানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।

অস্যার্থ—"এই সেই আনন্দের মীমাংসা। যদি একই ব্যক্তি যুবা, সুশীল, বিদ্বান, ক্ষিপ্রকারী, দৃঢ়কায বলশালী ও সমস্ত বসুমতীর অধীশ্বর হন তবে তাঁহার যে আনন্দ হয় তাহাই পার্থিব আনন্দের চূড়ান্ত। নিষ্কাম ব্রাহ্মণের হৃদয়ে সে আনন্দ আছে। যাঁহারা মনুষ্য হইয়া গন্ধর্ব্ব হইয়াছেন তাঁহাদের আনন্দ ঐ সর্ব্ব

প্রধান পার্থিব আনন্দের শতগুণ। নিষ্কাম ব্রাহ্মণের সে আনন্দ আছে। মনুষ্য-গন্ধর্ব্বদিগের যে আনন্দ দেব-গন্ধর্ব্বদিগের আনন্দ তাহার শতগুণ; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে। দেব-গন্ধর্ব্বদিগের যে আনন্দ, পিতৃগণের আনন্দ তাহার শতগুণ; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে। যাঁহারা স্মার্ত্তকর্ম্মদ্বারা দেবতা হইয়াছেন. তাঁহাদের আনন্দ পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণেব আছে। ঐ সমস্ত দেবতাদিগের যে আনন্দ, বৈদিক কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা দেবতা হইয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণ; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে। বৈদিক কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা দেবত্ব পাইয়াছেন সেই সকল কর্ম্মদেব-দিগের আনন্দ অপেক্ষা জাতিদেবদিগের আনন্দ শতগুণ অধিক; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে। জাতিদেবতাদিগের যে আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণ অধিক; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে। বৃহস্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে। বৃহস্পতির আনন্দ অপেক্ষা প্রজাপতির আনন্দ শতগুণ অধিক; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে। প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মার আনন্দ শতগুণ অধিক; সে আনন্দও নিষ্কাম ব্রাহ্মণের আছে।”

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, যিনি নিষ্কাম ব্রাহ্মণ তাঁহারই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান নামক অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় অর্থাৎ তিনি

নিখিলানন্দের সাধনস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন কং উচ্যতে সর্ব্বতোব্যাপী সুবৃহজ্জলাশয় স্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপ অসীম আনন্দ সাগরের সমীপস্থ হইলে বা আস্বাদন পাইলে, কি পার্থিব, কি স্বর্গীয় কোনও প্রকার ক্ষুদ্রানন্দের প্রয়োজন হয় না। নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাকৃত পদার্থের সংসর্গ ব্যতিরেকেও অনুক্ষণ পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন। অতএব নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তেরই পরম লাভ।৪৬।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ—কর্ম্মণি এব তে (তব) অধিকারঃ ফলেষু কদাচন মা (অধিকারঃ মা অস্তু) কর্ম্মফল হেতু মা ভূঃ অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) তে সঙ্গঃ (অভিলাষঃ) মা অস্তু।৪৭।

স্বামি টীকা—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে, কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেব অধিকারঃ তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মা অস্তু। নন্থ কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ। কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ, কামিতস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্য বিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি, ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥৪৭

প্রধান পার্শি

আছে। **মুবাদ**—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কিন্তু কর্ম্মফলে যেন তোমার কামনা না হয়; ফলোদ্দেশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না; অথচ কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।৪৭।

বিবৃতার্থ—যদি নিষ্কাম হইয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্ম্ম করিতে হয় তবে নিষ্কামই হইলাম; ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোক বলিলেন।

ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্ম্ম করিলে তাঁহার কৃপা হয়; তাঁহার কৃপা হইলে আত্মজ্ঞান জন্মায় এবং আত্মজ্ঞান জন্মিলেই মনুষ্য মুক্ত হয়। অতএব কেবল ঈশ্বরের আরাধনার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করা মুমুক্ষু ব্যক্তির অতীব কর্ত্তব্য।৪৭।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ—(হে) ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ (ঈশ্বরৈকপরায়ণঃ সন্) সঙ্গং (স্বকর্ত্তৃত্বাভিমানং) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সাফল্যাসাফল্যয়োঃ) সমঃ ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু সমত্বং (এব) যোগ উচ্যতে।৪৮।

স্বামি টীকা—কিং তর্হি যোগ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু; তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা

কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগঃ উচ্যতে সদ্বিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥৪৮

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! তুমি ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া এবং আপন কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া যাও। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবকেই যোগ বলে।৪৮।

বিবৃতার্থ—এই শ্লোকে ভগবানে একান্ত অভিনিবেশার্থে 'যোগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে "ঈশ্বর প্রনিধানাদ্ বা" এই সূত্রে যে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির কথা আছে এখানে শ্রীকৃষ্ণোক্ত যোগ শব্দের অর্থ তাহাই। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের উপর ভারার্পণ করিয়া কর্ম্ম করিলে ভগবৎ কৃপায় জীবের সিদ্ধিলাভ হইবে।৪৮।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ—(হে) ধনঞ্জয়! কর্ম্ম (সকাম কর্ম্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা কৃতাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগাৎ) হি (নিশ্চিতং) অবরং (নিকৃষ্টং) বুদ্ধৌ (জ্ঞানে) শরণং (আশ্রয়ং) অন্বিচ্ছ (অনুতিষ্ঠ); ফলহেতবঃ (ফলং কর্ম্মপ্রবৃত্তি হেতু যেষাং তে, সকামাঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ)।৪৯।

স্বামি টীকা—কাম্যন্তু কর্ম্ম অতি নিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকাশাৎ অন্যৎ কাম্যং কর্ম্ম দূরেণ অবরং অত্যন্তমপকৃষ্টম্; হি যস্মাৎ এবং তস্মাৎ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগম্ অন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামা নরাঃ কৃপণা দীনাঃ, "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৯

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনার্থ যে নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়, সকাম কর্ম্ম তাহা হইতে নিকৃষ্ট; অতএব তুমি জ্ঞানের সাধনস্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর; যাহারা ফল কামনায় কর্ম্ম করে তাহারা কৃপণ অর্থাৎ দুঃখী।৪৯।

বিবৃতার্থ—শ্রুতিতে আছে "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" অর্থাৎ হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর পরব্রহ্ম না জানিয়া এই দেহ ত্যাগ করিয়া যায় সেই ব্যক্তি কৃপণ অর্থাৎ অতি দুঃখী। সাধারণ লোকে যাহাকে কৃপণ বলে সেই দুঃখী। সে প্রভূত সম্পত্তি থাকিতেও ধর্ম্মার্থে বা নিজের ভোগার্থে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত। সম্পত্তিশালী হইয়াও তাহাকে অতি দীনভাবে হীনাবস্থায় থাকিতে হয়। পাছে সঞ্চিত সম্পত্তির একটি কপর্দ্দক কমিয়া যায় সেই জন্য তাহার মন সর্ব্বদাই সশঙ্ক। যদি কোনও ঘটনাক্রমে একটি কপর্দ্দক হস্তান্তরিত

দক্ষ তে ।
হয় তবে কিছুদিনের জন্য প্রাণান্তকর আহার নিদ্রা রহিত হইয়া যায়। এরূপ "ঘর থা... নম্ ॥ ৫০ ডেঙ্গার" দৃষ্টান্ত নরলোকে নিতান্ত অল্প নহে। যা... বাস্তবিক নিঃস্ব, আপন আপন উদর পূরণেও অক্ষম তাহারা দুঃখী বটে; কিন্তু যাহারা অর্থ থাকিতেও ভোগ করিতে পারে না তাহারা তদপেক্ষাও দুঃখী যেহেতুক তাহারা অকারণ দুঃখী। ইহাদের দুঃখের কারণ কেবল অত্যন্ত অর্থাসক্তি। অতএব প্রাকৃত পদার্থে যতই আসক্ত হইবে ততই অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ইহা নিশ্চিত। যে পদার্থের ক্ষয়াশঙ্কা, ব্যয়াশঙ্কা এবং ধ্বংসাশঙ্কা আছে তাহাতে অত্যাসক্ত হইলেই সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কারণ যে পদার্থ লইয়া আনন্দ আস্বাদন করিবে তাহাই যখন অস্থির তখন তজ্জনিত আনন্দ অবশ্যই অস্থির হইবে; আনন্দ অস্থির হইলেই দুঃখও নিশ্চিত; এবং দুঃখের অপর নামই অশান্তি।

প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের অধিকারী, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নরপতিগণ সৈন্য সংবর্দ্ধনে, জলযান নির্ম্মাণে, দুর্গসংস্করণে ও অভিনব অস্ত্র শস্ত্র আবিষ্করণে সর্ব্বদাই সযত্ন কেন? সেই ভয়, সেই দুঃখ, সেই অশান্তিই তাহার একমাত্র কারণ। পাছে অন্য একজন প্রবলতর নরপতি বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া আমার রাজ্য আত্মসাৎ করে, এই চিন্তায় রাজাধিরাজ হইয়াও তাঁহাকে দীন-ভাবে, ভয়ে ভয়ে ও অশান্তিতে কাল যাপন করিতে হয় সুতরাং

স্বামি ভীক্ষ ...ৎ দীন। পার্থিব রাজার কথা দূরে থাকুক বুদ্ধ্যা ব্যবসায়ী দেবরাজেরও সর্ব্বদাই অসুরদিগের ভয়ে বা তপস্বী- তস্মাৎ ...গের ভয়ে চিন্তিত থাকিতে হয় সুতরাং তিনিও কৃপণ অর্থাৎ দীন। কিন্তু যিনি আনন্দ বা শান্তি পাইবার অভিলাষে কাম্য বস্তুর আশা না করিয়া কেবল নিত্যানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আরাধনা করেন তাঁহার আনন্দ অটল, অক্ষয় ও অনশ্বর সুতরাং তাঁহার সর্ব্বদাই শান্তি। এই নিমিত্তই বিশ্বসুহৃদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কামনাকুল মানব মাত্রকেই উপদেশ দিলেন "নিষ্কাম কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট, অতএব নিষ্কাম কর্ম্মই করিয়া যাও ; যাহারা প্রাকৃত ফলের কামনায় কর্ম্ম করে তাহারা কৃপণ অর্থাৎ অতি দীন"।

এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য অনুমানের প্রয়োজন হয় না, বিচারের প্রয়োজন হয় না, শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, গুরুরও প্রয়োজন হয় না। ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ।৪৯।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্‌ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিযুক্তঃ (ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যাযুক্তঃ জনঃ) ইহ (অস্মিন্‌ জন্মনি মানব জীবনে) উভে সুকৃত দুষ্কৃতে (সুকৃতং চ দুষ্কৃতং চ তে) জহাতি (ত্যজতি, তৎফলং ন ভুঙক্তে ইত্যর্থঃ)। তস্মাৎ (ত্বং) যোগায় (ভগবদারাধনরূপায় কর্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব (ঘটস্ব); যোগঃ (ভগবদারাধনরূপঃ) কর্ম্মসুকৌশলম্‌ (চাতুর্য্যং) ।৫০।

স্বামি টীকা—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং, তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বর-প্রসাদেন জহাতি ত্যজতি। তস্মাদ্‌যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥৫০

অনুবাদ—যাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে—তিনি এই বর্ত্তমান মানব জীবনেই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যোগের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবদারাধনারূপ নিষ্কাম কর্ম্মের নিমিত্ত যত্নবান হও। নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যোগই বুদ্ধিমান মানবের কর্ম্ম চাতুর্য্য ।৫০।

বিবৃতার্থ—যে কর্ম্ম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য তাহা বিনা শ্রমে বা অল্প শ্রমে সম্পন্ন করিবার উপায়ের নাম কৌশল; যে কর্ম্ম ব্যয়সাধ্য তাহা বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন করিবার উপায়ের

নাম কৌশল; এবং বিপজ্জনক কর্ম্ম করিলেও যাহাতে বিপৎপাত না হয় এরূপ উপায়ের নাম কৌশল। এই কৌশল শব্দের সংস্কৃত অর্থ চাতুর্য্য এবং অসংস্কৃত প্রচলিত অর্থ ফিকির।

সৎই হউক আর অসৎই হউক কর্ম্ম করিলেই তাহাতে বদ্ধ হইতে হইবেই অর্থাৎ ঐ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃ নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অস্থায়ি সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মবন্ধন। অতএব কর্ম্ম করিলে বন্ধন আছেই। কিন্তু কর্ম্ম করিলেই বন্ধন হয় না, এমন একটী কৌশল বা ফিকিরও আছে। কর্ম্মের ফল কামনা না করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করাই সেই কৌশল বা ফিকির। উহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। যিনি যথার্থ বুদ্ধিবান তিনি ঐরূপ নিষ্কাম কর্ম্মই করেন সুতরাং বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না।

সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে কেবল কর্ম্মই বন্ধনের কারণ নহে; কামনার সহিত কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। অতএব যখন কামনা রহিল না তখন বন্ধনও হইবে না। এই শ্লোকে 'যোগ' শব্দের অর্থ ঈশ্বরোদ্দেশে নিষ্কাম কর্ম্ম।৫০।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ—হি (নিশ্চিতং) বুদ্ধিযুক্তাঃ (জনাঃ) কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ (মনীষা জ্ঞানং বিদ্যতে এষাং তথাভূতাঃ ভূত্বা) জন্ম-বন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (সন্তঃ) অনাময়ং (সর্ব্বদুঃখ বর্জ্জিতং) পদং (বৈষ্ণবং ধাম) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।৫১।

স্বামি টীকা—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥৫১

অনুবাদ—যাঁহারা বুদ্ধিমান, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ভগবদা-রাধনা করিলেই পরিত্রাণ পাইব, এইরূপ দৃঢ় ধারণা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কর্ম্মফলের কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন এবং জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বদুঃখ বিবর্জ্জিত বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৫১।

বিবৃতার্থ—কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায় এই শ্লোকে তাহারই প্রণালী বলা হইয়াছে। প্রথমে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তৎপরে কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ, তৎপরে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ, তৎপরে জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধন মোচন; পরিশেষে মোক্ষনামক বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের শেষ চরণস্থ "অনাময়ং পদং"এর অর্থ করিলেন "পদং পরমং বিষ্ণোর্মোক্ষাখ্যং"——বিষ্ণুর মোক্ষ নামক পরম পদ। শ্রীধর স্বামী বলিলেন "সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং"। উভয়ের একই অর্থ. অতএব বিষ্ণু-পদের নামই মোক্ষ। এইরূপ অর্থ গীতাব আরও অনেক স্থলে আছে। আমরা যথাযোগ্য স্থানে ইহার আলোচনা করিব।৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২

অন্বয়ঃ—যদা তে বুদ্ধিঃ মোহ কলিলং (মোহঃ অজ্ঞানং এব কলিলং গহনং তিমিরপ্রায়ং কালুষ্যং ইতি যাবৎ) ব্যতিতরিষ্যতি (বিশেষেণ অতিক্রমিষ্যতি) তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শাস্ত্রস্য) নির্ব্বেদং (অনুতাপ পূর্ব্বকং বৈরাগ্যং) গন্তাসি (লব্ধাসি)।৫২।

স্বামিটীকা—কদা তৎপদমহং প্রাপ স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনম্। কলিলং গহনং বিদুরিত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধিঃ দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণ অতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যার্থস্য চ নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥৫২

অনুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান-তিমির অতিক্রম করিবে তখনই তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।৫২।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকের অভিপ্রায় অর্জ্জুন বুঝিয়াছিলেন প্রাকৃত কাম্য পদার্থে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য বিষ্ণুপদ অর্থাৎ মোক্ষ পাইবার প্রধান বা একমাত্র উপায়। তাই তিনি যদি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন "কতদিনে আমার বৈরাগ্য জন্মিবে" ? অর্জ্জুনের এইরূপ মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভগবান এই শ্লোক বলিলেন।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বৈরাগ্যের ব্যবস্থা আছে, এবং গুরুবর্গও পুনঃ পুনঃ শিষ্যদিগকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু কয় জন পাঠকের বা কয় জন শ্রোতার বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে ? কেবল শব্দ মাত্র পাঠ করিয়া অথবা কেবল শব্দ মাত্র শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্য জন্মায় না। বিবেক চাই—অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বা গুরুপদিষ্ট বাক্য অনুক্ষণ মনন করিতে করিতে প্রাকৃত পদার্থের অসারতা ও ব্রহ্মানন্দের পরমার্থতা জ্ঞান হইলেই বৈরাগ্য জন্মায়। অসার পদার্থ সারজ্ঞানের নামই অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান। সেই অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞানে জগৎ মুগ্ধ হইয়া আছে। অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান নষ্ট হইলেই প্রাকৃত পদার্থে ঘৃণা জন্মায়; ঘৃণা হইলেই যথার্থ বৈরাগ্য (পাকা বৈরাগ্য) জন্মিয়া থাকে। সেই জন্যই ভগবান বলিলেন "যখন

তোমার অজ্ঞান দূর হইবে তখন শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে।

প্রাকৃত কামাফল দুই প্রকার—দৃষ্ট ও শ্রুত অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক। ধন পুত্রাদি কাম্যফল ইহলোকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে অতএব ঐ সকল দৃষ্ট ফল ঐহিক এবং স্বর্গাদি কাম্য ফল কেবল শুনিতে পাওয়া যায় অতএব ঐ সকল কাম্যফলকে শ্রুত ফল বা পারত্রিক ফল বলে। বেদে ঐ দুই প্রকার ফলের কথাই আছে। যাহারা নিম্নাধিকারী অতত্ত্বজ্ঞ, তাহারা ঐ দুই প্রকার ফলের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়; একবার শুনিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ শুনিতে ইচ্ছা করে এবং পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া শেষোক্ত কথা শুনিবার জন্য সমুৎসুক হয। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে পুত্র লাভ হয় এবং চাতুর্মাস্য যজন করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এই সকল কথায় তাহাদের বুদ্ধি অনাকাঙ্ক্ষা হয় না। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে উহাদের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না জন্মায় ততদিন উহারা ঐ ভাবেই থাকে; সৌভাগ্যের ফলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে বৈরাগ্য লাভ করে। অর্জ্জুন এখন নিম্নাধিকারী অতত্ত্বজ্ঞ, সেই নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন "তোমার অজ্ঞান দূর হইলে বৈরাগ্য পাইবে।"

লৌকিক শাস্ত্র যেমন শ্রুত ও শ্রোতব্য হইতে পারে পারমার্থিক অধ্যাত্ম শাস্ত্রও শ্রুত ও শ্রোতব্য হইতে পারে; কিন্তু

এই শ্লোকের শ্রুত ও শ্রোতব্য শব্দে লৌকিক কর্ম্মকাণ্ড ও তজ্জনিত কাম্যফলই ভগবানের অভিপ্রেত। কেননা তাহারই নির্ব্বেদের বা বৈরাগ্যের প্রয়োজন ॥৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ—শ্রুতিভিঃ (নানা সাধ্য সাধন শ্রবণৈঃ) বিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা) তে বুদ্ধিঃ যদা নিশ্চলা (অচঞ্চলা) অচলা (স্থিরা চ সতী) সমাধৌ (চিত্তস্থৈর্য্যবিষয়ে পরমেশ্বরে) স্থাস্যতি (স্থিতিং লপ্স্যতে) তদা যোগং (কর্ম্মযোগসাধ্যং জ্ঞানং) অবাপ্স্যসি (লপ্স্যসে) ।৫৩।

স্বামি টীকা—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈঃ বিপ্রতিপন্না ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধিঃ যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্নিশ্চলা বিক্ষেপব্যাপ্তিবিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা সতী তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ।৫৩

অনুবাদ—শাস্ত্রোক্ত ও লোকোক্ত নানা প্রকার সাধ্য সাধনের কথা শ্রবণ করায় তোমার বুদ্ধি অস্থির হইয়াছে। সেই বুদ্ধি যখন চিত্ত সমাধানের বিষয় পরমেশ্বরে অটল ও অচলভাবে অবস্থান করিবে তখন তুমি কর্ম্মযোগের ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে ।৫৩।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকের অভিপ্রায় সার ও অসার সম্বন্ধে জ্ঞান না জন্মিলে বৈরাগ্য হয় না। সেই জ্ঞানই বা কিরূপে জন্মিবে এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। এই শ্লোকস্থ 'সমাধি' শব্দের অর্থ সমাধির বিষয় অর্থাৎ ঈশ্বর, বা পরমাত্মা, অথবা ভগবান্ এবং 'যোগ' শব্দের অর্থ কর্ম্মযোগের ফল অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান ।৫৩।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা, সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন উবাচ—(হে) কেশব সমাধিস্থস্য স্থিত প্রজ্ঞস্য (ঈশ্বরস্থবুদ্ধেঃ সাধকস্য সিদ্ধস্য চ জনস্য) কা ভাষা (কিং লক্ষণং) স্থিতধী (স্থিরবুদ্ধিঃ জনঃ) কিং (কথং) প্রভাষেত (কথয়েৎ) কিং আসীত (উপবিশেৎ) কিং ব্রজেত (চলেৎ) ।৫৪।

স্বামি টীকা—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥৫.

অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ কি? স্থির বুদ্ধি ব্যক্তি কেমন করিয়া কথা কহেন; কেমন করিয়া উপবেশন করেন এবং কেমন করিয়াই বা চলিয়া থাকেন?৫৪।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, ভগবানে যাহার বুদ্ধি স্থির হয় তাহারই তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়। তাই অর্জ্জুন অবসর বুঝিয়া স্থির বুদ্ধি ব্যক্তির লক্ষণ জানিতে অর্থাৎ কিরূপ চিহ্ন দেখিয়া স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিকে চিনিতে পারা যায় তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রথমে "স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির লক্ষণ কিরূপ" বলিয়া সামান্যভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তিনটী বিশেষ লক্ষণ জানিতে চাহিলেন; স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির বচন, উপবেশন ও গমন কিরূপ? তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ঐরূপ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক এবং অতীব কর্ত্তব্য; কেননা তাঁহাকেও ঐরূপ আচরণ করিতে হইবে।৫৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—(হে) পার্থ যদা মনোগতান্ (মনোভবান্) সর্ব্বান্ (ঐহিকামুষ্মিকান্) কামান্ (ফলাভিলাষান্) প্রজহাতি (নিঃশেষং ত্যজতি, অতএব) আত্মনি (স্বস্মিন্) আত্মনা এব (স্বয়ং এব বস্তুন্তরনৈরপেক্ষ্যেণ এব) তুষ্টঃ (তৃপ্তঃ ভবতি) তদা স্থিত প্রজ্ঞঃ (স্থিরবুদ্ধি) উচ্যতে (কথ্যতে)।৫৫।

স্বামি টীকা—অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি, তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনান্যাহ—যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। তত্র প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীভগবানুবাচ। মনসি স্থিতান্ কামান্

যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দ-রূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইতি আত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৫৫

অনুবাদ—ভগবান উত্তর করিলেন, হে পার্থ! যখন যে ব্যক্তি সকল প্রকার মনোগত ভোগাভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন এবং অন্য বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া আপনাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তখনই তাঁহাকে স্থিরবুদ্ধি বলা যায়।৫৫।

বিবৃতার্থ—সংসারের ব্যবহারিক সকল বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি অধিকদিন অভ্যাস করিয়া যে কার্য্যে সুদক্ষ হইয়াছেন তাঁহার সেই কার্য্য স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, অতএব সেই কার্য্যই তাঁহার একটী লক্ষণ অর্থাৎ পরিচয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যিনি নূতন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাকে সযত্নে তাহা সাধন করিতে হয়। অতএব প্রথম ব্যক্তির যাহা লক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির তাহা সাধন। ভগবদুপাসনা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। বহুদিনের সাধনে যিনি স্থিরবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারই সযত্নসাধ্য স্বাভাবিক লক্ষণ বলিতেছেন, কিন্তু যিনি বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য প্রথম প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া ঐ লক্ষণ পাইতে হইবে। অতএব সিদ্ধপুরুষের যাহা লক্ষণ সাধকের তাহাই সাধন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধের লক্ষণ বলিয়া সাধকদিগকে সাধন শিক্ষা দিতেছেন।৫৫।

ভাষতে তস্য প্রজ্ঞা

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ

স।

অন্বয়ঃ—দুঃখেষু (উপস্থিতেষু) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অকাতর চিত্তঃ) সুখেষু (লব্ধালব্ধেষু) বিগতস্পৃহঃ (আসক্তিশূন্যঃ) বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ (অপগত-প্রীতি-ভীতি-ক্রোধঃ) মুনিঃ (মননশীলঃ) স্থিতধীঃ (স্থিতা ধীরা ধীঃ বুদ্ধি যস্য সঃ স্থিতধীঃ স্থিরবুদ্ধিঃ) উচ্যতে।৫৬।

স্বামিটীকা—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অনুদ্বিগ্ন-মক্ষুভিতং মনোযস্য সঃ সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥৫৬

অনুবাদ—দুঃখ উপস্থিত হইলে যাঁহার মন কাতর হয় না প্রাপ্ত সুখ ভোগ করিবার জন্য ও অপ্রাপ্ত সুখ পাইবার জন্য যাঁহার স্পৃহা হয় না এবং যাঁহার অনুরাগ, ভয়, ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে, ঐরূপ মুনিকে স্থিরবুদ্ধি বলে।৫৬।

বিবৃতার্থ—উদ্‌বেগ, স্পৃহা, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ প্রধানতঃ এইগুলিই চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ, সুতরাং যাহার এইগুলি আছে তাহার বুদ্ধি স্থির হইতে পারে না ; যিনি এইগুলি পরিত্যাগ করিতে পারেন তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হয় অতএব এইগুলি না থাকাই স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির লক্ষণ অর্থাৎ ইহাই দেখিয়া স্থিরবুদ্ধি সিদ্ধ

যদা প্রকর্ষেণ জহাতি
ানতে পাবা যায়। প্রথম সাধককে বুদ্ধি স্থির
রূপে আত্মন
।র নিমিত্ত ইহা সাধন করিতে হইবে। অর্জ্জুনের চারিটী
ত্যজ
প্রশ্ন ছিল,—স্থির বুদ্ধির লক্ষণ কি, স্থির বুদ্ধি কিরূপে কথা কহেন. কিরূপে উপবেশন কবেন এবং কিরূপে গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এবং এই শ্লোকে ভগবান্ প্রথম প্রশ্নের উত্তব দিলেন।৫৬।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ—যঃ সর্ব্বত্র (পুত্রাদিষু) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্যঃ) তত্তৎ (প্রসিদ্ধং) শুভাশুভং (অনুকূল প্রতিকূলং) প্রাপ্য ন অভিনন্দতি (শুভং প্রাপ্য ন তু প্রশংসতি) ন দ্বেষ্টি অশুভং প্রাপ্য ন দ্বেষবুদ্ধ্যা নিন্দতি) তস্য প্রজ্ঞা (বুদ্ধিঃ) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠাং গতা, স্থিরী-ভূতা)।৫৭।

যথা চ অয়ং (যোগী) কূর্ম্মঃ (কচ্ছপঃ) অঙ্গানি ইব সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি (কর্ণাদিনি) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যঃ) সংহরতে (প্রত্যাহরতি) (তদা) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।৫৮।

স্বামিটীকা—কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্য অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনু-কূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি, ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন

দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥৫৭

স্বামিটীকা—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাৎ ইন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥৫৮

অনুবাদ—যিনি পুত্রাদি সকলের প্রতি স্নেহশূন্য এবং যিনি লোক প্রসিদ্ধ সেই সেই শুভ প্রাপ্ত হইয়া প্রশংসা বা অশুভ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্বেষ করেন না তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে ।৫৭।

আরও কচ্ছপ যেমন আপন দেহাভ্যন্তরে অঙ্গ প্রবেশিত করে, সেই-রূপ যখন ইনি ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে প্রত্যাহার অর্থাৎ অন্তর্মুখ করেন তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে জানিবে ।৫৮।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি কিরূপে কথা কহেন। ভগবান্ সাতান্ন শ্লোকে তাহার উত্তরে বলিলেন "কাহারও প্রতি যাঁহার স্নেহ নাই অতএব কাহারও মঙ্গলে বা অমঙ্গলে যিনি হর্ষ বা বিষাদ প্রকাশ করেন না তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে।" আত্মীয় স্বজনের সুখে বা দুঃখে প্রথমতঃ বাক্য দ্বারাই হর্ষ বা বিষাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পুত্র এবার প্রথম বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, শুনিয়াই পিতা আনন্দে স্ফীত হইয়া বলিলেন "এত টাকা ব্যয় করিয়া যে পড়াইয়াছিলাম আজ তাহা

সার্থক হইল, আমার আজ আনন্দের সীমা নাই।" পক্ষান্তরে পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, শুনিয়া পিতা বিষণ্ণমনে বলিলেন "আমার যেমন অদৃষ্ট তেমনি হইয়াছে, অমুকের পুত্র কেমন পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইল আমার অকাল কুষ্মাণ্ড তৃতীয় বিভাগেও উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, লজ্জার কথা"। পুত্রাদির মঙ্গলে বা অমঙ্গলে পিত্রাদি সকলে এইরূপ হর্ষ বিষাদসূচক বাক্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি ভগবানেই মনোনিবেশ করিয়াছেন সুতরাং কাহারও প্রতি যাঁহার স্নেহ নাই, তিনি পুত্রের শুভাশুভ সংবাদ শুনিয়া উদাসীনের ন্যায় বলেন, "আমার তাহাতে সুখই বা কি দুঃখই বা কি ? এ সংসারে কেহই কাহারও নয়।" অথবা শুভাশুভের সংবাদ শুনিয়া অনবধানে অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলেন। এক ব্যক্তি প্রগাঢ় অভিনিবেশের সহিত সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল "মহাশয় আপনার পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে।" সে কথা ক্রীড়ামগ্ন ব্যক্তির কর্ণেই প্রবেশ করিল না। সংবাদদাতা পুনর্ব্বার বলিল "আপনার পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে আসুন"। এবার ক্রীড়কের কর্ণে শব্দমাত্র প্রবেশ করিল, অর্থবোধ হইল না। সংবাদদাতা তৃতীয়বার বলিল "শীঘ্র আসুন আপনার পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে।" এবার গাঢ়াভিনিবিষ্ট ক্রীড়ক অনবধানেই অস্পষ্টভাবে শব্দ মাত্র বুঝিলেন, বটিকা টিপিতে টিপিতে বলিলেন—"কাদের সাপ,—

এই কিস্তি"। সাংসারিক শুভাশুভ ঘটনায় ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তির মুখ হইতে ঠিক ঐরূপ অসংলগ্ন কথা বাহির হইয়া পড়ে। ইহাই স্থিরবুদ্ধি সিদ্ধ ব্যক্তির বাক্যজনিত লক্ষণ ও সাধকের সাধন।৫৭।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগই বুদ্ধি চাঞ্চল্যের কারণ অতএব বুদ্ধি স্থির করিতে হইলে প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে বাহ্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখ করিতে হয়। যিনি বুদ্ধি স্থৈর্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার ইন্দ্রিয় বিষয় অবলম্বন করে না সুতরাং তাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। প্রথম সাধককে ইহা যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হইবে।৫৮।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

অন্বয়ঃ—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়বিষয়াহরণ রহিতস্য) দেহিনঃ (দেহাভিমানিনঃ) বিষয়াঃ (শব্দাদয়ঃ) রসবর্জ্জং (বিনানুরাগং) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্তাঃ ভবন্তি)। অস্য (জনস্য) রসঃ অপি (বিষয়ানুরাগঃ অপি) পরং (আনন্দস্বরূপং পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে (স্বয়মেব বিষয় বিমুখ ভবতি)।৫৯।

স্বামিটীকা—নন্থ নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু অপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জং, অভিলাষস্তু ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ। পরন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥৫৯

অনুবাদ—যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ নিবৃত্ত হইলেও বিষয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ নিবৃত্ত হয় না। পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হইলে বিষয়ানুরাগও আপনা আপনিই নিবৃত্ত হয়।৫৯।

বিবৃতার্থ—অবিদ্যারই অপর নাম অজ্ঞান। সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান পাঁচ ভাগে বিভক্ত—স্বয়ং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যারই প্রথম পরিণাম বা বিকার অস্মিতা অর্থাৎ অস্থিমাংসময় জড়দেহকে "আমি" বলিয়া বিশ্বাস। অবিদ্যার প্রভাবেই জীব প্রথমেই এই দেহকে "আমি" বলিয়া মনে করে। সমস্ত জীবেরই মুখ্য রাগ অর্থাৎ অনুরাগ বা ভালবাসা, আপনার আপনার প্রতিই; ইহা

বেদের অভিমত—এবং সহৃদয় মনুষ্যমাত্রেরই প্রত্যক্ষ অনুভূত। অতএব যদি দেহটাই আত্মা অর্থাৎ "আমি' হইল তবে দেহের প্রতিই অবিদ্যাবদ্ধ জীবের অনুরাগ স্বাভাবিক. দেহকে আত্মা বা আমি বলিলে সঙ্গে সঙ্গেই দেহের উপর অনুরাগ বা ভালবাসা হইবেই; এবং যে সকল বাহ্য বস্তু ও ব্যক্তিকে অবলম্বন করিলে দেহের আরাম বোধ হয় ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তির প্রতিও অনুরাগ হইবে; অতএব অবিদ্যার দ্বিতীয় পরিণাম রাগ বা অনুরাগ বা ভালবাসা। আবার যে সকল বস্তু ও ব্যক্তির সংশ্রবে দেহের দুঃখ উপস্থিত হয় ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অবিদ্যার তৃতীয় পরিণাম দ্বেষ। দেহের অনুকূল পদার্থ পাইবার জন্য এবং প্রতিকূল পদার্থ বর্জ্জন করিবার জন্য মনুষ্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট; ইহারই নাম অভিনিবেশ; অতএব অভি-নিবেশই অবিদ্যার চতুর্থ বা চরম পরিণাম।

এই অভিনিবেশ অন্তঃকরণেরই কার্য্য, বাহেন্দ্রিয় তাহার দ্বারস্বরূপ। অতএব বুদ্ধি স্থির করিবার নিমিত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এবং কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া অবস্থান করিলে বুদ্ধি স্থির হইতে পারে না ও উপবাস করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে দুর্ব্বল করিলেও বুদ্ধি স্থির হয় না কেননা আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অন্তঃকরণের অনুরাগ অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে থাকে। এবং অভিলষিত ভোগ না পাইয়া প্রবলতর হইয়া উঠে। অতএব

দেহাভিমানীর অন্তঃকরণ ভোগ পাইলেও ভোগান্তরের জন্য অস্থির এবং ভোগ না পাইলেও যাতনায় কাতর;—কোন প্রকারেই তাহার স্থিরতা নাহ, সুখও নাই। তবে বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে অপসারিত করা এবং উপবাসাদি দ্বারা দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা করা যে কোন কার্য্যেরই নয় এমন নহে। ঐরূপ অভ্যাস করিলে মনঃ স্থৈর্য্যের অনেক সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু উহাই যে মনঃস্থৈর্য্যের একমাত্র উপায় তাহা নহে।

ভগবান্ বলিলেন 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইতে রস অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" অর্থাৎ "সেই পরব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাই রস অর্থাৎ আনন্দ; এই জীব সেই আনন্দ পাইলেই আনন্দিত হয়"। আনন্দই জীবের একমাত্র লক্ষ্য; প্রকৃত আনন্দের অনুসন্ধান পায় না বলিয়াই ভ্রান্তিপ্রযুক্ত নানা বাহ্য বিষয় আশ্রয় করিতে যায়। পরমাত্মাই প্রকৃত পরমানন্দস্বরূপ; সেই আনন্দময় পরমাত্মার দর্শন পাইলেই, যাহা পাইবার জন্য আজীবন বা অসংখ্য জীবন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা পাইল; তুচ্ছ বাহ্য বস্তুর উপর তাহার ঘৃণা জন্মিয়া গেল; তাহার বুদ্ধি প্রাপ্তব্য পাইয়া স্থির হইয়া গেল। ইহা স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ ও সাধকের সাধন।৫৯।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

অন্বয়ঃ—(হে) কৌন্তেয়! প্রমাথীনি (ক্ষোভকানি) ইন্দ্রিয়াণি যততোঽপি (প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপি) বিপশ্চিতঃ (বিবেকিনঃ) পুরুষস্য মনঃ হি (নিশ্চিতং) প্রসভং (বলাৎ) হরন্তি (ক্ষোভয়ন্তি)।৬০।

স্বামি টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমনং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততোঽপীতি দ্বাভ্যাং। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্যাপি বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাৎ হরন্তি, যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকাণীত্যর্থঃ॥৬০

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষ সাধনে যত্নবান্ বিবেকী ব্যক্তিরও মন বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে।৬০।

বিস্তারার্থ—যাঁহার সারাসার বিবেক জন্মিয়াছে এবং পরমানন্দ লাভের জন্য যিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ তাঁহারও চিত্তকে চঞ্চল করিয়া ফেলে, অবিবেকী অজ্ঞ সাধকের ত কথাই নাই। অতএব সাধনের প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয় দমনে মহান্ প্রযত্ন করা সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্লোকে ইহাই বিবৃত হইল।৬০।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

অন্বয়ঃ—যুক্ত (যোগীজনঃ) তানি সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য বশীকৃত্য মৎপরঃ (অহং এব পরঃ পরমার্থ যস্য তথাভূতঃ সন্) আসীত (উপবিশেৎ) হি (নিশ্চিতং) ইন্দ্রিয়াণি যস্য বশে (বর্ত্তন্তে) তস্য প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থৈর্য্যং প্রাপ্তা)।৬১।

স্বামি টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্ন্যাসীত। যস্য বশে বশবর্ত্তীনি ইন্দ্রিয়াণি। এতেন কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি।৬১

অনুবাদ—যোগী ব্যক্তি ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক পরমার্থবোধে আমাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিবেন। নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশে অবস্থান করে তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে।৬১।

বিবৃতার্থ—অর্জ্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, "স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে উপবেশন করেন ?" ভগবান্ এই শ্লোকে তাহারই উত্তর দিলেন। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইল, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গকে বশীভূত করিয়া ভগবানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা অবস্থান করেন তিনিই স্থিত প্রজ্ঞা ইহাও সিদ্ধের লক্ষণ ও সাধকের সাধন।৬১।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

অন্বয় ঃ—বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) ধ্যায়তঃ (নিরন্তরং চিন্তয়তঃ) পুংসঃ তেষু (বিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে (ভবতি)। সঙ্গাৎ কামঃ (ভোগাভিলাষঃ) সঞ্জায়তে কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে।৬২।

ক্রোধাৎ সম্মোহঃ (সদসজ্‌জ্ঞান রাহিত্যং) ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ (গুরুপদেশ বিস্মরণং ভবতি) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (চেতনা-ভ্রংশঃ ভবতি) বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (নষ্টঃ তুল্য ভবতি)।৬৩।

স্বামি টীকা—বাহেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥৬২

কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং, ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া বিনাশঃ বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ, ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥৬৩

অনুবাদ—সর্ব্বদা শব্দাদি বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঐ সকল বিষয়ে পুরুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি হইতে ভোগাভিলাষ

হইয়া থাকে, ভোগাভিলাষ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সদসদ্ বিবেচনার নাশ হয়; সদসদ বিবেচনা নষ্ট হইলে স্মৃতিধ্বংস হইয়া থাকে স্মৃতি ধ্বংসে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মনুষ্য নষ্ট হইয়া যায়।৬২।৬৩।

বিবৃতার্থ—ভগবান্ বলিলেন বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্য নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট হওয়াই মনুষ্যের নষ্ট হওয়া। দুই হাত দুই পা এবং বাক্শক্তি থাকিলেই যে জন্তু বিশেষকে মনুষ্য বলা যায় তাহা নহে। যাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে, তাহাকেই প্রকৃত মনুষ্য বলা যায়। সকল মনুষ্যের, সমস্ত জীবের ও সমুদায় পদার্থের পরিচয় দুই প্রকার—বাহ্য পরিচয় ও আন্তরিক পরিচয়। দুই হস্ত, দুই পদ বিশিষ্ট, বাক্শক্তি সম্পন্ন জন্তুর নাম মনুষ্য, ইহা মনুষ্যের বাহ্য পরিচয়। লাঙ্গুল বিশিষ্ট লোমাবৃত বাকশক্তি বিহীন চতুষ্পদ জন্তু বিশেষের নাম গাভী, ইহা গাভীর বাহ্য পরিচয়; সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি শূন্য সমুজ্জ্বল অচেতন পদার্থ বিশেষের নাম সুবর্ণ, ইহাও সুবর্ণের বাহ্য পরিচয়। আবার সদসদ্ বিবেকবান্ ধর্ম্মানুরাগী ভগবদ্ভক্তের নাম মানুষ, ইহা মানুষের আন্তরিক পরিচয়, শান্ত প্রকৃতি, এবং দুগ্ধ ও মল মূত্র দ্বারাও মানুষের মহোপকারী জন্তুর নাম গাভী, ইহা গাভীর আভ্যন্তরিক পরিচয়, পুষ্টিকারক ও ব্যাধি বিনাশক গুণ বিশিষ্ট বস্তুর নাম সুবর্ণ, ইহাও সুবর্ণের আন্তরিক পরিচয়। এই দুই প্রকার লক্ষণ যাহাতে থাকে তাহাকেই প্রকৃত মানুষ প্রকৃত গাভী ও সুবর্ণ বলা যায়। অতএব সদসদ্ বিবেক, ধর্ম্মানুরাগ ও ভগবদ্ভক্তি যাহার

নাই সেই অৰ্দ্ধ লক্ষণ বিশিষ্ট মনুষ্যকে অৰ্দ্ধ মনুষ্য বলিতেই হইবে। অতএব ভগবান্ ঠিক বলিয়াছেন, বুদ্ধি নষ্ট হইলে মনুষ্য নষ্ট হইয়া যায়; কেননা তাহার মনুষ্যত্বের অৰ্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মনুষ্য যে রূপে নষ্ট হয়, ভগবান্ তাহার ক্রমানুরূপ প্রণালীও দেখাইলেন। নিরন্তর বিষয় চিন্তাই মানুষের আত্মনাশের প্রথম ও প্রধান হেতু। তাহার পরেই বিষয়ে আসক্তি। উপাদেয় বোধে অনুক্ষণ যে বিষয় চিন্তা করা যাইবে তাহাতেই অত্যাসক্তি জন্মিবে ইহা স্থির আসক্তি জন্মিলে সেই সেই বিষয়ের প্রতি কাম অর্থাৎ সেই সেই বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিবার জন্য অত্যধিক বাসনা হইবেই। ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইলে যদি কেহ বিঘ্ন উৎপাদন করে তবে তাহার প্রতি ক্রোধও অবশ্যম্ভাবী। ক্রোধ হইলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ইহাও সর্ব্বলোক বিদিত। হিতাহিত জ্ঞানের নাশ অর্থাৎ ভগবদুক্ত সম্মোহ উপস্থিত হইলে স্মৃতি ভ্রংশ হইবেই হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বে শাস্ত্র হইতে বা গুরুবর্গের নিকট হইতে যে সকল সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ক্রোধোদ্ভূত সম্মোহ হইলে সে সকল আর স্মরণ থাকে না। গুরুমুখে শ্রবনই ভগবদুপাসনার ও বুদ্ধিস্থৈর্য্যের প্রধান ও প্রথম সাধন। সদুপদেশ স্মরণ থাকিলে বুদ্ধি কলুষিত হইতে পারে না। অতএব স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধি নষ্ট হয় ইহাও স্থির। বুদ্ধি নষ্ট হইলেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইল। মনুষ্যত্ব নষ্ট হওয়া এবং মনুষ্য নষ্ট হওয়া একই কথা।

ঈশপোনিষদে বলিয়াছেন "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্ম হনো জনাঃ॥ অর্থাৎ সেই সকল অসূর্য্য লোক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন; যাহারা আত্মঘাতী তাহারাই দেহান্তে সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকে। এস্থলে "আত্মঘাতী" শব্দের অর্থ উদবন্ধনে, বিষপানে, বা জল নিমজ্জনে দেহত্যাগী নহে। আত্মাকে ও পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে পরিভ্রমনকারীর নাম আত্মঘাতী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন "নৃ দেহমাদ্যং সুলভংসুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং। ময়ানুকুলেন নভস্বতেবিতং পুমান্ ভবাব্ধিংনতরেৎ স আত্মহা॥" (১১-২০-১৭)। অর্থাৎ অতিসুলভ অথচ সুদুর্ল্লভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুগঠিত এই মানব দেহ একটি প্লব অর্থাৎ ভেলা স্বরূপ। উপদেষ্টা গুরু ইহার পথ প্রদর্শক কর্ণধার; আমি অনুকুল বায়ু স্বরূপ হইযা ইহা পরিচালিত করিতেছি। যে ব্যক্তি এইরূপ সুবিধাজনক প্লব পাইয়াও ভবসাগর উত্তীর্ণ না হয় সেইই আত্মঘাতী।"

শ্রুতি ও পুরাণানুসারে দেখা গেল যে ব্যক্তি আত্মাকে অধঃপতিত করে সেইই আত্মঘাতী। বস্তুতঃ আত্মার বিনাশ নাই, আত্মার অধঃপতনই আত্মার বিনাশ। তাই ভগবান্ বলিলেন "বুদ্ধি নষ্ট হইলে জীব নষ্ট হইয়া যায়।

এখন আমরা আত্মনাশের এইরূপ ক্রম প্রণালী পাইলাম। প্রথমে অনুক্ষণ বিষয় চিন্তা, তাহা হইতে বিষয়াসক্তি, তাহা হইতে ভোগ বাসনা, তাহা হইতে ভোগান্তরায়ের উপর ক্রোধ, তাহা হইতে সম্মোহ, তাহা হইতে স্মৃতিভ্রংশ অর্থাৎ উপদেশ বিস্মরণ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে আত্মনাশ।৬২।৬৩

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪

অন্বয় ঃ—তু (কিন্তু) বিধেয়াত্মা (বশীকৃতচিত্তঃ জনঃ) আত্ম-বশ্যৈঃ (আত্মাধীনৈঃ) রাগ-দ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগশ্চ দ্বেষশ্চ তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ হীনৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ (গচ্ছন্ প্রাপ্নুবন্ ভুঞ্জানঃ) প্রসাদং (শান্তিং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি]।৬৪।

স্বামি টীকা—নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞস্য কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরণ ভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ।। ৬৪

অনুবাদ—কিন্তু জিতাত্মা ব্যক্তি রাগদ্বেষশূন্য আত্মাধীন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিয়াও শান্তিলাভ করেন।৬৪

বিবৃতার্থ—ভূত ভাবন ভগবান জীবের ভোগের জন্যই নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব মঙ্গলময়ের প্রদত্ত পদার্থে মনুষ্যের অমঙ্গল হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব বিষয় ভোগ করা দোষাবহ নহে। মিষ্ট কিম্বা সুন্দর বোধে আসক্ত হইয়া ভোগ করাই অশান্তির কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন "কামস্য চেন্দ্রিয় প্রাতির্ভো জীবেত যাবতা" অর্থাৎ"কেবল জীবন রক্ষার জন্যই বিষয় ভোগ, ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-সাধন বিষয় ভোগের প্রয়োজন নহে"। যে বস্তু যৎ পরিমাণ ভোগ করিলে জীবন রক্ষা হয় সেই বস্তু সেই পরিমাণ ভোগ করিবে। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, জীব চাহে সুস্থির কেবলানন্দ, কিন্তু ইন্দ্রিয় চাহে অস্থির বিষয়ানন্দ, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিতে গেলেই চাঞ্চল্য ও অশান্তি হইবেই। অশ্বের বশে রথ চালাইলে রথী কুপথেই যাইবে ও ক্লেশ পাইবে, পক্ষান্তরে অশ্বকে আপন বশে রাখিয়া রথ চালাইলে অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইবে ও আনন্দ পাইবে। সাবধানে অশ্বের রশ্মি ধরিয়া তদ্দ্বারা অশ্বকে সুপথের ইঙ্গিত করাই অশ্বকে বশে রাখা। আত্মা রথী, ইন্দ্রিয় অশ্ব ও মন রশ্মি স্বরূপ। রথী জীবাত্মা মনকে সংযত করিয়া আপন ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে ইঙ্গিত করিলেই দেহ রথ শান্তিময় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে। ইহাই শ্রুতির উপদেশ। সেই জন্যই ভগবান্ বলিলেন, যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ সংযত চিত্ত হইয়া রাগ দ্বেষ বিহীন আপন বশীভূত ইন্দ্রিয়

দ্বারা বিষয় ভোগ করেন তিনি প্রসাদ অর্থাৎ শান্তি লাভ করিতে পারেন। যে বিষয় গ্রাহ্য তাহা অনুরাগের সহিত গ্রহণ করা হইবে না এবং যে বিষয় ত্যজ্য তাহাও বিদ্বেষের সহিত ত্যাগ করা হইবে না; কেন না অনুরাগ এবং দ্বেষ দুইই মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়ের বিশেষণ দিলেন "রাগ দ্বেষ বিযুক্ত"।

এই শ্লোকে অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর হইল অর্থাৎ স্থিত প্রজ্ঞ কি করিয়া বিচরণ করেন তাহাই প্রদর্শিত হইল। ইহাও সিদ্ধের লক্ষণ ও সাধকের সাধন।৬৪।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫ ...সেই
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। অশান্তির
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ...মন যদি
...গ্যকে অশান্তি

অন্বয় ঃ—প্রসাদে (সতি) অস্য (সাধক...বের অধীন হয়
(আধ্যাত্মিকাদীনাং) হানিঃ (নাশঃ) উপজায়তে (...ভোগ করে তবেই
(প্রসন্নং চেতঃ যস্য সঃ তস্য) বুদ্ধি হি (নিশ্...রথী, মন রশ্মি এবং
পর্য্যবতিষ্ঠতে (স্থিরা ভবতি)।৬৫।
...শ্ম ও রশ্মির বশে রথ
অযুক্তস্য (অবশ্যেন্দ্রিয়স্য) বুদ্ধি (নিশ্...রথী বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেই।
ভাবনা চ (ধ্যানং চ) ন (নাস্তি) অভা...
ন চ (অস্তি) অশান্তস্য (চঞ্চল চিত্তস্য) ...নের বশে দেহ পরিচালিত

স্বামি টীকা—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫

ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেক-মুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্ত্তা? কুত ইত্যত্রাহ—নচেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য নাস্তি। ন চাভাবয়তঃ আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিং আত্মনি চিত্তোপরতিঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬

অনুবাদ—প্রসন্নতা থাকিলে ইহার সকল দুঃখের নাশ হয় এবং নিশ্চয়ই প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র স্থির হইয়া থাকে।৬৫।

ই৲ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি নাই। অজিতেন্দ্রিয় হইবেই ভাবনাও অর্থাৎ ধ্যানও হইতে পারে না, এবং ধ্যানে অসমর্থ ক্লেশ পাইতে হয় না, অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়?৬৬

অভিলষিত স্থ.

অশ্বের রশ্মি ধরি ...ং হি চরতাংযন্মনোঽনুবিধীয়তে।

বশে রাখা। আত্মি ...তি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

জীবাত্মা মনকে সংযত (নিশ্চিতং) চরতাং (বিষয়েষু ভ্রমতাং) ইন্দ্রিয়াণাং করিলেই দেহ রথ শান্তিবিধীয়তে (পশ্চাৎ করোতি নিজাচরং ক্রিয়তে শ্রুতির উপদেশ। সেই অস্য জনস্য বায়ু অম্ভসি (জলে) নাবং ইব অর্থাৎ সংযত চিত্ত হইয়া রা...হরতি (বিষয় বিক্ষিপ্তাং করোতি)।৬৭।

স্বামিটীকা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি, তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়-বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিং নু বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি, যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি, তদ্বদিতি॥ ৬৭

অনুবাদ—বিষয়চারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয় যদি মনকে আপন অনুগামী করে তবে ঐ ইন্দ্রিয় বায়ু যেমন জল মধ্যে নৌকা নিমজ্জিত করে, সেইরূপ পুরুষের প্রজ্ঞা হরণ করিয়া থাকে।৬৭

বিবৃতার্থ—পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চবিষয় ভোগের যন্ত্রমাত্র, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ মনেই হইয়া থাকে; সেই সেই মনোভব অনুরাগ ও বিরাগই মনশ্চাঞ্চল্যের অর্থাৎ অশান্তির কারণ। অতএব মনুষ্য যদি মনের অধীন হয় এবং মন যদি ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া বিষয়ানুরক্ত হয় তবে মনুষ্যকে অশান্তি ভোগ করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে মন যদি জীবের অধীন হয় এবং ইন্দ্রিয় যদি মনের অধীন হইয়া বিষয় ভোগ করে তবেই শান্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দেহ রথ, জীব রথী, মন রশ্মি এবং ইন্দ্রিয় অশ্ব স্বরূপ। যদি অশ্বের বশে রশ্মি ও রশ্মির বশে রথ পরিচালিত হয় তবে রথ কুপথ গামী ও রথী বিপদ্গ্রস্ত হইবেই। সেইরূপ যদি ইন্দ্রিয়ের বশে মন ও মনের বশে দেহ পরিচালিত

হয় তবে দেহ অসৎ পথে যাইবে এবং জীবও অধঃপতিত হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়ের বশে মন ও মনের বশে জীব না চলে ইহাই এই শ্লোকের উপদেশ।৬৭।

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

অন্বয়ঃ—(হে) মহাবাহো (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সমর্থ) তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদি বিষয়েভ্যঃ) নিগৃহীতানি (প্রত্যাহৃতানি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।৬৮।

স্বামিটীকা—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্ত-মুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮

অনুবাদ—অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিও।৬৮।

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনকেও সংযত করিতে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণকেও সংযত করিতে বলিয়াছেন। প্রথমে কাহাকে সংযত করিতে হইবে এখন তাহাই আলোচ্য। মনকে

সংযত না করিলে ইন্দ্রিয় সংযত হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত না করিলে মনকে সংযত করা যায় না ; ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম পরস্পর সাপেক্ষ। মনের সংযম হইলে ইন্দ্রিয়ের সংযম হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম হইলে মনের সংযম হইয়া থাকে। উভয়ের সংযম উভয়ের সংযমে সাহায্য করিয়া থাকে। অতএব সাধক এক সঙ্গেই উভয়ের সংযম সাধন করিবে। প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া মনের সংযম করিব অথবা প্রথমে মনের সংযম করিয়া পরে ইন্দ্রিয়ের সংযম করিব এরূপ হইবে না। বস্তুতঃ যাহার ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে তাহার মনও সংযত হইয়াছে এবং যাহার ইন্দ্রিয় ও মন দুইই সংযত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে।৬৮।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

অন্বয়:—সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) যা নিশা (রাত্রিরিব রাত্রিঃ) তস্যাং (রাত্র্যাং আত্মনিষ্ঠায়াং) সংযমী (প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ঃ) জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে), যস্যাং (বিষয়নিষ্ঠায়াং) ভূতানি জাগ্রতি পশ্যতঃ (আত্মনিষ্ঠায়াং সাবধানস্য) মুনেঃ সা নিশা।৬৯

স্বামিটীকা—ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং

লক্ষণমিত্যাশঙ্কাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা। অজ্ঞান ধ্বান্তাবৃত-মতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ। তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে, যস্যাংতু বিষয়-নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে, সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা তস্যাং দর্শনাদি ব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা দিবান্ধানা-মূলকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে। এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি॥৬৯

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের যাহা রাত্রিস্বরূপ (আত্মনিষ্ঠাবান্) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তাহাতে জাগরণ করেন; এবং (বিষয়নিষ্ঠাবান্) সর্ব্ব ভূত যাহাতে জাগিয়া থাকে সংযমী ব্যক্তির তাহাই রাত্রিস্বরূপ।৬৯।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান্ স্থিত প্রজ্ঞের কথা শেষ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন যদি বলেন, কৃষ্ণ! তোমার কথা শুনিয়া মনে হয় স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া অসম্ভব। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, অসম্ভব নহে' তবে যাহারা নিতান্ত সংসার মগ্ন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বটে। প্রায় সকলেই অজ্ঞ ও অস্থির চিত্ত; স্থিতপ্রজ্ঞ মনুষ্য অতি অল্পই। আত্মজ্ঞান না হইলে স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া যায় না; কিন্তু প্রায় সকল জীবই অনাত্মজ্ঞ, সুতরাং সংসার নিষ্ঠ। নিদ্রার সময় রাত্রি, জাগরণের সময় দিবা ভাগ। যাঁহারা বিষয় নিষ্ঠ তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কেবল বিষয় কার্য্যেরই পরিদর্শন করে। বিষয় নিষ্ঠাই তাহাঁদের দিবাভাগ তুল্য আর আত্ম নিষ্ঠা তাহাদের রাত্রি তুল্য অন্ধকারময়, অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠায়

তাহারা নিদ্রিত অর্থাৎ অনবধান। কিন্তু আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আত্মানন্দ আস্বাদনেই নিরত সুতরাং আত্মনিষ্ঠা তাহাদের দিবাতুল্য এবং তুচ্ছ বিষয় সুখে তাঁহার অভিনিবেশ নাই সুতরাং বিষয় নিষ্ঠা তাঁহার রাত্রিতুল্য।৬৯।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

অন্বয়ঃ—যদ্বৎ আপঃ (জলানি) আপূর্য্যমাণং (সম্যক পূর্য্যমাণং) অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতিক্রান্ত মর্য্যাদং সর্ব্বদৈকরূপেণ তিষ্ঠন্তমিত্যর্থঃ) সমুদ্রং প্রবিশন্তি তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ (বিষয় ভোগাঃ) যং প্রবিশন্তি সঃ শান্তিং আপ্নোতি (লভতে) কামকামী (ভোগ লালসঃ) ন (শান্তিং ন আপ্নোতি)।৭০।

স্বামিটীকা—নন্থু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙক্তে ইত্যপেক্ষয়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি, তথা কামাঃ বিষয়াঃ যং মুনিমন্তর্দ্দিষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি, ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ।৭০

অনুবাদ—যেমন সমুদ্র স্বভাবতই পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আবার সকল নদ নদীর জল তাহাতে সর্ব্বদাই প্রবেশ করিতেছে, তথাপি সমুদ্র

বেলা অতিক্রম না করিয়া অচল হইয়াই থাকে ; সেইরূপ সমস্ত ভোগ্য বস্তু যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই শান্তিলাভ করেন ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুর কামনা করে সে শান্তিলাভ করিতে পারে না।৭০।

বিবৃতার্থ—ভগবান্ বলিয়াছেন "বিষয় নিষ্ঠায় সংযমীর দৃষ্টি নাই," আবার বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি কেবল স্বায়ত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করেন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া যদি অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ ! যাঁহার বিষয়ে দৃষ্টিই নাই তিনি বিষয় ভোগ করিবেন কিরূপে ? আবার বিষয় ভোগ করিলে বুদ্ধি চঞ্চল হইতেও পারে। অর্জ্জুনের এইরূপ মনোগত আশঙ্কা অপনোদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন ;—যেমন সমুদ্র আপন জলে আপনিই পরিপূর্ণ রহিয়াছে, অন্য জলের অপেক্ষা রাখে না, তথাপি স্বভাবের নিয়মে নানা নদনদীর জল তাহাতে অনুক্ষণ প্রবেশ করিতেছে এবং স্বভাবের নিয়মেই সময়ে সময়ে বর্ষার জলও পতিত হইতেছে তথাপি সমুদ্র উচ্ছলিত হয় না, বেলা ও অতিক্রম করে না, একভাবেই অবস্থান করে। সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিস্থিত-প্রজ্ঞ, সংযমী পুরুষ স্বস্থ আনন্দে আপনিই পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহার বিষয়ানন্দে দৃষ্টি নাই, প্রয়োজনও নাই। বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি ও প্রয়োজন না থাকিলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে বর্ত্তমান দেহ জীর্ণ বিষয় নিষ্ঠাই এবং দেহ রক্ষার জন্য প্রারব্ধ কর্ম্মফলেই তাঁহাদের রাত্রি-তুবিষয় ভোগ বিনা চেষ্টায় ঈশ্বরের

নিয়মেই হইয়া যাইবে। ইহার পরে ভগবান্ বলিবেন "যে সকল সাধক একাগ্রচিত্তে আমাতেই অভিনিবিষ্ট থাকে আমি তাহাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া দিই" (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিই) অতএব আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বিষয়ান্বেষণের প্রয়োজন নাই। তিনি বিষয়ের অপেক্ষা রাখেন না অথচ ভগবৎ প্রদত্ত পরিমিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অনাসক্ত চিত্তে ভোগও করেন। যখন বিষয় ভোগে প্রয়োজন বোধ নাই তখন যদৃচ্ছা ক্রমে বিষয় ভোগ হইলেও তাহাতে তাঁহার আনন্দ জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য হইবার সম্ভাবনাই নাই। অতএব যেমন শত শত ক্ষুদ্র নদীর জল স্বতঃ পূর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রকে ক্ষুভিত করা দূরে থাকুক আপনারাই তাহাতে মিশিয়া যায়, যেমন শত শত ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোক সূর্য্যালোকে মিশিয়া যায় সূর্য্যালোকের বৃদ্ধিসাধন করিতে পারে না, যেমন প্রবল বাত্যার মধ্যে শত শত তাল বৃন্তের বায়ু আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে এবং যেমন শত শত লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলেও হিমালয়কে বর্দ্ধিত করিতে পারে না প্রত্যুত তাহাতেই অদৃশ্য হইয়া যায়; সেইরূপ দৈব প্রাপ্ত শত শত তুচ্ছ বিষয়ানন্দে স্বানন্দ তৃপ্ত সিদ্ধ পুরুষকে চঞ্চল করিতে পারে না প্রত্যুত অসীম আত্মানন্দেই আত্মহারা হইয়া যায়।৭০।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১

অন্বয়ঃ—যঃ পুমান্ নিস্পৃহঃ (নিষ্কামঃ) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) নিরহঙ্কারঃ (দেহাভিমানহীনঃ সন্) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) বিহায় (ত্যক্ত্বা, উপেক্ষ্য) চরতি (ভুঙ্‌ক্তে) সঃ শান্তিং অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।৭১।

স্বামি টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ, অতএব তদ্ভোগ-সাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তদৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি। ৭১

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নিস্পৃহ দেহাভিমানশূন্য ও অন্য বিষয়ে মমতাবিহীন হইয়া বিষয়াভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভোগ মাত্র করেন তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।৭১।

বিবৃতার্থ—ভূতময় জড় দেহে অহং বুদ্ধি অর্থাৎ "আমি" বলিয়া ধারণা এবং দেহানুকূল পদার্থে "মম" বুদ্ধি অর্থাৎ আমার বলিয়া জ্ঞান, এই দুইটিই অশান্তির মূল কারণ। দেহে "আমি" বুদ্ধি এবং দেহানুকূল পদার্থে "আমার" বুদ্ধি হইলেই দেহের সুখের জন্য বিষয় ভোগেচ্ছা আপনা আপনিই হইয়া থাকে। সেই ইচ্ছার ব্যাঘাতে দুঃখ জন্য অশান্তি এবং ইচ্ছার পূরণে ক্ষণিক আনন্দ জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য নিশ্চয় হইবে সুতরাং তাহাতে প্রকৃত শান্তি নাই। অতএব যিনি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম হইয়া

যদৃচ্ছা লব্ধ বিষয় অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগ করেন তিনিই প্রকৃত শান্তির অধিকারী ।৭১।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থ (পৃথানন্দন) এষা (এবম্বিধা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়) স্থিতিঃ (অবস্থানং) এনাং (ঈদৃশীং স্থিতিং) প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি (ন মোহং প্রাপ্নোতি) অন্তকালে অপি (অন্ত্যে বয়সি অপি, মৃত্যুকালে অপি বা) অস্যাং (স্থিত্যাং) স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়ং) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।৭২।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্বিতীয়াধ্যায়ান্বয়ঃ।

স্বামি টীকা—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবং বিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥৭২

অনুবাদ—হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মভাবে অবস্থান। এরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য আর সংসারে মুগ্ধ হয় না। অন্ত্য বয়সে অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও এইভাবে অবস্থান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।৭২।

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞানের কথা সমাপ্ত করিলেন; দ্বিতীয় অধ্যায়ও সমাপ্ত হইল। আপনাকে না চিনিলে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য বলিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিলেন। ইহাকেই বৈদিক ভাষায় "ত্বং পদার্থ জ্ঞান" বলে। (ত্বং পদার্থ ও জীবতত্ত্ব একই কথা)। অতএব এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জীবতত্ত্ব অর্থাৎ জীবের নিত্যত্ব বুঝাইয়া তাঁহার দারুণ শোক নিবারণ করিলেন। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম "সাঙ্খ্য যোগ" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে অভিনিবেশ।

যে কৃষ্ণ পার্থের শোক দূর করিবারে।
জীবতত্ত্ব বুঝাইলা প্রণমামি তাঁরে॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায় বিবৃতার্থ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২

অন্বয়ঃ—(হে) জনার্দ্দন (সর্ব্বজন প্রার্থনীয়) চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মযোগাৎ) বুদ্ধিঃ (জ্ঞানযোগঃ) জ্যায়সী (শ্রেয়সী) তে মতা (অভিপ্রেতা) তৎ (তদা) (হে) কেশব (ব্রহ্মরুদ্রানুকম্পিন্) কিং (কথং) ঘোরে (হিংসাত্মকে) কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি (প্রেরয়সি)।১।

ব্যামিশ্রেণেব (পক্ষদ্বয়াশ্রয়েণেব) বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সীব (আকুলীকরোষি ইব) তৎ (তস্মাৎ) একং (পক্ষং) নিশ্চিত্য (স্থিরীকৃত্য) বদ (ব্রূহি) যেন অহং শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) আপ্নুয়াম্ (লভেয়)।২।

স্বামিটীকা—এবং তাবৎ 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্' ইত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা তদনন্তরম্ "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তং,

ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃস্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারিত্বাদ্যভিধানাৎ "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" ইতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষান্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং তস্মাদ্যুধ্যস্বেতি, তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি চ বারংবারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি ।১

স্বামি টীকা—ননু "ধর্ম্ম্যাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্র সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলয়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব। পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীবশব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা ইদমেব শ্রেয়সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি, তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥২

অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জনার্দ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব আমাকে হিংসাত্মক ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন ।১।

দুই পক্ষেই অনুকূল সন্দেহোৎপাদক বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধি যে ব্যাকুল করিতেছ; অতএব একপক্ষ স্থির করিয়া বলিয়া দাও, যাহাতে আমি মঙ্গল লাভ করি।২।

বিবৃতার্থ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই মোক্ষের মুখ্য সাধন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম-স্বরূপ সংগ্রাম করিতে বলেন, তাহার পর আবার তত্ত্বজ্ঞানের কথা তুলিয়া স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ বলেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানীরই প্রশংসা করেন। তাহা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে হয় "কৃষ্ণের মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ তবে তিনি আমার প্রিয় সুহৃৎ হইয়া আমাকে নিকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন কেন ?" এই সংশয় প্রথম শ্লোকের জিজ্ঞাসা। আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন "কৃষ্ণ আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন. তিনি আমাকে নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে কখনই বলিবেন না ; তবে বোধহয় কর্ম্ম ও জ্ঞান দুই পথই স্বতন্ত্র পথ এবং দুই পথই উৎকৃষ্ট। দুই পথই উৎকৃষ্ট হইলেও যদি তাহার মধ্যে কিছু তারতম্য থাকে, তাহাও একবার জানিয়া লই"। এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া এবং ভগবদ্‌বাক্য সুস্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের কথা বলিলেন—"তোমার অস্পষ্ট সন্দেহজনক বাক্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। তোমার বাক্য যেন দুই দিকই সমর্থন করিতেছে। যাহাই হউক তুমি আমার পরম হিতৈষী, যাহাতে নিশ্চয় মঙ্গল লাভ হইতে পারে এরূপ একটী সাধনের কথা পরিষ্কার করিয়া আমাকে বলিয়া দাও।১।২।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ (নিষ্পাপ) অস্মিন লোকে (উচ্চাব-চাধিকারি মনুষ্য জনে) সাংখ্যানাং (তত্ত্বজ্ঞাধিকারিণাং) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানাভিনিবেশেন) যোগিনাং (কর্ম্মাধিকারিণাং) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মাভি-নিবেশেন) (ইতি) দ্বিবিধা (অধিকার ভেদেন দ্বিপ্রকারা) নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) ময়া পুরা (পূর্ব্বাধ্যায়ে) প্রোক্তা (কথিতা) ।৩।

—

স্বামিটীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎ তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাৎ তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে, ন তু ময়া তথোক্তং, কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যা, এব তু প্রকারভেদ-মাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিন শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বেবিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষ-পরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকার-দ্বয়মেব নির্দ্দিশতি ;—সাঙ্খ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। সাঙ্খ্যভূমিকামা রুরুক্ষূণাং তু অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহণার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাধি-কারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ

ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব তব চিত্তশুদ্ধাশুদ্ধিরূপাবস্থা-ভেদেনৈব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু' ইতি ॥৩

অনুবাদ—হে অনঘ! উচ্চ নীচ অধিকার বিশিষ্ট এই মানব-গণের মধ্যে যাহারা উচ্চ তত্ত্বাধিকারী তাহাদের জ্ঞানযোগদ্বারা এবং যাহারা নিম্নকর্ম্মাধিকারী তাহাদের কর্ম্মযোগদ্বারা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ মোক্ষপরতা আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি।৩।

বিবৃতার্থ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অনঘ অর্থাৎ নিষ্পাপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। যদি অর্জ্জুনের মনে পাপ থাকিত অর্থাৎ নিকৃষ্ট সাধনে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন বলিয়া যদি তিনি ভগবানের উপর মনে মনে দোষারোপ করিতেন তাহা হইলে ভগবান আর তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না। কেননা তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে নিজেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমার উপর দোষারোপ করে তাহাকে গীতাশাস্ত্র বলিও না"। সেই জন্য অর্জ্জুনকে ইঙ্গিতে বলিলেন আমি বুঝিয়াছি তোমার মনে পাপ নাই, তুমি আমার অস্পষ্ট বাক্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া সরল ভাবেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, অতএব তোমায় বলি-তেছি। ইহাই অনঘ বলিয়া সম্বোধন করিবার অভিপ্রায়। এখন আমরা শ্লোকের অভিপ্রায় বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

লৌকিক জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই আপন অধিকার অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি একমণ ভারের অধিক উত্তোলন করিতে পারে না সে দুই মণ তুলিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হয়, অতএব একমণ ভাব উত্তোলনেই তাহার অধিকাব। যে অর্দ্ধ সেরের অধিক আহার করিতে পারে না সে তদধিক আহার করিলে পীড়িত হয়, অতএব অর্দ্ধসের আহারেই তাহার অধিকার। পিতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অশিক্ষিত সন্তানের হস্তে বিষয়কর্ম্মের ভারার্পণ করেন না, কেননা বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণে তাহার অধিকার অর্থাৎ ক্ষমতা নাই। শিক্ষক মহাশয় শিশু-ছাত্রকে ক, খ, শিখাইয়াই গীতা অধ্যয়ন করাইতে উদ্যত হয়েন না, কেননা গীতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার অর্থাৎ মানসিক ক্ষমতা তাহার নাই। এবং রাজা অল্পবয়স্ক, অশিক্ষিত, চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করেন না, কেননা সুবিচার করিবার উপযুক্ত অধিকার অর্থাৎ মানসিক শক্তি তাহার নাই আবার উল্লিখিত সকল ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে শারীরিক ও মানসিব শক্তি সঞ্চয় করিলে উল্লিখিত সকল কার্য্যই করিতে পাইয় থাকে; লৌকিক জগতের নিয়মই এইরূপ। যখন ব্যবহারিক স্থূল কার্য্য সাধনে অধিকারি নির্ব্বাচন আছে তখন অতি দুর্ব্বোধ্য সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম মোক্ষসাধনে অধিকারি নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নাই বুদ্ধিমান হইয়া একথা কে বলিবে? অতএব মোক্ষসাধনে অধিকারীর তারতম্য আছেই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার

বেদান্ত ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অর্থিত্বসামর্থ্যাদি কৃত অধিকারিতারতম্যং" অর্থাৎ বিষয় বাসনা এবং শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যানুসারে সাধনাধিকারীর তারতম্য (ছোট বড়) হইয়া থাকে। ঘোর বিষয় বাসনাকুল ব্যক্তির বিষয় সমাধানে অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি থাকিলেও সে রাজসিক বুদ্ধি; সে বুদ্ধিতে মোক্ষ বা ব্রহ্মজ্ঞানের ধারণা হয় না। সেই বিষয় বাসনা যে পরিমাণে শিথিল হইয়া আসিবে সেই পরিমাণে বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে এবং সেই পরিমাণে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার হইবে। ইহাই অর্থিত্বকৃত অর্থাৎ বাসনাকৃত তারতম্য। আবার শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুসারে অধিকারীর তারতম্য হয়। শরীর রুগ্ন হইলে মনস্থির হয় না, মনঃস্থির না হইলে জ্ঞানানুশীলন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সম্মুখস্থিত একটি সুবৃহৎ ভূতময় তালবৃক্ষে মুহূর্ত্তকাল মন স্থির করিতে পারে না সে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মনঃস্থির করিবে কিরূপে? সাধক যে পরিমাণে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ ধারণা করিতে পারিবে সেই পরিমাণে অল্পাধিক জ্ঞানাধিকারী হইবে ইহাই সামর্থকৃত অধিকারির তারতম্য। যাহারা প্রাকৃত বিষয় ভোগের বাসনা পোষণ করে, যাহাদের প্রবৃত্তি রাজসী বা তামসী, যাহারা মনে মনে সংসারকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানে তাহারা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান করুক আর যাহাদের কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে ক্রমে ক্রমে বিষয় বাসনা অপগত হইয়াছে, যাহাদের বুদ্ধি রজোভাব ও তমোভাব ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হই-

য়াছে তাঁহারা জ্ঞানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। বস্তুতঃ কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ হইতে নিকৃষ্টও নহে স্বতন্ত্রও নহে। উহা জ্ঞানযোগেরই পূর্ব্বকৃত্য মাত্র। অর্জ্জুন পাণ্ডিত্যাভিমানী দাম্ভিক নহেন, তিনি যথার্থ সাধনেচ্ছু, সেই জন্য সরলভাবে ভগবানকে আপন কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; ভগবানও অর্থলালসা অসার চিত্ত উপদেষ্টা নহেন ; তিনি অন্তরে বাহিরে যথার্থ সুহৃৎ অতএব অর্জ্জুনের মঙ্গলের নিমিত্ত হিতজনক উপদেশ দিলেন। অর্জ্জুনের হৃদয় এখন রজোগুণে পূর্ণ ; জ্ঞানযোগের সোপানস্বরূপ কর্ম্মযোগই তাঁহার কর্ত্তব্য।৩।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪

অন্বয় ৪— পুরুষঃ (সাধকজনঃ) কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (নিষ্কর্ম্মতা সাধকং তত্ত্বজ্ঞানং) ন অশ্নুতে (লভতে), সন্ন্যসনাদেব (অজ্ঞানপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রয়াৎ) সিদ্ধিং (মোক্ষং) ন চ সমধিগচ্ছতি (সম্যক্ প্রাপ্নোতি)। ।

স্বামিটীকা—অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি' ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো

ভবিষ্যতি কিং কর্ম্মভরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং—ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষংন সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥৪

অনুবাদ—সাধক পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যজনক, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানশূন্য কেবল সন্ন্যাস দ্বারাও মোক্ষলাভ করিতে পারে না।৪।

বিবৃতার্থ—সদ্ বাসনাই হউক আর অসদ্ বাসনাই হউক হৃদয়ে কোন প্রকার বাসনা থাকিতে মোক্ষ হয় না; আবার প্রাকৃত পদার্থে হেয় জ্ঞান না হইলে বাসনাও যায় না, এবং তত্ত্বজ্ঞান না হইলে প্রাকৃত পদার্থে হেয় জ্ঞানও হইতে পারে না; চিত্তশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব, এবং বর্ণোচিত, আশ্রমোচিত, ও স্বভাবোচিত কর্ম্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন কণ্টক দিয়াই পাদবিদ্ধ কণ্টক বাহির করিতে হয়, জল দিয়াই কর্ণ-প্রবিষ্ট জল বাহির করিতে হয় সেই-রূপ সুচতুর সাধক কর্ম্মদ্বারাই কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকেন। যেমন সুচিক্কণ স্বর্ণালঙ্কারে, সুশুভ্র ধৌত বস্ত্রে অথবা সুপরিষ্কৃত শরীরে মৃত্তিকা বা ধুলি সংলগ্ন হইলে ঐ সকল পদার্থ মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ স্বতঃশুদ্ধ চিৎস্বরূপ জীবচিত্ত মৃত্তিকায় সংসক্ত হইলেই তাহাকে অশুদ্ধ বা মলিন চিত্ত বলা যায়। সাংসারিক ধনজনাদি সকলই মৃত্তিকার বিকার, অতএব সংসারাসক্ত চিত্তই কালিপ্ত, অশুদ্ধ বা মলিন। সংসারাসক্তি হইতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয় ও স্নেহ

প্রভৃতি নানা প্রকার চিত্তমালিন্য উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল চিত্তমালিন্য চিত্ত হইতে অপসারিত হইলেই তাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলে। আপন দেহ ও অর্থের প্রতিই সমধিক আসক্তি হইয়া থাকে, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় ও স্বভাবোচিত কর্ম্ম করিতে হইলেই দৈহিক ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং যে দুই পদার্থে মনুষ্যের স্বাভাবিক অত্যাসক্তি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরম্ভ করিলে ঐ দুই পদার্থের প্রতি অনাস্থা আপনা আপনিই হইতে থাকে। পরন্তু নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম না করিলে. দেহাসক্তি ও অর্থাসক্তি প্রশ্রয় পাইয়া বর্দ্ধিতই হইতে থাকে অতএব ভগবান বলিলেন কর্ম্ম আরম্ভ না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না এবং অজ্ঞানাবস্থায় বাহ্য সন্ন্যাসাবলম্বন করিলে মোক্ষও সুদূর-পরাহত।৪।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ—হি (নিশ্চিতং) কশ্চিদ্ (জনঃ) জাতু (কদাচিৎ অপি) ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ (অকর্ম্মকরঃ সন্) ন তিষ্ঠতি হি (যস্মাৎ) সর্ব্বঃ (জনঃ) অবশঃ (অস্বতন্ত্রঃ সন্) প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাব প্রভবৈঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে)।৫।

স্বামি টীকা—কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেবনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং

ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী বাজ্ঞো বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥৫

বিবৃতার্থ—বাহিরে জ্ঞানী ও ভক্ত সাজিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনাবশ্যক বোধে অস্বীকার করিলে কি হইবে ? স্ত্রীপুত্র সম্বলিত সংসারের কশাঘাতে অস্থির হইয়া অসমর্থ শরীরেও, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরেও, মরিতে মরিতেও অনুক্ষণ কর্ম্ম করিতে হইবে ;—কত কুকর্ম্মও করিতে হইবে—দেহ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও মনে মনেও করিতে হইবে। যদি কর্ম্ম করিতেই হইল তবে সেই সকল পাপ পূণ্য-জনক অসৎ কর্ম্মের মধ্যেও চতুরের ন্যায় কিছু কিছু বিহিত কর্ম্ম করা উচিত নয় কি ? তৈলযন্ত্রাবদ্ধ আবৃত নেত্র বলীবর্দ্দ তৈল-কারের তাড়নায় যন্ত্রাকর্ষণপূর্ব্বক অনুক্ষণ মণ্ডলাকারে ভ্রমন করিতে থাকে। তাহার মণ্ডলাকার ভ্রমন মার্গে শুষ্কতৃণ আবৃত থাকে। সুবুদ্ধি বলীবর্দ্দ ভ্রমণ করিতে করিতেই তৈলকারকে বঞ্চনা করিয়া পদতলস্থ তৃণসমূহ হইতে এক একবার এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া লয়। মানুষ ত আজীবন অনুক্ষণ সংসার তৈলযন্ত্রে আবদ্ধ আছেই—দেহেই হউক মনেই হউক অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছেই, ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান বলদের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তৈলকারকে বঞ্চনা করিয়া মধ্যে মধ্যে এক এক গ্রাস খাইয়া লইলেই ভাল

হয়, অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া ভগবদুদ্দেশে বিহিত বা স্বভাবোচিত কর্ম্ম করিলে মঙ্গল লাভ হইতে পারে।৫।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭

অন্বয়ঃ—বিমূঢ়াত্মা (বিমূঢ়ঃ বিবেকহীনঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ তথাভূতঃ) যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি (বাক্‌পাণ্যাদীনি) সংযম্য (নিগৃহ্য) মনসা (হৃদয়েন) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (উভয়েন্দ্রিয় বিষয়ান্) স্মরণ (ধ্যায়ন্) আস্তে (বর্ত্ততে) সঃ (মূঢ়াত্মা, মূঢ়চিত্তঃ) মিথ্যাচারঃ (মিথ্যা কপটঃ আচারঃ যস্য তথাভূতঃ) উচ্যতে (কথ্যতে)।৬।

(হে) অর্জ্জুন তু (কিন্তু) যঃ মনসা ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি) নিয়ম্য অসক্তঃ (অনুরক্তঃ সন্) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগং আরভতে (কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে) সঃ বিশিষ্যতে (বুদ্ধিমান্ সত্যাচারঃ ইতি চ প্রশস্যতে)।৭।

স্বামি টীকা—অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে অবিশুদ্ধতয়া মনস আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ ॥৬

স্বামি টীকা—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তাতু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপ্রবণানি কৃত্বা

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি- ,অসক্তঃ ফলাভিলাষ রহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥৭

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বাক্‌পাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যানের ছলে নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে উপবেশন করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলই ধ্যান করিতে থাকে, তাহাকে মূঢ় ও কপটাচারী বলা যায়।৬।

কিন্তু অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মযোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ ও সদাচারী বলিয়া প্রশংসা করা যায়।৭।

বিবৃতার্থ—বেদান্তবাগীশ মহাশয় গঙ্গায় স্নান করিয়া জল মধ্যেই দণ্ডায়মান হইয়া নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, ঐ সময় বিশে পাগলা ঐ ঘাটেই যদৃচ্ছাক্রমে পাগলের মতই জলক্রীড়া করিতেছিল। পাগলের হস্তপদ চালনায় গঙ্গাজল বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদান্তবাগীশের গাত্রে লাগিতেছিল। সেখানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল; সকলেই বিশেকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—আরে পাগলা! করিস কি? ভট্‌চায্যি মশাই আহ্নিক কর্‌চেন, তাঁর গায় জল লাগবে যে; পাগলা বলিল, উনি ত আহ্নিক করেন নাই; উনি ছোট ছেলেদের জন্য জুতা কিন্‌চেন। বেদান্তবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়াছে, এবার পূজার সময় চীনের বাড়ীর জুতা আমার চাই। বেদান্তবাগীশ

মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃপণ ছিলেন, তিনি অষ্ট আনার জুতা কিনিবেন স্থির করিয়াছিলেন, পুত্রের কথায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। শুনিয়া অবধি তাহাই ভাবিতেছেন। এখনও গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক মন্ত্র জপের ছলে ভাবিতেছিলেন কি করি, আট আনা দিয়া জুতা কিনি, অথবা চীনের বাড়ীর জুতা কিনি। বিশে পাগলা ত পাগল নয়, সে একজন সিদ্ধ পুরুষ, ছদ্মবেশে পাগলের মত থাকিত। সে যোগবলে অন্যের মনের ভাব জানিতে পারিত। সে আজ বেদান্তবাগীশের মন্ত্রজপের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া দিল। প্রায় সকলেই সন্ধ্যাহ্নিকের সময় বা হরিনাম জপের সময়ে বেদান্তবাগীশের ন্যায় নেত্র নিমীলন করিয়া জুতা কিনিয়া থাকেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক হয়ত অনেক গীতা পাঠক, অনেক গীতাধ্যাপক, অনেক গীতা প্রশংসক ও অনেক গীতা লেখকেরও মন্ত্র জপ ঐরূপ। আমরা নিজে নিজেও ঐ দলের অন্তর্গত, অতএব অপরের দোষ প্রদর্শন করা সমুচিত নহে; কিন্তু ভগবানের মতে উহারা সকলেই "বিমূঢ়াত্মা ও মিথ্যাচারী"। ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকের বিবৃতার্থ।

সপ্তম শ্লোকের লক্ষ্য ব্যক্তি অতি বিরল,—কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। মনই বন্ধন ও মুক্তির কারণ; মনের কার্য্যই কার্য্য; দেহের কার্য্য কিছুই নহে; অতএব যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়

দ্বারা কার্য্য করিয়াও, ভগবানকে স্মরণ করিতে পারেন তিনিই সাধু।৬।৭।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯

অন্বয়ঃ—ত্বং নিয়তং (শাস্ত্র বিহিতং ফলাভিসন্ধিশূন্যং) কর্ম্ম কুরু; হি (যস্মাৎ) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকরণাৎ) কর্ম্ম (কর্ম্মকরণং) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠং); অকর্ম্মণঃ (সর্ব্বথা কর্ম্মশূন্যস্য) তে শরীরযাত্রাপি (স্বদেহ নির্ব্বাহঃ অপি) ন প্রসিধ্যেৎ (সম্পদ্যেত)।৮

অয়ং লোকঃ (কর্ম্মকারীজনঃ) যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞো বিষ্ণুঃ তস্য অর্থাৎ তৎ প্রীত্যর্থাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (অপর কর্ম্মণি) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মবন্ধনং যস্য তথাভূতঃ ভবতি) ; হে কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গঃ (ফল কামনাশূন্যঃ সন্) তদর্থং (বিষ্ণু প্রীত্যর্থং) কর্ম্ম সমাচর (অনুতিষ্ঠ)।৯।

স্বামি টীকা—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু; হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্ অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ।৮

স্বামি টীকা—সাঙ্খ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি

শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্ম্ম-বন্ধনঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে,ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা। অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥৯

অনুবাদ—তুমি ফলাভিসন্ধি রহিত শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম কর। যে হেতুক কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল। এমন কি, সর্ব্বথা অকর্ম্মা হইলে তোমার দেহ যাত্রাও সম্পন্ন হয় না।৮

কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি যদি বিষ্ণুপ্রীতি ভিন্ন অন্য কামনায় কর্ম্ম করে তবেই কর্ম্মে বদ্ধ হয়। হে কৌন্তেয়? তুমি অনাসক্ত হইয়া বিষ্ণু প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর।৯।

বিবৃতার্থ—অষ্টম শ্লোকে ভগবান যে কর্ম্মের কথা বলিলেন তাহা স্বাভাবিক কর্ম্ম অর্থাৎ স্নান, ভোজন, শয়নাদি। ঐ সকল কর্ম্ম না করিলে কাহারও দেহ রক্ষিত হয় না। স্নান, ভোজন, ও শয়নাদি কর্ম্ম পশ্বাদিও করিয়া থাকে। যদি মনুষ্য কেবল দেহের রক্ষণ ও পুষ্টি সাধনের অভিপ্রায়ে স্নান, ভোজনাদি করে তবে তাহা পশুপক্ষীর ন্যায় কর্ম্ম হইয়া পড়ে। সুচতুর সাধক দেহ রক্ষার্থ কর্ম্ম করিয়াও তদ্বারাই বিষ্ণু-প্রীতি সাধন করিয়া থাকেন। জীবদেহ রক্ষিত না হইলে ভগবানের সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই জন্য তিনিই জীবকে দেহ রক্ষার উপযুক্ত স্নানাহারাদি করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব দেহ রক্ষার্থ কর্ম্ম করিলে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা হয়; না করিলে আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেই তিনি প্রীত

হইয়া থাকেন। ভৃত্য যদি প্রভুর আজ্ঞা পালন করে তবে প্রভু প্রীত হইয়া থাকেন, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। যদি ভগবান জীব সৃষ্টি করিয়া সকলকে বলিয়া দিতেন, "দেখ বাপু! তোমরা দুটী দুটী খাইও, নতুবা আমার সৃষ্টি থাকিবে না, তোমরা ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিও নতুবা আমার সৃষ্টি বর্দ্ধিত হইবে না"। তাহা হইলে কেহই ভগবানের আজ্ঞা পালনের জন্য, তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য কায়িক পরিশ্রমে বা অর্থব্যয়ে প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জনের আয়োজন করিতে যাইত না এবং কেহই অনুসন্ধান করিয়া অন্যের কন্যা উদ্‌বহন করিত না। জীব নিশ্চয়ই বলিত "তুমি আপনার সৃষ্টি আপনিই রক্ষা করিও, আমরা এত কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবনা"। সেই জন্যই ভগবান জীব সৃষ্টি করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দেহের প্রতি প্রগাঢ় আত্মাভিমান ও সুতীব্র জঠরানলের জ্বালা পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রজা বর্দ্ধিত করিবার জন্য কাম নামে এক উৎকট মনোবৃত্তি প্রেরণ করিলেন। জীব বলবতী ক্ষুধার তাড়নায় আহারান্বেষণের জন্য ধাবমান হইল এবং কামের কুহকে আপনা আপনিই ভার্য্যাগমনে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভগবানের সৃষ্টি আপনা আপনিই রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সকল বিষয় অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জীবের স্নান ভোজনাদি স্বাভাবিক কর্ম্ম ও ভগবানের আদিষ্ট অতএব তাহা না করিলে ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য পাপ হইবেই। এই জন্যই আত্মহত্যা করিলে

শাস্ত্রানুসারে পাপ স্পর্শ হয়। কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া ঐ সকল কর্ম্ম না করিয়া পশুবৎ করিয়া থাকে, তাই ঐ সকল কর্ম্ম করিয়াও পাপে লিপ্ত হইয়া যায়। ভগবানের আদেশ বলিয়া কর্ত্তব্য বোধে করিলেই ভগবান প্রীত হইয়া থাকেন। ইহার পর শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন ।৮।

বিষ্ণুর আরাধনার্থক ক্রিয়া বিশেষের নাম যজ্ঞ, কিন্তু এই নবম শ্লোকস্থ "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ বিষ্ণু। শ্রুতি বলিয়াছেন "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু। আবার 'বিষ্ণু' শব্দের নিরুক্তার্থ বিশ্বব্যাপী চিন্ময় পুরুষ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন বিষ্ণুপ্রীতির অভিপ্রায়ে কর্ম্ম না করিলেই তাহাতে বন্ধন হয় অতএব তুমি আপন দৈহিক প্রীতির অভিলাষ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপ্রীতির অভিলাষে কর্ম্ম কর। জীব মাত্রেই আপন আপন প্রীতির নিমিত্তই কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই স্থায়ি ভাবে প্রীত হইতে পারিল না। প্রীত হইতে পারিলেই মুক্ত এবং প্রীত হইতে না পারিলেই বদ্ধ। ভগবান্ বিষ্ণুকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী পুরুষকে প্রীত করিতে পারিলেই জীব চিরদিনের জন্য প্রীত ও মুক্ত হইয়া যায় কিন্তু আপন প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করে বলিয়াই প্রীত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন "নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজ লাভ পূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো

বৃণীতে। যজ্জত জনেব ভগবতে বিদধীতমানং তচ্চাত্মনে প্রতি-সুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥” অর্থাৎ “এই প্রভু নিজ লাভেই পূর্ণ; সুতরাং সাধকের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই; তথাপি ইনি দয়া করিয়া ভক্তদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেননা যেমন প্রকৃত মুখের শোভা সম্পাদন করিলে দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখে সে শোভা আপনা আপনিই হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্ত যে যে সম্মান ভগবানকে প্রদান করে তাহা তাহার নিজেরই হইয়া যায়”।

এক ব্যক্তি দর্পণে আপন মুখ দেখিতেছে। তাহার মনে হইল, বেশ মুখখানি, কিন্তু নাসিকায় একটি তিলক থাকিলে আরও সুন্দর হইত, অতএব একটী তিলক করিয়া দেই। এই ভাবিয়া মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগে ঘৃষ্ট চন্দন লইয়া দর্পনের পশ্চাতে প্রতি-বিম্বিত মুখে যদি তিলক দিতে যায় তবে সহস্র চেষ্টাতেও, সমস্ত জীবনেও তাহাতে তিলক দিতে পারিবে না। কিন্তু প্রকৃত মুখে তিলক করিলে, প্রতিবিম্বিত মুখে আপনা আপনিই তিলক হইয়া যাইবে। বিষ্ণুই প্রকৃত বস্তু এবং জীব তাঁহারই প্রতিবিম্বস্বরূপ। মনুষ্য আপনাকে অর্থাৎ প্রতিবিম্বকে প্রীত করিবার জন্য আজীবন, অনুক্ষণ চেষ্টা করিলেও প্রীত হইবে না, কিন্তু বিশ্বস্বরূপ বিষ্ণুকে প্রীত করিবা নিমিত্ত কর্ম্ম করিলেই এবং তিনি প্রীত হইলেই প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীব আপনা আপনিই প্রীত হইয়া যাইবে।

বিশ্বব্যাপী পুরুষের নাম বিষ্ণু। তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে রহিয়াছেন। স্ত্রীর দেহে, পুত্রের দেহে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের দেহে সেই বিষ্ণু বিরাজমান। পৃথক্ ভাবে স্ত্রীকে প্রীত করিলে, পুত্র অপ্রীত রহিল, পুত্রকে প্রীত করিলে আত্মীয় স্বজন অপ্রীত রহিল, এবং আপন চক্ষুকে প্রীত করিলে কর্ণ অপ্রীত রহিল, আবার কর্ণকে প্রীত করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপ্রীত রহিল সুতরাং অন্যের প্রীতিসাধন করিতেই জীবের জীবন কাটিয়া গেল অথচ কেহই পূর্ণ প্রীত হইল না। আপনিও সেই অপ্রীতই রহিয়া গেল। কিন্তু যিনি সকল শরীরেই বিদ্যমান, যাঁহার সত্তায় সকলের সত্তা, যিনি বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু, তাঁহাকে প্রীত করিলে সমস্ত জীব তাঁহার প্রতি প্রীত হইল এবং আপনিও চির প্রীত ও মুক্ত হইয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত দেব পূজাদি কর্ম্মের প্রারম্ভে সকলেই "শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ অমুক কর্ম্ম অহং করিষ্যে" বলিয়া সংকল্প করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে অনেকে যথার্থই বিষ্ণু প্রীতি কামনায় কর্ম্ম করিতেন। এখন শাস্ত্রের মান রক্ষার নিমিত্ত কেবল শব্দ দ্বারাই ঐ বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় মাত্র।৯।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০

অন্বয় ৪—পুরা (পূর্ব্বস্মিন কালে, সৃষ্টাদৌ) প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞেন সহিতাঃ) প্রজাঃ (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য) ইদং (বাক্যং) উবাচ (উক্তবান্) ; অনেন (যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং (বৃদ্ধিং লভধ্বং), এষঃ (যজ্ঞ) বঃ (যুষ্মাকং) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অস্তু ভবতুঃ) ।১০

স্বামি টীকা—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ —সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞা যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বং প্রসবো হি বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ ; তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি যথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ ॥১০

অনুবাদ—সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক।১০।

বিবৃতার্থ—এই শ্লোকস্থ 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ লোক-প্রসিদ্ধ যাগ যজ্ঞ এবং পূর্ব্বোক্ত স্নান ভোজনাদি আবশ্যক কর্ম্ম

দুইই। শ্রীধর স্বামি লিখিলেন "অত্র চ যজ্ঞ গ্রহণমাবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষণার্থং" অর্থাৎ আবশ্যক কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অষ্টম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, সর্ব্বথা কর্ম্ম না করিলে দেহ যাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। এই দেহ যাত্রা নির্ব্বাহক কর্ম্মও আর্য্য শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ। 'যজ্' ধাতু হইতে যজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, 'যজ্' ধাতুর অর্থ দেবার্চ্চনা। ভারতীয় আর্য্য-জাতির এমন কর্ম্মই নাই যাহাতে দেবার্চ্চনা বা দেব স্মৃতির ব্যবস্থা নাই। 'জনার্দ্দন' নাম স্মরণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া অন্ন ভোজন করিতে হয়। ভোজনের প্রথমেই "অমৃতোপস্তরণমসি" বলিয়া জল গণ্ডুষ গলাধঃকরণপূর্ব্বক প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা বলিয়া যে পাঁচবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন মুখ মধ্যে অর্পণ করা হয় তাহার নাম প্রাণাহুতি অর্থাৎ দেহস্থ বায়ুতে অন্নাহুতি দেওয়া। আহুতি দেওয়ার নাম এবং হোমের নাম যজ্ঞ। অতএব কেবল আহার করিবার নিমিত্তই আর্য্য জাতির আহার নহে; হোম করিবার জন্য আর্য্য জাতির আহার সুতরাং আহার যজ্ঞ। "শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামঃ স্নানমহং করিষ্যে" বলিয়া স্নান করিতে হয় অর্থাৎ আমি কেবল গাত্র পরিষ্কারের জন্য স্নান করিতেছি না; বিষ্ণু-প্রীতির জন্যই স্নান করিব। অতএব নিত্যাবশ্যক স্নানও

যজ্ঞ। আর্য্যশাস্ত্রে ঋতুকালে অবশ্য ভার্য্যাগমনের নিয়ম আছে। ইহাকে গর্ভাধান বলে। ইহা দশবিধ সংস্কারের প্রথম সংস্কার। ইহা কেবল রতিক্রিয়ার নিমিত্ত নহে; ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের জন্য। গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে আমাদের ন্যায় মলিন দৃষ্টিতে দেখিলে দুই চারিটি অশ্লীল কথা আছে এবং অনেক কথাও বটে সেই জন্য তাহার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ বিস্তার করিলাম না। পাঠক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিবেন গর্ভাধানও যজ্ঞ।

ভগবান্ বলিলেন প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নান ভোজনাদি ও গর্ভাধানাদি দেহনির্ব্বাহক ও সৃষ্টি বৰ্দ্ধক অত্যাবশ্যক কর্ম্মের প্রবৃত্তিই দেহের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়; লোক প্রসিদ্ধ যজ্ঞের প্রবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় না। আরও লোক প্রসিদ্ধ যাগ যজ্ঞ না করিলেও প্রজা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে কিন্তু সহজাত অত্যাবশ্যক স্বাভাবিক যজ্ঞ না করিলে প্রজা রক্ষিতও হয় না, বর্দ্ধিতও হয় না। ভগবান্ বলিলেন এই যজ্ঞ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক। অতএব বুঝিতে পারা যায় প্রধানতঃ স্বাভাবিক আবশ্যক কর্ম্মের অর্থেই এই শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মৎস্য পুরা ' ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের স্বধর্ম্ম যজ্ঞের কথা এইরূপ বলা হ য়াছে "আরম্ভযজ্ঞঃ ক্ষত্রাস্তুহ বির্যজ্ঞা বিশঃ

স্মৃতাঃ। পরিচার যজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণাঃ॥" আরম্ভ অর্থাৎ উদ্যমই ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ; হবি অর্থাৎ ঘৃতই বৈশ্যের যজ্ঞ; পরিচার অর্থাৎ সেবাই শূদ্রের যজ্ঞ; এবং জপই ব্রাহ্মণের যজ্ঞ। ইহা চতুর্ব্বর্ণের স্বধর্ম্ম যজ্ঞ। ইহাও প্রজা রক্ষার হেতু। মনুসংহিতায় পঞ্চযজ্ঞের কথা আছে "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পনম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞ অতিথি সেবনম"॥ অর্থাৎ অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ। পশু পক্ষীকে খাদ্যদানের নাম ভূত যজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃযু। এই পঞ্চ যজ্ঞ ও সুশৃঙ্খলায় প্রজারক্ষার উপযোগী।

ভগবান যে শ্লোকের শেষে বলিয়াছেন, "এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ভোগ প্রদান করুক" ইহাতেই লোক প্রসিদ্ধ যাগ যজ্ঞের কথা পাওয়া গেল। কিন্তু অভীষ্ট ভোগ প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া অর্জ্জুনকে যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করা সঙ্গত নহে; কেননা ভগবানের আরাধনার্থক নিস্কাম কর্ম্মই ভগবানের অভিপ্রেত। ইহার সমাধানে শ্রীধর স্বামি লিখিয়াছেন "কাম্য কর্ম্ম প্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থেত্যদোষঃ। অর্থাৎ নিস্কাম কর্ম্মের প্রকরণে সকাম কর্ম্মের প্রশংসা অসঙ্গত হইলেও একেবারে কর্ম্ম না করা অপেক্ষা সকাম কর্ম্মও ভাল এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন অতএব দোষ হয় নাই। 'নেই মামা অপেক্ষা কানা মামা ভাল' এ

কথাটা এখানে উদাহরণ দেওয়া চলে। বস্তুত পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিষ্ণু প্রীত্যর্থক কর্ম্মই প্রকৃত যজ্ঞ! বিষ্ণু প্রীত্যর্থে স্নান ভোজন মৈথুনাদিও যজ্ঞ হইতে পারে। পক্ষান্তরে বিষ্ণু প্রীতির অন্যার্থে প্রসিদ্ধ যাগ যজ্ঞাদি করিলেও তাহা কৃষ্ণাভিপ্রেত প্রকৃত যজ্ঞ নহে। ১০।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২

অন্বয় ঃ—অনেন (যজ্ঞেন) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্) ভাবয়ত (যুয়ংসংবর্দ্ধয়ত) তে দেবাঃ বঃ (যুষ্মান্) ভাবয়ন্তু পরস্পরং (অন্যোন্যং) ভাবয়ন্তঃ পরং (উৎকৃষ্টং) শ্রেয়ঃ (অভীষ্টং অর্থং) অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ)। ১১

হি (নিশ্চিতঃ) দেবাঃ যজ্ঞ ভাবিতাঃ (যজ্ঞৈঃ সংবর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) বঃ (যুষ্মভ্যং) ইষ্টান্ (বাঞ্ছিতান্) ভোগান্ (ভোগ্যবিষয়ান্) দাস্যন্তে। যঃ (জনঃ) তৈঃ (দেবৈঃ) দত্তান্ (ভোগ্যবিষয়ান্) এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় (অদত্বা) ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেনঃ এব (চৌরঃ এব)।১২

স্বামিটীকা —কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত

তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবৰ্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোহন্যং সংবৰ্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়ঃ অভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১

এতদেব স্পষ্টীকুৰ্ব্বন্ কৰ্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি হি, অতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীন্ এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্ক্তে স তু চোর এব জ্ঞেয় ॥ ১২

অনুবাদ—এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে সংবৰ্দ্ধিত কর, সেই দেবতারাও তোমাদিগকে সংবৰ্দ্ধিত করুন। পরস্পর সংবৰ্দ্ধিত করিলে উভয় পক্ষেই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। ১১

নিশ্চয়ই দেবতারা যজ্ঞদ্বারা সংবৰ্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট বিষয় দান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবতাদের প্রদত্ত বিষয় তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর। ১২

বিবৃতার্থ—স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া অনেকেই চীৎকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অভিনিবেশের সহিত জগতত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, জগতে স্বাধীনতা হইতেই পারে না, সকলেই কাহারও না কাহারও মুখাপেক্ষায় বসিয়া আছে এবং সকলেই পরস্পর সাহায্য করিতেছে ও সাহায্য পাইতেছে। প্রজা রাজার মুখাপেক্ষী এবং রাজাও প্রজার মুখাপেক্ষী। তুমি পশ্বাদি জন্তুকে আহারাদি প্রদানে প্রতিপালন কর, পশ্বাদি হইতে তুমিও উপকার পাইবে; তুমি বৃক্ষে জল সেচন কর, বৃক্ষ হইতে তুমিও প্রয়োজনীয় ফল পুষ্পাদি পাইবে

ভৃত্য প্রভুর অধীন, কি প্রভু ভৃত্যের অধীন ইহার সিদ্ধান্ত বড়ই কঠিন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। পরস্পরের সাহায্যেই জগৎযাত্রা চলিতেছে। আবাব পৃথিবী চন্দ্র, সূর্য্য অন্যান্য গ্রহগণ পরস্পরের সাহায্যে শূন্যে অবস্থান করিতেছে এবং কোন না কোনও আত্মশক্তি প্রদান করিয়া পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। সূর্য্যের উত্তাপ ও চন্দ্রের রশ্মি পৃথিবীস্থ জীবগণের জীবন যাত্রার প্রধান সাধন, ইহা প্রত্যক্ষ; অন্যান্য গ্রহগণের সহিত মনুষ্য দেহের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। যখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহগণ হইতে সাহায্য পায় তখন পৃথিবী হইতে অন্যান্য গ্রহগণ সাহায্য পায় না, এ কথা বল পূর্ব্বক বলা দুঃসাহস।

পৃথিবীস্থ ধূম ও জল সূক্ষ্মাকারে বায়ু ও সূর্য্যরশ্মিতে আকৃষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হয়। উহাই মেঘরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে। যে কোন গ্রহ বা মেঘাদি যে কোনও পদার্থ যে কোনও কার্য্য করে তাহা এক একটি শক্তির প্রভাবেই করিয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারিণী শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন এক একটি দেবতা বলে। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ সকল ঐ কারণেই দেবনামে অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কোন পদার্থেরই স্বায়ত্ত শক্তি নাই, এক সর্ব্ব-শক্তিমান সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর শক্তিতেই সকলে শক্তিমান। বিষ্ণু শুদ্ধ সত্ত্বময় চৈতন্য স্বরূপ, অতএব তাঁহার শক্তিও চৈতন্যশালিনী

তে
সুতরাং দেবনাম ধারিণী ভিন্ন ভিন্ন শক্তিও চৈতন্যযুক্ত।

আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে ভূতময় জড় পদার্থই অনুভূত হয়; বিচারের সহিত অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে পদার্থের অন্তর্গত জড়প্রায় শক্তিকে পাওযা যায়; আবার অত্যধিক অভিনিবেশের অত্যধিক বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে ঐ সকল শক্তির অন্তরতম স্থানে চৈতন্যকেও ধরিতে পারা যায়। জীব দেহান্তর্গত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ ঐ চৈতন্যের প্রভাবেই শ্রবণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে; যে চৈতন্যের প্রভাবেই জড়েও শ্রবণ, দর্শন ও আঘ্রাণাদি করিয়া থাকে সেই স্বযং চৈতন্য যে শ্রবণ, দর্শন ও আঘ্রাণাদি করিতে সমর্থ, এ কথা বলাই বাহুল্য; সেই জন্যই চৈতন্য স্বরূপ সকলেই শুনেন, সকলেই দেখেন, ও সকলই জানেন। যাহারা নিতান্ত বহির্দৃষ্টি তাহারা জড়বাদী, সুতরাং ভূতময় পদার্থের অন্তর্গত জড়প্রায় শক্তির উপাসনা করে; ইহাদিগকেই স্থূল বৈজ্ঞানিক বলে। যাহারা চিন্তাশীলতায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর তাহারা শক্তির অন্তর্গত চৈতন্য স্বীকার করে এবং ভিন্ন ভিন্ন অচেতন শক্তির বা দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে, ইহাদিগকেই সকাম কর্ম্মী বলে; আবার যাহারা সূক্ষ্মানুশীলনে অত্যন্ত অগ্রসর তাহারা সর্ব্বশক্তিমান একমাত্র মূল চৈতন্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন; ইহাদিগকেই জ্ঞানী বা ভক্ত বলে।

যাহারা দেহাভিমানী ও জড়বাদী তাহাদের অশান্তি

অত্যধিক কারণ কোনও কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে যেমন আপনাকে ক্ষমতাবান বলিয়া তাঁহাদের অত্যধিক আনন্দ হয়, সেইরূপ অকৃতকার্য্য হইলে আত্মগ্লানি ও লোক লজ্জা প্রভৃতিতে যাহার পর নাই অশান্তি হইয়া থাকে। যাহারা সকাম ভাবে দেবোপাসনা করে তাহাদের কার্য্যসফলতায় আনন্দ এবং নিস্ফলতায় বিষাদ উপস্থিত হইলেও দেবাধীন কার্য্য বলিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারে, আর যাঁহারা একমাত্র সর্ব্বাধীশ্বরের উপর নির্ভর করেন তাঁহাদের অবাধ আনন্দ।

দেবোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হয় বলিয়াই একেবারে কর্ম্ম না করা অপেক্ষা সকাম কর্ম্মও ভাল, সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে আপ্যায়িত কর, তাহারাও বৃষ্ট্যাদিদ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন। বস্তুতঃ যজ্ঞ করিলেই অর্থাৎ দেবোদ্দেশে কর্ম্ম করিলেও তাঁহারা বারিবর্ষণাদি করিবেন এবং না করিলেও ঈশ্বরের নিয়মেই করিবেন তবে আবার তদুদ্দেশে কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। বারি বা উত্তাপাদি এবং তজ্জনিত শস্যাদি পাওয়াইত কর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য পরম শান্তি, তাই সকাম কর্ম্ম করিয়াও দৈবের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করা।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে দেবতাদের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি আছে, এবং আমরাও তাহা বুঝি ও স্বীকার করি আর তাঁহারা শুনিতে ও দেখিতে পান তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের মন্ত্র আছে এবং সে মন্ত্র দেবতাদের শ্রুতি গোচর হয়। তদ্ভিন্ন এক জড়শক্তির সাহায্যে অপর জড়শক্তি প্রবলতর হয়, ইহা যথার্থই। এই জন্যই নর ও দেবতা পরস্পর সংবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যে শক্তি একবার স্থূলরূপে কার্য্য, তাহাই আবার সূক্ষ্মরূপে কারণ হয় এবং যাহা কারণ তাহাই আবার স্থূলরূপে কার্য্য হয়, ইহাই পরস্পরের আদান প্রদান —"লাপর গাড়ী, গাড়ী পরলা"। ১১

যাহার বস্তু তাহাকে না জানাইয়া অপরে ভোগ করিলে চোর হয়, জানাইয়া ভোগ করিলে চোর নহে। এবং যে ব্যক্তি অন্যের নিকটে সাহায্য পাইয়া তাহা স্বীকার না করে সেও চোর। দেবোদ্দেশে দ্রব্য তর্পন করা আর কিছুই নহে; কেবল দেবতা দিগকে জানাইয়া এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আপনিই ভোগ করা। তাহা যে না করে সে চোর বৈ আর কি।১২।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

অন্বয়ঃ—যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশিষ্টবস্তুভোজিনঃ) সন্তঃ (সাধবঃ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে (হীয়ন্তে) তু (কিন্তু)

পাপাঃ (পাপিষ্ঠাঃ) আত্মকারণাৎ (স্বদেহ ভরণ হেতোঃ) পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি) তে অঘং (পাপং) ভুঞ্জতে (ভক্ষয়ন্তি)। ১৩

স্বামিটীকা—অতশ্চ যজ্ঞস্ত এব শ্রেষ্ঠা. নেতরা ইত্যাহ। জ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ বঃ কিল্বিষৈমুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী কুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি" ইতি। তু আত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি, নতু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপা রাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে। ১৩

অনুবাদ—সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করিয়া সর্ব্ব পাপ হতে মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা কেবল নিজের ভোজনের জন্যই পাক রে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। ১৩

বিবৃতার্থ—শাস্ত্রে আছে "কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥" অর্থাৎ কণ্ডনী (উদুখল) পেষণী (শীল) চুল্লী (উনান) উদকুম্ভী (জলের কলসী) ও মার্জ্জনী (খ্যাংরা) এই পাঁচটি গৃহস্থের পাপ স্বরূপ অর্থাৎ পাপ জনক ; ইহাতেই গৃহস্থ স্বর্গলাভ করিতে পারে না। গৃহী ব্যক্তিকে এ পাঁচটি পদার্থ ব্যবহার করিতেই হয় এবং এই পাঁচ পদার্থ ব্যবহার করিলে অজ্ঞানকৃত কীট কীটানু হত্যা হইয়াই থাকে, তজ্জন্য পাপ অবশ্যম্ভাবি। ঐ পঞ্চ কারণোদ্ভূত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ও শাস্ত্র

বলিয়াছেন "কণ্ডনং পেষণং চুল্লী উদকুম্ভশ্চ মার্জ্জনম্। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রনশ্যতি॥" অর্থাৎ প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করিলে পঞ্চপাপ নষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য অবধারণ করা বড়ই কঠিন, তবে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

জীবহত্যা পাপ বটে কিন্তু জীব হত্যা না করিয়া জীব থাকিতে পারে না, অতি সূক্ষ্ম কীটানুর কথা দূরে থাকুক যে সকল পদার্থকে আমরা জড় পদার্থ বলিয়া থাকি তাহার মধ্যে জীবানু আছে। জীবর আহারই জীব, জীব খাইয়া জীব জীবিত থাকে। যিনি আতপ তণ্ডুল, সৈন্ধব লবণ গব্য ঘৃত ও আম রম্ভা (কাঁচাকলা) সহযোগে হবিষ্যান্ন ভোজন করেন তাঁহাকেও জীব খাইতে হয়। কেননা আতপ তণ্ডুলাদির মধ্যেও জীবানু আছে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চসূনা ত আছেই। বেদে আছে যখন প্রাণ দেবতাদের নিকট আপন অন্নবস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করিল তখন দেবতারা প্রাণকে বলিলেন "আশ্বভ্যঃ আকৃমিভ্যঃ এতত্তে অন্নং আপো বাসঃ" অর্থাৎ কুক্কুর হইতে কৃমি কীট পর্য্যন্ত সমস্ত তোমার অন্ন হইল এবং জল তোমার বস্ত্র হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন "অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্। ক্ষুদ্রানি তত্র মহতং জীবো জীবস্য জীবনম" ॥ হস্তহীন পশ্বাদি সহস্থ মনুষ্যের, পদহীন তৃনাদি গবাদি চতুষ্পদের এবং ক্ষুদ্র জীব বৃহৎ জীবের ভক্ষ্য

অতএব জীবই জীবের জীবন। তবেত কাহারও পরস্পরের হস্তে পরিত্রাণ নাই। যাঁহারা বুঝিয়াছেন সকলই ব্রহ্মময় তাঁহাদের পাপ পুণ্য নাই, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানহীন সংসারী তাহারাই পাপ পুণ্য আশঙ্কা করে, তাহাদেরই পাপ হয়। সেই পাপের আবার গুরু লঘু আছে। একজন ব্রাহ্মণ জ্ঞানী সদাশয় মনুষ্যকে হত্যা করিলে যে রূপ পাপ হয়, একজন মূর্খ অসদাচারীকে হত্যা করিলে সেরূপ হয় না, একজন মনুষ্যকে হত্যা করিলে যে পাপ হয়, একটি পশু কিংবা পক্ষীকে হত্যা করিলে সেরূপ পাপ হয় না, একটি পশু কিংবা পক্ষীকে হত্যা করিলে যে পাপ হয় একটি পতঙ্গ কিংবা কীটকে হত্যা করিলে সে রূপ পাপ হয় না। আবার মহতের রক্ষার জন্য ক্ষুদ্রকে বিনাশ করা যায়; আবার জ্ঞানকৃত হিংসায় যে পাপ, অজ্ঞানকৃত হিংসায় তদপেক্ষা অল্প।

কোনও প্রকার প্রাণিবিনাশ না করিলে কাহারও চলেই না। হিংসা দুই প্রকার; সদভিপ্রায়ে হিংসা, এবং অসদভিপ্রায়ে হিংসা। যদি মনুষ্য প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে পাকাদি করে তবে কণ্ডন প্রভৃতি পঞ্চকারণে জনিত পাপ বিনষ্ট হইবে ইহা সত্যই! পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে অতিথি সেবা আছে, পশু পক্ষীকে আহার দান আছে, পিতৃগণকে জলদান,আছে এবং দেবোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ আছে। অতএব মনুষ্য ও পশুপক্ষীর জীবন রক্ষার জন্য এবং পিতৃগণের ও দেবগণের তৃপ্তির জন্য অবশ্যগতিকে অজ্ঞান

পূর্ব্বক অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবের জীবন নষ্ট করিলেও তাহাতে পাপ হইবে না সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা কেবল আপনিই ভোজন করিবার অভিপ্রায়ে পাকাদি করে সদভিপ্রায় না থাকায় তাহাদের ভক্ষ্যদ্রব্য পাপ লিপ্তই থাকে সুতরাং তাহারা পাপই ভোজন করে। আমাদের শাস্ত্রে আছে "অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্" অর্থাৎ যে অন্ন ও জল বিষ্ণুকে নিবেদন করা না হয় তাহা বিষ্ঠা ও মূত্র। বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করা আর পাপ ভক্ষণ করা একই কথা।'

আমার বস্তু তোমাকে দিলাম, এইভাবে দেওয়ার নাম দান আর তোমার বস্তু তোমাকে দিলাম, এইভাবে দেওয়ার নাম নিবেদন। সাধক যখন কোনও বস্তু বিষ্ণুকে কিংবা কোনও দেবতাকে অর্পণ করেন তখন মনে মনে বলিয়া থাকেন—অকপটে বলিয়া থাকেন—"তোমার বস্তু তোমাকেই অর্পণ করিতেছি"। আবার প্রায়শ্চিত্তের বাকি কি রহিল ? সমস্তই বিষ্ণুতে নিবেদিত হইয়া গেল। পঞ্চযজ্ঞেও যাহাকে যাহা দেওয়া হয়, বিষ্ণুপ্রীতির অভিপ্রায়েই দেওয়া হইয়া থাকে। সর্ব্বময় বিষ্ণুকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ ভাবে যাহা করিবে তাহাই পাপ ইহাই গীতোক্ত ভগবদুপদেশের সার কথা; অতএব যাহারা বিষ্ণু প্রীতির উদ্দেশে পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া আমিই. আমারই ক্ষমতায়. আমারই জন্য, আমারই দ্রব্য পাক করিতেছি মনে করিয়া অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে তাহারা নিশ্চয়ই নিজে নিজে পাপ স্বরূপ হইয়া পাপই ভোজন করে। ১৩

অন্নাদ্‌ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্‌ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ—অন্নাৎ (শুক্র শোণিত রূপেণ পরিণতাৎ ভুক্তদ্রব্যাৎ) ভূতানি (প্রাণিজাতানি) ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্ন সম্ভবঃ (অন্নোৎপত্তিঃ) যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণঃ ঋত্বিগাং যজমানাদি ব্যাপারাৎ সমুদ্ভবঃ যস্য তথা ভূতঃ)। ১৪

কর্ম্ম (যজমানাদি ব্যাপার রূপং) ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্মবেদঃ তস্মাৎ উদ্ভবো যস্য তথাভূতং) বিদ্ধি (জানীহি); ব্রহ্ম (বেদঃ) অক্ষর সমুদ্ভবং (পরব্রহ্মসমুদ্ভব) তস্মাৎ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) সর্ব্বগতং (সর্ব্বত্র স্থিতং অপি) নিত্যং (সর্ব্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং। ১৫

স্বামিটীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ —অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাৎ শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ ভূতানি উৎপদ্যন্তে অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্‌বৃষ্টেঃ, স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ"। ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪

তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি। তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূত জানীহি। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ ইতি শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো

যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞো-নোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত মুচ্যত ইতি। "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রমূলং কর্ম্ম তস্মাৎ সর্ব্বগত মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। ১৫

অনুবাদ—অন্ন হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং যজমানাদির অনুষ্ঠান হইতে যজ্ঞের উদ্ভব। ১৪

বেদ হইতে যজমানাদির ক্রিয়া সম্পন্ন হয় জানিও। অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি; অতএব অক্ষর পরব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৫

বিবৃতার্থ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন, আবার এই দুই শ্লোকে বিশেষরূপে দেখাইতেছেন। সাধক মাত্রেরই মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। আবার সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের মূল সাধনই কর্ম্ম ইহাই প্রতি-পাদন করিতেছেন।

অন্ন হইতে ভূত সমূহ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ভক্ষিত পদার্থ জীব শরীরে শুক্র ও শোণিত রূপে পরিণত হইলে সেই শুক্র শোণিত হইতে প্রাণি দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ বারি বর্ষণ হইলে শস্যাদি ভক্ষ্যবস্তু জন্মায়; যজ্ঞই বারি বর্ষণের কারণ। শাস্ত্রে আছে, "অগ্নৌ

প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥” অর্থাৎ যজ্ঞাদিহোমে অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় ঐ আহুতি জনিত ধূম সূর্য্য কিরণে আকৃষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হয়, তাহাই মেঘরূপে পরিণত হইলে সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়; বৃষ্টির সাহায্যে শস্য উৎপন্ন হয় এবং সেই শস্য হইতে প্রজা উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, জীব শরীরের কারণ অন্ন, অন্নের কারণ বৃষ্টি, এবং বৃষ্টির কারণ যজ্ঞ। আবার যজমান ও পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে সকল অনুষ্ঠান করেন তাহাতেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, অতএব যজমান ও পুরোহিতের অনুষ্ঠানই যজ্ঞের কারণ, আবার ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি ও প্রণালী বেদেই নিরূপিত হইয়াছে, সেই বেদ পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ পর ব্রহ্মের নিশ্বাস বায়ু হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদেই বলিয়াছেন “অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বাসিতং যদ্ ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ইতিহাস পুরাণানি” অর্থাৎ অরে এই মহাভূত অর্থাৎ পর ব্রহ্মের নিশ্বাসই ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ।

এখন আমরা দেখিলাম ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে ভূত সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। সকলের মূলে ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্ম সকলোতেই আছেন। সেই ব্রহ্ম জানিলেই জীবের মুক্তি, কিন্তু কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না অতএব কর্ম্ম, মুক্তিলাভের নিমিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৪।১৫।

এবং প্রবর্ত্তিতঃ চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন্ লোকে) যঃ (জনঃ) এবং (অনেন প্রকারেণ) প্রবর্ত্তিতং (অনাদিকালতঃ ঈশ্বরেণ আবর্ত্তিতং) চক্রং (জগদ্রূপং) ন অনুবর্ত্তয়তি (ঈশ্বরানুসরণেন ন চালয়তি) (হে) পার্থ (অর্জ্জুন) সঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয় তর্পকঃ) অঘায়ু (পাপজীবনঃ অতঃ) মোঘং (বৃথৈব) জীবতি। ১৬

স্বামিটীকা—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাৎ তদকুর্ব্বতে বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্‌বেদাখ্যাদ্‌ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি, ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি, নানুতিষ্ঠতি সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ যত ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বেব রমতে ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি, অতঃ মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬

অনুবাদ—ইহলোকে যে ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্র তাঁহার অনুসরণে পরিচালিত না করে, হে পার্থ সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় তর্পক ও পাপ জীবন অতএব বৃথা জীবন ধারণ করে। ১৬

বিবৃতার্থ—চক্রের আদি অন্ত নাই এবং চক্রের সকল স্থানেই ঘুরিয়া ফিরিয়া কখনও উঠিয়া থাকে কখনও নামিয়া থাকে। জগচ্চক্রেরও আদি অন্ত নাই। কিন্তু আপাততঃ কর্ম্মই আদি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যাহার আদি অন্ত নাই

কার্য্য ক্ষেত্রে তাহার একটা আদি স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। তদনুসারে প্রথমেই প্রবৃত্তির অনুরূপ বেদোক্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি; বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে জীব। আবার জীব হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। এই চক্রের ন্যায় জগৎ চলিতেছে। সকলের মূলে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ঈশ্বরের নিয়মেই জগতের এইরূপ আবর্ত্তন। ইহাত হবেই, সকলেত নিজ নিজ কর্ম্ম করিবেই, জগৎ ত চলিবেই, কর্ম্ম করিতে বলা আবার কেন? ঈশ্বর না মানিয়া স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়া গেলেও জগৎ চলিবে; জগৎ একরূপেই ঘুরিবে। যখন কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতেই পারে না তখন অকর্ম্মাকে অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারাম বলিয়া নিন্দাই বা কেন? এবং অকর্ম্মার জীবন বৃথাই বা কেন?

বটে বটে, সত্যই বটে, জগৎ চলিবেই বটে। কিন্তু জগচ্চক্র পরিচালনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়; শাস্ত্রের উদ্দেশ্য জীবের শান্তি —জীবের চিরসুখ বা চিরানন্দ; তাই ভগবান বলিলেন ঈশ্বরের প্রবর্ত্তিত চক্র যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে সে অঘায়ু। "অনুবর্ত্তন" শব্দের অর্থ কি? একজন অন্ধ অপর একজন চক্ষুষ্মানের হস্ত ধরিয়া তাহার অনুবর্ত্তন করে, অনুসরণ করে, পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যায়। অন্ধ যদি পনাকে সম্পূর্ণ অক্ষম জানিয়া নেতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাকে প্রীত করিতে পারে তবে নিরাপদে অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং এইরূপ দুই চারিবার যাইতে যাইতে

ক্রমে আপনিও যাইতে সক্ষম হইবে। অন্ধ পদদ্বারা চলে বটে কিন্তু নেতার ইচ্ছায়, নেতার সাহায্যে চলে; ইহার নাম অনুবর্ত্তন। কিন্তু যদি অন্ধ নেতার সাহায্য স্বীকার না করিয়া অভিমান ভরে স্বয়ং চলিতে চায় তবে প্রতি পদেই পতিত হইবে, প্রতি পতনেই আঘাত পাইবে এবং প্রতি আঘাতেই যন্ত্রণায অস্থির হইবে: গন্তব্য স্থান প্রাপ্তও হইবেনা। এরূপ ভাবে তাহার জীবিত থাকাই বৃথা।

সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের নিয়মেই জগচ্চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; মনুষ্য তাহারই বলে বসিতেছে, চলিতেছে এবং সকল প্রকার কর্ম্ম করিতেছে। যদি মনুষ্য আপনাকে অক্ষম জানিযা প্রত্যেক কর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তাঁহাকে প্রীত করে, তবে অভিলষিত পরম স্থানে উপস্থিত হইবে, পরম শান্তি পাইবে; ক্রমে আপনিও অলৌকিক ঈশ্বর শক্তি লাভ করিতে পারিবে! সকল সময়েই বিষ্ণু স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রীতি সংকল্প করিয়া, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাংসারিক ও দৈহিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়াকেই ঈশ্বরের প্রবর্ত্তনের অনুবর্ত্তন বলে। জীব জগচ্চক্র প্রবর্ত্তিত করিতে পারেনা; ঈশ্বরের প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্র অনুবর্ত্তন করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুবর্ত্তন করেন তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞ,—তাহাই অজ্ঞান সাধকের প্রথম সাধন। এবং তাহা হইতে জীব ঈশ্বর প্রসাদে

ক্রমে পরম শান্তি লাভ করে, জগচ্চক্রেও অবাধে চলিয়া যায়। আর যদি মোহান্ধ মনুষ্য জ্ঞানময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া এবং বিষ্ণু প্রীতির উদ্দেশ্য না রাখিয়া অভিমান ভরে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কেবল ইন্দ্রিয় প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করে, তাহাতেও জগচ্চক্র চলিবে কিন্তু ইন্দ্রিয়ও তৃপ্ত হইবে না শান্তিও পাইবে না, হা হা করিতে করিতেই জীবন অতিবাহিত হইবে। জগৎ জুড়িয়া তাহাই হইতেছে। অতএব যে ইন্দ্রির পরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্র অনুবর্ত্তন না করিয়া স্বয়ং প্রবর্ত্তন করিতে যায় সে ব্যক্তি প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করায় অঘায়ু অর্থাৎ পাপিষ্ঠ এবং চিরকাল অভাব ও অশান্তির দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করায় তাহার জীবন বৃথা অর্থাৎ ভার মাত্র। ১৬।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭

অন্বয় ঃ—তু(কিন্তু) যঃ মানবঃ আত্ম রতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতি যস্য সঃ) আত্মতৃপ্তঃ (স্বানন্দ নির্বৃতঃ) আত্মণি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ (ভবেৎ) তস্য কার্য্যং (কর্ত্তব্যং) ন বিদ্যতে (নাস্তি)। ১৭।

স্বামিটীকা।—তদেবং 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' ইত্যাদিনা অজ্ঞস্য অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম 'যমুক্তং' জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ, ততশ্চ আত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ, অতএব আত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তি ॥ ১৭

অনুবাদ—কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মরতি অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মতৃপ্ত অর্থাৎ যিনি নিজানন্দেই পূর্ণ, এবং ভোগান্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই সন্তুষ্ট তাঁহার কর্ম্ম নাই ।১৭।

বিবৃতার্থ—আনন্দময় পরব্রহ্মের অংশই জীব, সুতরাং জীবও স্বরূপে আনন্দময়। সেই জীব অজ্ঞান প্রযুক্ত আপনাকে ভুলিয়া ত্রিগুণাত্মক ভূতময় দেহকেই আমি মনে করিয়া দুঃখ পায়। আপনাকে চিনিতে পারিলেই আত্মানন্দের আস্বাদন পায়। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয়; চিত্ত শুদ্ধি হইলে ঈশ্বর প্রসাদে আত্মজ্ঞান জন্মায় এবং আত্মজ্ঞান হইলেই আনন্দের জন্য অপর কোন ভোগ্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় না; নিজানন্দেই পরিপূর্ণ হইয়া যায় যাহার নিমিত্ত কর্ম্মের প্রয়োজন তাহাই যখন পাইল তখন আর কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তিও হয় না। ১৭।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন লোকে) তস্য (আত্মতৃপ্তস্য) কৃতেন (কর্ম্মনা) অর্থঃ (ফলং পুন্যং) নৈব (নাস্তি)। অকৃতেন (কর্ম্মাকরনেন কশ্চন (কোঽপি অর্থঃ ফলং প্রত্যবায়ঃ নাস্তি)। সর্ব্বভূতেষু (ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু) কশ্চিৎ (কোঽপি) অস্য অর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ (কার্য্যসাধনাশ্রয়ঃ ন চ (অস্তি)। ১৮।

স্বামিটীকা—অত্র হেতুমাহ নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্য অর্থ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ" ইতি শ্রুতের্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্ন-সম্ভবাৎ তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ন কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ং আশ্রয়ঃ এব বাপাশ্রয় অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণী য়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ; তথাচ শ্রুতিঃ "তস্য হ ন দেবাশ্চ ন ভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সভবতি" ইতি; হ নেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধনায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্ত বিঘ্নাঃ সম্যগ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্‌ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদ্যুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যেবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ॥১৮

অনুবাদ—ইহ লোকে আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি কর্ম্ম করিলে তাহাতে ফল অর্থাৎ পুণ্য হয় না এবং না করিলে অকরণ জন্য পাপ ও হয়না।—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের মধ্যে কেহই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত ইহার আশ্রয়ণীয় নহে। ১৮।

বিবৃতার্থ—নিষ্কাম কর্ম্মই ভগবানের অভিপ্রেত; তথাপি একবারে কর্ম্ম না করা অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম করাও ভাল; এই অভিপ্রায়ে এক শ শ্লোকে বলিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা দিগের দত্ত বস্তু তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করে সে চোর। ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিলেন যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন

তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, আর যাহারা আপনাদের নিমিত্ত পাক করে তাহারা পাপিষ্ঠ এবং পাপ ভোজন করে। ষোড়শ শ্লোকে বলিলেন যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্র অনুবর্ত্তিত না করে সে ব্যক্তির জীবন বৃথা। মনে মনে ভোগের কামনা থাকিতেও যাহারা কর্ম্ম না করে, ঐ চারি শ্লোকে তাহাদিগকে পাপের বিভীষিকা দেখাইলেন। সপ্তদশ শ্লোকে বলিলেন আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির কর্ম্ম নাই, এই অষ্টাদশ শ্লোকে বলিতেছেন কর্ম্ম না করায় আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির পাপাশঙ্কা ও নাই।

যাহারা সকাম তাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার সন্তোষের জন্য কর্ম্ম করে কেননা তাহারা স্থূল ভাবে দেখিতে পায় দেবতারাই বৃষ্ট্যাদি দানের কর্ত্তা এবং ভোগোৎপাদক বৃষ্ট্যাদিই আমাদের প্রয়োজনীয় আর যাহারা নিষ্কাম তাঁহারা আনন্দ স্বরূপ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করেন, কেননা তাঁহারা জানেন সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুই সর্ব্বনিয়ন্তা. ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁহারই শাসনে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বয়ং রাজাকে প্রীত করিতে পারিলে রাজ কর্ম্মচারীর চিত্তানুবর্ত্তন করিতে হয় না; রাজা যাঁহার প্রতি প্রীত সমস্ত কর্ম্মচারীই তাঁহার প্রতি প্রীত থাকিবেই। নিষ্কাম সাধকগণ সর্ব্বাধীশ্বর বিষ্ণুর কৃপাপাত্র, বিষ্ণু প্রীতিতেই প্রীত থাকেন, অন্য ভোগ্য বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না, অথচ তাঁহাদের অত্যাবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদন ভগবদিচ্ছাতেই সম্পন্ন হইয়া যায়; তাঁহারা পরমানন্দে পূর্ণ থাকেন। ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলেই পাপ পূণ্য হয়, তাঁহাদের ফলাকাঙ্ক্ষা নাই সুতরাং যদৃচ্ছাক্রমে বিহিত কর্ম্ম করিলে পুণ্য

হয় না এবং বিহিত কর্ম্ম না করিলেও প্রত্যবায় নাই। আর সর্ব্বেশ্বর প্রীত আছেন, সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তদধীনস্থ ইন্দ্রাদি দেবতার আশ্রয় লইতেও হয় না।১৮।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (ত্বং) অসক্তঃ (ফলাসক্তিরহিতঃ সন) সতত (সর্ব্বদা) কার্য্যং (কর্ত্তব্যং) কর্ম্ম সমাচব (অনুতিষ্ঠ), (হি যস্মাৎ) অসক্তঃ পুরুষঃ (সাধক জনঃ) কর্ম্ম আচরন্ পরং (মোক্ষং) আপ্নোতি (লভতে)। ১৯।

হি (যস্মাৎ) জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব সংসিদ্ধিং (সম্যক সিদ্ধিং মোক্ষং) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ); লোক সংগ্রহং অপি (লোকানাং মন্দাধিকারি জনানাং সংগ্রহঃ কর্ম্ম মার্গানয়নং অপি) সংপশ্যন্ (আলোচয়ন্) কর্ত্তুং (কর্ম্মাচরিতুং) অর্হসি (যোগ্যঃ ভবসি)। ২০।

স্বামিটীকা—যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাৎ ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিং জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি॥ ১৯

স্বামিটীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি

ত্বং সম্যগ্ জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং, ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি, অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞঃ নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০

অনুবাদ—অতএব তুমি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যেহেতুক পুরুষ অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া মোক্ষ লাভ করে। ১৯।

যেহেতুক জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোক সংগ্রহ পর্য্যালোচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। ২০।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান বলিলেন, যাঁহারা আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কর্ম্ম নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের সেরূপ অবস্থা হয় নাই তাই তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে বলিলেন। সদাচার দেখাইয়া কর্ত্তব্যতার সমর্থনও করিলেন। অপর লোকদিগকে আপন পক্ষে আনয়ন করার নাম লোক সংগ্রহ। যে সকল লোক মনুষ্যোচিত ক্রম শিক্ষা না পাইয়া অযথাচরণে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ অনিষ্টকর কদাচরণে উদ্যত হয় অথবা আপন আপন ক্ষমতা অতীত উত্তমাচরণ করিবার জন্য চেষ্টা করে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সদাচার শিক্ষা দেওয়া লোক হিতৈষী সজ্জনের অবশ্য কর্ত্তব্য। সদাচার পরিত্যাগ করিয়া অসদাচার করা যেমন অনিষ্টকর আপন আপন ক্ষমতার অতীত সদাচার করিতে যাওয়াও তদপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর নহে। অন্ততঃ

তাহাতে কোনও সুফলের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য সজ্জনগণ ঐ দুই প্রকার মনুষ্যকে আপন আপন ক্ষমতায়ত্ত সৎকার্য্যের শিক্ষা দিয়া থাকেন। পিতা পুত্রকে, শিক্ষক ছাত্রকে, এবং গুরু শিষ্যকে যথাযোগ্য ক্রম শিক্ষাই দিয়া থাকেন। এইরূপেই জগৎ যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। লৌকিক শিক্ষার প্রণালী এইরূপ, এবং অলৌকিক শিক্ষার প্রণালীও এইরূপ।

শিক্ষাদান দুই প্রকারে হইয়া থাকে, বাক্যদ্বারা ও আদর্শ দ্বারা। বাক্য দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা আদর্শদ্বারা শিক্ষা দেওয়া অধিকতর ফলদায়ক। যদি পিতা, শিক্ষক ও গুরু স্বয়ং সদাচার করিয়া পুত্র, ছাত্র ও শিষ্যকে বাক্য দ্বারা উপদেশ দেন তাহা হইলেই বাচনিক উপদেশের প্রতি তাহাদের দৃঢ়তর শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। লোক হিতৈষী সৎপুরুষগণ সেই জন্য আপনি যথোচিত আচরণ করিয়া অপরকে যথোচিত আচরণে প্রবর্ত্তিত করেন।

যাঁহারা যথার্থ আত্মতৃপ্ত ও আত্মারাম হইয়াছেন তাঁহাদের বহির্দৃষ্টি নাই। সুতরাং লোক সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের চেষ্টাও নাই। যাঁহারা সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, অথচ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারাই লোক সংগ্রহকারী। অর্জ্জুনের সে অবস্থা হয় নাই ও সে অবস্থা পাইবার অধিকারও হয় নাই। তবে ভগবান বলিতেছেন যদি তুমি আপনাকে কর্ম্ম ত্যাগের অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াও থাক তথাপি লোক সংগ্রহের জন্য তোমার কর্ম্ম করাই উচিত। ১৯।২০।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১

অন্বয়ঃ—শ্রেষ্ঠঃ (উত্তমঃ জনঃ) যৎ যৎ কর্ম্ম আচরতি (অনুতিষ্ঠতি) ইতরঃ (অপরঃ) জনঃ তৎ তৎ এব (আচরতি) সঃ শ্রেষ্ঠঃ) যৎ (কর্ম্ম) প্রমাণং কুরুতে (স্বয়ং কৃত্বা দর্শয়তি) লোকঃ (ইতরঃ জনঃ) তৎ কর্ম্ম অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি)। ২১।

স্বামিটীকা—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তথাহ যদ্‌যদিতি। ইতর প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি। স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন অপর ব্যক্তি সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ করেন অপর লোক তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ২১।

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বশ্লোকে যে লোক সংগ্রহের কথা বলিয়াছেন এই শ্লোকে তাহারই কারণ দেখাইলেন। যে ব্যক্তি কুরূপ সে আপনাকে কুরূপ বলিয়া জানে তথাপি অপরকে সুরূপ দেখিয়া আপনাকে কৃত্রিম উপায়ে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা করে; যে নির্ব্বোধ সে আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া জানাইবার ইচ্ছা করে এবং যে অজ্ঞানী সেও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে। ফলতঃ লোকের নিকট লজ্জার ভয়ে কেহ কোনও বিষয়ে ছোট হইতে চাহেনা, বড়লোকের সমাদর দেখিয়া বড়

হইতেই চাহে ; ইহাই লঘুচিত্ত মনুষ্যের স্বভাব। মন্দাধিকারীর জন্যই কর্ম্মের ব্যবস্থা, অতএব কর্ম্ম করিলে ছোট হইতে হয়, তাই অনেকে অনধিকারে কর্ম্মত্যাগ করিয়া বড় হইতে ইচ্ছা করে ; তাহাতে আপনাদের অনিষ্ট করিয়া থাকে কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগাধিকারী শ্রেষ্ঠ লোকে কর্ম্ম করিলে তাহাদের কর্ম্ম করিতে অপমান বোধ হয় না। ২১।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ— (হে) পার্থ মে (মম) কর্ত্তব্যং (করনীয়ং) ন অস্তি (যতঃ) ত্রিষুলোকেষু (স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেষু) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) অনবাপ্তং (অপ্রাপ্তং) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্যং) ন (অস্তি) (তথাপি অহং) কর্ম্মণি বর্ত্তে এবচ (কর্ম্ম করোমি)। ২২।

হি (যস্মাৎ) যদি অহং অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ সন্) জাতু (কদাচিৎ) কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয় (কর্ম্ম ন কুর্য্যাং) (হে) পার্থ (তদা) মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বথা) মম বর্ত্ম (মার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (অনুবর্ত্তেরণ ইত্যর্থঃ) ।২৩।

স্বামিটীকা— য চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ। ন মে পার্থেতি। হে পার্থ! মে র্ত্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষপি লোকেষনবাপ্তমপ্রাপ্তং সদব্যাপ্তব্যং প্রাপ্যং কঞ্চন নাস্তি, তথাপি কর্ম্মণ্যহং বর্ত্ত এব কর্ম্ম করোমোবেত্যর্থঃ ॥২২

স্বামিটীকা।—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি অহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয় কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তে-ঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ॥ ২৩

অনুবাদ—হে পার্থ ত্রিলোকমধ্যে আমার অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য কিছুই নাই সুতরাং কর্ত্তব্য ও নাই ; তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি ।২২

যে হেতু হে পার্থ ! যদি আমি অনলস হইয়া কর্ম্ম না করি তবে মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুসরণ করিবে ।২৩,

---

বিবৃতার্থ—স্বকীয় প্রয়োজন না থাকিলেও লোক হিতৈষী সজ্জনগণ জন সাধারণের শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন ; এই বিষয়ে ভগবান আপনাকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদান করিলেন। বিনা প্রয়োজনে কেহই কোন কর্ম্ম করেনা। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের মনে একটা অভাব বোধ হয়, সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে সচ্চিদ্‌ঘন, ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ও নিজানন্দেই পরিতৃপ্ত ; তাঁহার কোনও অভাব নাই সুতরাং কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবার কারণ নাই। আবার তিনি বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী অতএব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে রহিয়াছে এবং তিনি বিশ্বরূপ অতএব তিনি সমস্ত বিশ্বস্বরূপ সুতরাং ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, যাহা পাইবার জন্য তিনি কর্ম্ম করিবেন। তথাপি তিনি লীলা বিগ্রহ ধারণ করিয়া লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করেন। বিনা প্রয়োজনে কেবল লোক হিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইল।

অভিনিবেশের সহিত ভগবানের মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার অনুশীলন করিলে নিঃস্বার্থ ও নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার চরম শিক্ষা পাওয়া যায়। ২২।২৩।

উৎসাদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং তদা ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ু (নশ্যেয়ুঃ) সঙ্করস্য চ (বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রণস্য চ) কর্ত্তা স্যাম্ (ভবেয়ং) ইমাঃ প্রজাঃ (লোকান্) উপহন্যাং (হতপ্রায়াম্ কুর্য্যাং) ২৪

স্বামিটীকা।—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ কর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ; ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি॥ ২৪

অনুবাদ—যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে এই সকল লোক নষ্ট হইয়া যায় এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হই ও এই প্রজাগণকে নষ্টপ্রায় করি। ২৪।

বিবৃতার্থ—ধর্ম্মের জন্যই মনুষ্যের জীবন, ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুতুল্য; অতএব ধর্ম্ম নষ্ট হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়; মনুষ্যত্ব নষ্ট হওয়া আর মনুষ্য নষ্ট হওয়া একই কথা। যাঁহার অনবধানে বা যাঁহার কর্ত্তব্য অনমুষ্ঠানে মনুষ্য নষ্ট হয় তিনিই সেই মনুষ্য নাশের কারণ বা কর্ত্তা। যদি পিতা পুত্রকে যথোচিত শিক্ষা না দেন তবে পিতাই পুত্র নাশের কর্ত্তা, পূর্ব্ববর্ত্তী সজ্জনগণ

যদি পরবর্ত্তী অজ্ঞলোক সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা না দেন তবে তাহারা ধর্ম্মাভাবে নষ্টপ্রায় হয়। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্যবিমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী সজ্জনগণকে লোক বিনাশের কারণ বা কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মাভাবে যে অবশ্যম্ভাবী বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় তাহারও কারণ বা কর্ত্তা ঐ অনবধান সজ্জনগণই।

অর্জ্জুনও ধর্ম্মলোপে বর্ণসঙ্করের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ভগবানও কহিলেন। অতএব ভারতবর্ষীয় আর্য্যাদগের মতে বর্ণসঙ্কর অতীব দূষণীয়। ২৪।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাংকর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ * সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা কর্ম্মণসক্তা. (আসক্তাঃসন্তঃ) কুর্ব্বন্তি, লোকসংগ্রহং চিকীর্যুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ) বিদ্বান তথা অসক্তঃ (অনাসক্তঃ সন্) কুর্য্যাৎ।২৫।

বিদ্বান্ (জ্ঞানিজনঃ) কর্ম্ম সঙ্গিনাম (কর্ম্ম প্রসক্তানাং) অজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিবিচালনং) ন জনয়েৎ (ন উৎপাদয়েৎ) যুক্তঃ (অবহিতঃ সন্) সমাচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) সর্ব্বানি কর্ম্মানি যোজয়েৎ (সমাচারয়েৎ) ।২৬।

স্বামিটীকা—তস্মাদাত্মবিদাপি লোক-সংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ

* জোষয়েদিতিঃ শ্রীধরস্বামি ধৃতঃ পাঠঃ।

সন্তোঽজ্ঞাঃ যথা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোক-সংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫

স্বামিটীকা।—নন্ু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্ম-সক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধেভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ অপিতু জোষয়েৎ সেবয়েৎ। জুষী প্রীতি-সেবনয়োঃ। অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তেজ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয় ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬

অনুবাদ।—হে ভারত! অজ্ঞলোক কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে; বিদ্বান ব্যক্তি, লোক সংগ্রহের অভিলাষে অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ করিবেন ।২৫।

বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্মপ্রসক্ত অজ্ঞ দিগের বুদ্ধি ভেদ উৎপাদন করিবেন না পরন্তু অবহিত হইয়া আপনি আচরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করাইবেন ।২৬।

বিবৃতার্থ—যে ব্যক্তি আপন ক্ষমতার অনুরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের দৃষ্টান্তে মন্দাধিকারে দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিতে যায় তাহার দুই দিক নষ্ট হয়। ইহা সকলেরই সুবিদিত। অতএব স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঐরূপে অবোধ মনুষ্যকে যথা যোগ্য কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেওয়া লোক হিতৈষী সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ২৫।২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮

অন্বয়ঃ—সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাণি) কর্ম্মাণি প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (তমো রজঃসত্বৈঃ) ক্রিয়মাণানি (কিন্তু) অহঙ্কাব বিমূঢ়াত্মা (দেহাভিমানমূঢ়বুদ্ধি-জনঃ) অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে ।২৭।

তু (কিন্তু) মহাবাহো (হে মহাবীর) গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ (গুণ-বিভাগ কর্ম্মবিভাগয়োঃ) তত্ত্ববিৎ (যাথার্থ্য বেত্তা) গুণাঃ (তমোরজঃ-সত্বানি) গুণেষু (তত্তৎ কর্ম্মসু) বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) ন সজ্জতে (অহং করোমীতি ন মন্যতে) ।২৮।

স্বামিটীকা।—নন্থ বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদ-বিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্ব্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগু´ণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যন্তে। অত্র হেতুঃ অহমিতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিম্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধির্যস্য সঃ ॥ ২৭

স্বামিটীকা।—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যতে ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ তয়োর্গু´ণকর্ম্মবিভাগয়োঃ যস্তত্ত্বং বেত্তি, স তু ন সজ্জতে কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮

অনুবাদ।—প্রকৃতির গুণই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়বুদ্ধিব্যক্তি মনে করে "আমি কর্ত্তা ।২৭।

কিন্তু হে মহাবীর! যিনি গুণ ও কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ, তিনি, গুণ গুণে— অর্থাৎ গুণময় ইন্দ্রিয় গুণময় কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়েন না ।২৮।

বিবৃতার্থ—প্রকৃতিরই অপর নাম স্বভাব। যাহাকে যাহা হইতে পৃথক্ করা যায় না তাহাই তাহার স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজ স্বরূপ গুণ। ঐ গুণ তিন ভাগে বিভক্ত, সত্ত্ব, রজ, ও তম। সত্ত্ব গুণের স্বভাব প্রকাশ, রজ গুণের স্বভাব বিক্ষেপ, তম গুণের স্বভাব আবরণ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজগুণ হইতে ক্রিয়া ও তমগুণ হইতে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ঘট পটাদি জ্ঞান, গমনাদি ক্রিয়া এবং মৃত্তিকাদি দ্রব্য সমস্তই গুণময় বা গুণ স্বরূপ। ঘট পটাদি জ্ঞান সত্ত্ব গুণ স্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্ব গুণই জ্ঞান রূপে পরিণত হয়, গমনাদি ক্রিয়া রজগুণ স্বরূপ অর্থাৎ রজগুণই ক্রিয়ারূপে পরিণত হয় এবং মৃত্তিকাদি দ্রব্য তমগুণ স্বরূপ অর্থাৎ তমগুণই মৃত্তিকাদি দ্রব্য রূপে পরিণত হয়। অতএব ঘট পটাদি জ্ঞানও গুণ, গমনাদি ক্রিয়াও গুণ এবং মৃত্তিকাদি দ্রব্যও গুণ। জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্য লইয়াই জগৎ; জ্ঞান ক্রিয়া ও দ্রব্য ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। অতএব নিখিল জগৎই গুণময় বা গুণ। গুণই গুণের সাহায্যে গুণের উপর ক্রিয়া করিতেছে এবং গুণই গুণকে প্রকাশ করিতেছে। এক ব্যক্তি হস্ত দ্বারা একখানি চক্র চালিত করিতেছে; ঐ ব্যক্তির হস্তও দ্রব্যরূপ তম

গুণ, এবং চক্রও দ্রব্য রূপ তমগুণ, আবার চা–ও ক্রিয়া রূপ রজ গুণ। তাহা হইলেই দেখা গেল রজ গুণ তম গুণকে চালাইতেছে। যে ব্যক্তি চক্র চালাইতেছে সে জানিতেছে আমি হস্ত দ্বারা চক্র চালাইতেছি এবং অপর একজন দর্শকও তাহ বুঝিতেছে। প্রকাশ রূপ সত্ত্ব গুণই ঐ দুই ব্যক্তির দ্রব্যম দেহকে, হস্তকে ও চক্রকে এবং ক্রিয়া রূপ চালনকে প্রকা করিতেছে। অতএব দেখা গেল রজ গুণ তম গুণকে চালাইতে এবং সত্ত্ব গুণ তাহা প্রকাশ করিতেছে। সমস্ত জগৎ ব্যাপি ইহাই হইতেছে অর্থাৎ গুণ গুণের উপর ক্রিয়া করিতেছে এ গুণই তাহা প্রকাশ করিতেছে।

এক একটি মনুষ্যের যে দেহ তাহা দেহরূপ দ্রব্যরূ পরিণত তমগুণ, গমনাদি যে ক্রিয়া তাহা ক্রিয়ারূপে পরিণ রজগুণ এবং রূপাদির যে জ্ঞান তাহা জ্ঞান রূপে পরিণত সত্ত্বগুণ আবার যে প্রাণের সাহায্যে জীব জীবিত থাকে তাহাও প্রাণরূ পরিণত রজগুণ এবং যে মন দ্বারা জীব ভাল মন্দ বুঝিতে পা তাহাও মনরূপে পরিণত সত্ত্বগুণ। তাহা হইলেই বুঝিতে পা যায় যে, জীব দেহে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু হইতে সকলই প্রকৃতির গুণই করিতেছে। তাই সাংখ্য বলেন চি স্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি স্বাধীন ভাবে কার্য্য ক আর বেদান্ত বলেন প্রকৃতি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে কা করিয়া থাকে।

বাস্তবিক চৈতন্যের সাহায্য চাইই কেননা প্রকৃতি বা গুণ জড় পদার্থ; চৈতন্য ভিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। ব্রহ্মই চৈতন্য স্বরূপ নির্ব্বিকার বস্তু, তাহাতে কোনও ক্রিয়া নাই। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম স্বরূপে নির্ব্বিকার থাকিয়াই ঈশ্বর রূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন বা ক্রিয়া করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তখনই প্রকৃতি বা ত্রিগুণ জড় হইয়াও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। ঐ নির্ব্বিকার চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের অংশই জীব। সুতরাং জীবও নির্ব্বিকার চিদানন্দ স্বরূপ। জীবেরও স্বানন্দানুভব ভিন্ন কোনও ক্রিয়া নাই। জীব ত্রিগুণ হইতে এবং ত্রিগুণ কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; ইহারই নাম গুণ কর্ম্ম বিভাগ। জীব ঈশ্বরেচ্ছায় অজ্ঞান বশতঃ এই গুণ কর্ম্ম বিভাগ অর্থাৎ আমি গুণ স্বরূপ দেহ হইতে এবং দৈহিক কর্ম্ম হইতে পৃথক ইহা বিস্মৃত হইয়া গুণ স্বরূপ দেহকেই আমি বলিয়া মনে করে এবং গুণ স্বরূপ দৈহিক কর্ম্মকে আমার কর্ম্ম বলিয়া অভিমান করে এবং তজ্জন্য অনুক্ষণ অকারণ অশান্তিও অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যে মহাপুরুষ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ সূগূঢ় গুণ কর্ম্ম বিভাগ বুঝিয়াছেন তিনি দেহে বা দৈহিক কার্য্যে আমি আমার বলিয়া অভিমান করেন. সুতরাং অসীম শান্তি সুখ আস্বাদন করেন। ইহাই সকাম র্ম্মকারী ও লোক হিতৈষী নিষ্কাম কর্ম্মকারীর প্রভেদ। "সকলই তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি"।২৭।২৮

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীনির্ম্ম´মো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ— গুণ সংমূঢ়াঃ (গুণগতবুদ্ধয়ঃ জনাঃ) প্রকৃতেঃ (পূর্ব্বোক্তায়াঃ) গুণকর্ম্মসু (পূর্ব্বোক্তেষু) সজ্জন্তে (অহং মমেত্যভিমানেন প্রসক্তাঃ ভবন্তি) কৃৎস্নবিৎ (কৃৎস্নং সর্ব্বং গুণকর্ম্মরহস্যং বেত্তীতি কৃৎস্নবিৎ জনঃ) অকৃৎস্নবিদঃ তান্ মন্দান্ (অজ্ঞান্) ন বিচালয়েৎ (কর্ম্মণঃ ন ভেদয়েৎ) ।২৯

(ত্বং) অধ্যাত্মচেতসা (আত্মানং দেহং অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইত্যধ্যাত্মং দেহস্থ বাসুদেবাত্মক চৈতন্যং তস্মিন্‌চেতঃ প্রণিধানং তেন) ময়ি (অধ্যাত্ম স্বরূপে বাসুদেবে) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য (নিক্ষিপ্য) নিরাশীঃ (নিঃ নাস্তি আশীঃ কামনা যস্য তথাভূতঃ) নির্ম্মমঃ (নিঃ নাস্তি মম যস্য তথাভূতঃ) বিগতজ্বরঃ (বিগতঃ জ্বরঃ শোকাত্মাসক্তিঃ যস্য তথাভূতশ্চ) ভূত্বা যুধ্যস্ব (যুদ্ধং কুরু) ।৩০

স্বামিটীকা।—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যে নরাঃ প্রকৃতেগুণৈঃ সত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কুর্ম্ম ইতি তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দান্ মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ। ২৯

স্বামিটীকা।—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমি

ইতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামঃ অতএব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

অনুবাদ—গুণ সংমূঢ় ব্যক্তিগণ প্রকৃতির গুণে ও কর্ম্মে আসক্ত হয়। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সকল অতত্ত্বজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিকে বিচালিত করেন না।২৯

তুমি অধ্যাত্ম চিন্তা দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক কামনা-শূন্য, মমতাশূন্য ও সন্তাপশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর।৩০

বিবৃতার্থ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঊনত্রিংশ শ্লোকে নিঃস্বার্থে লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম করিবার কথা সমাপ্ত করিয়া ত্রিংশ শ্লোকে অর্জ্জুনকে ঐ ভাবে এবং ঐ নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে আদেশ করিলেন; বলিলেন তুমি অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমার উপর সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম, নির্ম্মম, ও সন্তাপ শূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। অধ্যাত্ম দৃষ্টি আর অন্তর্দৃষ্টি একই কথা। অধ্যাত্ম বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে অর্থাৎ অন্তরস্থ সূক্ষ্ম ব্যাপার অনুশীলন করিলে মনুষ্য বুঝিতে পারে যে দেহেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহার সাক্ষাৎ কর্ত্তা দেহেন্দ্রিয়, নিমিত্ত কর্ত্তা জীবাত্মা এবং প্রযোজক কর্ত্তা ভগবান্। ঈশ্বর বা পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বাহ্যলীলায় শুদ্ধ সত্ত্বাবতার বসুদেবের পুত্র চিদ্‌ঘন বাসুদেব এবং অধ্যাত্মলীলায় তিনিই প্রত্যেক দেহের অন্তরতম স্থানে অতিসূক্ষ্ম চৈতন্য স্বরূপ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব। ঐ চৈতন্য স্বরূপ আধ্যাত্মিক বাসু-

দেবের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় জীব কর্ম্ম করে এবং জীবের ইচ্ছায় দেহেন্দ্রিয় কর্ম্ম করিয়া থাকে; ইহাই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত অনুশীলন। সেই জন্যই ভগবান বলিলেন, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

এই স্থানে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা" অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা বটে কিন্তু ঈশ্বরের নিমিত্ত ভৃত্যের ন্যায় কর্ম্ম করি"। শ্রীধর স্বামি লিখিয়াছেন "অধ্যাত্ম চেতসা অন্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা" অর্থাৎ "আমি অন্তর্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করি, এই রূপ দৃষ্টিতে যুদ্ধ কর"। উভয়ের কথার অর্থ একই। অতএব জীবকে মনে করিতে হইবে—আমি সর্ব্ব নিয়ন্তা লীলা প্রিয় ভগবানের ক্রীড়া স্বরূপ সৃষ্টি কার্য্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারই আদেশে, তাঁহারই শক্তিতে তাঁহারই কর্ম্ম করিতেছি; এখানে নিজের কিছুই নাই সকলই তাঁহার। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিলে সর্ব্বচিত্তজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইবেন এবং জীবের কর্ম্ম জনিত পাপ পুণ্য রূপ বন্ধনের আশঙ্কাও থাকিবে না ইহা সত্যই।

ত্রিংশ শ্লোকোক্ত ভগবদ্ বাক্য এবং মহানুভব ভাষ্যকার শঙ্কর ও টীকাকার শ্রীধরের ব্যাখ্যানুসারে ভক্তি শাস্ত্রোক্ত দাস্যভাবে কৃষ্ণোপাসনা প্রতিপন্ন হইল। ২৯।৩০।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১
যে ত্বে তদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

অন্বয় ঃ—যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাশীলাঃ) অনসূয়ন্তঃ (দোষ দৃষ্টিং অকুর্ব্বন্তঃ) মে (মম) ইদং মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন্তে) তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে (মুক্তা ভবন্তি) ।৩১

তু (কিন্তু) যে (মানবাঃ) অভ্যসূয়ন্তঃ (ময়ি দোষ দৃষ্টিং কুর্ব্বন্তঃ) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিমূঢ়ান্) অচেতসঃ (বুদ্ধিহীনান্ অতএব) নষ্টান্ (নষ্ট প্রায়ান্) বিদ্ধি (জানীহি) ।৩২

স্বামিটীকা ।—এবংকর্ম্মানুষ্ঠানেগুনমাহ—যে মে মতমিতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥৩১

স্বামিটীকা ।—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মনি ব্রহ্মবিষয়েচ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্নষ্টান্ বিদ্ধি ॥৩২

অনুবাদ—যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাশীল ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের অনুবর্ত্তন করে, তাহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩১

কিন্তু যাহারা আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া আমার মতের অনুসরণ না করে তাহাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানশূন্য, বুদ্ধিহীন ও নষ্ট অর্থাৎ মনুষ্যত্বহীন বলিয়া জানিও। ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবান্ অপি (হিতাহিত বিবেচনাবান্ অপি) স্বস্যাঃ (স্বকীয়ায়াঃ) প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্য) সদৃশং (অনুরূপং) চেষ্টতে (আচরতি)। ভূতানি (জীবাঃ) প্রকৃতিং যান্তি (অনুবর্ত্তন্তে) নিগ্রহঃ (নিষেধরূপ) কিং করিষ্যতি। ৩৩

স্বামিটীকা—নন্বু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনস্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশ-মনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে এবঞ্চ সতি ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ।৩৩

অনুবাদ—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপন প্রকৃতির অনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে। সমস্ত প্রাণীই প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে; শাস্ত্রের বিধি নিষেধ কি করিবে? ৩৩

বিবৃতার্থ—ভগবানের কথা শুনিয়া যদি অর্জ্জুন বলেন "কৃষ্ণ! তোমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ মহৎফল লাভ করে ইহা বেশ বুঝিয়াছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তবে সকল মনুষ্যই নিষ্কাম হইয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না কেন?" এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া ভগবান এই শ্লোক বলিলেন। এই শ্লোকে ভগবান বলিলেন, জ্ঞানবান ব্যক্তি প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন। এই "জ্ঞানবান" শব্দের অর্থ পরোক্ষ জ্ঞানবান অর্থাৎ পুস্তক পড়িয়া বা গুরুমুখে শুনিয়া যে শিক্ষা হয় সেই শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি। যাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় অর্থাৎ যিনি স্বয়ং তত্ত্ব বস্তু অনুভব করিতে পারেন তিনি প্রকৃতির বশীভূত হইবেন না। এই শ্লোকটি পড়িলে বাল্যকালের অভ্যস্ত হিতোপদেশের একটি শ্লোক মনে আসে। "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ। স্বভাব এবাত্র তথাভিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥ অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি মন্দ তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ বা বেদাধ্যয়ন সাধুত্বের কারণ হয় না। স্বভাবই সকল অতিক্রম করিয়া প্রবল হয় যেমন গাভীর দুগ্ধ স্বভাবতই মধুর।

বড় বিষম কথা হইয়া উঠিল। শাস্ত্রের বিধি নিষেধ সব ভাঙ্গিয়া গেল। দেখা যাউক ভগবান ইহার পরে কি বলেন।৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ইত্যর্থঃ) অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগবিদ্বেষৌ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবিনৌ) তয়োঃ (রাগদ্বেষয়োঃ) বশং (অধীনতাং) ন আগচ্ছেৎ (ন আয়াৎ) হি (যস্মাৎ তৌ (রাগদ্বেষৌ অস্য (সাধকস্য) পরিপন্থিনৌ (প্রতিপক্ষৌ)। ৩৪

স্বামিটীকা—নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া প্রত্যেকং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যুক্তম্। অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ,—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্য অনবহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি। ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ ॥৩৪

অনুবাদ—সকল ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রাগ দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নহে ; যে হেতুক ঐ রাগ ও দ্বেষ সাধকের বিঘ্নকারী বিপক্ষ। ৩৪

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের যে প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াছিলেন এই শ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই ঃ—শরীর ধারণ করিলেই ভোগের প্রয়োজন; ভোগের বাসনা জীবের স্বাভাবিক। সেই ভোগবাসনা দুই-প্রকার, কেবল শরীর রক্ষার জন্য ভোগবাসনা, আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তদতিরিক্ত ভোগবাসনা। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই পান ও ভোজনের বাসনা হইয়া থাকে; সদ্যোজাত শিশুও যথোপযুক্ত আহার্য্যের বাসনা করিয়া থাকে। তখন শিশু কেবল ক্ষুধার সময় দুগ্ধ পাইলেই পরিতৃপ্ত। তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার সামগ্রীর আস্বাদন পাইয়া এবং অপরকে নানাপ্রকার বস্তু ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ভাল মন্দের বিচার করিতে থাকে। যাহা খাইতে মিষ্ট লাগে তাহাই চাহে যাহা মিষ্ট লাগেনা তাহা চাহে না। রাগ ও দ্বেষ আসিয়া পড়িল। কিন্তু তখন কেবল খাদ্য লইয়াই রাগ ও দ্বেষ। ক্রমে অন্যের বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাও ভোগ করিতে ইচ্ছা হইল; উত্তম বস্ত্র পরিধান করিবে; তাহা না পাইলে কাঁদিয়া অস্থির। বস্ত্র লইয়া রাগ ও দ্বেষ আসিল। ক্রমে যৌবন কাল উপস্থিত হইল অন্ত-র্নিহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। আবার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর নানা প্রলোভন বস্তু অপর সকলকে ভোগ করিতে দেখিল। দেখিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনায় অস্থির হইতে লাগিল; এইরূপে রাগ ও দ্বেষ আরও প্রবলতর হইয়া উঠিল। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে যে

ইন্দ্রিয় যে রূপ চাহে তাহাতেই অনুরাগ, তদ্‌বিপরীতে বিদ্বেষ অনিবার্য্য হইতে লাগিল; অনিত্য, সাংসারিক সুখ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এই রূপে মনুষ্য রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া পড়ে।

এই সাংসারিক সুখ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ দেবতা না মানিয়া লৌকিক দেহ দ্বারা স্বয়ং চেষ্টা করে, কেহ কেহ বা দেবোদ্দেশে যাগ যজ্ঞ করিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করে। এই দুই প্রকার প্রবৃত্তি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশেই হইয়া থাকে। যাহারা সাংসারিক সুখ বাসনায় দেবার্চ্চনা করে তাহারা মন্দের ভাল। বর্ত্তমান জীবনে এই রূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে পর জীবনে উহার সংস্কার থাকে ঐ সংস্কার বশে আবার ঐ প্রকার প্রবৃত্তি হয়, ঐ প্রবৃত্তি অনুসারে আবার ঐ প্রকার কর্ম্ম করে; সুখ ও দুঃখময় সংসারের প্রবাহ চলিতেই থাকে।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে দ্বিজাতিগণের উপনয়নের পরেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবার প্রথা ছিল। নবম হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। ইন্দ্রিয়গণ প্রবল না হইতে হইতেই এবং ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ বদ্ধমূল না হইতে হইতেই গুরুগৃহে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হইত এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে এ

ভাবেই প্রথম যৌবন অতীত হইত। যখন কোন দ্বিজসন্তান বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইত তখন রাগদ্বেষের প্রবলতা শিথিল হইয়াছে এবং সদসৎ শিক্ষালাভও হইয়াছে। সুতরাং তখন গৃহে আসিলেই রাগদ্বেষের বশীভূত হইতে হইত না। যেমন ঝটিকা উত্থিত হইবার পূর্ব্বে গৃহ দ্বারাদি দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলে জল মজ্জনের আশঙ্কা থাকেনা সেইরূপ রাগদ্বেষের প্রবল বেগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সাবধান হইলে আর তাহাদের বশীভূত হইতে হয়না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতেই দৈব বা স্বভাব বা সংস্কার জন্মায়। ঐ দৈব বা স্বভাব বা সংস্কার দুরতিক্রম্য হইলেও পুরুষকার দ্বারা অর্থাৎ চেষ্টা দ্বারা অতিক্রম করা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত দুঃস্বভাবের গাঢ়তা থাকে ততদিন শাস্ত্রের বিধিনিষেধ বা গুরুর উপদেশ মানেনা; ততদিন স্বভাব কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া প্রবল বেগে আপন কার্য্য করিয়া যায়; সেই জন্যই ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন সকল প্রাণীই প্রকৃতির অনুসরন করে সুতরাং শাস্ত্রের বিধি নিষেধে কিছুই হয়না। আবার এই শ্লোকে বলিলেন রাগ দ্বেষের বশীভূত হইবে না অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ প্রবল না হইতে হইতেই সাবধান হইবে; তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য কার্য্যকর হইবেই এবং রাগদ্বেষের বশীভূত হইতে হইবে না। যদি পিতা পুত্রকে বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদা আপন দৃষ্টিপথে রাখেন, সর্ব্বদা সৎশিক্ষা প্রদান করেন এবং অসৎসঙ্গ ও বিলাসিতার সংশ্রব হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করেন তবে

পুত্র সৎপুত্র হইবেই ; ইহা লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যক্ষ। ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি অলৌকিক ব্যবহারেও ঐরূপ।৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ—স্বধর্ম্মঃ (স্বঃ ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ) বিগুণঃ (কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি) স্বনুষ্ঠিতাৎ (সু সুষ্ঠু অনুষ্ঠিতঃ স্বনুষ্ঠিতঃ তস্মাৎ) পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান (প্রশস্ততরঃ) স্বধর্ম্মে নিধন (মরণং) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ (ভয়ং আবহতীতি তথা অনিষ্টকরঃ) । ৩৫

স্বামিটীকা—তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদেঃ দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বনুষ্ঠীতাৎ সর্ব্বাঙ্গপূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি-প্রাপকত্বাৎ পরধর্ম্মস্তু ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥৩৫

অনুবাদ—স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর। ৩৫।

বিবৃতার্থ—প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, অর্জ্জুন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নাশের ভয়েই যুদ্ধত্যাগ করিতে চাহিয়া-

ছিলেন। তাহাতে ভগবান্ কোন কথাই বলেন নাই, এখন তিনিই আবার বলিতেছেন, পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং স্বধর্ম্মে মরণও ভাল। তাহা হইলেই আমরা তিন প্রকার ধর্ম্ম পাইলাম। জাতি ধর্ম্ম, কুল ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম। জাতি ধর্ম্ম ও কুল ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত স্বধর্ম্মই আলোচনার বিষয়।

"স্ব" এই শব্দটি বিশেষ্য হয় বিশেষণও হয়। বিশেষ্য ধরিলে স্বস্য ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ অর্থাৎ আপনার ধর্ম্ম, স্বসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। আর বিশেষণ ধরিলে স্বঃ ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ ধর্ম্ম—স্বকীয় ধর্ম্ম এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস হয়। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিয়া আপনার বা আপন সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম অর্থ করিলে আপনা হইতে পৃথক্ ধর্ম্ম নামক বস্তু বুঝায়; আর কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া স্বনিষ্ঠ বা স্বকীয় ধর্ম্ম অর্থ করিলে ধর্ম্ম নামক বস্তু আপনা হইতে অপৃথক্ বুঝায়। যেমন মনুষ্যের ধন মনুষ্য হইতে পৃথক বুঝায় কিন্তু ধনী মনুষ্য বলিলে ধনিত্ব রূপ ধর্ম্ম মনুষ্য হইতে অপৃথক্ বুঝায়। এখানে ভগবানের অভিপ্রেত "স্বধর্ম্ম" শব্দ কর্ম্মধারয় সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার যে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি শাস্ত্রের বিধির অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতই হইয়া থাকে তাহার সেই ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। জাতি ধর্ম্ম ও জাতি বিশেষের স্বাভাবিক বটে কিন্তু কোন কোন ব্যক্তিতে তাহার অন্যথাও দেখা যায়। যেমন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ভীষ্মের বৈরাগ্য প্রবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব দ্রোণাচার্য্যের সংগ্রাম

প্রবৃত্তি। ভীষ্মের বৈরাগ্য ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ জাতি ধর্ম্ম নহে কিন্তু স্বধর্ম্ম। বিদুরের বৈরাগ্য জাতি ধর্ম্ম নহে কিন্তু স্বধর্ম্ম। অতএব জাতি ধর্ম্ম জাতিগত এবং স্বধর্ম্ম ব্যক্তিগত। বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। বিষ্ণুভক্তি প্রহ্লাদের জাতি ধর্ম্ম নহে কিন্তু স্বধর্ম্ম। যুদ্ধ করা অর্জ্জুনের জাতি ধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্ম দুইই; কেন না ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধ শাস্ত্র বিহিত এবং যুদ্ধে অর্জ্জুনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও আছে। এখন অর্জ্জুনের ক্ষণিক বৈরাগ্য হইলেও তাঁহার প্রাণ ও মনের অন্তস্থলে যুদ্ধ প্রবৃত্তিই নিহিত রহিয়াছে; অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন তাহা আর কে বুঝিবে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম পালন করিতে অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন।

ভগবান বলিলেন সু অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম ভাল এবং স্বধর্ম্মে মরণও ভাল কিন্তু পর ধর্ম্ম ভয়ানক। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ইহার হেতু দেখাইয়া বলিলেন "স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপিশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ। কস্মাৎ? পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ"। অর্থাৎ পরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মরণও ভাল যে হেতুক পর ধর্ম্মাশ্রয়ে নরকাদির ভয় আছে। শ্রীধর স্বামিও ঐ হেতুই দেখাইয়াছেন। তিনি অধিকন্তু বলিয়াছেন, "স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি প্রাপকত্বাৎ"। অর্থাৎ স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, যে হেতুক তাহাতে স্বর্গাদি লাভ হয়। উভয়ের প্রদর্শিত হেতুই

যথার্থ, তথাপি অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়া ঐ হেতুই পরিষ্কার রূপে বুঝিবার চেষ্টা করি।

যুদ্ধই হউক বা অন্য কোন কর্ম্মই হউক, যে কর্ম্মে যাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঈশ্বর প্রসাদে চিত্তশুদ্ধি হয় চিত্তশুদ্ধি হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলেই পরম শান্তি হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আত্মার উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থা হয়। আত্মার উৎকৃষ্ট গতির নামই স্বর্গ। অতএব ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম স্বর্গ লাভের হেতু সুতরাং স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। যদি সাধক স্বকর্ম্ম করিতে মরিয়া যায়, তাহা হইলেও পর পর জন্মে ঐ স্বধর্ম্ম সাধনের সৎ প্রবৃত্তি লিঙ্গ শরীরের সহিত সঙ্গে সঙ্গে থাকে ; ঐ প্রবৃত্তি অনুসারে আবার ঐরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে এক জন্মে সিদ্ধি লাভ হইবেই, অতএব স্বধর্ম্মে মরণও ভাল। অল্পাধিকারে উচ্চ সাধন অর্থাৎ অশুদ্ধ চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলন করিলে দুর্বোধ্য তত্ত্বজ্ঞানেও প্রবেশ করিতে পারে না অথচ তত্ত্বজ্ঞানের সাধন স্বরূপ স্বধর্ম্মও নষ্ট হইয়া যায় ; দুই দিক নষ্ট হইয়া যায় অতএব সু অনুষ্ঠিত পর ধর্ম্মও উত্তম নহে। আবার ঐরূপ দুই দিক নষ্ট হইলে আত্মার অধোগতি হয় ; আত্মার অধোগতির নামই নরক ; পরধর্ম্ম নরকের হেতু সুতরাং ভয়াবহ।৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপংচরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

অন্বয়ঃ—হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিকুলোদ্ভব কৃষ্ণ) অথ অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (নিযুক্তঃ সন্) বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব (প্রেরিতঃ ইব) অনিচ্ছন্ অপি (অনভিলষন্ অপি) পাপং (নিষিদ্ধাচরণং) চরতি (অনুতিষ্ঠতি)। ৩৬

রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণোৎপন্নঃ) মহাশনঃ (মহৎ অত্যন্তং অশনং ভোজনং যস্য তথাভূতঃ) মহাপাপ্মা (অতিদুর্দ্দান্তঃ) এষ কামঃ (ভোগাভিলাষঃ) ক্রোধঃ এষ (ক্রোধোঽপি এষ কাম এব) ইহ (মোক্ষ মার্গে) এনং (কামং) বৈরিণং (শত্রুং বিঘ্নকরং) বিদ্ধি (জানীহি)। ৩৭

স্বামিটীকা—তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তম, তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয় অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥৩৬

স্বামিটীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যত্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব ; নন্থ ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং

ত্বয়োক্ত ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থ ইত্যত্র। সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ। এব কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে, অতঃ পূর্ব্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্য-ভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে, রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়ত ইতি সূচিতম্ এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব; যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনো মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ।৩৭

অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৃষ্ণিকুলোদ্ভব কৃষ্ণ! এই জীব কাহার নিয়োগে যেন বল পূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও পাপাচরণ করে? ৩৬

ভগবান্ উত্তর করিলেন, ইহা কাম, ইহা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, মহাভোজী ও মহা দুর্দ্দান্ত। এই কামেরই রূপান্তর ক্রোধ। মোক্ষমার্গে এই কামকেই বিঘ্নকারী শত্রু বলিয়া জানিও। ৩৭

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রকৃতির বশীভূত হইয়া সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির আবার অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয়, স্নেহ, লজ্জা প্রভৃতি সমস্তই প্রকৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ঐ সকলের মধ্যে কোন্‌টি বিশেষ অনিষ্টকর ও সমধিক বলবান্ ষটত্রিংশ শ্লোকে অর্জ্জুন তাহাই জানিতে চাহিলেন।৩৬

ভগবান তাহার উত্তরে বলিলেন, কামই মনুষ্যকে কুপথে লইয়া যাইবার প্রথম ও প্রধান হেতু। ঐ বাসনা হইতেই মানুষের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। উহার কারণ রজোগুণ, রজোগুণ যতই প্রবল হয় কাম অর্থাৎ ভোগ বাসনা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কামের তৃপ্তি সাধন করা এক প্রকার অসাধ্য। উহাকে ভোগ্যবস্তু যতই অর্পণ করিবে, উহা তৃপ্ত না হইয়া ততই অধিকতর অভিলাষ করিবে। মহাভারতীয় যযাতি উপখ্যানে লিখিত আছে —"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" অর্থাৎ কাম কখনই ভোগে প্রশমিত হয় না বরং ঘৃতাহুতিতে অগ্নির ন্যায় অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। অতএব কামকে প্রশ্রয় দিলে উহারই তৃপ্তিসাধন করিতে জীবন অতিবাহিত হয়, ভগবদুপাসনায় মন যায় না। ভক্তি শাস্ত্রে বলিয়াছেন "বিষয়াবিষ্ট চিত্তানং কৃষ্ণাবেশ সুদূরতঃ। বারুণী দিগগতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥" যাহাদের চিত্ত বিষয়ে ভোগে আবিষ্ট তাহাদের কৃষ্ণানুরাগ অনেকদূর; পশ্চিম দিকে যে বস্তু আছে, পূর্ব্ব দিকে গমন করিলে সে বস্তু কি পাওয়া যায়? বিষয় ভোগ ও ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত, একের দিকে মন গমন করিলে অন্যের দিকে যাইতে পারে না। অতএব মোক্ষ পাইতে হইলে বিষয় ভোগের বাসনা একেবারে ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিতে হইবে। ভোগাভিলাষই মোক্ষ প্রতিবন্ধক। আমরা আপন আপন মনের অবস্থা দেখিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারি; অপর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না।৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—যথা বহ্নিঃ (অগ্নিঃ) ধূমেন আব্রিয়তে (আচ্ছাদ্যতে) আদর্শঃ (দর্পণঃ) মলেন (ধূল্যাদিনা যথা আব্রিয়তে) যথা গর্ভঃ (কুক্ষিস্থ সন্তানঃ) উল্বেন (জরায়ুনা) আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ) তথা তেন (কামেন) ইদং আবৃতং। ৩৮

হে কৌন্তেয় দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়েন) অনলেন চ (অনলবৎসন্তাপকেন) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞান সাধকস্য) নিত্য বৈরিণা (নিত্য শত্রুনা) কামরূপেণ (কামস্বরূপেণ) এতেন জ্ঞানং আবৃতং (আচ্ছাদিতং)। ৩৯

স্বামিটীকা—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা আদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চ উল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুধ্য আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণ অপি তেন কামেন আবৃতমিদম্ ॥৩৮

স্বামিটীকা—ইদং শব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানম এতেনাবৃতম অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিতাং প্রতিপদ্যতে,জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালম অপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণেঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণঃ শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ব্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিত্বমুক্তম ॥৩৯

অনুবাদ—যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা আবৃত হয়, যেমন দর্পণ ধূলি প্রভৃতি মল দ্বারা আবৃত হয় এবং যেমন গর্ভস্থ সন্তান জরায়ুদ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ ইহা (জ্ঞান) এই কাম দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। ৩৮

হে কুন্তীনন্দন! দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ ও জ্ঞানীর নিত্যবৈরী কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। ৩৯

বিবৃতার্থ—সপ্তত্রিংশ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন কামই মোক্ষ মার্গে শত্রু স্বরূপ। অষ্টত্রিংশ ও ঊনচত্বারিংশ শ্লোকে তাহারই কারণ দেখাইলেন।

মুক্তিলাভের সাধনই জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। কামেতে অর্থাৎ ভোগ বাসনাতে ঐ জ্ঞান আবৃত হইয়া যায় অর্থাৎ হৃদয়ে কাম থাকিতে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয় না। কাম তত্ত্ব জ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে অতএব মোক্ষ মার্গে কামই পরম শত্রু। কাম কর্ত্তৃক জ্ঞান কি প্রকারে আবৃত হয় প্রথমত তাহার দুটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেন। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি এবং মল দ্বারা দর্পণ আবৃত হয় সেইরূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা দুই প্রকার আবরণ প্রদর্শিত হইল, স্বাভাবিক আবরণ ও আগন্তুক আবরণ। অগ্নির স্বাভাবিক আবরণ ধূম, অর্থাৎ যেখানে ধূম সেই খানেই অগ্নি, ধূম অগ্নির সঙ্গেই জন্মায় এবং অগ্নির সঙ্গেই থাকে; ধূমকে অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অতএব ধূম অগ্নির স্বাভাবিক আবরণ। কিন্তু দর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই মলিনতা জন্মায় না। আগন্তুক ধূলি প্রভৃতির সংশ্রবে দর্পণ আবৃত হয়; আবার

মার্জ্জনাদি দ্বারা পরিষ্কৃতও হইয়া থাকে ; অতএব ধুলি প্রভৃতি মল দর্পণের আগন্তুক আবরণ। কাম জ্ঞানের স্বাভাবিক আবরণ ও আগন্তুক আবরণ দুইই।

জীব যতদিন অবিদ্যার অধীন হইয়া থাকে ততদিন কাম তাহার জ্ঞানের স্বাভাবিক আবরণ অর্থাৎ জীব যতবার জন্ম গ্রহণ করে ততবার কাম তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া জ্ঞানকে আবৃত করে ; অতএব কাম মায়া মুগ্ধ জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানাবরণ। আবার শাস্ত্র পাঠে এবং তত্ত্বানুশীলনে জানিতে পারা যায়, জ্ঞান দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ ; জীবের দৈবদোষে বা কর্ম্মদোষে কাম উৎপন্ন হইয়া তাহার জ্ঞান আবৃত করে আবার ভজন সাধন দ্বারা অপনীতও হয়, অতএব কাম জ্ঞানের আগন্তুক আবরণও বটে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের দুই প্রকার আবরণ দেখাইবার জন্য ঐ দুই প্রকার দৃষ্টান্ত দিলেন। আবার বলিলেন যেমন জরায়ু দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান আবৃত হয় সেইরূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। ইহা সকল দিকে সর্ব্বাংশে আবরণের দৃষ্টান্ত।

অগ্নি ও ধূমের দৃষ্টান্তে কামকে জ্ঞানের স্বাভাবিক আবরণ বলিলে দোষ হয়, কেন না ধূমকে অগ্নি হইতে কখনই বিযুক্ত করা যায় না ; ঐরূপ যদি কামকে জ্ঞান হইতে কখনই বিযুক্ত করা না যাইত তবে কোন কালেও জীবের মুক্তি হইত না। আবার দর্পণ ও মলের দৃষ্টান্তে কামকে জ্ঞানের কেবল আগন্তুক আবরণ বলা হইত তাহাতেও দোষ হইত, কেন না যেমন ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ দর্পণের মলিনতা দূর করা যায় সেইরূপ ইচ্ছা করিলে

কাম অপনীত করিয়া জীব তৎক্ষণাৎ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পাইত। এই দুই দোষ নিরাস করিবার জন্য ভগবান দুই প্রকার দৃষ্টান্তে কামকে জ্ঞানের স্বাভাবিক ও আগন্তুক দুই প্রকার আবরণই বলিলেন।

আবার ধূম অগ্নিকে সর্ব্বাংশে আবৃত করে না, অগ্নির কিয়দংশ অনাবৃতও থাকে এবং ধূলিতে দর্পণ আবৃত হইলেও তাহার কোন কোন অংশ পরিষ্কারও থাকিতে পারে। কিন্তু মায়া মুগ্ধ জীবের তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই কামে আবৃত হইয়া যায় সেই জন্য ভগবান্ এই দুই দৃষ্টান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া গর্ভস্থ সন্তান ও জরায়ুর তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে জরায়ু যেমন গর্ভস্থ সন্তানকে সম্পূর্ণ আবৃত করে সেইরূপ কাম তত্ত্বজ্ঞানকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখে।৩৮

উনচত্বারিংশ শ্লোকে পূর্ব্ব কথাই পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে কামকে জ্ঞানীর নিত্য বৈরী বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে ভোগ লালস অজ্ঞানী কোনও বিষয় ভোগ করিবার সময়ে কামকে পরম হিতকর মিত্র বলিয়া মনে করে, আবার ভোগ্য বিষয় না পাইলে কামই শত্রুর ন্যায় সন্তাপদায়ক হয়; অতএব কাম কামীর নিত্য বৈরী নহে; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি ভোগ্য বস্তু পাইলে এবং না পাইলে সকল সময়েই কামকে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন অতএব কাম জ্ঞানীর নিত্য বৈরী।

যাঁহারা জ্ঞান লাভের অধিকারী এবং অভিলাষী তাঁহারা সকল সময়েই কামকে শত্রু বলিয়া মনে করিবেন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ।৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্ ॥৪১

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়ানি (চক্ষুবাদীনি) মনঃ (সংকল্প বিকল্পাত্মকং) বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা) অস্য (কামস্য) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়ঃ) উচ্যতে ; এষঃ (কামঃ) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানং আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) দেহিনং (দেহাভিমানিনং জীবং) বিমোহয়তি (বিশেষেণ মোহয়তি) । ৪০

(হে) ভবতর্ষভ (ভরতেষু ভরতকুলোৎপন্নেষু ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ তৎ সম্বোধনং) তস্মাৎ (হেতোঃ) ত্বং আদৌ (প্রথমং) ইন্দ্রিয়ানি নিয়ম্য (সংযত্য) জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনং (পরোক্ষাপরোক্ষ জ্ঞানাচ্ছাদকং) পাপ্মানং (পাপরূপং) এনং (কামং) হি (নিশ্চিতং) প্রজহি (প্রকর্ষেণ নাশয়) । ৪১

স্বামিটীকা—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ— ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সংকল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্য আবির্ভাবাৎ ইন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ অস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এষ তরিন্দ্রিয়াদিভির্দ্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্ব্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥৪০

স্বামিটীকা—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহি হিপরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশকম। যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪১

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে এই কামের আশ্রয় বলিয়া থাকেন। এই কাম ইহাদের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদন করিয়া দেহাভিমানী জীবকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করে। ৪০

অতএব হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক এই পাপিষ্ঠকে নিশ্চয় বিনাশ কর। ৪১

বিবৃভাষ্য—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কামের পবিচয় দিয়া এখন তাহাকে বিনাশ করিবার উপায় বলিতেছেন। শত্রু কোথায় থাকে তাহা না জানিলে শত্রুকে বিনাশ করা যায় না এই জন্য প্রথমে কামের আশ্রয় বলিলেন।

প্রথমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইলে মনে মনে ঐ সকল বিষয় ভোগ করিবার সংকল্প হয়, তাহার পর বুদ্ধিতে ভোগ করাই স্থির হইয়া যায়। তৎপরেই অথবা স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাম অর্থাৎ ভোগাভিলাষ বলবান হইয়া উঠে; অতএব ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিই কামের আশ্রয়। যদি ঐ কামকে বিনাশ অর্থাৎ জয় করিতে হয়, তবে পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া উচিৎ অর্থাৎ যাহাতে সুন্দর ভোগ্য বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর না হয়

তাহাই করা কর্ত্তব্য। চতুস্ত্রিংশ শ্লোকের বিবৃতার্থে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।৪০।৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়ানি পরাণি (দেহাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠানি) আহুঃ (উক্তবন্তঃ) মনঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং (আহুঃ) বুদ্ধিঃ তু মনসঃ পরং (ইতি আহুঃ) যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ (শ্রেষ্ঠত্বেন অবস্থিতঃ) সঃ (আত্মা)। ৪২

(হে) মহাবাহো! এবং (অনেন প্রকারেণ) বুদ্ধে পরং (আত্মানং) বুদ্ধা (বিজ্ঞায়) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) সংস্তভ্য (নিশ্চলং কৃত্বা) দুরাসদং (দুর্গ্রাহ্যং) কামরূপং (কাম স্বরূপং) শত্রুং জহি (নাশয় ত্যজ ইত্যর্থঃ)

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু তৃতীয়াধ্যায়ান্বয়ঃ।

স্বামিটীকা—অথাত্ম প্রসন্নতয়া চিত্তপ্রণিধানেন ইন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ

পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ; মনসশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংকল্পস্য ; যস্তু বুদ্ধেঃ পরস্তৎ-সাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা ; তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পবামৃশ্যতে ॥৪২

স্বামিটীকা—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ ॥৪৩

অনুবাদ—দেহাদি অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ এবং মন অপেক্ষা বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়াছেন, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ! ৪২

হে মহাবাহো ! এইরূপ যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে জানিয়া এবং বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া দুর্জ্জয় কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর অর্থাৎ পরিত্যাগ কর। ৪৩

বিবৃতার্থ—জীব চৈতন্য স্বরূপ কিন্তু মায়া মুগ্ধ জীব তাহা না জানিয়া ইন্দ্রিয় সংবলিত অস্থি মাংসময় এই জড় দেহকেই "আমি" বলিয়া স্থির করে। আপন আপন সুখ সকলেরই লক্ষ্য ; সুতরাং ইন্দ্রিয় যুক্ত দেহকে "আমি" মনে করিলে যাহাতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আরাম বোধ হয় তাহাই লক্ষ্য হইবে। এই নিমিত্ত দেহেন্দ্রিয়ের সুখই মায়া মুগ্ধ জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। জীব ভ্রান্তি প্রযুক্ত ভুতময় হইয়াছে সুতরাং ভৌতিক পদার্থই তাহার সুখকর ভোগ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভৌতিক ভোগ্য

বস্তু ভোগ করিবার জন্য যে উৎকৃষ্ট অভিলাষ তাহারই নাম "কাম"। অলীক "আমি" স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য জীব কামের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে চিনিতে পারিলেই আর ইন্দ্রিয়কে "আমি" বলিবে না, ভৌতিক পদার্থকে আপন ভোগ্য বলিয়া মনে করিবে না, সুতরাং মোহ কর কামেরও বশীভূত হইবে না।

আত্মাকে চিনিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, দেহ ত অস্থি মাংস ময় জড় পদার্থ তবে কেমন করিয়া চলিয়া বেড়ায়, কেমন করিয়া কথা কহে এবং কেমন করিয়াই বা পান ভোজনাদি করিয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়ের উপর দৃষ্টি পড়িবে; তখন বুঝিতে পারিবে ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে দেহ নানা প্রকার ক্রিয়া করিতেছে, অতএব ইন্দ্রিয় দেহের পরিচালক সুতরাং ইন্দ্রিয়ই দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইন্দ্রিয়ই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আমি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনের উপর দৃষ্টি পড়িবে, এবং দেখিবে মনের সাহায্য ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে পারে না অতএব মনই ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মনই আত্মা, মনই আমি। তাহার পর বুদ্ধির উপর দৃষ্টি পড়িবে, তখন বুঝিবে মন ইন্দ্রিয়ের চালক বটে কিন্তু কেবল সন্দেহই করে, কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, বুদ্ধিই মনকে সত্য পথ দেখাইতেছে, মনকে প্রকাশ করিতেছে, অতএব বুদ্ধিই মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—বুদ্ধিই আত্মা, বুদ্ধিই আমি। তাহার পর প্রকৃত আত্মার দিকে দৃষ্টি পড়িবে, মনে হইবে বুদ্ধিত সত্বগুণের বিকার জড় পদার্থ, জড় হইয়া অপর

জড়কে প্রকাশ করিবে কিরূপে! অতএব বুদ্ধির ও প্রকাশক ও পরিচালক চৈতন্য স্বরূপ একটা কিছু আছেই আছে। সেই চৈতন্যই বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতেছে; তবে বুদ্ধি মনকে প্রকাশ করিতেছে, তবে মন ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিতেছে এবং তবে ইন্দ্রিয় দেহকে প্রকাশ করিতেছে; অতএব সর্ব্ব প্রকাশক সেই চৈতন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই চৈতন্যই আত্মা সেই চৈতন্যই আমি। আমি যদি চৈতন্য স্বরূপ হইলাম তবে আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই কোন ভৌতিক ভোগ্য বস্তুতে আমার প্রয়োজনই নাই; তবে আমি জড়ের তৃপ্তির জন্য কামের বশীভূত হইব কেন? অনুক্ষণ এইরূপ অনুশীলন করিলে কাম আর জীবকে বশীভূত করিতে পারে না। ইহারই নাম কামকে বিনাশ করা।

এই স্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্ম্ম যোগ অর্থাৎ কর্ম্মেই নিষ্ঠা, কর্ম্মেই অভিনিবেশ। অভিনিবেশের সহিত এই তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুতেই অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে শাস্ত্রবিহিত নিজ নিজ বর্ণোচিত এবং নিজ নিজ আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিলে সংসারী জীব ক্রমে ক্রমে মুক্তি লাভ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে দেহ রক্ষার্থে অন্ন পাকাদি এবং পান ভোজনাদি যে সকল অত্যাবশ্যক স্বাভাবিক কর্ম্ম তাহাও ঐরূপ বিষ্ণু প্রীতির উদ্দেশে করিতে পারিলে তাহাও যজ্ঞ, তাহাও ভগবদ্ভজন এবং তাহাও মুক্তিলাভের উপায় হইয়া দাঁড়ায়। ফলতঃ বিষ্ণু প্রীতির উদ্দেশ্য না থাকিলে শাস্ত্র বিহিত

যাগ যজ্ঞাদিও বন্ধনের কারণ, পক্ষান্তরে বিষ্ণু প্রীতির উদ্দেশে স্বাভাবিক পান ভোজনাদিও মুক্তির হেতু। সমস্ত ভক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই গীতা শাস্ত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপযুক্ত অনেক অত্যুচ্চ ও অতি সূক্ষ্ম পারমার্থিক উপদেশ আছে। কিন্তু সাধন করিতে হইলে আমাদের ন্যায় অজ্ঞ লোকের পক্ষে এই তৃতীয় অধ্যায়োক্ত কর্ম্ম যোগেই একমাত্র উপযোগী।

স্বধর্ম্মে ভজিলে যাঁরে মুক্তি লাভ হয়।
সর্ব্ব কর্ম্মে সেই কৃষ্ণে তুষিবে নিশ্চয়॥

ইতি ভাগবতাচার্য্য শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি কৃত বিবৃতার্থে
তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ—অহং বিবস্বতে (তন্নাম্নে অদিতি পুত্রায়) অব্যয়ং (অক্ষয় ফলং) ইমং যোগং (দ্বিতীয় তৃতীয়াধ্যায়োক্তং জ্ঞানযোগং কর্ম্ম যোগং চ) প্রোক্তবান্ (প্রকর্ষেণ উক্তবান্) বিবস্বান্ (আদিত্যঃ) মনবে (স্বপুত্রায় শ্রাদ্ধ দেবায়) প্রাহ (উক্তবান্) মনুঃ (শ্রাদ্ধদেবঃ) ইক্ষ্বাকবে (তন্নাম্নে স্বপুত্রায়) অব্রবীৎ (উবাচ)।১

স্বামিটীকা—আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ; তত্ত্বং-পদ-বিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥ এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়কজ্ঞানযোগোপায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ। তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বং পদার্থবিবেকাদিনাচ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাৎ অব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্; স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ; স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি আদিত্যকে এই অব্যয় জ্ঞান যোগ ও কর্ম্মযোগ বলিয়াছিলাম; আদিত্য আপন পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামক মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু আপন পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।১

বিবরণার্থ—ব্রহ্মার অন্যতম মানস পুত্রের নাম মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে এক পত্নীর নাম অদিতি; অদিতির গর্ভে যে সকল দেব পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একের নাম বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্রের নাম শ্রাদ্ধদেব। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের চতুর্দ্দশ অধিপতির সাধারণ নাম মনু। এই শ্রাদ্ধদেব বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি এই নিমিত্ত ইহাঁরও অপর নাম মনু। বিবস্বানের পুত্র বলিয়া ইনি বৈবস্বত মনু নামে বিখ্যাত। বৈবস্বত মনুর পুত্র সূর্য্য বংশের আদি রাজা ইক্ষ্বাকু। ভগবান্ বলিলেন আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের অতি প্রাচীনতা ও নিত্যতা প্রদর্শিত হইল। মূল শ্লোকে যে অব্যয় বলিয়া যোগের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামি তাহার অর্থ করিয়াছেন "অব্যয় ফলত্বাদব্যয়ং" অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ফল অব্যয় সেই জন্য যোগকে অব্যয় বলা হইয়াছে। অতি উত্তম কথা।১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩

অন্বয়ঃ—রাজর্ষয়ঃ (পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ অন্যে) এবং (অনেন প্রকারেণ) পরম্পরাপ্রাপ্তং (পরম্পরয়া সম্প্রদায়ধারয়া প্রাপ্তং) ইমং যোগং বিদুঃ (জানন্তিস্ম) পরন্তপ (হে শত্রুনাশন) ইহ (মর্ত্ত্য লোকে) মহতা (অতি দীর্ঘেণ) কালেন সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) যোগঃ নষ্টঃ (বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ঃ জাতঃ)।২

মে (মম) ভক্তোঽসি সখা চ (অসি) ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) অদ্য ময়া স এব পুরাতনঃ যোগঃ তে (তুভ্যং) উক্তঃ (কথিতঃ) হি (যস্মাৎ) এতৎ (যোগজ্ঞানং) উত্তমং (উৎকৃষ্টং) রহস্যং (গোপ্যং চ)।৩

স্বামিটীকা—এবমিতি! এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥২

স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্।৩

অনুবাদ—তাহার পরবর্ত্তী অন্যান্য রাজর্ষিগণ এইরূপে লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া এই যোগ জানিয়া ছিলেন। হে শত্রুনাশন! এই মর্ত্ত্য লোকে অতি দীর্ঘকালে সেই যোগ নষ্ট হইয়াছিল।২

তুমি আমার ভক্ত ও সখা এই নিমিত্ত অদ্য আমি সেই পুরাতন যোগ তোমাকে বলিলাম। (অন্য কেহ হইলে বলিতাম না)। যে হেতুক ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও গোপনীয়।৩

বিবৃতার্থ—একজন আদি গুরু একটি কিংবা বহুশিষ্য-কে এক প্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশ দিলেন; ঐ শিষ্য আবার গুরু পদ পাইয়া অপর কতক লোককে ঐরূপ উপদেশ দিলেন; আবার তাঁহারাও ঐরূপ উপদেশ দানে অপর কতকগুলি শিষ্য করিলেন। শাস্ত্রের একই প্রকার সিদ্ধান্ত ও উপদেশ ধারা-বাহিক রূপে গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই শিষ্য, প্রশিষ্য এবং তৎশিষ্যাদির ধারা, ইহার নাম সম্প্রদায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনা হইতে বিবস্বান্, মনু, ইক্ষাকু এবং অন্যান্য রাজর্ষিগণ পর্য্যন্ত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের সম্প্রদায় দেখাইলেন এবং বলিলেন অতি দীর্ঘকালে সে যোগ নষ্ট হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর যোগ নষ্ট হওয়ার অর্থ করিলেন "নষ্টঃ বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ যোগ নষ্ট হইল ইহার অর্থ "যোগের সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল"। তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামি বলিলেন "স এবায়ং যোগো বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ"। অর্থাৎ যোগ সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইলে সেই এই যোগ আমি তোমাকে বলিলাম। উভয়ের অভিপ্রায় একই। অতএব শাস্ত্র নষ্ট হয় না, সম্প্রদায় নষ্ট হওয়াই শাস্ত্র নষ্ট হওয়া।

লোক হিতৈষ নিঃস্বার্থ তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু অতি দুর্ল্লভ বহুদিন পরে ঈশ্বরেচ্ছায় এক এক জন জন্মিয়া থাকেন যতদিন তাঁহার উপদেশ গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হয় ততদিন শাস্ত্রে অর্থ ও উপাসনা প্রণালী অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহার পর কা ক্রমে মনুষ্যের মনে দম্ভ আসিয়া পড়ে, কেহই অন্যের উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে না; অপরকে গুরু বলিয়া আপনি লঘু হইতে চাহে না; সকলেই যৎসামান্য পঠিত বিদ্যায় আপনাকে পণ্ডিত মনে করিয়া স্ব স্ব প্রধান ও স্বয়ং গুরু হইয়া উঠে। সকলের বুদ্ধিবৃত্তি সমান নহে সুতরাং শাস্ত্রের নানা প্রকা কল্পিত অর্থ প্রকাশিত হইতে থাকে; ধর্ম্ম কেবল বাক্যে পর্য্যবসিত হয়; অনুষ্ঠান একবারেই উঠিয়া যায়। পৃথিবী সকল দেশে সকল ধর্ম্মই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। এইরূপে ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয় এবং ইহাকেই ধর্ম্ম নষ্ট বা যোগ নষ্ট বলা হইয়া থাকে। ইহাও লীলাময়ের লীলাময়ী ইচ্ছাতে হয় সুতরাং কাহাকেও দোষী বলা যায় না। ইহা অবশ্যম্ভাবী

এই নিমিত্তই ভগবান্ বলিলেন—আমি বিবস্বান্‌কে যে যোগের উপদেশ দিয়াছিলাম তাহা কিছুদিন গুরু পরম্পরা ও শিষ্য পরম্পরায় উপদিষ্ট ও অনুষ্ঠিত হইয়া কাল ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এখন তোমাকে উপযুক্ত দেখিয়া আবার সেই যোগের উপদেশ দিলাম।২

তৃতীয় শ্লোকে যদিও বিশেষ কথা আর কিছুই নাই তথাপি যাঁহারা গীতার উপদেশানুসারে সাধন করিতে চাহে

তাহাদের অবশ্য জানিবার বিষয় একটি আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন তুমি আমার সখা, এই সখা শব্দের অভিপ্রায় লইয়া আমরা সেই বিষয়ের কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

আমরা উপনিষৎ, পুরাণ ও শ্রীমদ্‌গীতা আলোচনা করিয়া তিনটি সখিযুগল দেখিতে পাই। মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"॥ অর্থাৎ "দুটি পক্ষী পরস্পর সখা; উভয়ে সর্ব্বদা মিলিত হইয়া একই বৃক্ষে অবস্থান করে। উহাদের মধ্যে একটি পক্ষী সেই বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপর পক্ষিটি অনশনে অবস্থান করিয়া অধিকতর প্রকাশ পায়"। এখানে দুটি সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী শব্দের লক্ষ্যার্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বৃক্ষ শব্দের অর্থ দেহ পিপ্পল শব্দের লক্ষ্যার্থ দেহ বৃক্ষের ফল অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ; সমুদায় বাক্যের লক্ষ্যার্থ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে পরস্পর সখা, উভয়ে একই দেহে মিলিত হইয়া অবস্থান করে; জীবাত্মা দেহকৃত কর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে; পরমাত্মা সুখ দুঃখে নির্লিপ্ত ও অধিকতর প্রকাশমান হইয়া কেবল সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করেন। আমরা উপনিষৎ আলোচনা করিয়া এই এক নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ সখি যুগল পাইলাম। উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা অল্পজ্ঞ এবং পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, জীবাত্মা সাক্ষ্য এবং পরমাত্মা সাক্ষী।

যখন আমরা পুরাণ আলোচনা করি তখন আর এক সখি যুগল দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বলিতেছেন—"সংস্তুতো ভগবানিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ কুরূদ্বহ ॥" অর্থাৎ হে কুরূদ্বহ! নরের সখা নারায়ণ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া প্রীত চিত্তে বলিলেন। নর শব্দের অর্থ মনুষ্য বা জীব এবং নারায়ণ পরমাত্মা ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। অতএব উপনিষদোক্ত দেহস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বদরিকাশ্রমে ঋষিরূপী নর ও নারায়ণ, ইহাঁরা পরস্পর সখা। ইহাঁদের মধ্যে নর শিষ্য নারায়ণ গুরু এবং নর অল্পজ্ঞ ও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ। এখন আমরা পুরাণ পাঠে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবতার ঋষিরূপী দুই সখাকে পাইলাম।

আবার আমরা যখন শ্রীমদ্গীতা পাঠ করি তখন একই রথে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ নামক দুই সখাকে দেখিতে পাই; ভগবান্ নিজেই বলিতেছেন "স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোহসিমে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম ॥" দেহস্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণ এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; বদরিকাশ্রমস্থিত সেই নর ও নারায়ণই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রথোপরি নরাকারধারী অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ; অর্জ্জুন চাল্য শ্রীকৃষ্ণ চালক; অর্জ্জুন অল্পজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে বলিয়াছেন—"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতেণ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদু

কুরূদ্বহৌ ॥ অর্থাৎ শ্রীহরির অংশ সেই নর ও নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ বর্ণে ও কৃষ্ণ নামে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কুরুবংশ ও যদুবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন "ধর্ম্মপুত্রৌ হরেবংশৌ নরনারায়ণাভিধৌ। চন্দ্রবংশ মনুপ্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ॥" অর্থাৎ শ্রীহরির অংশ ধর্ম্ম পুত্র নর ও নারায়ণ উভয়ে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ নামে চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রেও বলিয়াছেন "অর্জ্জুন তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্" অর্থাৎ অর্জ্জুন নরের অবতার এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ। আমরা এখন তৃতীয় সখি যুগল দেখিতে পাইলাম এবং দেখিলাম যাঁহারা দেহ মধ্যে সখ্য ভাবে সূক্ষ্মাকারে জীবাত্মা ও পরমাত্মা তাঁহারাই বদরিকাশ্রমে সখ্য ভাবে ঋষিরূপে নর ও নারায়ণ এবং তাঁহারাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রথোপরি সখ্যভাবে নরাকারে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ।

এখন আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি জীব ও পরব্রহ্মের সখ্য ভাব নিত্য অতএব এই তিন সখি যুগল মায়াতীত, জগৎ সম্বন্ধ শূন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিত্যই আছে ও থাকিবে। উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্য হইতেই আমরা ইহা অসন্দিগ্ধ রূপে অনুমান করিতে পারি যে জীব ব্রহ্মের পরম সখ্য ভাব নিত্য। শ্রুতি বলিলেন পরস্পর সখ্য ভাবাপন্ন দুটি পক্ষী সমান বৃক্ষে বাস করে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইল, বৃক্ষ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে ঐ দুই পক্ষী এবং উভয়ের সখ্যভাব বর্ত্তমান ছিল; আবার বৃক্ষ বিনষ্ট হইলেও বর্ত্তমান থাকিবে। অতএব দেহ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বেও জীবাত্মা

ও পরমাত্মা অনাদিকাল হইতে সখ্য ভাবেই বর্ত্তমান আছে এবং দেহ সমূলে উন্মূলিত হইলেও অনন্তকাল পর্য্যন্ত সখ্যভাবেই বর্ত্তমান থাকিবে। এখন ইহা বুঝিতে পারা গেল, মায়াতীত পরব্রহ্ম, দেহাশ্রিত পরমাত্মা, বদবিকাস্থ নারায়ণ ও রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু এবং মায়াতীত চৈতন্য স্বরূপ শুদ্ধ জীব, দেহাশ্রিত গুণময় জীবাত্মা, বদরিকাস্থ নর ও রথস্থিত অর্জ্জুন একই পদার্থ ও নিত্য সখ্যভাবে সন্মিলিত। তাই ভক্তি শাস্ত্রে সখ্য ভাবেই চরম কৃষ্ণোপাসনার বিধি বিহিত হইয়াছে। মধুর ভাবেই সখ্য ভাবের চূড়ান্ত অতএব মধুর ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জীব সাধন বলে যখন শুদ্ধ জীবভূতা প্রকৃতি হইবে, সংসার ছাড়িয়া তখনই পরব্রহ্মকে বা পরমাত্মাকে বা নারায়ণকে বা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাণ সখা বলিয়া আলিঙ্গন করিবে শ্রীরাধা হইয়া যাইবে। জীব মায়া গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বকীয় সত্য সখাকে ভুলিয়া গিয়া মায়াময় সংসারের সহিত সখ্য পাতাইয়াছে। সংসার ভয়ময়, ভয়ের সহিত সখ্য পাতাইয়াছে বলিয়াই—জীবের সর্ব্বদাই ভয়, নতুবা মায়াতীত অনাদি নিধন অভয় স্বরূপ পরমানন্দময় পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ যাহার নিত্যসখা তাহার আবার ভয় কিসের ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার সখা, ইহা কেবল এইবার কার সংসার সম্বন্ধীয় সখ্য ভাব ধরিয়া বলেন নাই; জীব ব্রহ্মের নিত্য সখ্যই তাঁহার অভিপ্রেত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবানের ঐ কথায় বিশেষ বলিবার বিষয় কিছুই না থাকিলেও সাধকের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

কিছু আছে। "সখা" শব্দ লইয়া যেরূপ আলোচনা করা হইল আমাদের বোধ হয় সাধক মাত্রেরই উহা অবশ্য জানা উচিত। জীব ও ব্রহ্ম অনুলোম ও বিলোম ক্রমে কেমন সূক্ষ্ম হইতে পরে পরে স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম হইয়াছে এবং কেমন স্থূলতম হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইয়া স্বরূপে অবস্থান করে ইহা জানিতে পারিলে সাধন পথ সুগম হইয়া উঠে। আমাদের মনে হয় পাণ্ডিত্য বলে ভগবদ্ বাক্যের কল্পিত অর্থান্তর না করিয়া যথাস্থির অক্ষরার্থই বিস্তারপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলে গীতানুরাগী সাধকের অধিকতর উপকার হইতে পারে। আমরা যথার্থ সিদ্ধান্ত দেখাইতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না তবে ঐরূপ ধারণাতেই সহজ কথা লইয়া এত বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইল।৩

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪

অন্বয়৪—ভবতঃ (তব) জন্ম (বসুদেব গৃহে আবির্ভাবঃ) অপরং (অর্ব্বাচীনং) বিবস্বতঃ (অদিতিপুত্রস্য) জন্ম (উৎপত্তিঃ) পরং (প্রাক্‌কালীনং) ত্বং আদৌ (প্রথমং) প্রোক্তবান্ ইত্যেতৎ কথং বিজানীয়াং (জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্)।৪

স্বামিটীকা—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরং অর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং

প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম ; তস্মাৎ তব আধুনিকত্বাচ্চিরন্তনীয় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্॥৪

অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার জন্ম আধুনিক এবং বিবস্বানের জন্ম পূর্ব্বকালীন ; তবে তুমিই যে, প্রথমে বিবস্বানকে বলিয়াছিলে ইহা কিরূপে বুঝিব ? ।৪

বিবৃতার্থ—সারজ্ঞ ভাষ্যকার শঙ্কর এই শ্লোকের আভাষে লিখিলেন "ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধ মুক্তমিতি মা ভূৎ কস্যচিৎ বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ব্বন্ অর্জ্জুন উবাচ—অর্থাৎ ভগবান্ বিরুদ্ধ কথা বলিলেন, এরূপ ধারণা না হয় এই অভিপ্রায়ে বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন প্রশ্নের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাষ্যকারের মতে অর্জ্জুন ভগবানকে চিনিতেন ; ভগবানের বাক্য বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই ; এ প্রশ্নও তাঁহার নহে। যাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত নহে তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার এই প্রশ্নের ছল মাত্র। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন সেই ভক্ত চূড়ামণি মহাপুরুষের এই কথাই বটে।৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬

অন্বয়ঃ—(হে) অর্জ্জুন মে (মম) তব চ বহূনি (অনেকানি) জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তাণি); পরন্তপ (হে অরাতি যাতন) অহং তানি সর্ব্বাণি (মম তব চ জন্মানি) বেদ (জানামি) ত্বং ন বেত্থ (ন জানামি) ।৫

(অহং) অজোঽপি (জন্ম বহিতোঽপি সন্) অব্যয়াত্মা (অব্যয়ঃ আত্মা যস্য সঃ অনশ্বব স্বভাবোঽপি সন্) ভূতানাং (সর্ব্ব প্রাণিনাং) ঈশ্বরোঽপি (নিয়ন্তাপি সন্) স্বাং (স্বকীয়াং শুদ্ধসত্ত্বামিকাং) প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় (স্বীকৃত্য) আত্মমায়য়া (অঘটনঘটন পটীয়স্যা নিজ শক্ত্যা) সম্ভাবামি (সম্ভূতমিবাত্মানং দর্শয়ামি) ।৬

স্বামিটীকাঃ—ইতি পৃষ্টবন্তমর্জ্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তবং শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তান্যহং সর্ব্বাণি বেদ জানামি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥৫

নন্থ অনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জ্জন্ম? যেন বহূনি মে ব্যতীতানীত্যুচ্যতে? ঈশ্বরস্য তব পুণ্যাপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্ তথা

ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। নন্বু তথাপি ষোড়শ কলাত্মকলিঙ্গ-দেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তম্—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥৬

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে অর্জ্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। হে পরন্তপ! আমি সেই সকল জন্ম জানি, তুমি জাননা।৫

আমি জন্ম বিহীন হইয়াও, অনশ্বর হইয়াও এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হইয়াও আপন শুদ্ধ সত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম মায়ায় সম্ভূত হইয়া থাকি।৬

বিবৃতার্থ—ভগবদ্ বাক্যের প্রথম শ্লোকে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য আভাষ দিয়াছেন "যা বাসুদেবেঽনীশ্বরত্বাসর্ব্বজ্ঞত্বাশঙ্কা মূর্খানাং তাং পরিহরণ্ ভগবানুবাচ"—অর্থাৎ মূর্খেরা বাসুদেবকে অনীশ্বর ও অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আশঙ্কা করে সেই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিলেন। আনন্দগিরি ঐ আভাষের আবার আভাষ দিয়াছেন "ভগবত্যজ্ঞানাং মনুষত্বশঙ্কা বারয়িতুং প্রতিবচন মবতারয়তি" অর্থাৎ অজ্ঞেরা ভগবানকে যে মনুষ্য বলিয়া আশঙ্কা করে সেই আশঙ্কা নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রতি-বচন অবতারিত করিতেছেন। ইহঁারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কেহই তাহাকে মনুষ্য বলেন নাই; যঁাহারা শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য বলে তাহা-দিগকে মূর্খ ও অজ্ঞ বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন। প্রাচীন্ ও অর্ব্বা-

টান সমস্ত ভাষ্যকারই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন; আমরাও তাহাই বলি।

পূর্ণব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্ ক্রীড়ার নিমিত্ত আপনিই চিৎ ও জড় স্বরূপে জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন। জীব মাত্রেই তাঁহার অংশ। সমস্ত জীব নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে ও মরিতেছে, আসিতেছে ও যাইতেছে। এক এক জীব কতবার আসিয়াছে, কতবার গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; কর্ম্মক্ষয়ও হয়না, জীবের যাতায়াতও রহিত হয়না। সমস্ত জীবের মধ্যে কে কেমন কর্ম্ম করিতেছে, ভগবানও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ক্রীড়ার ছলে তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত এবং সৎ কর্ম্মের উপদেশ দিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অবতার রূপে আসিয়া থাকেন। কখনও অংশে, কখনও অংশাংশে, কখনও বা প্রয়োজনের গুরুত্বানুসারে স্বয়ং পূর্ণ স্বরূপেও অবতীর্ণ হয়েন। এবার বৈবস্বত মনু অধিকৃত অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে নানা প্রকারের দুরাবস্থা দেখিয়া তাহা অপনয়ন করিবার নিমিত্ত পূর্ণ স্বরূপে স্বয়ং আসিয়াছেন।

নারায়ণ স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অবতার রূপে অনেকবার অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং নর স্বরূপ অর্জ্জুনও জীবরূপে বহুবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অবিদ্যামুক্ত শিব ও অবিদ্যাবদ্ধ জীব; অতএব শিব স্বরূপ জ্ঞানানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অতীত কালের ও অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত ঘটনাই অবগত আছেন; পক্ষান্তরে অবিদ্যাবদ্ধ অতএব অজ্ঞানময় জীব স্বরূপ অর্জ্জুন

অব্যবহিত পূর্ব্ব জন্মের কথাও ভুলিয়া গিয়াছেন এবং অব্যবহিত পরক্ষণের ভবিষ্যৎ ঘটনাও জানিতে সক্ষম নহেন। সেই নিমিত্ত ভগবান বলিলেন আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে আমি সে সকল জানি, তুমি জান না। আমরা তৃতীয় শ্লোকের বিবৃতার্থে দেখাইয়াছি জীব স্বরূপ অর্জ্জুন অল্পজ্ঞ এবং পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ।

পর শ্লোকে ভগবান বলিলেন আমি জন্ম বিহীন হইয়াও, অক্ষয় হইয়াও এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হইয়াও স্বরূপ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মায়া প্রভাবে সম্ভূত হই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ ক্রীড়ার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন; জীবের ন্যায় তাঁহার কর্ম্মাধীন জন্ম নহে। অতএব তাঁহার শ্রী বিগ্রহে অস্থি মাংসাদি নাই এবং জীব শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক প্রভৃতি যন্ত্রণাও নাই। তথাপি তিনি আপন অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আপনাকে অস্থি মাংসময়ের ন্যায় এবং কখন কখন ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর, রোগ শোক আক্রান্তের ন্যায় দেখাইতেন। যেমন রঙ্গালয়ের অভিনেতা সাধু হইয়াও চোর সাজিয়া কপট প্রহার সহ্য করে, সুস্থ হইয়াও রোগী সাজিয়া যন্ত্রণার ভার প্রদর্শন করে এবং ধনী হইয়াও দরিদ্র সাজিয়া অভাবের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহার বেদনা নাই, যন্ত্রণা নাই, অভাবও নাই। লীলাময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্য ভাব প্রদর্শন করা ঠিক সেই রূপ।৫।৬

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। "প্লাতি)

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত যদা যদা (যস্মিন্ যস্মিন্ কালে) ধর্ম্মস্য (শান্তি সাধনস্য) গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য (তদ্‌বিপরীতস্য) অভ্যুত্থানং (আধিক্যং চ) ভবতি হি (নিশ্চিতং) তদা (তদা তদা) অহং আত্মানং সৃজামি (প্রকটয়ামি)।৭

ঃ (স্বধর্ম্ম বর্ত্তিনাং) পরিত্রাণায় (রক্ষণায়) দুষ্কৃতাং (দুষ্কর্ম্ম- বিনাশায় (বধায় চ) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মস্য সংস্থাপনমেব য়াজনং তস্মৈ) যুগে যুগে (প্রতিযুগং তত্তদবসরে) সম্ভবামি ।ং প্রকটয়ামি)।৮

মিতাক্ষরা—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। নির্ধর্ম্মস্য। অধর্ম্মস্যচ অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭

কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধুনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায় দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ; নচৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম। যথাহুঃ—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ ॥" ইতি ॥৮

অব্যবহি**অনুবাদ ঃ**—হে ভারত যখন যখন ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের
পর ...ত হয় তখন তখনই আমি আত্ম প্রকাশ করি।৭

সাধুদিগের পবিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্কর্ম্মকারীদের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে সম্ভূত হইয়া থাকি।৮

বিবৃতার্থ—সাধারণ লোকে প্রীতি পূর্ব্বক আত্মীয়গণকে রক্ষা করে এবং ক্রোধ বশতঃ বিপক্ষকে বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবানের কেহ আত্মীয় নাই অনাত্মীয়ও নাই সুতরাং প্রীতিও নাই ক্রোধও নাই অথচ কাহাকেও রক্ষা করেন কাহাকেও বিনাশ করেন। তাঁহার মনে কোন প্রকার ক্ষোভ হয় না অথচ তাঁহা হইতেই প্রীতি জনক ও ক্রোধ জনক কার্য্য হইয়া যায়। যথাবসরে ভগবান নিজেই এ কথা বলিবেন এবং আমরাও সেই সময় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব। এই দুই শ্লোকে ভগবৎ সম্ভবের প্রয়োজন প্রদর্শিত হইল।৭।৮

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০

অন্বয় ঃ—যঃ (জনঃ) এবং (এবম্প্রকারং) মে দিব্যং (অলৌকিকং অপ্রাকৃতং) জন্ম কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (যথার্থতঃ) বেত্তি

(জানাতি)) সঃ দেহং ত্যক্ত্বা (মৃত্বা) পুনঃ জন্ম ন এতি (ন প্রাপ্নোতি) মাং এতি (প্রাপ্নোতি)।৯

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগ ভয় ক্রোধ শূন্যাঃ) মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) মাং উপাশ্রিতাঃ (মাং শরণং গতাঃ) বহবঃ (সাধকাঃ) জ্ঞানতপসা (জ্ঞানং এব তপঃতেন) পূতাঃ (বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ) মদ্ভাবং (মম ভাবঃ মদ্ভাবঃ তং পরমানন্দরূপং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ।১০

স্বামিটীকা :—এবং বিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং ন এতি কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥৯

কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধর্ম্মপরিপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলভ্যং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ। তয়োর্দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ বহবঃ ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১০

অনুবাদ :—হে অর্জ্জুন যে ব্যক্তি আমার এইরূপ অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থ রূপে জানিতে পারেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া আর জন্ম লাভ করেন না, আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৯

রাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য আমাতেই অর্পিত চিত্ত মদাশ্রিত অনেক সাধক জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া সম্যক্ প্রকারে আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।১০

বিস্তার্থ—ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য। শঙ্করাচার্য্য এই "দিব্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "অপ্রাকৃত" এবং শ্রীধর অর্থ করিয়াছেন "অলৌকিক"; উভয়ের কথা শব্দে বিভিন্ন, কিন্তু অর্থে একই।

জীব কর্ম্মফলের অধীন হইয়া যে পুনঃ পুনঃ ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া আজীবন তাহাতেই আবদ্ধ থাকে, ইহাকেই প্রাকৃত জন্ম বলে। ভগবান্ জীবোদ্ধারের নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় লীলা বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন এবং এক জন্মেই আপন ইচ্ছায় অন্যরূপ হইতে পারেন অতএব তাঁহার জন্ম দিব্য বা অপ্রাকৃত। তিনি এক জন্মেই কখনও চিন্ময় বিগ্রহ কখনও বা ভূতময় বিগ্রহে লীলা করেন। বসুদেব গৃহে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত পীতাম্বর চতুর্ভুজ বিগ্রহে আবির্ভূত হইলেন; ইহা তাঁহার চিন্ময় বিগ্রহ; আবার পিতা মাতার প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র, নির্ভূষণ, বস্ত্র বিহীন ও দ্বিভুজ প্রাকৃত শিশু হইলেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকার ও শ্রীধর প্রভৃতি সকল টীকাকার ঐরূপ চতুর্ভুজ বিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন। জীব একই সময়ে দুই স্থানে থাকিতে পারে না কিন্তু ভগবান্ একই সময়ে বহুস্থানে অবস্থান করিতে পারেন শ্রীবৃন্দাবনে ও দ্বারকায় এরূপ দেখাইয়াছেন। অতএব জীবের দেহ প্রাকৃত এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কদাচিৎ

ভূতময় হইলেও অপ্রাকৃত। ভগবানের জন্ম ও শ্রী বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত তাহার আরও অনেক কারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে. গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

ভগবানের কর্ম্ম ও দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। জীব সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত সুতরাং স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করে কিন্তু ভগবান্ সর্ব্ব প্রকারেই পূর্ণ; তিনি স্বধর্ম্ম নিরত জীবের উপকারার্থে অরাগে ও অদ্বেষে কর্ম্ম করেন অতএব তাহার কর্ম্ম অপ্রাকৃত। তদ্ভিন্ন জীব হস্ত পদাদির চালনায় কর্ম্ম করে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা শক্তিতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। নিজ স্বরূপে সর্ব্ব শক্তিমান হইয়াও ভগবান্ নিষ্ক্রিয়, সকলই পারেন কিন্তু নিজে কিছুই করেন না। ইহাও মর্ত্ত্য লীলায় দেখাইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যখন তিনি অতি অল্প বয়স্ক শিশু তখনই তিনি পুতনাদি ধর্ম্ম বিরোধী অসুরদিগকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া দেখাইলেন তাঁহার ইচ্ছাতেই ভূভার হরণ হয়। ইহা কেবল তাঁহার লীলা মাত্র। আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিয়া যোদ্ধা দিগের পরস্পরে বিনাশ সাধন পূর্ব্বক দেখাইলেন যে তিনি সর্ব্ব শক্তিমান সকলই করিতে পারেন, এবং সকলই তাঁহা হইতেই হয়, অথচ তিনি স্বয়ং স্বহস্তে কিছুই করেন না। ইহাই তাঁহার দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত কর্ম্ম। অতএব তাহার জন্ম দিব্য, শ্রীবিগ্রহ দিব্য এবং কর্ম্মও দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত।

জীব ভগবানেরই অংশ অতএব ভগবানের ঐরূপ জন্ম ও কর্ম্ম জানিতে পারিলে আপনাকেও ঐ ভাবে জানিয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকে আর পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় না।৯

এখন ভগবান্‌কে জানা যায় কিরূপে তাহাই বলিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন অনেকে রাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া আমার শরণাগত হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়া এবং জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমাকে পাইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারা গেল—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—অর্থাৎ যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি। রাগ ভয় ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত মনোবিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অনুক্ষণ তাঁহাকে ঐরূপে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকেই পাওয়া যায়।১০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১

অন্বয় ঃ—যে (জনাঃ) যথা (ষৎফলার্থিতয়া) মাং প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) অহং তান্ তথৈব (তৎফল প্রদানে নৈব) ভজামি (অনুগৃহ্লামি) পার্থ (হে অর্জ্জুন) মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ) মম বর্ত্ম (মার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (অনুগচ্ছন্তি)।১১

স্বামিটীকা।—নমু তর্হি কিং তবাপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে

ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি, ন তু যে সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥১১

অনুবাদ।—যাহারা আমাকে যে অভিপ্রায়ে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে তাহাই দিয়া অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! সকল মনুষ্যই সকল প্রকারে আমার পথানুসরণ করে।১১

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম যথার্থ জানিতে পারে তাহার আর জন্ম মৃত্যু হয় না, সে আমাকেই পায়। অনেক সাধক সাধনা দ্বারা আমাকে পাইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন যদি বলেন, কৃষ্ণ যাহারা তোমার ভজন সাধন করিয়া তোমাকে জানিতে পারে তাহারাই তোমাকে পায়, অন্যে পায় না। ইহাতে মনে হয় যেন তোমারও মনুষ্যের ন্যায় পক্ষপাত আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ঐরূপ আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত এই শ্লোক বলিলেন।

বস্তুতঃ সর্ব্ব সুহৃৎ ভগবানের পক্ষপাত নাই। কি ঐহিক ধন পুত্রাদি, কি পারত্রিক স্বর্গাদি এবং কি অনন্ত নির্বৃতি সকলই তাঁহার হাতে। যে যাহা চাহিবে তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। এই যে আমরা সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ইহাও আমরাই তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া লইতেছি। মনের

অগোচরত পাপ নাই। আমরা অন্তরের সহিত কি চাই তাহাত তাঁহার অবিদিত নাই। বাস্তবিক কয় জন লোক অন্তরের সহিত মুক্তি চাহে? সাংসারিক সম্পত্তি কামনা করা আর যন্ত্রণা কামনা করা একই কথা। যাহারা সংসার কামনা করিবে তিনি তাহাদিগকে তাহাই দিবেন এবং যাহারা ঐহিক পারত্রিক সম্পত্তিকে তুচ্ছ মনে করিয়া স্থিরানন্দময় তাঁহাকেই চাহিবে তিনি তাহাদিগকে আত্মদান করিবেন। ইহাতে তাঁহার পক্ষপাত কোথায়, তাঁহার দোষ কি? তুমি একান্ত চিত্তে তাঁহাকে চাও এখনই তাঁহাকে পাইবে। ফলতঃ ভগবান সর্ব্বময়, মনুষ্যগণ যে যে কামনায় যে যে দেবতার উপাসনা করে, তাহাতে গৌণ ভাবে তাঁহারই উপাসনা করা হয়, তিনিও সেই সেই দেবতারূপে মনুষ্যগণের সেই সেই কামনা পূর্ণ করেন ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতের গন্ধও নাই।১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥১২

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন্ মনুষ্যলোকে) কর্ম্মণাং সিদ্ধিং (কর্ম্মফলং) কাঙ্ক্ষন্তঃ (বাঞ্ছন্তঃ) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্ দেবান্) যজন্তে (ভজন্তি); হি (যস্মাৎ) মানুষে লোকে কর্ম্মজা (কর্ম্মণঃ জাতা) সিদ্ধিঃ (ফলং) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ভবতি (জায়তে)।১২

স্বামিটীকা—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়শ ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্মামেব। হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি; ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং, দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্ জ্ঞানস্য॥১২

অনুবাদ—ইহ লোকে মনুষ্য কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের অর্চ্চনা করে; যে হেতুক মনুষ্য লোকে কর্ম্মফল সত্বর হইয়া থাকে।১২

বিস্তৃতার্থ—যদি অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ! যদি একান্তচিত্তে তোমার ভজনা করিলেই তোমাকে পাওয়া যায় তবে সকল মনুষ্য তাহাই করে না কেন? অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কায় ভগবান্ এই শ্লোক বলিলেন।

ব্যবহারিক স্নান ভোজনাদি কর্ম্মের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। মনুষ্য মনুষ্যের দাসত্ব করিলেও মাসে মাসে বেতন পায় এবং ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করিলে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বিলম্বে অথবা জন্মান্তরেও অভিলষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ সকাম কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইতে সমধিক বিলম্ব হয় না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া বহু জন্ম সাধ্য অতএব ক্ষুদ্র কামী সাধকের এত অত্যধিক বিলম্ব সহ্য হয় না।১২

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩

অন্বয় ঃ—ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণ কর্ম্মানুসারেণ) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ং) সৃষ্টং তস্য (চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য) কর্ত্তারমপি (স্রষ্টারমপি) অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) মাং অকর্ত্তারং বিদ্ধি (জানীহি)।১৩

স্বামিটীকা—নন্থ কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যাং তৎকর্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্কাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যম্। স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং তথাপেব্যং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি; তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতং বা॥ ৩

অনুবাদ ঃ—আমি গুণের ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। আমি অব্যয় অর্থাৎ বিকার বিহীন অতএব আমি বর্ণ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও।১৩

বিবৃতার্থ—ভগবান বলিলেন "গুণের ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু

আমি বর্ণ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও"। ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ ভগবানের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রিয়াপেক্ষ মনুষ্য যদি হস্ত পদাদি দ্বারা কর্ম্ম করে অথচ আমি করিয়াছি, করিতেছি, কিংবা করিব বলিয়া তাহার অভিমান না থাকে তবে ঐ মনুষ্যও পরমার্থতঃ কর্ত্তা নহে। ভগবান্ স্বয়ং ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন না "আমি করিয়াছি, করিতেছি কিংবা করিব" বলিয়া তাঁহার অভিমানও নাই অতএব তিনি যে বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও তাহার কর্ত্তা নহেন এ কথা সত্যই। শ্রুতি বলিয়াছেন "অপাণি পাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" অর্থাৎ তিনি অহস্ত হইয়াও গ্রহণ করেন, অপদ হইয়াও গমন করেন, অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন এবং অকর্ণ হইয়াও শ্রবণ করেন। তাহা হইলেই বুঝিতে হইল তাঁহার অপ্রাকৃত ভাবে সকলই আছে অথচ প্রাকৃত স্থূল ভাবে কিছুই নাই এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে অথচ তিনি সমস্ত কার্য্য করিয়াও কিছুরই কর্ত্তা নহেন।

ভগবান বলিলেন গুণও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি; ইহাতেই উত্তম, মধ্যম, ও অধম সৃষ্টির জন্য তাঁহার বিষম ভাব বা পক্ষপাতের আশঙ্কা নিরস্ত হইল। শাস্ত্রানুসারে এবং যুক্ত্যানুসারেও ভগবান্ যেমন অনাদি, সেই রূপ মায়া অনাদি, গুণ অনাদি এবং কর্ম্মও অনাদি। প্রলয়কালে সমস্ত জীব আপন আপন গুণ ও গুণোচিত কর্ম্ম সংস্কার লইয়া সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে; আবার সৃষ্টি আরব্ধ হইলে জীবের ক্রমে ক্রমে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় গণের ও অন্তঃকরণের

বিকাশ হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম সংস্কার বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে আপনা আপনিই প্রবৃত্তি জন্মায় ইহাও সত্য সংকল্প ভগবানের ইচ্ছাতে বা নিয়মেই হইয়া থাকে ভিন্ন ভিন্ন মানবের ঐরূপ ভিন্ন কর্ম্মানুসারেই ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন বর্ণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তাহার পর আবার সাংসারিক প্রয়োজন এবং গুণানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে কারু কার্য্যাদি নানা কার্য্যে উদ্যম আবদ্ধ হইলে অন্যান্য জাতিরও বিভাগ হইয়াছে। অতএব বর্ণভেদ ও জাতি ভেদ ঈশ্বরের নিয়মে অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। ইহা কোনও ক্ষমতাপন্ন মনুষ্যের স্বার্থ সাধনের ফল নহে।

মহাভারতে আছে বটে "ন বর্ণানাং বিশেষোঽস্তি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥ অর্থাৎ সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময়, সুতরাং বর্ণের বিভিন্নতা নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন পরে কর্ম্মানুসারে জগতে বর্ণ বিভাগ হয় এ কথায় জাতিভেদ রহিত না হইয়া বরং সপ্রমাণই হইল শ্রুতি বলিয়াছেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সকলই ব্রহ্ম; তাই বলিয়া কি ঔপাধিক বিভিন্নতা জগতে নাই? ইহার অর্থ অন্তরে সকলই ব্রহ্ম, বাহিরে ঔপাধিক বিভিন্নতা। জগতের অন্তরস্থ সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম যেমন অনাদি, সেইরূপ জগতের বাহ্য বিভিন্নতাও অনাদি। সেইরূপই মহাভারতোক্ত জগৎ অন্তরে বিষ্ণুময়, সুতরাং বর্ণ ভেদ বিহীন; কিন্তু ঔপাধিক জাতিভেদ আছেই। এই জাতিভেদ কেবল বাহিরে নয়, মানবের অন্তর্নিহিত, স্বভাবসিদ্ধ।

আমরা লোকের নিকট উদারতা ও জ্ঞানবত্তা দেখাইতে গিয়া যতই "জাতিভেদ নাই" "জাতিভেদ নাই" বলি না কেন, অন্তরে জাতি জাগরূক রহিয়াছে। যখন সুবর্ণে ও মৃৎপিণ্ডে ভেদ জ্ঞান থাকিবে না, যখন পুত্রে ও শত্রুতে ভেদ জ্ঞান থাকিবে না এবং এক কথায় যখন উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞান থাকিবে না তখন জাতিভেদ থাকিবে না।

ব্রাহ্মনের পুত্র ব্রাহ্মণ হওয়াই উচিত এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পুত্র যথা ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হওয়াই উচিত, কেন না তাহাদেব হৃদয়ের মধ্যে সত্ব, রজ ও তম গুণের তারতম্যানুরূপ পৈতৃক প্রবৃত্তির বীজ তাহাদের অন্তরে অন্তরে থাকেই। কাল ক্রমে নিজ নিজ অদৃষ্টের ফলে ভগবদিচ্ছায় সংসর্গ ও আচরণের ব্যতিক্রমে ব্রাহ্মণ সন্তানও সত্ব গুণ বিহীন হইয়া ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ থাকিয়াই অন্তরে শূদ্র হইয়া যায় এবং শূদ্র সন্তানও ঐ কারণেই সত্ব গুণ বিশিষ্ট হইয়া ব্যবহারিক শূদ্র থাকিয়াই অন্তরে ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। সেই জন্যই এখন অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অন্তঃ শূদ্র ও বহিঃ ব্রাহ্মণ। বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় গুরু পুরোহিত ও অধ্যাপকের মধ্যে অন্তর্ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও চলে। পক্ষান্তরে শূদ্রের মধ্যেও অনেক অন্তর্ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতার অভিপ্রায়ে ইহারা জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর সৃষ্ট জগৎ ও মনুষ্য গঠিত সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, উচ্চ নীচ, গুরু শিষ্য, ও স্বতন্ত্র

পরতন্ত্র চাইই; নতুবা সৃষ্টিও থাকে না সমাজও চলে না
তাই নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের অকর্তৃত্বে অনাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি।

যাঁহাদের প্রকৃতি সত্ত্ব প্রধান অর্থাৎ দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌচ সত্য, সরলতা, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহাদের প্রকৃতি সত্ত্ব গুণান্বিত রজ প্রধান অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা দুষ্ট দমন পূর্ব্বক শিষ্টের রক্ষ বিধানে যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহারা ক্ষত্রিয়; যাঁহাদের প্রকৃতি তমগুণান্বিত রজ প্রধান অর্থাৎ কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহারা বৈশ্য, এবং যাঁহাদের প্রকৃতি তম প্রধান অর্থাৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অতএব আত্মোন্নতির জন্য ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের আনুগত্যেই যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহারাই শূদ্র জাতির অন্তর্গত হইয়াছেন।

যেমন একটি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, শিক্ষক ও উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রগণের সাহায্যে তৃতীয় হইতে ক্রমে ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে পারে সেইরূপ বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র শূদ্রও ত্রিবর্ণের সাহায্যে বৈশ্য হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতেও উঠিতে পারিবে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণোত্তম হইয়া বিশ্ব বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাময় স্ব স্ব রূপে অবস্থান করিবে। যেমন বিদ্যার্থী নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র নিজেকে নিম্ন শ্রেণীস্থ বলিয়া অপমান বোধ করে না সেইরূপ জ্ঞানার্থী শূদ্রেরও আপনাকে নীচ বলিয়া অপমান বোধ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকে ঘৃণা করিবেন এরূপ কথা আমাদের শাস্ত্রে নাই

বরং শূদ্রের সহিত অত্যন্ত সংস্পৃষ্ট না হইয়া তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিবার উপদেশ আছে। পাছে ব্রাহ্মণেরও সত্ত্ব ক্ষয় হয় এই জন্য উপবেশন, ভোজন, ও শয়নাদিতে শূদ্রের সহিত অত্যন্ত সংস্রব নিষিদ্ধ। স্মরণ রাখিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত শূদ্রের কথা হইতেছে।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ভিন্ন অনেক ইতর জাতি অস্পৃশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর্য্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে তাহাও অসঙ্গত নহে। সৎ সঙ্গের গুণ ও অসৎ সঙ্গের দোষ সকলেই স্বীকার করেন, কারণ তাহা প্রত্যক্ষ। এমন অনেক সংক্রামক রোগ আছে, যিনি সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্রবে থাকেন এবং তাহার সংস্পৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করেন ও জলাদি পেয় পদার্থ পান করেন তাঁহারও সেই রোগ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাহারা আধ্যাত্মিক রোগে অত্যন্ত আক্রান্ত অর্থাৎ সদসৎ জ্ঞান শূন্য, প্রগাঢ় তমগুণে আচ্ছন্ন, সদাচার বিহীন ও ধর্ম্ম-ভাব বর্জ্জিত, সাত্ত্বিক সাধক তাহাদের সংস্রবে থাকিলে, এবং তাহাদের সংস্পৃষ্ট পদার্থ পান ভোজন করিলে, তাঁহারও ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণক্ষয়ে অধঃপতন অবধারিত। মানব জাতির পরম হিতৈষী আর্য্য ঋষিগণ যে সময়ে এই সকল নিয়ম প্রচার করেন তখন সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ পাওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য ছিল সুতরাং সে সময়ে এই সকল নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল।

এ স্থলে ইহাও জানা উচিত যে ঐ সকল নীচ জাতিকে ঘৃণা করিবার উপদেশ নাই, কেবল অকর্ত্তব্য বোধে তাহাদের সংস্রব বর্জ্জন করিবে। কেবল কর্ত্তব্য বোধে বিহিত কর্ম্ম করায় যেমন দোষ নাই সেই রূপ কেবল অকর্ত্তব্য বোধে নিষিদ্ধাচার ত্যাগ করাও দোষের নহে। শাস্ত্রে ঐ সকল অতি মূঢ় নীচ জাতিকে অনুগ্রহ করিবার উপদেশ আছে। উহাদেরও ঐরূপ নীচ ভাব অকর্ত্তা ঈশ্বরের অশেষ ইচ্ছাতেই হইয়াছে।১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪

অন্বয় ঃ—কর্ম্মাণি (শুভাশুভাণি) মাং ন লিম্পন্তি (ন স্পৃশন্তি) কর্ম্মফলে মে (মম) স্পৃহা (বাঞ্ছা) ন (নাস্তি), যঃ (জনঃ) ইতি (কর্ম্মফল রাহিত্যেন) মাং অভিজানাতি সঃ (সোঽপি) কর্ম্মভিঃ (শুভাশুভৈঃ) ন বধ্যতে।১৪

স্বামিটীকা—তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি; নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং, যতঃ কর্ম্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপ কারণং নিরহঙ্কারত্বনিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপি অহঙ্কারাদি-শৈথিল্যাৎ ॥ ১৪

অনুবাদ।—কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করে না এবং কর্ম্মফলে আমার বাঞ্ছা নাই। যে ব্যক্তি এইরূপে আমাকে জানে সে ও কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না।১৪

নিত্যভাষ্য—ইহা পূর্ব্ব শ্লোকেরই সহেতুক বিবরণ। পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন "আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও।" ইহাতে অর্জ্জুন যদি বলেন, তুমি কর্ম্ম করিতেছ তথাপি তোমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিব কেন? তাই ভগবান্ বলিতেছেন, কর্ম্ম আমাকে লিপ্ত করে না। লেপন কাহাকে বলে? শীতোষ্ণাদি কোনও তরল পদার্থ অঙ্গে ম্রক্ষণ করার নাম লেপন। যেমন অঙ্গে তৈল চন্দন প্রভৃতি লেপন করা। কর্ম্ম কেবল চেষ্টা মাত্র, তাহাত কাহারও অঙ্গে লিপ্ত থাকে না, তবে কর্ম্মের লেপন কি প্রকার? তৈল বা চন্দনাদি পদার্থ অঙ্গে লেপন করিলে যদি অঙ্গ স্নিগ্ধ ও শীতল বোধ না হয় তবে তাহা লেপন হইয়াও লেপন নহে। সেইরূপ কর্ম্ম করিলেই সাধারণ মনে অভিমান হয় আমি করিলাম এবং কৃত কার্য্যের সাফল্যে সুখ ও বৈফল্যে বিষণ্ণতা হইয়া থাকে। তাহা হইলেই তাহাদের হৃদয়ে ঐ কর্ম্ম লিপ্ত বা সংস্পৃষ্ট হইল। কিন্তু যদি কর্ম্ম করিলেও আমি করিলাম বলিয়া অভিমান না থাকে এবং কর্ম্ম সফল হইলে সুখ ও বিফল হইলে দুঃখ না হয় তবে কর্ম্ম কেবল কর্ম্ম মাত্রই হইল অর্থাৎ কর্ম্ম হইয়াও কর্ম্ম হইল না; সুতরাং কর্ত্তা ও কর্ত্তা হইল না; কেন না কর্ম্ম পরক্ষণেই ফুরাইয়া গেল, অভিমান, সুখ বা দুঃখ রূপে কর্ত্তার হৃদয়ে লিপ্ত থাকিতে পারিল না। নিখিল কর্ত্তা ভগবান হইতেই নিখিল ভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও

ধ্বংস হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার তাহাতে অভিমান নাই, সুখ নাই, দুঃখও নাই ; সুতরাং তাঁহাতে কর্ম্ম লেপনও নাই। এই হেতু তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত উচ্চ নীচ জীব এবং উচ্চ নীচ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াও তাহার কর্ত্তা নহেন।

ভগবান্ আবার বলিলেন কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই। ইহাও আপন অকর্তৃত্বের অন্যতম হেতু। দর্শন শাস্ত্রের মতে "যদ্ যৎ কার্য্যং তত্তৎ সকর্তৃকং" অর্থাৎ যাহা কার্য্য তাহার কর্ত্তা আছে। এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের শেষে, আমরা ধৃষ্টতা বশতঃ আর একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পারি,—"যো যঃ কর্ত্তা স স ফলকামী" অর্থাৎ যিনি যিনি কর্ত্তা তিনি তিনিই ফলের কামনা করেন। মহাজনগণও বলিয়াছেন "প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" অর্থাৎ কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ না রাখিয়া মূর্খেও কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব দেখা গেল যিনি যিনি কর্ত্তা তিনি তিনিই ফল কামনা করেন ইহাই সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব। আবার ঐ কথাটি বিলোম ক্রমে বলিলে ইহাই দাঁড়ায়, যিনি যিনি ফল কামনায় কর্ম্ম করেন তিনি তিনিই কর্ত্তা। ভগবান্ বলিলেন কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই, অতএব ভগবান্ কর্ম্ম করিয়াও কর্ত্তা নহেন ইহা অতীব সুস্পষ্ট।

ভগবান্ এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিলেন যে ব্যক্তি আমাকে কর্ম্মালিপ্ত ও ফল কামনা শূন্য বলিয়া জানেন তিনিও কর্ম্মে লিপ্ত হন না। ভগবান্‌কে কর্ম্মাসক্ত ও ফল কামনা শূ

বলিয়া জানিলে অপর এক ব্যক্তিও কর্ম্মে লিপ্ত হয় না এ কথাটি কিরূপে বুঝিব ? বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝা যায়।

সাধককে বুঝিতে হইবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লীলা বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভৌতিক দেহ ধারীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। আমি তাঁহারই অংশ অতএব আমিও স্বরূপে সচ্চিদানন্দ হইয়াও ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতেছি। যদি কর্ম্ম ভগবান্কে লিপ্ত করিতে না পারে, তবে আমি ভগবানের অংশ আমাকেও লিপ্ত করিতে পারে না, যদি ভগবানের কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকে, তবে আমি তাঁহার অংশ আমারও নাই, এবং ভগবান্ যদি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা হন তবে আমি তাঁহার অংশ সুতরাং কর্ম্ম করিলেও অকর্ত্তা। এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইলেই মনুষ্য নির্লিপ্ত হইতে পারে, অতএব ভগবানের বাক্য, সত্য স্বরূপ ভগবানের বাক্যই বটে। ১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ—পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্বকালীনৈঃ) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মোক্ষাভিলাষিভিঃ অপি) এবং (নিরহঙ্কারস্য কর্ম্মবন্ধনং ন ভবতীত্যেবং) জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কৃতং তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ (প্রাচীনৈঃ পুরুষৈঃ) পূর্ব্বতরং (পূর্ব্বকালীনং) কৃতং কর্ম্মৈব কুরু।১৫

স্বামিটীকা—যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভি শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিক মীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদি-রাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষ্বপি কৃতং, তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫

অনুবাদ।—অতি প্রাচীন মোক্ষকামীগণ ও এইরূপ জানিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব তুমিও পূর্ব্ব পুরুষদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর।১৫

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা দেখাইতেছিলেন। তাহাই নানা প্রকারে বুঝাইয়া এই শ্লোকে পূর্ব্ব কালীন মহাপুরুষদিগের আচরণ দেখাইলেন।১৫

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তেকর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

অন্বয়।—কিং কর্ম্ম (করণং) কিং অকর্ম্ম (অকরণং) অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (পণ্ডিতাঃ অপি) মোহিতাঃ (মোহং প্রাপ্তাঃ) তৎ (তস্মাৎ অহং) তে (তুভ্যং) কর্ম্ম (করণং অকরণং চ) প্রবক্ষ্যামি (প্রকৃষ্টরূপেণ বক্ষ্যামি) যৎ (করণং অকরণং চ) জ্ঞাত্বা অশুভাৎ (দুঃখময় সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তিং প্রাপ্স্যসি)।১৬

হি (নিশ্চিতং) কর্ম্মণঃ অপি (বিহিত ব্যাপারস্য অপি) বোদ্ধব্যং (তত্ত্বং জ্ঞাতব্যং) বিকর্ম্মণঃ (নিষিদ্ধ ব্যাপারস্য চ) বোদ্ধব্যং অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকরণস্য চ) বোদ্ধব্যং (যতঃ) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মণঃ বিকর্ম্মণঃ অকর্ম্মণঃ চ) গতি (তত্ত্বং) গহনা (দুর্জ্ঞেয়া)।১৭

স্বামিটীকা—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং, ন লোক-পরম্পরামাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মকরণং, কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণম্ ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, অতো যজ্জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্ম্মাকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণু॥ ১৬

স্বামিটীকা—ননু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদিব্যাপারা-ত্মকম, অকর্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকম্, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি, তত্রাহ—কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব, অকর্ম্মণোঽবিহিতব্যাপা-রস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্ম্মণো গতির্গহনা, কর্ম্ম ইত্যুপলক্ষণার্থম্, কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥ ১৭

অনুবাদ—কর্ম্মই বা কি, অকর্ম্মই বা কি এ বিষয়ে পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব আমি তোমাকে কর্ম্মাকর্ম্মের তত্ত্ব বিশদ ভাবে বলিব, যাহা জানিয়া তুমি অশুভ সংসার হইতে মুক্ত হইবে।১৬

নিশ্চয়ই কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং অকর্ম্মের তত্ত্বও বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়।১৭

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥১৮

অন্বয়ঃ—যঃ কর্ম্মণি (দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে) অকর্ম্ম (কর্ম্ম অকরণং) পশ্যেৎ (ভাবয়েৎ) যঃ চ অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) কর্ম্ম (কর্ম্মকরণং পশ্যেৎ) সঃ (জনঃ) মনুষ্যেষু (মানবগণ মধ্যে) বুদ্ধিমান (সুবুদ্ধি) সঃ যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সৎকার্য্যাণি করোতীতি তথা)।১৮

স্বামিটীকা—তদেবং কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্ম্মাণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ। অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ। মনুষ্যেষু কর্ম্মকুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ; তং স্তৌতি সযুক্তো যোগী তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদিনা যঃ কর্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্য যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিতা ত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম্ম স্বাভাবিকং, নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি

সংযমা" ইত্যাদিনা। যঃ এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮

অনুবাদ—যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন তিনিই সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্ যোগী ও সর্ব্বকর্ম্মকারী।১৮

বিবৃতার্থ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন কিন্তু কর্ম্ম করা সহজ ব্যাপার নহে। কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। সামান্যতঃ কর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত-কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম। শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম করার নাম কর্ম্ম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম করার নাম বিকর্ম্ম এবং একবারই কর্ম্ম না করার নাম অকর্ম্ম। ইহা সাধারণ বিভাগ মাত্র। স্থল বিশেষে কর্ম্মও বিকর্ম্ম হয়, বিকর্ম্মও কর্ম্ম হয় এবং অকর্ম্মও কর্ম্ম হয়, কর্ম্মও অকর্ম্ম হইয়া থাকে। ব্যবহারিক জগতে ইহা সকলেরই সুবিদিত। আহার করিলে জীবন রক্ষা হয় অতএব সকলকেই আহার করিতে হইবে কিন্তু সুখাদ্য হিতকর বস্তুই আহার করিবে, অহিতকর অখাদ্য বস্তু আহার করিবে না; ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সুখাদ্যই বা কি অখাদ্যই বা কি তাহা নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন। এক দেশের মনুষ্যের যাহা খাদ্য অপর দেশের মনুষ্যের তাহা অখাদ্য, আবার এক দেশস্থ মনুষ্যের মধ্যে শারীরিক অবস্থা

ভেদে একজনের যাহা খাদ্য অর্থাৎ হিতকর, অন্যের তাহা অখাদ্য অর্থাৎ অনিষ্টকর। যাহা সামান্যতঃ ইষ্টকর তাহা অবস্থাভেদে অনিষ্টকর এবং যাহা সামান্যতঃ অনিষ্টকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাও অবস্থাভেদে ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে। দুগ্ধ মিষ্টও ইষ্টকর হইলেও অবস্থাভেদে অনিষ্টকর এবং বিষ প্রাণ নাশক হইলেও অবস্থাভেদে প্রাণদায়ক। ভক্ষ্য, পেয়, পরিধেয় ও বাস স্থান প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারিক বস্তু ঐরূপ অবস্থাভেদে ইষ্টকর ও অনিষ্টকর হইয়া থাকে। পারমার্থিক সাধন পথের ব্যবস্থাও ঐরূপ অর্থাৎ একের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য ও হিতকর অন্যের পক্ষে তাহা অকর্ত্তব্য ও অহিতকর।

পূর্ব্ব মীমাংসা বলিয়াছেন "যো দশ লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম। পুরাণেও আছে "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্ম স্ত্বধর্ম্ম স্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ" অর্থাৎ বেদ যাহা করিতে বিধি দিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম, তাহার অন্যথাচরণই অধর্ম্ম। ইহা সামান্যতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ; কিন্তু ধর্ম্মও স্থল বিশেষে অধর্ম্ম হয় এবং অধর্ম্মও স্থল বিশেষে ধর্ম্ম হইয়া থাকে। পরস্ত্রী গমন অধর্ম্ম সুতরাং নিষিদ্ধ, কিন্তু বেদের বিভাগ কর্ত্তা, বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস ভ্রাতৃবধু গমন করিয়াছিলেন। তাহা অধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মই হইয়াছিল। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও এইরূপ। এস্থলে একটি পৌরাণিক উপাখ্যান না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রাচীনকালে এক সময়ে এক ঋষি জনক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মিথিলায় যাইতেছিলেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রখর রবিতাপে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত তাপিত এবং নিদারুণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। মিথিলায় উপস্থিত হইতেও এখনও অনেক সময় লাগিবে। ব্রাহ্মণের যেরূপ বলবতী ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইয়াছে, আর ক্ষণকাল ভক্ষ্য ও পানীয় না পাইলে তাঁহার প্রাণ বিয়োগের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। নিকটে জন নিবাসও দৃষ্টি গোচর হয় না। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই ভাবে যাইতে যাইতে অদূরে পথ প্রান্তে একটি মনুষ্যালয় দেখিতে পাইলেন। ক্রমে তথায় দুই একটি মনুষ্য ও দুই একটি অশ্বও তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। ব্রাহ্মণ পরমোৎসাহে আরও দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে অতি কাতর স্বরে বলিলেন, বাপু! ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ যায় দয়া করিয়া আমাকে কিছু অন্ন ও পানীয় জল প্রদান কর। যাচিত ব্যক্তি বলিলেন, মহাশয়! এই যে বাটী দেখিতেছেন ইহা মিথিলাধিপতি মহারাজ জনকের অশ্বশালা। আমাদের মধ্যে কেহ শকট চালক, কেহ অশ্ব পালক কেহ বা তৃণচ্ছেদক। আমাদেরও আহারের সময় হইয়াছে, অন্ন ব্যঞ্জনও প্রস্তুত আছে; কিন্তু আমরা সকলেই যবন। দেখিতেছি আপনি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ যবনের অন্ন কেমন করিয়া ভক্ষণ করিবেন; ব্যঞ্জনের মধ্যে ব্রাহ্মণের অখাদ্যও আছে। আমাদের অন্ন ভক্ষণ করিলে এবং

আমাদের জল পান করিলে আপনার জাতিভ্রংশ হইবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার জাতিভ্রংশ হইবে না, তোমরা অবিলম্বে অন্ন জল প্রদান কর। আর ক্ষণকাল অন্ন জল না পাইলে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। যবন দেখিল ব্রাহ্মণের দারুণ ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে, অগত্যা আপনাদের অন্ন ব্যঞ্জন ও পানীয় জল আনিয়া দিল। ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া পরম আগ্রহ সহকারে ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া যবন দুই জনের উপযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যঞ্জনে হস্তার্পণও করিলেন না, কেবল তিন গ্রাস মাত্র অন্ন ভক্ষণ এবং এক গণ্ডুষ মাত্র জল পান করিযাই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন, বাপু! তোমরা আমাকে বাঁচাইলে, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। যবন আগ্রহে বলিল, সে কি মহাশয়, এই আপনি ক্ষুধায় বাঁচিতেছিলেন না অথচ তিন গ্রাস মাত্র নির্ব্যঞ্জন অন্ন খাইয়াই উঠিলেন; তাহা হইবে না, আরও কিছু আহার করুন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বলিলেন, ইহার পর আরও কিছু খাইলেই আমার জাতি নস্ট হইবে অতএব আর খাইব না। যবন এ কথায় বিস্মিত হইয়া বলিল, যদি যবনের অন্ন খাইলে ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হয় তবে অধিক খাইলেও হয়, অল্প খাইলেও হয় সুতরাং আপনার জাতি নস্ট হইয়াছেই, অতএব আর খাইবার বাধা নাই। আরও আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তোমাদের অন্ন খাইলে আমার জাতি নষ্ট হইবে না আবার এখন বলিতেছেন

জাতি নষ্ট হইবে। আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ বলিলেন বাপু! আমি যাহা খাইয়াছি তাহা উদর পূরণের নিমিত্ত খাই নাই, দেহ পুষ্টির নিমিত্ত খাই নাই এবং রসনার তৃপ্তির নিমিত্তও খাই নাই, আপাততঃ প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই খাইয়াছি। যাহা খাইয়াছি তাহাতে আপাততঃ আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ইহাতে আমার জাতি নষ্ট হয় নাই, অতঃপর আর এক গ্রাস খাইলেও আমার জাতি নষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন।'

সংসারের স্বাভাবিক কার্য্যেও যেমন অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ সাধন মার্গেও সাধকের অধিকার ভেদে সাধন ভেদ আছে। ঐ সকল প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম; সকলে আপনা আপনিই আপন কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্যই ভগবান্ ষোড়শ শ্লোকে বলিয়াছেন কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি এ বিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহিত হইয়া থাকেন। আবার সেই জন্যই সপ্তদশ শ্লোকে বলিয়াছেন কর্ম্মের মধ্যেও বুঝিবার বিষয় আছে, বিকর্ম্মের মধ্যেও বুঝিবার বিষয় আছে এবং অকর্ম্মের মধ্যেও বুঝিবার বিষয় আছে; কর্ম্মের তত্ত্বঅতি দুজ্ঞেয়। দুজ্ঞেয় বলিয়াই ভগবান্ এই অষ্টাদশ শ্লোকে নিজেই সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছেন।

ভগবান বলিলেন, যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখে এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখে, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই যথার্থ বুদ্ধিমান্, যোগী ও প্রকৃত কর্ম্মকারী। এ স্থলে কর্ম্ম শব্দের অর্থ কৃষ্ণার্পিত কর্ম্ম।

নিষ্কামভাবে ভগবদ্ ভজন ও ভগবদ ভজনের অনুকূল কর্ম্ম কর্ম্মই নহে। যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে তাহার ফল স্বরূপ প্রাকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় সামান্যতঃ তাহাকেই কর্ম্ম বলা হয়। কৃষ্ণার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে; প্রত্যুত সাযুজ্যাদি পঞ্চ প্রকার মুক্তিরই হেতু। অতএব উহা আপাততঃ সামান্যভাবে শব্দার্থানুসারে কর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও কর্ম্ম নহে অর্থাৎ বন্ধনের কারণ নহে। দেহ রক্ষার্থ পান ভোজনাদি এবং তাহা আহরণের জন্য নানা প্রকার কর্ম্ম সকলকেই করিতে হয় কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মও যদি ভগবদুদ্দেশে সম্পন্ন করা হয়, অর্থাৎ দেহ রক্ষিত হইলে ও সুস্থ থাকিলে অবাধে ভগবদ্ ভজন হইবে এইরূপ অভিপ্রায়ে সম্পন্ন করা হয় তবে তাহাও কর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধনের কারণ নহে। আবার প্রকৃতির পরিণাম দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম হইয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে প্রকৃত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহাও কর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধনের কারণ নহে। এইরূপ ধারণাই কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন।

একবারেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করার নাম অকর্ম্ম। যদি যথার্থ কর্ম্ম ত্যাগের অধিকার হইয়া থাকে তাহা হইলে কর্ম্ম ত্যাগ অকর্ম্মই বটে কিন্তু যদি শারীরিক ক্লেশ বোধে অথবা আপনাকে উচ্চাধিকারী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে অকালে কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় তাহা অকর্ম্ম নহে, তাহা কর্ম্মই। কেন না এইরূপ করিলে বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগের নিমিত্ত এবং কপটতা

রূপ অসদভিপ্রায়ের নিমিত্ত পাপ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঐরূপ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগই কর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধনের কারণ। যাহা চেষ্টা সাধ্য তাহাই কর্ম্ম যখন চেষ্টা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল তখন কর্ম্ম না করাই সুতরাং কর্ম্ম হইয়া পড়িল। এইরূপ অবিচলিত ধারণাই অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন।

এইরূপে যিনি কর্ম্মে অকর্ম্মদর্শন ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন তিনি বুদ্ধিমান কেননা তিনি আপন ক্লেশ নাশের উপায় বুঝিয়াছেন; তিনিই যোগী কেন না তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে এবং তিনিই সর্ব্ব কর্ম্মকারী কেন না বেদোক্ত সমস্ত সকাম কর্ম্ম করিলে যে সকল আনন্দ পাওয়া যায়, তিনি একমাত্র ভগবচ্চিন্তাতেই সেই সমস্ত আনন্দ পাইয়া থাকেন।১৬।১৭।১৮

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈবকিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (কর্ম্মাণি) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (ফলাভিসন্ধিশূন্যাঃ ভবন্তি) বুধাঃ (পণ্ডিতাঃ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতং (আত্মতত্ত্বজ্ঞং) আহুঃ (বদন্তি)।১৯

সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ পণ্ডিতঃ) নিত্যতৃপ্তঃ (সদা সন্তুষ্টঃ) নিরাশ্রয়ঃ (নিরপেক্ষসন্) কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মফলাসক্তিং) ত্যক্ত্বা কর্ম্মণি (বিহিতে

ব্যবহারিকে চ ব্যাপারে) অভিপ্রবৃত্তোঽপি (সর্ব্বতঃ সমুদ্যতোঽপি) কিঞ্চিৎ (কিমপি কর্ম্ম নৈব করোতি)।২০

স্বামিটীকা—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্লোকার্দ্ধ পঙ্ক্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং, তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি, কাম্যত ইতি কামঃ ফলং, তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ, তত্র হেতুর্যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধচিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তম্। আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয় সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টম্॥ ১৯

স্বামিটীকা—কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ এবম্ভুতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২০

অনুবাদ—জ্ঞানরূপ অগ্নিতে যাঁহার সকল কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে এবং যাঁহার সকল কর্ম্মই ফলাভিলাষ শূন্য, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন।১৯

ঐ পণ্ডিত নিত্যই নিজানন্দে পরিতৃপ্ত সুতরাং কোন বস্তুর বা ব্যক্তির অপেক্ষা করেন না; অতএব তিনি ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না ২০

বিবৃতার্থ—এই দুই শ্লোক পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ শ্লোকেরই বিবরণ। যাঁহার কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকেনা, যিনি নিত্যতৃপ্ত, যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না তিনিই পণ্ডিত এবং

তিনি কর্ম্ম করিয়াও করেন না অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত অকর্ম্ম। ১৯।২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩

অন্বয়ঃ—নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা (সংযতমনঃ কায়ঃ) ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ (সর্ব্ব বস্তু স্বীকার শূন্যঃ পণ্ডিতঃ) কেবলং শারীরং (শরীর সম্বন্ধীয়ং দেহযাত্রা নির্ব্বাহকং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং (পাপং) ন আপ্নোতি (ন প্রাপ্নোতি)।২১

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টঃ (অযত্ন লাভ তৃপ্তঃ) দ্বন্দ্বাতীতঃ (অতিক্রান্ত শীতোষ্ণাদি জন্য সুখ দুঃখঃ) বিমৎসরঃ (মৎসরশূন্যঃ) সিদ্ধৌ (যদৃচ্ছালাভে) অসিদ্ধৌ চ (তদ্বদলাভে চ) সমঃ (হর্ষবিষাদ রহিতঃ পণ্ডিতঃ) কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে (ন লিপ্যতে)।২২

গতসঙ্গস্য (গতঃ সঙ্গঃ আসক্তিঃ যস্য তস্য অনাসক্তস্য) মুক্তস্য (নির্লিপ্তস্য) জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ (জ্ঞানে অবস্থিতং চেতো যস্য তস্য) যজ্ঞায় (বিষ্ণু প্রীত্যর্থং) কর্ম্ম আচরতঃ (কুর্ব্বতঃ) সমগ্রং (সমূলং কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে (নশ্যতি অকর্ম্মভাবং আপদ্যতে)।২৩

স্বামিটীকা—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশীষঃ যস্মাৎ যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢপক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষ ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১

স্বামিটীকা—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৎ সহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সম হর্ষবিষাদ-রহিতঃ যঃ এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোক্তভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২

স্বামিটীকা—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে আরূঢযোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥২৩

অনুবাদ—নিষ্কাম হইয়া দেহ ও মনকে সংযত করিয়া সমুদায় বিষয়াদি গ্রহণ ত্যাগ করিয়া কেবল দেহ যাত্রানির্ব্বাহোপযোগি কর্ম্ম করিয়াও পাপ প্রাপ্ত হন না।২১

যিনি অযত্নলব্ধ দ্রব্যে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদিজন্য সুখদুঃখাতীত, পরশ্রী দ্বেষ বর্জ্জিত, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদ রহিত, তিনি কর্ম্ম করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হন না।২২

অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, জ্ঞানী, এবং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি কর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হয়।২৩

বিবৃতার্থ—একবিংশ, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকেও কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনের স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মনা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪

অন্বয় ঃ—অর্পণং (অর্পণসাধনংজুহ্বাদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মকং) হবিঃ (ঘৃতাদিকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মকং) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মাত্মকে অগ্নৌ) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাত্মকেন কর্ত্রা) হুতং (হবন ক্রিয়া ব্রহ্ম এবং) ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা (সর্ব্বত্র ব্রহ্ম ভাব চিন্তাপরেন) তেন (পণ্ডিতেন) ব্রহ্মৈব গন্তব্যং (প্রাপ্তব্যং) ।২৪

স্বামিটীকা—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্ম্মৈব আরূঢ়াবস্থায়ান্তু অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্ম্মৈবেতি 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেনোক্তঃ কর্ম্ম-প্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্ম্মণি তদঙ্গেষু ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি, তদপি ব্রহ্মৈব, অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ।২৪

অনুবাদ—জুহূ প্রভৃতি হোম সাধন পাত্র ব্রহ্ম, ঘৃতাদি হোম দ্রব্য ব্রহ্ম, যাহাতে হোম করা যায় সেই অগ্নি ব্রহ্ম যিনি হোম করেন সেই হোম কর্ত্তা ব্রহ্ম এবং হোম ক্রিয়াও ব্রহ্ম ; এইরূপে সকল পদার্থেও

যাঁহার ব্রহ্ম ভাব স্থির হইয়াছে তিনি পরিণামে ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৪

বিবৃতার্থ—সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ নির্ব্বিকার পরব্রহ্মই লীলাচ্ছলে স্বেচ্ছায় ত্রিগুণাশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছেন অতএব চিৎস্বরূপ জীব ও ব্রহ্মাংশ এবং জড়রূপ অণ্ড ও ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই নহে। জীব অনাদি মায়াবশে মুগ্ধ হইয়া আপনার ও জগতের এই পরমস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং সেই জন্য আপনাকে ও জগৎকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পর ব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবিয়াই ক্লেশ পায়। কি চিৎ, কি জড়, সকল পদার্থই ব্রহ্ম ময়, ইহা ধারনা করিতে পারিলেই জীব সুখী হইল, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইল, সকল যন্ত্রনার শেষ হইয়া গেল। অকারণে হঠাৎ হোমের প্রসঙ্গ উপলক্ষমাত্র; বস্তুতঃ সমস্ত পদার্থে ও সমস্ত কার্য্যে ব্রহ্ম দর্শনই ভগবানের অভিপ্রেত।২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫

অন্বয় ৪—অপরে (অন্যে) যোগিনঃ (কর্ম্ম যোগিনঃ) দৈবং এব (ইন্দ্রাদি দেব সম্বন্ধীয়ং এব) যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি) অপরে (অন্যে জ্ঞানযোগিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞবদুপায়েন) যজ্ঞং (সসাধন যজ্ঞাদি জগদ্ব্যাপারং) উপজুহ্বতি (আহুতিবন্নিক্ষিপন্তি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ) ।২৫

স্বামিটীকা—তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্ব-যজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয়ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্ত প্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ।২৫

অনুবাদ—অপর কর্ম্মযোগিগণ ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশেই যজ্ঞ করিয়া থাকেন। আবার অন্য জ্ঞান যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের প্রণালীতেই যজ্ঞাদি সমস্ত জগদব্যাপার আহুতির ন্যায় অর্পণ করেন।২৫

বিবৃতার্থ—আমাদের শাস্ত্রে যে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করার বিধি আছে ও প্রতিমাদি পূজা করার ব্যবস্থা আছে এবং অন্যান্য ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে সে সকল অতি স্থূলদর্শী মন্দাধিকারীর নিমিত্তই। বস্তুতঃ নিত্য নৈমিত্তিক, বা কাম্য সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন। এখন আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অভ্যাস জন্য সংস্কার বশতই ঐ সকল কর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে করিয়া থাকি। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির অভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না কর্ম্মজন্য বন্ধনও যায় না সংস্কারও নিবৃত্তি পায় না। সেইজন্য ভগবান চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে যজ্ঞাদি কার্য্য করিবার প্রণালী বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যজ্ঞাদি সকল কার্য্যের প্রয়ো-

জনীয় সকল পদার্থেই ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে। সকল পদার্থের অন্তরতম স্থানে সত্তাস্বরূপে ব্রহ্ম রহিয়াছেন, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কিছুই নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কেবল যজ্ঞাদি কার্য্যে নহে ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থেই ব্রহ্মদর্শন হইবে। সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি একই কথা।

তাহার পর এই পঞ্চবিংশ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে দৈব যজ্ঞের কথা বলিলেন। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে "দৈবমেব" এই যে "এব" শব্দ আছে ইহা পরব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তক; অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করে তাহারা ইন্দ্রাদি দেবতাকেই ফল দান করিতে স্বয়ং সমর্থ বলিয়া মনে করে; সমস্ত দেবতাতেই সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের সত্তা চিন্তা করেনা। ইহারাও মন্দের ভাল।

এই শ্লোকের পরার্দ্ধে একবারে চরম যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ যজ্ঞের প্রণালীতেই ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ ও আহুতি দিয়া থাকেন। পূর্ব্ব শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে দেবোদ্দেশে স্থূল দ্রব্য যজ্ঞের কথা বলিয়া পরার্দ্ধে আবার জ্ঞান যজ্ঞের উপদেশ দিলেন। উভয় শ্লোকোক্ত-জ্ঞান যজ্ঞের অর্থগত বিভিন্নতা এই যে, পূর্ব্ব শ্লোকে যজ্ঞ সাধন সমস্ত দ্রব্য লইয়াই যজ্ঞ করিবার উপদেশ; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশে না করিয়া সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যে যজমানে ও যজ্ঞ-ভোক্তা দেবগণে কেবল একমাত্র ব্রহ্ম-চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; আর এই শ্লোকের পরার্দ্ধে ব্রহ্ম-স্বরূপেই সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি এবং ব্যবহারিক দেহ ও

দৈহিক সমস্ত পদার্থ চিন্তা করিবার উপদেশ দিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকের উপদেশ "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধকস্য চিদ্ধনম" এই শ্রুতির অভিপ্রায়-মূলক। ইহার অর্থ এই জগতে যাহা কিছু সার পদার্থ আছে সে সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত বা অধিকৃত; আমার বা অন্য কাহারও নিজস্ব কিছুই নাই. বলিয়া মনে করিবে। ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিবেন অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে যাহা পাইবে তাহাই ভোগ করিবে অন্যের ধনে লোভ করিও না। অনেকে এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ অন্যরূপ করেন; বিশদ বোধ না হওয়ায় আমার অভিপ্রেত অর্থই লিখিলাম।

আবার এই শ্লোকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির অনুগত। ইহার অর্থ এই সমস্তই ব্রহ্ম এখানে নানা কিছুই নাই। প্রথমার্থে জগতে ব্রহ্ম দর্শন এবং দ্বিতীয়ার্থে ব্রহ্মে জগদ্দর্শন। এই উভয়ার্থের অন্তর্গত সূক্ষ্ম বিভিন্নতা পাঠকগণ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অতি ক্ষুদ্র গণ্ডকী শিলাতে বিশ্বময় বিষ্ণু চিন্তা ও বিশ্বময় বিষ্ণুতে শিলা চিন্তা; ঔপাধিক কুণ্ডলে দ্রব্যময় সুবর্ণ দৃষ্টি, ও দ্রব্যস্বরূপ সুবর্ণে ঔপাধিক কুণ্ডল দৃষ্টি এবং ঘটরূপ উপাধিতে মৃত্তিকা দৃষ্টি ও মৃত্তিকা নামক দ্রব্যে ঘট দৃষ্টি যেরূপ সূক্ষ্ম ভাবে বিভিন্ন, জগতে ব্রহ্মদৃষ্টি ও ব্রহ্মে জগদ্দৃষ্টিও সেইরূপ বা ততোধিক সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন। প্রথম পক্ষ অপেক্ষা দ্বিতীয় পক্ষ উচ্চতর। প্রথম পক্ষ দেখেন.

জগতীস্থ সমস্ত পদার্থই আছে, কিন্তু সচ্চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নাই, এবং দ্বিতীয় পক্ষ দেখেন জগৎ বলিয়া বস্তু নাই কিন্তু সচ্চিৎ স্বরূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত। একজন বহির্দ্রষ্টা বিলাসী, ভুমণ্ডলের বহিস্থিত কৃত্রিম চিক্কণ ও মনোরম গঠন সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি জানেন স্বর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল নাই, অতএব স্বর্ণও কষাইয়া লন এবং গঠনের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিক দৃষ্টি গঠন সৌন্দর্য্যের দিকেই। গঠন সৌন্দর্য্যই তাঁহার প্রয়োজনীয়; সৌন্দর্য্য প্রয়োজনীয় হইলেও স্বর্ণ পরীক্ষা করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ইহা আমার প্রস্তাবিত প্রথম পক্ষের দৃষ্টান্ত। আবার একজন সুবর্ণ বণিক স্বর্ণকার স্বর্ণ কুণ্ডলের স্বর্ণও দেখেন, কুণ্ডলও দেখেন। কিন্তু স্বর্ণের দিকেই তাঁহার আন্তরিক দৃষ্টি। তিনি শোভার জন্য অলঙ্কার নির্ম্মাণ করেন না। তিনি কোন প্রকারে স্বর্ণরূপ সম্পত্তি সঞ্চয় করিবার নিমিত্তই অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা আমাদের অপর পক্ষীয় জ্ঞান যাজ্ঞিকের দৃষ্টান্ত। এখন আমরা দেখিব ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ আহুতি দেওয়ার অর্থ কি?

যজ্ঞের প্রধান অঙ্গই হোম। "স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদি অর্পণ করার নাম হোম। হোম ব্যতিরেকে পূজনীয় দেবতাদিগকে "নমঃ" বলিয়া বস্ত্রালঙ্কার ও গন্ধ পুষ্পাদি যাহা কিছু অর্পণ করা হয় দেবগণ সেই সকল দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করেন এবং স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু নিবেদিত

দ্রব্যজাত যথাবৎ পড়িয়াই থাকে। দেবার্চ্চক আত্মীয়গণের সহিত ঐ সকল সম্ভার প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু "স্বাহা" বলিয়া দেবোদ্দেশে ঘৃতাদি যাহা অর্পণ করা হয় অন্য দেবতা তাহা প্রাপ্ত হন কি না বলা যায় না, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় ক্ষুধাময় অগ্নি দেবই তাহা নিঃশেষে আহার করিয়া ফেলেন, ভস্ম মাত্র পড়িয়া থাকে। ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ আহুতি দেওয়াও ঠিক সেইরূপ; অর্থাৎ কেবল দেবার্চ্চনারূপ শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞ নহে, পরন্তু ব্যবহারিক দ্রব্যাদি সহ সমস্ত ক্রিয়া কলাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। "আমার" বলিবার জ্ঞানীর নিজের আর কিছুই থাকে না। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ সেই জন্যই "ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা" বলিয়া দেহ ও দৈহিক সমস্ত পদার্থ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার "আমি" নাই "আমার" নাই সুতরাং সাংসারিক আপদ বিপদে মনের চাঞ্চল্যও নাই। তখন তিনি স্ব স্ব রূপে অবস্থিত, নিত্যানন্দ, মুক্ত, কৃতার্থ। ইহারই নাম ব্রহ্ম যজ্ঞ বা জ্ঞান যজ্ঞ।২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬

অন্বয় ঃ—অন্যে (অপরে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমাগ্নিষুঃ (অগ্নিত্বেন ভাবিতেষু সংযমেষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ানি জুহ্বতি অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (অগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি।২৬

স্বামিটীকা—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষু অগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ, ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান, বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ।২৬

অনুবাদ—অপর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল আহুতি দিয়া থাকেন, অপর গৃহস্থ সাধকগণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে ভোগ্য বিষয় সকল আহুতি দান করেন। ২৬

বিবৃতার্থ—ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণকে দমন প্রধান কর্ত্তব্য একথা ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। সংযমই ইন্দ্রিয় দমনের একমাত্র উপায়। সম্যক প্রকারে নিয়ম বদ্ধ থাকাই "সংযম" শব্দের নিরুক্তার্থ। বিলাসিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ ধারণোপযোগি সাত্ত্বিক বস্তু আহার, অবশ্য প্রয়োজনীয় সাত্ত্বিক ও সামান্য পরিচ্ছদাদি ধারণ, কৃত্রিম শোভাশূন্য সাত্ত্বিক স্থানে অবস্থান এবং সম স্বভাব সাত্ত্বিক সজ্জনগণের সহিত সদালাপ; সাধারণতঃ এই সকল গুলিই সংযমের লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন মনে মনেও ঐ সকলের বিপরীত চিন্তা বর্জ্জনই সংযমের প্রধান লক্ষণ। দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ ঐরূপ তীব্র সংযমে ভস্মীভূত অর্থাৎ ভস্মের ন্যায় অসার ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সুখবোধ্য। কোনও পদার্থকে ভস্ম করিতে হইলে অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় সাধন নাই; সেই জন্যই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমকে অগ্নিরূপে ভাবনা করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে দগ্ধ

ভস্মীভূত ও নির্ব্বীর্য্য করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং ইহাকে হোম বলা যাইতে পারে।

আবার যাঁহারা গৃহস্থ অথচ মুক্তির অভিলাষী তাঁহাদিগকে সংসারের মধ্যে থাকিয়া নানা বিষয় ভোগ করিতেই হয়; কিন্তু তাহারা আসক্তির সহিত বিষয় ভোগ না করিয়া ত্যাগের জন্যই ভোগ করিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রিয় সকলকে অগ্নিরূপে ভাবনা করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল তাহাতেই আহুতি দান করেন। যে কার্য্যে অনিষ্টলাভ হইয়া থাকে, কার্য্যের কৌশল জানিলে তাহাতেই ইষ্টলাভ হইতে পারে। আসক্তির সহিত বিষয় ভোগ করিলে ভোগ বাসনা বর্দ্ধিত হইয়া যন্ত্রনার আকর হয়, আবার অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করিলে বিষে বিষক্ষয়ের ন্যায় বাসনা ক্ষীণ হইয়া সন্তোষের কারণ হইয়া থাকে। তাই সুচতুর সাধক অনাসক্ত ভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে আহুতি দিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষয় ভোগের ভানে বিষয় ভস্ম করিয়া থাকেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যই প্রতিদিন রসনানলে ভক্ষ্যাহুতি ও পেয়াহুতি প্রদান করিতেছে, কিন্তু প্রায় সকলেরই মনের দোষে, ভাবনার দোষে ও অভিপ্রায়ের দোষে পশুবৎ উদর পূরণ মাত্র হইতেছে। কিন্তু সুচতুর সাধক ভক্ষিত বস্তুর পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়েন না। প্রত্যুত দেহস্থিত পরমাত্মার পূজা মনে করিয়া কর্ত্তব্যবোধে পান ও ভোজনাদি করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের স্বাভাবিক পান

ভোজনাদি ও যজ্ঞ, হোম বা পরমাত্মার পূজা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও গন্ধ এই চারি বিষয় ও ঐ রূপ ভাবে ভোগ করিলে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই ইন্দ্রিয়াগ্নিতে বিষয়াহুতি বলে।২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭

অন্বয় ঃ—অপরে জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞান প্রজ্বলিতে) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ সর্ব্বানি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণ কর্ম্মাণি চ (দেহস্থ বায়ু কর্ম্মাণি চ জুহ্বতি।২৭

স্বামিটীকা—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ম্মাণি—প্রাণস্য বহির্গমনম, অপানস্যাধোনয়নং, ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি, সমানস্যাসিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্. উদানস্য উর্দ্ধনয়নম্ উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকর ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ,। ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি ; আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ। স এবাগ্নিতস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্‌ জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ স যম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ।২৭

অনুবাদ—অপর ধ্যান নিষ্ঠ সাধকগণ জ্ঞান দীপিত আত্ম সংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও সমস্ত প্রাণ কর্ম্ম আহুতি দিয়া থাকেন।২৭

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকে সংযম রূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় আহুতি দিবার কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণের কর্ম্ম আহুতি দিবার কথা বলিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকে "সংযম" শব্দের অর্থ সামান্যতঃ শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সাত্ত্বিকভাবে অবস্থান করা; আর এই শ্লোকে "আত্মসংযম" শব্দের অর্থ আত্মাত্মেই চিত্তের একাগ্রতা। আত্মার কোন ক্রিয়া নাই, অতএব চিত্ত আত্মনিষ্ঠ হইলে অর্থাৎ সচ্চিৎস্বরূপ আত্মাই "আমি" ইহা স্থির হইলে সকল ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, এমন কি প্রাণের অর্থাৎ দেহস্থ বায়ুর কার্য্যও থাকেনা। এই বায়ুর কার্য্যের কথা ভগবান্ পরে বলিবেন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা; যথাক্রমে ইহাদের কার্য্য, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন এবং আঘ্রাণ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। যথাক্রমে ইহাদের কার্য্য—বচন, গ্রহণ, গমন, উৎসর্জ্জন ও রমণ। দেহস্থিত বায়ু দশটি—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি অন্তর্বায়ু এবং দ্বিতীয় পাঁচটি বহির্বায়ু। এই সকল বায়ুর স্থান ও ক্রিয়াভেদে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকিলেও ইহাদের সকলেরই সাধারণ নাম প্রাণ। "হৃদি প্রাণো গুহ্যেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশেচ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥ অর্থাৎ প্রাণের স্থান হৃদয়, অপানের স্থান গুহ্য, সমানের স্থান নাভি,

উদানের স্থান কণ্ঠ ও ব্যানের স্থান সর্ব্বশরীর। "অন্নপ্রবেশনং মূত্রাদ্যুৎসর্গোঽন্ন বিপাচনম্। ভাষণাদি নিমেষাদি তদ্ব্যাপারা ক্রমাদমী॥ অর্থাৎ প্রাণের কার্য্য অন্নপ্রবেশন, অপানের মল-মূত্রাদি বহিষ্করণ, সমানের কর্য্য ভক্ষিত বস্তু পাচন, উদানের কার্য্য বাক্যোচ্চারণ এবং ব্যানের কার্য্য স্পন্দন। উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকবঃ ফুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপি ধনঞ্জয়ঃ। অর্থাৎ নাগের কার্য্য উদ্গার, কূর্ম্মের কার্য্য উন্মীলন, কৃকবের কার্য্য ফুৎকার, দেবদত্তের কার্য্য জৃম্ভন (হাইতোলা) এবং ধনঞ্জয়ের কার্য্য মৃত বা জীবিত সকল অবস্থাতেই সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া থাকা।

যাঁহারা আত্মায় গাঢ় অভিনিবিষ্ট তাঁহাদের ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের এবং ঐ সকল বায়ুর ঐ সকল কর্ম্ম একেবারেই থাকেনা। যাঁহারা সামান্যতঃ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয় আহুতি দেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের ও প্রাণের ক্রিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের আসক্তি থাকেনা। এখন ভগবান্ যে আত্মসংযমের কথা বলিলেন ইহাতে ইন্দ্রিয়ের ও প্রাণের ক্রিয়াও থাকেনা। বেদান্তে ও যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকেই সমাধি বলে। পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন—"ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈক গোচরম্। নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে"॥অর্থাৎ যখন চিত্ত ধ্যেয় বস্তু ও ধ্যান কর্ত্তাতে ও অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া বায়ুশূন্য স্থানস্থ দীপের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, সেই অবস্থাকে সমাধি বলে।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, ' তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ" অর্থাৎ চিত্তের সংস্কার পর্য্যন্ত নষ্ট হইলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ; ঐ রূপ অবস্থাকে নির্ব্বীজ সমাধি বলে। ঐ রূপ অবস্থায় সাধকের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণের কর্ম্ম অনলে আহুত দ্রব্যের ন্যায় ভস্মসাৎ হয়, ইহা সত্যই।

ভগবান্ আত্মসংযম রূপ অগ্নির একটি বিশেষণ দিয়াছেন "জ্ঞান দীপিতে"। বাহিরে শরীর ও মন লইয়া যতই অভ্যাস করা হউক, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই কিছু হইবেনা।২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯

অন্বয় ঃ—অপরে সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ ব্যবসায়াঃ) যতয়ঃ (যত্নশীলাঃ সাধকাঃ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (তীর্থাদৌ সৎপাত্রে দ্রব্যদানসাধকাঃ) (অপরে) তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রব্রত সাধকাঃ) (অপরে) যোগযজ্ঞাঃ (অষ্টাঙ্গযোগসাধকাঃ) (অন্যে) স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞাঃ চ (বেদার্থজ্ঞান সাধকাঃ চ)।২৮

তথা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ (প্রাণ নিরোধতৎপরাঃ যোগিনঃ) প্রাণাপান গতী (তদুভয়বৃত্তী) রুদ্ধ্বা (নিরুধ্য) অপানে (অধোবৃত্তৌ বায়ৌ) প্রাণং (ঊর্দ্ধবৃত্তিং বায়ুং) জুহ্বতি (স্থিরীকুর্ব্বন্তি), প্রাণে অপানং

জুহ্বতি। অপরে নিয়তাহারাঃ (বিহিতাহারতৎপরাঃ সন্তঃ) প্রাণেষু (দেহস্থপঞ্চবায়ুষু) প্রাণান্ (তৎপঞ্চবায়ূন্) জুহ্বতি।২৯

স্বামিটীকা—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ. যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে, যোগযজ্ঞঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি, দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে।২৮

স্বামিটীকা—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধ্ববৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি, তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানযোরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ, কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে ত্বাহারসঙ্কোচনমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেষ্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা 'অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে' ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বংপদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে,—'সকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহংহংস ইতি চিন্তয়েৎ' ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধাইত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরে কথ্যন্তে তত্রায়মর্থঃ—দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ" ॥ ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি। কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি তত্রৈব

ক্ষীয়মানেষ্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তাং যোগশাস্ত্রে—'যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা' ইতি ।২৯

অনুবাদ—সুদৃঢ় অধ্যবসায়শীল্ অপর সাধকগণ পবিত্র স্থানে উপযুক্ত পাত্রে দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, অপর কেহ কেহ অষ্টাঙ্গ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, অপর কেহ কেহ বেদার্থ জ্ঞান রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ।২৮

ঐরূপ প্রাণায়াম নিরত অপর যোগিগণ প্রাণ ও অপান বৃত্তি রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া অধোবৃত্তি অপান বায়ুতে উর্দ্ধবৃত্তি প্রাণ বায় এবং উর্দ্ধবৃত্তি প্রাণ বায়ুতে অধোবৃত্তি অপান বায়ু আহুতি দিয়া থাকেন। অপর নিয়তাহারী সাধকগণ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু আহুতি দিয়া থাকেন ।২৯

বিবৃতার্থ—চিত্তশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদভিপ্রায়ে যাহা করা হয় তাহাই যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতির সাধন। এমন অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা পিতৃপ্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা বজায় রাখিয়াছেন, অকাতরে অন্নাদি দান করিয়া থাকেন এবং অলীক আমোদের জন্য নানা স্থান ভ্রমন করিতে করিতে কৌতূহল বশতঃ কোন তীর্থে উপস্থিত হইয়া অনভিপ্রায়ে দেবতার স্থানে ভিক্ষুকের হস্তে কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন; এরূপ দানকে যজ্ঞ বলা যায় না; বিষ্ণু প্রীতির উদ্দেশ্যে দান করিলেই তাহা যজ্ঞ। অনেকে শারীরিক স্বাস্থ্যের নিমিত্ত একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া থাকেন;

সেরূপ উপবাসকে তপস্যা বা যজ্ঞ বলা যায় না; ইন্দ্রিয়দমন. বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে উপবাসাদি করিলেই তাহা যজ্ঞ। অনিমাদি কতকগুলি শারীরিক সিদ্ধি বা শক্তি লাভ করিবার জন্য প্রাণায়ামাদি যোগের অনুষ্ঠান করিলে তাহা যজ্ঞ নহে; দেহ ও মনকে সংযত করিয়া ভগবানে অভিনিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ে যোগ করিলেই তাহা যজ্ঞ। কৌতূহল বশতঃ বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের অভিলাষে বেদাধ্যয়ন করিয়া শব্দার্থ অবগত হইলে তাহাও যজ্ঞ নহে; বেদের প্রতিপাদ্য পরমানন্দ লাভের অভিপ্রায়ে বেদাধ্যয়ন করিলেই তাহা যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।২৮

এইবার ভগবান্ যোগ যজ্ঞের কথা বলিতেছেন। যোগ-শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম। এখানে 'প্রাণ' শব্দের অর্থ শ্বাস ও প্রশ্বাস এবং 'আয়াম' শব্দের অর্থ ঐ দুই বায়ুর নিরোধ। অতএব "প্রাণায়াম" শব্দের অর্থ প্রাণের অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের নিরোধ। পাতঞ্জল সূত্রে আছে "তস্মিন সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ" অর্থাৎ যোগের তৃতীয় অঙ্গ আসন স্থির হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে, উহাকেই প্রাণায়াম বলে। সাধারণতঃ প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত—পূরক, কুম্ভক, রেচক। এক নাসারন্ধ্র দ্বারা বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করার শ্বাসের নাম পূরক, আকৃষ্ট বায়ু অন্তরে রুদ্ধ করার নাম কুম্ভক এবং নাসিকার অন্য রন্ধ্র দ্বারা সেই অন্তরের বায়ু বাহিরে নিঃসরণ করার নাম রেচক। যদি পূরক, কুম্ভক ও

রেচক এই তিনটি প্রাণায়াম নামে অভিহিত তথাপি কুম্ভকই প্রকৃত প্রাণায়াম। কেননা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি রোধকে প্রাণায়াম বলে; শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ কুম্ভকেই হইয়া থাকে সুতরাং কুম্ভকই প্রকৃত প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ হইলে মন স্থির হয়। প্রাণের সহিত মনের এমন একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে যে উভয়ের একটি চঞ্চল হইলে অপরটি চঞ্চল হয়, এবং একটি স্থির হইলে অপরটিও স্থির হয়। প্রাণের ক্রিয়াশক্তি, মনের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি স্থির হইলে ইচ্ছাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি স্থির হইলে ক্রিয়াশক্তিও স্থির হয়; ইহা চিন্তাশীলের প্রত্যক্ষ অনুভূত। অতএব যাঁহদের সহজে মন স্থির হয়না, মনস্থির করিবার নিমিত্ত প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণনিরোধরূপ কুম্ভক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই নিমিত্তই যাঁহাদের সহজে মনস্থির হয়না তাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই ভগবদুক্ত প্রাণায়াম পরায়ণ।

ভগবান্ বলিলেন, প্রাণায়াম নিরত সাধকগণ অপানে প্রাণ ও প্রাণে অপান আহুতি দিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে কুম্ভকের সময়ে প্রশ্বাসে শ্বাস ও শ্বাসে প্রশ্বাস লয় প্রাপ্ত হয়। উভয়েই উভয়ে লয় প্রাপ্ত হইলে কিছুই থাকিল না; প্রশ্বাস বায়ু ও শ্বাস বায়ু হৃদয়স্থ স্থির বায়ুর সহিত মিশিয়া গেলেই মন স্থির করিবার পথ সুগম হইল।

আবার ভগবান্ বলিয়াছেন, অপর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া অর্থাৎ বিধিবিহিত আহার করিয়া সমস্ত প্রাণ সমস্ত প্রাণে আহুতি দিয়া থাকেন। আহারের শাস্ত্রীয় বিধি এই,—দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলৈরেকঞ্চ পূরয়েৎ। মারুতানাং প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥ অর্থাৎ উদরের দুইভাগ (অর্দ্ধাংশ) অন্নদ্বারা পূর্ণ করিবে, একভাগ (চতুর্থাংশ) জলদ্বারা পূর্ণ করিবে এবং বায়ু সঞ্চালনের জন্য বাকি চতুর্থাংশ অপূর্ণ রাখিবে। ইহা দ্বারা পবিত্র ও পুষ্টিকর সাত্ত্বিক বস্তু আহার করাও বুঝিতে হইবে। ইহাকেই নিয়তাহার বলে। অনিয়তাহারে প্রাণের অর্থাৎ দেহস্থ বায়ুর চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হয়, ইন্দ্রিয় প্রবল হয় এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু ঐরূপ নিয়তাহার করিলে দেহস্থ বায়ু শান্ত ভাব ধারণ করে, ইন্দ্রিয়ও শান্ত হইয়া আইসে এবং মনও চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ভগবৎ প্রীতি লক্ষ্য থাকিলে ইহা ও প্রাণায়াম যজ্ঞ। এই শ্লোকে "প্রাণ" শব্দ বহুবচন আছে অতএব এস্থলে "প্রাণ" শব্দের অর্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান; দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু। নিয়তাহার করিলে এই পঞ্চ বায়ুকে সংযত করিবার সুবিধা হয়। একটি বায়ু সংযত হইলে অপরটি তাহাতেই প্রবিষ্ট হয়, সেটি সংযত হইলে অপর একটি তাহাতেই প্রবিষ্ট হয়; এইরূপে পঞ্চবায়ুই সংযত হইয়া যায়। ইহাকেই প্রাণে প্রাণাহুতি বলে। ইহাও মনস্থির করিবার অন্যতম উপায়। বিষ্ণুপ্রীতির অভিলাষ থাকিলে ইহাও যজ্ঞ।২৯

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম্ ॥৩১

অন্বয়ঃ—যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞজ্ঞাঃ) এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ) সর্ব্বেঽপি দ্বাদশ সাধকাঃ) যজ্ঞ ক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞ নাশিত পাপাঃ) যজ্ঞশিষ্টামৃত ভুজঃ (যজ্ঞাবশিষ্টান্নাশিনঃ সন্তঃ) সনাতনং (নিত্যস্বরূপং) ব্রহ্ম (সচ্চি-দানন্দরূপং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ।৩০

কুরুসত্তম (হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ) অযজ্ঞস্য (অকৃত যজ্ঞস্য জনস্য) অয়ং লোকঃ (মনুষ্যলোকঃ) ন (নাস্তি) মর্ত্যং (অল্পসুখমপি নাস্তীত্যর্থঃ) অন্যঃ (স্বর্গাদি পরলোকঃ) কুতঃ (দিব্যং প্রভূতসুখং নাস্তীতি কিমু বক্তব্য মিত্যর্থঃ) ।৩১

স্বামিটীকা—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্তইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধ-মন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নু-বন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽ-যজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি, কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ।৩০—৩১

অনুবাদ—ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ। ইহঁারা যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃতান্ন ভোজন করেন অতএব যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৩০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোকে সুখ নাই, পরলোকে সুখ কোথায়? ৩১

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ ও যজ্ঞকারীর পরিচয় দিলেন। চতুর্বিংশ শ্লোকে ব্রহ্মযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞকারীর, পঞ্চবিংশ শ্লোকে দেবযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ এবং উভয়ের অনুষ্ঠাতা, ষড়বিংশ শ্লোকে, সংযম যজ্ঞ ও ইন্দ্রিয় যজ্ঞ এবং উভয়ের যজমান, সপ্তবিংশ শ্লোকে আত্মসংযম যজ্ঞ ও তাহার সাধক, অষ্টবিংশ শ্লোকে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং স্বাধ্যায়যজ্ঞ এবং তাহাদের অধিকারীর, উনত্রিংশ শ্লোকে প্রাণায়ামযজ্ঞ, ও প্রাণযজ্ঞের পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে ত্রিংশ ও একত্রিংশ শ্লোকে ঐ সকল যজ্ঞকারীদিগের পরিণামে পরব্রহ্মলাভরূপ মহৎফল এবং অযাজ্ঞিকের ইহ পরকালে সুখাভাব দেখাইলেন।

ভগবান্ বলিলেন ইহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ অর্থাৎ কি স্বাভাবিক কি শাস্ত্রীয় সকল কার্য্যই অনাসক্ত ভাবে বিষ্ণু প্রীতির উদ্দেশে করিলে অবিলম্বে বা বিলম্বে ব্রহ্মলাভ হয় তাহা জানেন। বস্তুতঃ মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করিতেছে, সুতরাং যজ্ঞই করিতেছে কিন্তু আমি ঈশ্বরের অধীন হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছি এবং আমার সকল কার্য্যে তিনি প্রীতিলাভ করিবেন ইহা সকলে মনে না করিয়া আমার কার্য্য

আমি করিতেছি এবং আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই ইহার ফল এইরূপ ভাবিয়া অত্যাসক্ত চিত্তে কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের কার্য্য যজ্ঞ হইয়াও যজ্ঞ হয় না। ভগবান্ যে সকল যজ্ঞের কথা বলিলেন সে সমস্তই চিত্তশুদ্ধিদ্বারা পরম্পরায় ব্রহ্মলাভেরই উপায়স্বরূপ। কোন যজ্ঞের পর কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠেয় এরূপ ক্রমানুসারে ভগবান্ যজ্ঞের কথা বলেন নাই, বলিবার প্রয়োজন নাই কেননা যাহার যে যজ্ঞে অধিকার তাহার আপনা আপনিই সেই যজ্ঞে প্রবৃত্তি জন্মিবে। তবে আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারি দৈব যজ্ঞই প্রথম এবং জ্ঞান যজ্ঞই শেষ। জ্ঞান যজ্ঞতেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল, অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞের সমাপ্তি হইল, কি ঐহিক, কি পারত্রিক প্রাকৃত সমস্ত মনভাবাদি জ্ঞানানলে আজ্যের ন্যায় ভস্ম হইয়া গেল, যজমান শান্তিজলে শীতল হইয়া কৃতার্থ হইলেন।৩০

ভগবান্ বলিলেন, যজ্ঞহীনের ইহলোকেও সুখ নাই, পরলোকেও সুখ নাই ইহার আর বিবৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; কেন না ইহলোকে প্রায় সকলেই আত্মসুখের নিমিত্ত আজীবন, অহরহ অনুক্ষণ কার্য্য করিতেছে কিন্তু কোথাও কখনও কেহই সুখী হইতে পারে নাই, ইহা প্রত্যক্ষ। আবার ইহাতেই স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ঐরূপ মনুষ্যগণ পরলোকেও সুখী হইতে পারিবেনা। যাহা প্রত্যক্ষ ও সুখবোধ্য, বাক্য দ্বারা তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

অন্বয়ঃ—এবং (এতৎপ্রকারাঃ) বহুবিধাঃ (নানাপ্রকারাঃ) যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) মুখে বিততাঃ (বেদেন বিহিতাঃ ইত্যর্থঃ) তান্ সর্ব্বান্ (যজ্ঞান্) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মোদ্ভবান্) বিদ্ধি (জানীহি)। এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে (সংসারাৎ মুক্তো ভবিষ্যসি)।৩২

স্বামিটীকা—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্ম জনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান বিদ্ধি জানীহি আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি।৩২

অনুবাদ—এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিহিত হইয়াছে। ঐ সকল যজ্ঞই কর্ম্মজাত বলিয়া জানিও। এইরূপ জানিলেই সংসার হইতে মুক্ত হইবে।৩২

বিবৃতার্থ—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রকৃত জীবের অভাব নাই, অতএব কর্ম্মও নাই। যতক্ষণ সংসারী জীবের আত্মজ্ঞান না হইতেছে অর্থাৎ জীব আপনাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলিয়া জানিতে না পারিতেছে ততক্ষণ অভাব আছে, যজ্ঞাদি কর্ম্মও

আছে। আপনাকে চিনিতে পারিলেই জীবের নিষ্কৃতি হইল, চিরদিনের জন্য ছুটি হইয়া গেল। পূর্ব্ব শ্লোকের বিবৃতার্থে আমরা বলিয়াছি জ্ঞান যজ্ঞেই জীবের পূর্ণাহুতি, সমাপ্তি ও চিরশান্তি।৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ—পরন্তপ (হে শত্রু নাশন) দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দৈবাদি-যজ্ঞাৎ) জ্ঞান যজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ); পার্থ (হে পৃথানন্দন) সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানে অখিলং (অপ্রতিবন্ধং যথা স্যাৎ তথা) পরিসমাপ্যতে (অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ)।

স্বামিটীকা—কর্ম্মযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াৎ অনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ; যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ —সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" ইতি শ্রুতে।৩৩

অনুবাদ—হে শত্রুনাশন! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পৃথানন্দন! সমস্ত কর্ম্ম অপ্রতিবন্ধে জ্ঞানেতেই সমাপ্ত হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজন থাকে না।৩৩

বিবৃতার্থ—জীব অজ্ঞানতা বশতঃ মনে করে প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সম্বলিত দেহই আমি, অতএব প্রাণের ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, ইন্দ্রিয়ের সন্তোষের জন্য এবং দেহের পুষ্টির জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। আত্মজ্ঞান হইলে জীব বুঝিতে পারে আমি প্রাণ নহি, দেহ নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি; আমি চৈতন্যস্বরূপ; আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, আমার সন্তোষ অসন্তোষ নাই, এবং পুষ্টিও নাই, অপুষ্টিও নাই, অতএব আমার কর্ম্মও নাই। এতদ্ভিন্ন গাঢ় অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে বুঝা যায়, আনন্দের জন্যই জীবের সমুদয় কর্ম্ম; সংসারে যত বস্তু ভোগ করিয়া যত প্রকার আনন্দ হয়, এক জ্ঞানানন্দে সে সমস্তই আছে। যেমন ১ (এক) হইতে ৯ (নয়) পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্ক ১০ (দশের) অন্তর্গত সেইরূপ সংসারের সমস্ত আনন্দই জ্ঞানানন্দের অন্তর্গত; সুতরাং জ্ঞানলাভ হইলেই কর্ম্মের সমাপ্তি।৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ—প্রণিপাতেন (প্রণামেন) পরিপ্রশ্নেন (জিজ্ঞাসয়া) সেবয়া (শুশ্রূষয়া) তৎ (উক্তংজ্ঞানং) বিদ্ধি (লভস্ব)। জ্ঞানিনঃ (বেদজ্ঞাঃ) তত্ত্বদর্শিনঃ (অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাঃ গুরবঃ) তে (তুভ্যং) জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশেন দাস্যন্তি)।৩৪

স্বামিটীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ, নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন সেবয়া শুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চতে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি।৩৪

অনুবাদ—প্রণাম দ্বারা, প্রশ্নদ্বারা এবং গুরু সেবাদ্বারা সেই জ্ঞান অবগত হইও। বেদজ্ঞ তত্ত্বদর্শী গুরুগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন।৩৪

বিবৃতার্থ—গ্রন্থে তত্ত্বজ্ঞান নাই; তত্ত্বজ্ঞান গুরুমুখেই আছে। গুরুপদাশ্রয় না করিয়া শত সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিলেও প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায়না। গুরুপদে মন রাখিয়া গুরুপদ সেবা করিয়া তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে; অন্যথা তত্ত্বজ্ঞানের উপায় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ" অর্থাৎ যিনি গুরুপদাশ্রয় করেন তিনিই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" অর্থাৎ ভগবানে যাঁহার অকপট ভক্তি জন্মিয়াছে, এবং ভগবানে যেরূপ ভক্তি গুরুচরণেও যাঁহার সেইরূপ ভক্তি হইয়াছে সেই মহাত্মার হৃদয়েই এই সকল বেদোক্ত তত্ত্ব প্রকাশ পায়। অতএব কেবল আশ্রয়

করিলেই হইবেনা ভগবানের সহিত অভিন্ন বোধে গুরুর প্রতি ভক্তি করিতে হইবে। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতি বাক্যে কেবল সামান্যতঃ গুরুপদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে আবার "যস্যদেবে পরাভক্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে গুরুপদাশ্রয়ের ভাব দেখাইয়াছেন ঈশ্বরবোধে গুরুপ্রতি পরাভক্তি করিতে হইবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন "আচার্য্যদেবো ভব" অর্থাৎ গুরুকে উপাস্য দেব বলিয়া মনে করিও। শ্রুতি বলিয়াছেন গুরুকে ভক্তি করিবে ভগবান্ বোধে প্রাণপাত অর্থাৎ প্রণাম করিতে হইবে। স্বীয়াপকর্ষবোধক ব্যাপারের নাম প্রণাম, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে আপনাকে অপকৃষ্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়াই প্রণাম। শ্রুতি বলিলেন গুরুকে দেবতা বলিয়া মনে করিবে। গুরুকে দেবতা বলিয়া সম্মান করিলেই নিজের অপকর্ষ প্রকাশ পাইল অতএব শ্রুত্যুক্ত দেবতাবোধে ভক্তি ও ভগদুক্ত প্রণাম একই কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন "তদ্বিজ্ঞানায় সদ্গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত হস্তে হোমের জন্য কাষ্ঠাদি লইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর শরণাগত হইবে। ভগবান্ বলিলেন গুরুসেবা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিও। শ্রুত্যুক্ত গুরুর হোমের জন্য কাষ্ঠাদি আহরণ এবং ভগবদুক্ত গুরুসেবা সমান কথা।

শ্রুতিবাক্যে ও ভগবদ্বাক্যে গুরুশিষ্যের লক্ষণও ব্যক্ত হইয়াছে। শিষ্য ঐ প্রকার দাসভাবে নত থাকিবেন এবং গুরু শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। যিনি প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থ

অনুভব করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলে। ভগবান্ বলিলেন, জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। শ্রুত্যুক্ত শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ভগবদুক্ত জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী একার্থবাচক। অতএব বুঝা গেল স্বার্থপর অর্থলিপ্সু অনাচারী অজ্ঞ গুরুর নিকটে, অবিনীত, ভক্তিহীন, দাম্ভিক এবং অবিশ্বাসী শিষ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে। এখানে ভগবান্ বলিলেন "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" অর্থাৎ গুরুর নিকটে প্রণত ও গুরুসেবায় নিরত হইয়া প্রশ্নদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিও। বেদ, বেদান্ত ও ভগবদ্বাক্য এক সুরেই বাঁধা; অথবা ভগবদ্বাক্যই বেদ এবং ভগবদ্বাক্যই বেদান্ত; অতএব বেদবেদান্তের প্রমাণ দিয়া ভগবদ্-বাক্য সমর্থন করিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

অল্পজ্ঞানে ও অনধিকারে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য লইয়া বিবাদ করা অপেক্ষা ভগবানের উক্ত এই শ্লোকটির অভিপ্রায় বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিলে এবং শিক্ষা করিলে, আমাদের বোধ হয় আত্মহিতৈষী পাঠকের ও শ্রোতার অধিকতর উপকার হয়।৩৪

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

অন্বয়ঃ—পাণ্ডব (হে পাণ্ডুনন্দন) যৎ (গুরূপদিষ্টং জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা (লব্ধা) পুনঃ (ততঃ পরং) এবং (বন্ধু বধাদি নিমিত্তং) মোহং (শোকরূপং) ন যাস্যসি (ন প্রাপ্স্যসি)। যেন (জ্ঞানেন) আত্মনি অশেষাণি (নিখিলানি) ভূতানি (ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তানি প্রাণিজাতানি) দ্রক্ষ্য (অপরোক্ষ করিষ্যসি) অথো (অনন্তরং) ময়ি (সর্ব্বনিয়ন্তরি পরমাত্মনি আত্ম সহিতানি সর্ব্ব ভূতানি দ্রক্ষ্যসি) ।৩৫

স্বামিটীকা—জ্ঞানফলমাহ—যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্য ভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

অনুবাদ—হে পাণ্ডুনন্দন যে জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না ; যে হেতুক আত্মাতেই নিখিল ভূত দেখিবে এবং তাহার পরেই আমাতে সমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে।

বিবৃতার্থ—এই শ্লোকে আত্মজ্ঞান লাভের ফল দেখাইতেছেন। প্রথমে বলিলেন, আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তোমার মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান নিমিত্তক বন্ধুবান্ধবের বিনাশ জনিত শোক আর তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবেনা। তাহারই কারণ দেখাইবার জন্য বলিলেন তুমি আত্মাতে সমস্ত প্রাণী দেখিতে পাইবে, তোমার

আত্মা এবং নিখিল প্রাণীর আত্মা অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

আত্মা সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আত্মার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই ও ধ্বংস নাই। এইরূপ জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান বলে। এইরূপ আত্মজ্ঞান হইলেই জীব বুঝিতে পারে "আমি" আনন্দময় ও অনশ্বর। তাহার পরে বুঝিতে পারে আমার আত্মা অর্থাৎ প্রকৃত 'আমি" যেমন আনন্দময় ও অনশ্বর সেইরূপ নিখিল জীবের আত্মা অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃত জীবও আনন্দময় ও অনশ্বর অতএব আমার আত্মা বিনষ্ট হইল বলিয়া শোক করা কেবল ভ্রম মাত্র।

আত্মাই বা অনশ্বর কেন? তাহারই হেতু দেখাইবার জন্য ভগবান্ আবার বলিলেন অনন্তর আমাতে সমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে। ভগবান্ পরমাত্মস্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মারও আত্মস্বরূপ। সেই পরমাত্মারই অংশ জীবাত্মা। পরমাত্মা বা ভগবান্ নিত্য, সত্য, শোকমোহ বিহীন, আনন্দময় ও সর্ব্বান্তর্যামী ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। এইরূপ জানিতে পারিলেই জীবের অজ্ঞানতা জনিত শোকমোহ বিদূরিত হয়। তাই ভগবান্ বলিলেন আত্মজ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর মোহ প্রাপ্ত হইবে না।৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপাচারী) অসি (ত্বং ভবসি) জ্ঞানপ্লবেনৈব (জ্ঞান-পোতেনৈ'ব) সর্ব্বং বৃজিনং (পাপ সাগরং) সন্তরিষ্যসি (সম্যক্ তরিষ্যসি) ।৩৬

স্বামিটীকা—কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপ-কারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬

অনুবাদ—যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা সমধিক পাপী হও তথাপি জ্ঞানরূপ পোত দ্বারাই সমস্ত পাপ সাগরের পারে যাইতে পারিবে ।৩৬

বিবৃতার্থ—ভগবান্ এই শ্লোকে আবার আত্মজ্ঞানের ফল বলিলেন ; বলিলেন, যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা সমধিক পাপাচারীও হও তথাপি জ্ঞানরূপ প্লব দ্বারাই সমস্ত পাপসাগর পার হইবে। তাহাত সত্যই। রোগ শোক প্রভৃতি হইতে যে দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে তাহাই পাপের ফল বা পরিণাম। অতএব পাপই শোকের বীজ। পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে আত্মজ্ঞানলাভ করিলে শোক তাপ দূরীভূত হয়। যখন আত্মজ্ঞানে শোক তাপ দূরীভূত হয়, শোক তাপের বীজস্বরূপ পাপ পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। ভগবান্ প্রথম কথাটি পরে বলিয়াছেন ; তাহাই বলিবার রীতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শোক

তাঁপ সমস্তই ভ্রম। পাপ অদৃশ্য বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম ভ্রম, আর শোক তাপ তাহারই প্রকাশ প্রাপ্ত স্থূল ভ্রম। অতএব বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম ভ্রম নষ্ট হইলে বহিঃ প্রকাশিত পরিণাম অর্থাৎ স্থূল ভ্রম স্বরূপ শোক তাপ আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যাউক। শোক ও মোহ সঙ্কুল সংসারের আদিকারণ অবিদ্যা, ইহা সর্ব্বসম্মত। অবিদ্যারই নামান্তর অজ্ঞান বা ভ্রম এবং তাহাই পাপস্বরূপ কেননা যাহা দুঃখদায়ক তাহাই পাপ। সেই পাপরূপ অবিদ্যার বা অজ্ঞানের বা ভ্রমের পরিণাম অস্মিতা অর্থাৎ ভূতময় দেহে "আমি" বলিয়া বিশ্বাস; এক ভ্রম হইতে অপর ভ্রমের উৎপত্তি হইল। অস্মিতার পরিণাম রাগ অর্থাৎ অনুরাগ; আবার ভ্রম হইতে ভ্রমের উৎপত্তি। রাগেরই পরিণাম দ্বেষ, আবার ভ্রম হইতে ভ্রমের উৎপত্তি। সেই রাগ ও দ্বেষের পরিণাম অভিনিবেশ অর্থাৎ বস্তুবিশেষের প্রতি সুখ বোধে বা অসুখ বোধে আসক্তি; ইহাও ভ্রম হইতে ভ্রমের উৎপত্তি। এক ভ্রম হইতে দ্বিতীয় ভ্রম, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় ভ্রম, এইরূপেই সুখদুঃখ সঙ্কুল সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। যখন সমস্তই অবিদ্যার বা অজ্ঞানের বা পাপের পরিণাম, তখন অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা পাপ নষ্ট হইলেই শোক ও দুঃখের সমাপ্তি। অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা ভ্রম বা পাপ অন্ধকার স্বরূপ এবং জ্ঞান আলোময় সূর্য্য সদৃশ; অতএব যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার অপসারিত হয় সেইরূপ জ্ঞানোদয়ে অবিদ্যার বা ভ্রমের বা পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে, সুতরাং ভগবান্ যথার্থই বলিয়া-

ছেন তুমি জ্ঞানরূপ প্লব দ্বারাই সমস্ত পাপসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ।৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ—(হে) অর্জ্জুন যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভাবং নয়তি) তথা জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নিঃ) সর্ব্ব কর্ম্মাণি (শুভাশুভানি) ভস্মসাৎ কুরুতে ।৩৭

স্বামিটীকা—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্র ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিঃ দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথা জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন ! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সমূহ ভস্মসাৎ করে সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত পাপ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ।৩৭

বিবৃতার্থ—জ্ঞানোদয়ে যে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই শ্লোকে তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন। এই শ্লোকোক্ত সর্ব্বকর্ম্মের অর্থ প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন আর সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শত শত জন্মে জীব রাশি রাশি কর্ম্ম করিয়াছে। সেই সকল কর্ম্ম পরে পরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে। প্রথম স্তরের কর্ম্ম ফল ভোগ হইলে দ্বিতীয় স্তরের কর্ম্মফল আরব্ধ হয়, আবার দ্বিতীয় স্তরের কর্ম্মফল ভোগ হইলে তৃতীয় স্তরের কর্ম্মফল আরব্ধ হয়। এইরূপে কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া থাকে। যে কর্ম্মের ফলে যে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই দেহে যে কর্ম্মের ফল ভোগ আরব্ধ হয় তাহাকেই প্রাবব্ধ কর্ম্ম বলে। জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এত অধিক কর্ম্ম করিয়াছে যে বর্ত্তমান এক দেহের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর মধ্যে তাহার সমস্ত ফল ভোগ করা অসম্ভব। অথচ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় না হইলেও মুক্তি নাই। কর্ম্ম ক্ষয় দুই প্রকারে হয়—ফলভোগে কর্ম্ম ক্ষয় হয় এবং আত্মজ্ঞানে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া থাকে। ফলভোগে কর্ম্ম ক্ষয় হয় বটে কিন্তু নিঃশেষ হইবার উপায় নাই। পূর্ব্ব সঞ্চিত যে সকল কর্ম্ম আছে বর্ত্তমান একজন্মে সে সমুদয়ের ফল ভোগ হইয়া উঠে না অধিকন্তু সেই বর্ত্তমান জন্মে আবার নূতন নূতন কর্ম্ম জমিতে থাকে। অতএব ভোগ দ্বারা কর্ম্ম নিঃশেষ করিয়া মুক্তিলাভ করা অসম্ভব।

পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের ফলেই পরজন্ম হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মই পর জন্মের বীজ। আত্ম জ্ঞান লাভ হইলে পরজন্মের বীজ স্বরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং জীব আর জন্ম গ্রহণ করে না, মুক্ত হইয়া যায়।

ভগবান্ বলিলেন জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয় কিন্তু ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ এক বাক্যে বলিতেছেন প্রারব্ধ কর্ম্ম

জ্ঞানোদয় হইলেও নষ্ট হয় না ; ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হয় না বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন ; তাহার কোন প্রমাণ দেখান নাই। বোধহয় ইহা প্রত্যক্ষ বলিয়াই প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

পঞ্চভূতময় অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুই জীব দেহের উপাদান বা উপকরণ বা মস্‌লা। এইগুলি যতদিন সবল থাকে ততদিন দেহও বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দেহের অন্যান্য যতই মস্‌লা থাকুক প্রকৃত মস্‌লা কেবল কর্ম্মফল। যে সকল কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যে দেহ ও যে পরমায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায় সে সকল কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে সেই দেহ ও সেই পরমায়ু নষ্ট হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে স্থির। কেন না কর্ম্মই দেহের আসল মস্‌লা। বলবান দেহের অল্প কালেই মৃত্যু এবং দুর্ব্বল দেহেরও দীর্ঘ জীবন দেখিয়াও ইহা বুঝিতে পারা যায়।

এক ব্যক্তি পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে একটি মানব দেহ পাইয়াছে এবং কর্ম্ম ফলেই সেই দেহের একশত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি সত্তর কি আশী বৎসর বয়সে তাহার প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মায় তথাপি তাহাকে অবশিষ্ট ত্রিশ কিংবা বিশ বৎসর সেই দেহে থাকিতে হইবে, কেন না সেই দেহের মূল উপাদানের অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর ক্ষয় হয় নাই। তদ্ভিন্ন আসক্তির সহিত

বাসনাই জন্মের কারণ, অতএব আত্মজ্ঞানে দেহাসক্তি ও বাসনার ক্ষয় হইলে পুনর্জ্জন্ম হইবে না; কিন্তু যে ক্ষণে আসক্তি ও বাসনার ক্ষয় হইবে সেইক্ষণেই দেহটা হঠাৎ মরিয়া যাইবে না এবং যায়ও না ইহা শাস্ত্র যুক্তিসঙ্গত ও প্রত্যক্ষ। পুরাকালে অনেকেই আত্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন কিন্তু কাহারও দেহ আত্মজ্ঞান লাভের সম কালেই মরে নাই এবং এখনও অনুসন্ধান করিলে দেহধারী আত্মজ্ঞানী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আত্মজ্ঞান জন্মিলেও কর্ম্ম লব্ধ নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু পর্য্যন্ত দেহ বর্ত্তমান থাকেই তখন বুঝিতেই হইবে আত্মজ্ঞানে প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। আত্মজ্ঞানীকে সুখ দুঃখ শূন্য জীবন্মুক্ত হইয়া দেহ পাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, তাহার পর নির্ব্বাণ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রবাহের গতিরোধ।

পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন "তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ। জীবন্মুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারব্ধ ক্ষয় মীক্ষতে"॥ অর্থাৎ সাধক জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কৃতার্থ ও নিত্যতৃপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রারব্ধ ক্ষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞান লাভেও প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না, ইহা শাস্ত্র সম্মত ও প্রত্যক্ষ।

কুম্ভকার হস্ত দ্বারা চক্র ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলেও কিছুক্ষণ অচল চক্র আপনিই ঘুরিতে থাকে, আবার আপনিই থামিয়া যায়। এরূপ হয় কেন? কুম্ভকার আপনার দৈহিক শক্তি চক্রে প্রয়োগ করে, তাহাতেই কুম্ভকারের শক্তি চক্রে সঞ্চারিত হয়।

পরে চক্র ছাড়িয়া দিলেও চক্রের অন্তরে সেই সঞ্চারিত শক্তির সংস্কার অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ থাকিয়া যায়, তাহাতেই চক্র চলিতে থাকে; উহাই চক্রের প্রারব্ধ কর্ম্ম। প্রযোজকের অভাবে সেই শক্তির অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ প্রারব্ধ ফুরাইয়া যায় সুতরাং চক্রও থামিয়া যায়। যতক্ষণ যে পরিমিত শক্তি অর্থাৎ চক্রের প্রারব্ধ ততক্ষণ তৎপরিমিত কাল পর্য্যন্ত চক্র চলিবেই। দেহাভিমানী জীব বহু জন্ম ধরিয়া দেহ চক্র পরিচালিত করে, তাহাতেই জীবের শক্তি দেহে সঞ্চারিত হয়। জীব আত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া দেহের উপর "আমি ও আমার" অভিমান পরিত্যাগ করে অর্থাৎ দেহ চক্র ছাড়িয়া দিয়া স্বরূপে অবস্থান করে, কিন্তু দেহ চক্রে সঞ্চারিত জীব শক্তির সংস্কার অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশকিঞ্চিৎ থাকিয়া যায়, তাহাতেই জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর দেহ আপনিই পূর্ব্ববৎ চলে অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যস্ত কর্ম্ম করিতে থাকে; উহাই জীবের বা দেহের প্রারব্ধ কর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রারব্ধ অর্থাৎ কার্য্য প্রবৃত্ত সঞ্চারিত শক্তির শেষ না হয় ততদিন দেহ চক্র বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্ববৎ অভ্যস্ত কর্ম্ম করিবেই। প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই শক্তি প্রয়োজকের অভাবে দেহের পতন ও চির নিবৃত্তি হইবে।

একটি কন্দুক (ভাঁটা) ভূমির উপর চালাইয়া দিলে কন্দুক কিছুক্ষণ আপনিই চলে, অগ্নিতে কোনও ধাতু নিক্ষিপ্ত করিলে উহা উত্তপ্ত হয়, অগ্নি হইতে তুলিয়া স্থানান্তরে রাখিলেও কিছুক্ষণ উত্তপ্ত থাকে এবং কোন পদার্থ জলে নিক্ষিপ্ত করিলে উহা শীতল হয়, জল হইতে তুলিয়া অন্যত্র রাখিলেও কিছুক্ষণ শীতল থাকে।

জড়ে জড়েও এই সংস্কার বা প্রারব্ধের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জ্ঞানলাভ হইলেও প্রারব্ধ ক্ষয় হইবে না ইহা স্থির।

এই শ্লোকেই যজ্ঞের কথা সমাপ্ত হইল। ভগবান বলিলেন জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মই ভস্মসাৎ করে। আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি জ্ঞান যজ্ঞেই পূর্ণাহুতি এবং পূর্ণাহুতিতেই কাম, কর্ম্ম, ধন, জন সম্বলিত সমস্ত সংসার ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কাম বীজ "ক্লীং" উচ্চারণ পূর্ব্বক "কৃষ্ণায় স্বাহা" বলিয়া পূর্ণাহুতি দিলেই কামের বীজ পর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া গেল; আর কাম জনিত সংসার বৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গত হইবার উপায় রহিল না।৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ—হি (নিশ্চিতং) ইহ (সাধনমার্গে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানতুল্যং) পবিত্রং (শুদ্ধিকরং) ন বিদ্যতে (নাস্তি) কালেন (দীর্ঘ-কালেন) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগ শুদ্ধচিত্তঃ সন্) আত্মনি (আত্মবিষয়ে তৎ (জ্ঞানং) স্বয়ং (আত্মনৈব) বিন্দতি (লভতে, সাধক ইতি শেষঃ)।৩৮

স্বামিটীকা—তত্র হেতুমাহ—নহীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরং ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

অনুবাদ—নিশ্চয়ই সাধনমার্গে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। সাধক ব্যক্তি অতি দীর্ঘকালে কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া সেই আত্ম বিষয়ক জ্ঞান স্বয়ং লাভ করিয়া থাকেন।৩৮

বিবৃতার্থ—কাম কর্ম্মাদি সঙ্কুল সংসারই স্বতঃ শুদ্ধ প্রকৃত জীবের আগন্তুক মলিনতা বা চিত্তের অশুদ্ধি। যেমন অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুর সহিত আগন্তুক সংশ্রবই স্বতঃশুদ্ধ নির্ম্মল সুবর্ণের মলিনতা বা অশুদ্ধি বা খাদ সেইরূপ কামাদি সঙ্কুল মাটিময় দেহ গেহাদির সহিত আগন্তুক সম্বন্ধই স্বরূপ শুদ্ধ সুবিমল প্রকৃত জীবের অপবিত্র মলিনতা বা অশুদ্ধি। যেমন অগ্নি সংযোগে সুবর্ণের আগন্তুক মলিনতা দূর হয় সেইরূপ আত্ম-জ্ঞানরূপ অগ্নিতে শুদ্ধ জীবেরও আগন্তুক সংসার মলিনতা বিদূরিত হইয়া যায়। আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের এই সংসার মলিনতা দূর করিবার উপায়ান্তর নাই। এই নিমিত্তই ভগবান বলিলেন, জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকর আর কিছুই নাই। ইহা শাস্ত্র সম্মত, যুক্তি সঙ্গত ও অনুভব সিদ্ধ।

অধ্যাত্ম শাস্ত্র আলোচনা করিয়া অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে জানা যায়, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা ভ্রান্তিই চৈতন্য স্বরূপ জীবের মূল মলিনতা। শাস্ত্রকারগণ রজ্জুতে সর্পও শুক্তিতে রজত জ্ঞানকেই ভ্রমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হইলে অকারণ ভয় হয় এবং শুক্তিতে রজত জ্ঞান হইলেও অকারণেই আনন্দ হইয়া থাকে। অতএব সাংসারিক দুঃখ যেমন ভ্রম, সাংসারিক সুখও সেইরূপ ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই

নহে। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হইলে ভয়, আবার সর্পে রজ্জু জ্ঞানে সময় বিশেষে আনন্দও হইয়া থাকে। সর্পে রজ্জু জ্ঞান হওয়াতে বিল্বমঙ্গলের আনন্দ হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, সংসার ভ্রান্তিতে সর্পে রজ্জু জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হয় না বরং আরও ভাল হয়। শাস্ত্রের সঙ্গেও বিরোধ হয় না। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অশুচিকে শুচি জ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান, ও অনাত্মায় আত্মজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। পতঞ্জলি বলিয়াছেন "অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মসু নিত্যশুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" অনেক শাস্ত্রে সংসারকে সর্প স্বরূপ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ শ্লোক "যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ মুনয়ে ব্রহ্মরূপিণে। সংসারসর্প দষ্টং যো বিষ্ণুরাতম মুমুচৎ॥" অর্থাৎ যিনি সংসার সর্প দষ্ট পরীক্ষিৎকে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম স্বরূপ যোগীন্দ্র মুনিবরকে প্রণাম। অতএব ভয়জনক সর্পেতে জীবের আনন্দ জনক রজ্জু ভ্রান্তিই হইতেছে অর্থাঃ ক্ষণ ধ্বংসী অনিত্য জগতে নিত্য বোধ হইতেছে; মলমূত্রের আধার মাংসময় অশুচি শরীরে শুচিবোধ হইতেছে, দুঃখ জনক ভোগ্য বস্তুতে সুখবোধ হইতেছে এবং অচেতন জড় শরীরে চৈতন্যময় আত্মবোধ হইতেছে। ইহাই ভ্রান্তি, ইহাই মলিনতা। আত্মজ্ঞানে ইহা সমূলে উন্মুলিত হয় অতএব আত্মজ্ঞানের তুল্য পবিত্রকর নাই।

ভগবান্ বলিলেন আত্মজ্ঞানের তুল্য আর পবিত্রকর নাই, ইহাতে বুঝা যায়, আরও অনেক পবিত্রকর আছে, কিন্তু আত্মজ্ঞানের তুল্য আর দ্বিতীয় পবিত্রকর নাই। গঙ্গাজল পবিত্রকর

গোময় পবিত্রকর, সাধারণ জলও পবিত্রকর বটে, কিন্তু এই সকলে ক্ষণকালের জন্য বাহ্য পবিত্রতা হইয়া থাকে এবং এই সকল দ্বারা পুনঃ পুনঃ পবিত্রতা সম্পাদন করিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান জন্মিলে অনন্ত কালের জন্য অন্তর বাহির পবিত্র হইয়া যায়; ইহা পবিত্র, ইহা অপবিত্র এইরূপ অপবিত্র ভ্রান্তিও আর থাকে না, অতএব আত্মজ্ঞানই পবিত্রাদপি পবিত্র।

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন; এখানে বলিলেন সাধক বহু-কালে যোগসিদ্ধ হইয়া স্বয়ং আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে গুরুগণ কেবল বাচনিক জ্ঞানের লক্ষণ ও সাধন বলিয়া দিবেন, কিন্তু অপরোক্ষ ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বহুকাল ব্যাপী কষ্টকর সাধন চাই। কেবল অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করা যায় না, অল্পদিনে অল্প সাধনেও জ্ঞান লাভ হয় না। ভগবান্‌ই একথা পরে বলিবেন। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ অর্থাৎ মনুষ্য বহুজন্মের পর বাসুদেবই সর্ব্বময়, এই-রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এরূপ মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ। ভগবানের অভিপ্রেত কর্ম্মযোগই জ্ঞান লাভের সাধন।৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধাবান্ (গুরূপদিষ্টেঽর্থে বিশ্বাসবান্) তৎপরঃ (তদর্থং যত্নবান্) সংযতেন্দ্রিয় (বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ জনঃ) জ্ঞানং লভতে জ্ঞানং লব্ধা অচিরেণ (শীঘ্রমেব) পরাং (পরমাং) শান্তিং (মোক্ষং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি ।৩৯

স্বামিটীকা—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ, জ্ঞানলাভানন্তরস্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধাতু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥৩৯

অনুবাদ—শ্রদ্ধাশীল, সাধনপর জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞান লাভ করিয়া অবিলম্বে পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ।৩৯

বিবৃতার্থ—কি ব্যবহারিক, কি শাস্ত্রীয় পারলৌকিক সকল কার্য্যেরই মূলে বিশ্বাস। যিনি যে কার্য্যই করুন ফল অনিশ্চিত। তবে শ্রদ্ধার সহিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসে যত্নবান হইয়া কার্য্য করিলে প্রায় ফল হয়ই। যেমন দৃশ্য ফল সাংসারিক কার্য্যে তেমনই অদৃশ্য ফল পারমার্থিক কার্য্যেও প্রথমেই বিশ্বাসের প্রয়োজন, একথা বলাই বাহুল্য। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে কার্য্য

সাধনে তাদৃশ যত্নও হইবে না ইহা স্থির। বিশেষতঃ সংসারে এক ব্যক্তি একটি কার্য্য করিয়া তাহার ফল লাভ করিল অপর এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিশ্বাস ও যত্নের সহিত সেইরূপ কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু পারমার্থিক কার্য্য করিয়া কে মুক্তি পাইল, কেবা না পাইল তাহা জানিবার উপায় নাই অতএব প্রথমেই গুরু বাক্যে বিশ্বাস করা মুক্তি কামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশ্বাস হইলে যত্ন আপনা আপনিই হইবে। আবার ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি অল্লায়াস ও অল্পকাল সাধ্য সাংসারিক কার্য্যেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না, প্রভূত পরিশ্রম ও বহুকাল সাধ্য পারমার্থিক কার্য্যে কিরূপ কৃতকার্য্য হইবে? অতএব জিতেন্দ্রিয় হওয়া যোগ সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশ্বাসী, যত্নবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাধন করিলে জ্ঞানলাভে কোন সংশয়ই নাই; জ্ঞানের পরেই অথবা সঙ্গে সঙ্গেই পরম শান্তি বা মুক্তি।৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ চ (মূঢ়ঃ চ) অশ্রদ্দধানঃ চ (বিশ্বাসহীনঃ চ) সংশয়াত্মা (সংশয়ান্বিতঃ আত্মা যস্য সঃ সন্দিগ্ধচিত্তঃ) বিনশ্যতি। সংশয়াত্মনঃ (সন্দিগ্ধচিত্তস্য) অয়ং লোকঃ (নরলোকঃ) ন অস্তি পরঃ (লোকঃ নাস্তি) সুখং ন (নাস্তি)।৪০

স্বামিটীকা—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্ জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্‌ভ্রশ্যতি এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ।৪০

অনুবাদ—অজ্ঞ, বিশ্বাসবিহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয় অর্থাৎ স্বার্থলাভে বঞ্চিত হইয়া বিনষ্টপ্রায় হয়। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তির ইহলোক নাই। পরলোক নাই, কুত্রাপি সুখ নাই।

বিবৃতার্থ—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সংশয় করা অত্যন্ত দোষাবহ। যাহার সর্ব্বদা সকল বিষয়েই সংশয় সে কখনও কুত্রাপি সুখী হইতে পারে না. ইহা আর বুঝাইতে হইবে না। ভগবান্ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, ও সংশয়াত্মার নিন্দা করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে আবার বিশেষ করিয়া সংশয়াত্মার কথাই বলিলেন, অতএব অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন অপেক্ষা সংশয়াত্মাই নিকৃষ্টতম ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহ লোকে কোনও ভোগ করিয়া সংশয়াত্মার সুখ হয় না। সংশয়েতেই তাহার মনকে অসুখী করিয়া ফেলে। শুচি বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি ইহার একটি প্রত্যক্ষ ও প্রশস্ত দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রে ও গুরু বাক্যে অবিশ্বাস হইলে সাধনে অযত্ন হওয়ায় পরলোকেও সুখের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সর্ব্বথা সংশয় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন) কর্ম্মাণি (শুভাশুভানি স্বাভাবিক শাস্ত্রীযানি) যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং (কর্ম্মযোগেন ভগবদর্পিত কর্ম্মাণং) জ্ঞান সংচ্ছিন্নসংশয়ং (আত্মজ্ঞানেন নিবস্ত সন্দেহং) আত্মবন্তং (প্রমাদবহিতং জনং) ন নিবধ্নন্তি (সুখ দুঃখ জন্ম মরণরূপ ফল ভুক্ত ন কুর্ব্বন্তি)।৪১

স্বামিটীকা—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন সন্ন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন ত পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি, ততশ্চ জ্ঞানেনাকর্ত্তাত্মবোধেন সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো দেহাত্মভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি।৪২

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যিনি কর্ম্মযোগদ্বারা ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করেন, আত্মজ্ঞান লাভে যাঁহার সংশয় দূর হইয়াছে এবং যিনি প্রমাদ বিহীন, কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করে না।৪১

বিবৃতার্থ—সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম জন্য বন্ধন হয় না, একথা অনেকবার বলা হইয়াছে। সংশয়শূন্য হইয়া কার্য্য করিলে যে বন্ধন হয় না এই শ্লোকে এই কথাটিই নূতন। আত্মজ্ঞানে সংশয় নষ্ট হয়

এবং সংশয় নষ্ট হইলে বন্ধন হয় না, ইহাত সহজ কথাই। ভাল মন্দ, ইষ্ট অনিষ্ট, তুমি আমি, আত্মীয় পর, এইরূপ দ্বন্দ লইয়াই সংশয়, আত্মজ্ঞান জন্মিলে জীব বুঝিল, আমি অজর, অমর, নিত্য চৈতন্য স্বরূপ; আমার জড় জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং ভাল মন্দ ইত্যাদি দ্বন্দও নাই; অতএব আত্মজ্ঞানীর সংশয়ও নাই। ভাল মন্দ ইত্যাদি লইয়াই বন্ধন: ভাল মন্দ ঘুচিয়া গেল, বন্ধনও কাটিয়া গেল।৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতঃ হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

অন্বয়ঃ—ভারত (হে ভরতকুলোদ্ভব) তস্মাৎ (তদ্ধেতোঃ) জ্ঞানাসিনা (আত্মজ্ঞান খড়্গেন) আত্মনঃ (স্বস্য) অজ্ঞানসম্ভূতং (অবিবেক জাতং) হৃৎস্থং (মনোগতং) এনং সংশয় ছিত্ত্বা (নিকৃত্য) যোগং (নিষ্কাম কর্ম্মযোগং) আতিষ্ঠ (আশ্রয়) উত্তিষ্ঠ (উত্থায় যুধ্যস্ব)।৪২

স্বামিটীকা—তস্মাদজ্ঞানেতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্ম্মত্বং দর্শিতম্।৪২

অনুবাদ—হে ভারত! অতএব জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা হৃদয়স্থ অজ্ঞান জনিত সংশয় ছেদন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর এবং যুদ্ধ কর।৪২

বিবৃতার্থ—দ্বিতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠশ্লোকে আমরা দেখিয়াছি অর্জ্জুন বলিয়াছেন, আমরা ইহাদিগকে জয় করি অথবা ইহারাই আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটি হিতকর তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ভাল মন্দ, হিত অহিত, উচিত অনুচিত, লইয়াই অর্জ্জুনের সংশয় হইয়াছে এবং সেই সংশয়ই তাঁহার হিতকর কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্মজ্ঞানের অভাবেই অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় হইয়াছে এবং সংশয় জন্যই 'কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হইতেছে না। জ্ঞানময় অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তরের ভাব অবগত হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের স্বরূপ বুঝাইয়া তৎপরে এ পর্য্যন্ত জীবের অধিকার ভেদে কর্ত্তব্য ভেদ উপদেশ দিয়াছেন। এই চতুর্থ অধ্যায়ে এই শেষ শ্লোকে অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করিবার উপায় বলিয়া দিলেন। কি স্বাভাবিক, কি ব্যবহারিক, কি শাস্ত্রীয় সকল কার্য্যে সংশয়ই অনর্থের মূল ও অসুখের কারণ। অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়োচিত স্বাভাবিক ও ব্যবহারিক কার্য্যে সংশয় হইয়াছে। আত্মজ্ঞান ভিন্ন নিঃশেষে সংশয় নাশের উপায় নাই; তাই বলিলেন, জ্ঞান খড়্গে সংশয় ছেদন করিয়া যুদ্ধ কর।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাহাতে বিমুখ হইতেছেন সেই জন্যই ভগবান্ বলিলেন, কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ সকল কার্য্যই নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরে ফলার্পণ পূর্ব্বক করিও; এখন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধ কর।

এই চতুর্থ অধ্যায়ের নাম কর্ম্মন্যাস যোগ অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনোযোগ।৪২

অধিকারিভেদে যিনি বিভিন্ন সাধন।
শিখাইলা পার্থে, নমি সে কৃষ্ণ চরণ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে বিবৃতার্থ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং (ত্যাগং) শংসসি (কথয়সি) পুনঃ যোগং চ (কর্ম্ম যোগং চ শংসসি) এতয়োঃ (মধ্যে) যৎ শ্রেয়ঃ (হিততমম্) তৎ একং সুনিশ্চিতং (যথা স্যাত্তথা) ব্রূহি (বদ) ।১

স্বামিটীকা—নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥ অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সন্ন্যাসমিতি। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থেত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসন্ন্যাসং কথয়সি জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি, ন চ কর্ম্মসন্ন্যাস কর্ম্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সম্ভবতো বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োর্মধ্যে একস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥১

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! তুমি একবার কর্ম্ম ত্যাগের প্রশংসা করিতেছ আবার আমাকে কর্ম্ম করিতেও বলিতেছ

এই দুইয়ের মধ্যে আমার পক্ষে যেটি পরম হিতকর, সেই একটি নিশ্চয় করিয়া বল ।১

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বলিয়াছেন আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, যিনি আত্মানন্দেই পরিতৃপ্ত, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন, হে পার্থ! আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া যায়। অথচ চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিলেন তুমি জ্ঞান খড়্গ দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ইহাতে ভগবানের দুই প্রকার বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অর্জ্জুনের মনে হইয়াছে। এক ব্যক্তি শয়ান রহিয়াছে এবং চলিতেছে, ইহা যেমন বিরুদ্ধ; একই ব্যক্তি একই সময়ে কর্ম্ম করিবে এবং কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ইহাও সেইরূপ বিরুদ্ধ ও অসম্ভব। তাহা হইলে আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব, এইরূপ সংশয়ে অর্জ্জুন এইরূপ কথা বলিলেন।১

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয় ৪—সংন্যাসঃ (কর্ম্মত্যাগঃ) কর্ম্মযোগশ্চ (কর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ) উভৌ

নিঃশ্রেয়সকরৌ (নিঃশ্রেয়সং কুর্ব্বতঃ ইতি তথা মঙ্গলকরৌ) তু (কিন্তু তথাপি)তয়োঃ(মধ্যে) কর্ম্ম সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টঃ ভবতি)।২

স্বামিটীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়ং ভাবঃ—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বা বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্ব্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাস কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তু তয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি॥২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গলকর, তথাপি কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম যোগ ভাল।২

বিবৃতার্থ—অনধিকারে অর্থাৎ হৃদয়ে কর্ম্মবাসনা থাকিতে বল পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে উভয় ভ্রংশ হয়, দুই দিক নষ্ট হইয়া যায়। ঈশ্বরোদ্দেশে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে বাসনা ক্ষয় হয়; তখন আপনা আপনিই কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়। তাহাই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ পাকা সন্ন্যাস। অতএব কর্ম্মযোগই কর্ম্মসন্ন্যাসের উপায় বা মূল ভিত্তি সুতরাং কর্ম্মসন্ন্যাসের ন্যায় কর্ম্ম যোগও পরম

মঙ্গলকর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়কেই মঙ্গলকর বলিয়া আবার কর্ম্মযোগের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। বাস্তবিক নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় সকল বিষয়ের নিম্নস্তরই সমধিক প্রয়োজনীয় সুতরাং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ব্যাকরণ না পড়িলে বেদান্ত পড়া যায়না, অতএব ব্যাকরণ পাঠই বেদান্ত পাঠের উপায় সুতরাং বিশেষ প্রশংসনীয়। একতল গৃহ সুদৃঢ় না হইলে দ্বিতল ত্রিতল গৃহ রক্ষিত হয়না, অতএব একতল গৃহই দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহের রক্ষক অতএব সমধিক প্রয়োজনীয় সুতরাং বিশেষ প্রশংসনীয়। শকটের নিম্নস্থ চক্র না থাকিলে বা সুদৃঢ় না হইলে শকট চলেনা অতএব চক্রই সমধিক প্রয়োজনীয় সুতরাং বিশেষ প্রশংসনীয়। কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ প্রশংসনীয়, এই জন্যই ভগবান্ কর্ম্মযোগের বিশিষ্টতা বলিয়াছেন।

অর্জ্জুন মনে করিয়াছিলেন কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুইটি পরস্পর পৃথক সাধন, দুইএর একটি করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। তাই ভগবানকে বলিয়াছিলেন, একটি নিশ্চয় করিয়া বল যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। এইখানেই অর্জ্জুনের ভুল হইয়াছিল। বস্তুতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসই প্রধান কর্ত্তব্য, আর কর্ম্মযোগ তাহারই প্রথম করনীয় অঙ্গ। দুটি পৃথক্ সাধন হইলে অর্জ্জুনের বাক্য সঙ্গত হইত, তাহা নহে। সাধকের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে সাধন পৃথক অর্থাৎ অসামর্থ্যে উচ্চসাধন করিতে না গিয়া সামর্থ্যানুরূপ নিম্ন সাধন

করিয়া এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া উচ্চসাধনে উপনীত হইবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। তবে যখন যাহাকে যেরূপ সাধনের উপদেশ দেওয়া হইবে তখন তাহার নিকটে সেই সাধনের প্রশংসা করাই সদগুরুর কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সদ্গুরু হইতেও সদগুরু ইহা বলাই বাহুল্য।২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

অন্বয়ঃ—যঃ ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ ন করোতি) ন কাঙ্ক্ষতি (কিঞ্চিদপি ন বাঞ্ছতি) সঃ নিত্য সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্যঃ) মহাবাহো (হে মহাবিক্রম) হি (যস্মাৎ) নির্দ্দ্বন্দ্বঃ (দ্বেষাকাঙ্ক্ষাদিদ্বন্দ্ব শূন্যঃ জনঃ) সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ (সংসারাৎ) প্রমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)।৩

স্বামি টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্দ্বন্দ্বঃ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে॥৩

অনুবাদ—যে দ্বেষ করেনা এবং আকাঙ্ক্ষাও করে না তাহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। হে মহাবাহো! যে হেতুক দ্বন্দ্ববিহীন ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।৩

বিবৃতার্থ—ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মযোগীর প্রশংসা করিয়াছেন, এই শ্লোকে হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাই বলিতেছেন।

ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, আত্মীয় পর, আমার তোমার, অনুরাগ বিদ্বেষ আকাঙ্ক্ষা ঘৃণা ইত্যাদি সকলকে দ্বন্দ্ব বলে। ঐ দ্বন্দ্বই বন্ধনের কারণ বা বন্ধন স্বরূপ। ঐ সকল দ্বন্দ্ব যাহার নাই সেইই মুক্ত। আবার বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিয়াও যে ব্যক্তি স্বয়ং নিষ্কাম হইয়া ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অর্পন করিতে পারে সেইই সন্ন্যাসী, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মসন্ন্যাসী, অতএব কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই প্রশংসনীয়।৩

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ—বালাঃ (মূর্খাঃ) সাংখ্য যোগৌ (সন্ন্যাস কর্ম্মযোগৌ পৃথক্ (পরস্পর বিভিন্নস্বরূপৌ) প্রবদন্তি (কথয়ন্তি) পণ্ডিতাঃ (বুদ্ধিমন্তঃ জনাঃ) ন (পৃথক্ ন বদন্তি) একং অপি (তয়োরেকতরং অপি) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ জনঃ) উভয়োঃ (সন্ন্যাস কর্ম্মযোগয়োঃ) ফলং বিন্দতে (লভতে)।৪

স্বামি টীকা—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রম-সমুচ্চয়ঃ অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবো-চিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গসন্ন্যাসং লক্ষয়তি, সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা

এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ। অত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথাহি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি, সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়ো ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্‌ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥৪

অনুবাদ—মূর্খরাই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়কে পৃথক্ বলিয়া থাকে; পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। যে হেতুক ঐ উভয়ের একটি আশ্রয় করিলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায়।৪

বিবৃতার্থ—দাসত্বের ফল মাসিক বেতন। দুইব্যক্তি কেরাণিগিরি করে একজনের বেতন পঁচিশ টাকা, অপরের বেতন পঁয়ত্রিশ টাকা। দুইজনের কর্ম্ম সমান কিন্তু ফল পৃথক। আবার একজন কেরাণিগিরি করে অপর একজন তত্ত্বাবধান করে; দুইজনেই পঞ্চাশ টাকা বেতন পায়; এখানে কর্ম্ম পৃথক ফল সমান। কার্য্যে কাহারও প্রয়োজন নাই, ফলেই প্রয়োজন। অতএব যেখানে কার্য্য সমান ফল পৃথক্ সেখানে ফলের হিসাবে কার্য্যও প্রকৃত পক্ষে পৃথক্। আবার যেখানে কর্ম্ম পৃথক্ ফল সমান সেখানেও ফলের হিসাবে কর্ম্মও প্রকৃত পক্ষে একই। একটি নবরোপিত (চারা) আম্রবৃক্ষ, আর একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ফলোন্মুখ আম্রবৃক্ষ; দুই বৃক্ষই আম্রবৃক্ষ সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হিসাবে সমান,—একই। তবে নবরোপিত বৃক্ষে কিছু বিলম্বে ফল হইবে, ফলোন্মুখ বৃহদ্‌বৃক্ষে শীঘ্রই ফল হইবে—অতএব ফলানুসারে একই। যদি একজন আম্রলুব্ধ ব্যক্তি বিলম্ব সহ্য

ঃবিতে না পারিয়া একবারেই একটি ফলবান্ বৃহদ্‌বৃক্ষ বসাইয়া দন, তিনি নিশ্চয়ই ফলে বঞ্চিত হইবেন; শীঘ্র ফল পাওয়া দূরে থাকুক, কখনই ফল পাইবেন না; বৃক্ষ শুকাইয়া যাইবে, চারার অভাবে ফলের আশাও থাকিবে না। যদি কেহ চারা আম্রবৃক্ষকে এবং ফলোন্মুখ বা ফলবান্ আম্রবৃক্ষকে পৃথক্ বৃক্ষ বলে সে মূর্খ বৈ কি? সেই জন্যই ভগবান্ বলিলেন যাহারা কর্ম্মযোগ ও সাংখ্যযোগকে পৃথক্ বলে তাহারা মূর্খ। তাহারই হেতু দেখাইলেন, কর্ম্মযোগ ও সাংখ্যযোগের একটি যথাধিকারে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে সমানই ফল পাওয়া যায়। তবে বিলম্বে ও সত্বরে। কর্ম্মযোগী কালে কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভে মুক্তি ও পরমানন্দ পাইবেন, আর কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী সন্ন্যাসী অচিরেই পরমানন্দ পাইবেন বা তৎকালেই পাইতেছেন। ইহাও সন্ন্যাসীর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মযোগেরই ফল। এই জন্যই ভগবান্ বলিলেন কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসংন্যাস এই দু'য়ের মধ্যে একটি সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায়।৪

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ—সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ) যৎ স্থান (মোক্ষাখ্যং) প্রাপ্যতে যোগৈঃ অপি (কর্ম্মযোগিভিঃ অপি) তৎ (স্থান) গম্যতে (প্রাপ্যতে); যঃ সাংখ্যং চ (জ্ঞান যোগং চ) যোগং চ (কর্ম্ম যোগং চ) একং (অভিন্নং) পশ্যতি সঃ পশ্যতি (সুষ্ঠু জানাতীত্যর্থঃ)।৫

(হে) মহাবাহো অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সন্ন্যাসঃ আপ্তু (প্রাপ্তুং) দুঃখং (দুঃখহেতুঃ অশক্যঃ ইত্যর্থঃ) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগানুষ্ঠাতা) মুনি (সাধকঃ) ন চিরেণ (অবিলম্বেন অনায়াসেন) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (অপরোক্ষং জানাতি)।৬

স্বামি টীকা—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাংখ্যৈরিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভির্যৎস্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে। যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যস্তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক পশ্যতি ॥৫

যদি কর্ম্মযোগিনোপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্ত্তুংযুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সন্ন্যাসস্থিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সন্ন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ, যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্তঃয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ" ইতি ॥৬

অনুবাদ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষরূপ যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কর্ম্মযোগি গণও তাহাই লাভ করেন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়কেই এক বলিয়া জানেন তিনিই ঠিক জানেন।৫

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে সন্ন্যাসাশ্রয় কেবল দুঃখের হেতু কিন্তু কর্ম্মযোগানুষ্ঠাতা মুনি অনায়াসেই অপরোক্ষ ভাবে ব্রহ্ম অবগত হইতে পারেন।৬

বিবৃতার্থ—পঞ্চম শ্লোকে পূর্ব্ব কথাই প্রকারান্তরে বলিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকে 'দুঃখ" শব্দের অর্থ অপ্রাপ্য। কর্ম্ম-যোগ না করিয়াও যদি কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তিনি পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।৫।৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

অন্বয়ঃ—যোগযুক্তঃ (কৃত কর্ম্মযোগজনঃ) বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধঃ আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতঃ সন্) বিজিতাত্মা (বিজিত দেহ) জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বাত্মদর্শী সন্) কুর্ব্বন্নপি (কর্ম্ম আচরন্নপি) ন লিপ্যতে (কর্ম্মবন্ধনং ন আপ্নোতি)।৭

স্বামিটীকা—কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরি তনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্কাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। তৈর্ন বধ্যতে॥ ৭

অনুবাদ—কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি, বিশুদ্ধ চিত্ত, জিত দেহ, জিতেন্দ্রিয়, ও সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া কর্ম্ম করিলেও তাহাতে বদ্ধ হন না।৭

বিবৃতার্থ—কর্ম্মযোগ দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হইযা আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও সেই অবস্থায় যে সকল কর্ম্ম কবিবে তাহাতেও ত বন্ধন হইতে পারে, অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কা অপনযন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ এই শ্লোক বলিলেন।

অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানই বন্ধন। সেই অজ্ঞানের পাঁচটি গ্রন্থি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ, ইহা একবার বলা হইযাছে। অভিনিবেশ পর্য্যন্ত হইলেই বন্ধন সম্পূর্ণ হইল পাকা বন্ধন হইল। হয় প্রথম গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যা, না হয় শেষ গ্রন্থি অর্থাৎ অভিনিবেশ এই দুইএর একটি গ্রন্থি বিশ্লিষ্ট হইলেই মধ্যবর্ত্তী অপর তিন গ্রন্থি আপনা আপনিই খুলিয়া যায়। কর্ম্মযোগে চিত্ত নির্ম্মল হইল, অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ মলিনতা অপনীত হইল, অমনি স্বতঃ জ্ঞান প্রকাশ পাইল, তৎক্ষণাৎ অস্মিতা অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি অপহৃত হইল, তখনই রাগ দ্বেষরূপ ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ছিন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গেই অভিনিবেশ নষ্ট হইয়া গেল। কর্ম্ম ত বন্ধন নহে ; ঐ গুলিই বন্ধন ; যদি ঐ গুলি নষ্ট হইয়া গেল, তবে যে কোনও কর্ম্ম করনা কেন, বন্ধন নাই।৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯

অন্বয়ঃ—যুক্তঃ (কৃত কর্ম্ম যোগঃ জনঃ) তত্ত্ববিৎ (আত্মতত্ত্বজ্ঞঃ সন্) পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ (নেত্রমুন্মীলয়ন্) নিমিষন অপি (নেত্রং নিমীলয়ন অপি) ইন্দ্রিযানি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয় বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তন্তে) ইতি ধারয়ন্ (মন্বানঃ) কিঞ্চিৎ এব (কিমপি কর্ম্ম) ন করোমি ইতি মন্যেত (জানীয়াৎ) ।৮।৯

স্বামিটীকা—কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্‌বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্নেত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্‌ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত মন্যতে, তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ উন্মেষনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ, এতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—"তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি ॥৮—৯

অনুবাদ—কর্ম্মযোগী চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দর্শন শ্রবন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রালাভ, নিশ্বাস কথোপকথন, মলমূত্রত্যাগ, গ্রহণ, নেত্রোন্মীলন ও নেত্রানিমীলন প্রভৃতি স্বাভাবিক কার্য্য করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, এই ধারণায়, আমি কিছু করিতেছি এরূপ মনে করেন না।৮।৯

বিশদার্থ—কর্ম্ম করিলেও বন্ধন হয় না ইহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; ভগবান্ তাহারই সম্ভাবনা দেখাইতেছেন।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "মনঃ কৃতং কৃতং কর্ম্ম শরীর কৃতমকৃতম্" অর্থাৎ মনের কৃত কর্ম্মই কর্ম্ম, দেহের কৃত কর্ম্ম কর্ম্ম নহে। দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করা হয় তাহাতে মনের বা বুদ্ধির অভিনিবেশ অর্থাৎ আমি করিতেছি বলিয়া যে অভিনিবেশ বা ধারণা, তাহাই বন্ধনের হেতু বা বন্ধন। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম কিংবা ব্যবহারিক কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, যে সকল কর্ম্ম মনুষ্যের বা জীবের স্বাভাবিক ব্যাপার, যাহা না করিয়া মনুষ্য জীবিত থাকিতেই পারে না এবং যে সকল কর্ম্ম স্বভাবের বলে করিতেই হইবে বা বিনা চেষ্টায় হইয়া যাইবে, মনের অভিনিবেশ থাকিলে অর্থাৎ আমি করিতেছি মনে করিলে তাহাও বন্ধনের কারণ। ভগবান্ সেই অবশ্য কর্ত্তব্য বা অবশ্যম্ভাবি স্বাভাবিক কর্ম্মগুলি দেখাইলেন। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ঘ্রাণ ও অশন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য; গমন, গ্রহণ, উৎসর্জ্জন

ও কথন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য; শ্বাস প্রাণ বায়ুর কার্য্য; উন্মেষ ও নিমেষ কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য এবং নিদ্রা বুদ্ধির অবস্থা। এই সকল স্বাভাবিক কার্য্যেও আমি করিতেছি, আমি চলিতেছি, আমি বলিতেছি ইত্যাদি অভিমান ত্যাগ করিলেই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এই ভাবের কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যিনি সম্যক প্রকারে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি কি শাস্ত্র বিহিত, কি ব্যবহারিক, কি স্বাভাবিক, কোন কার্য্যেই তাঁহার আমি করিতেছি বলিয়া মনে হয় না সুতরাং তাহার কর্ম্ম বন্ধনও হয় না। ইহা শাস্ত্র প্রমিত অনুমান সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ অনুভূত।৮।৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২

অন্বয় ঃ—যঃ ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) কর্ম্মাণি আধায় (সমর্প্য) সঙ্গং (ফলেচ্ছাং) ত্যক্ত্বা করোতি স অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রমিব পাপেন (বন্ধহেতুনা পুণ্য পাপাত্মকেন কর্ম্মণা) ন লিপ্যতে ন সংবধ্যতে)।১০

যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) সঙ্গং (কর্ম্ম ফলাসক্তিং) ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধ্যর্থং) কায়েন (দেহেন) মনসা (সংকল্প বিকল্পাত্মকেন) বুদ্ধ্যা (নিশ্চয়াত্মিকয়া) কেবলৈঃ (অভিনিবেশ রহিতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (আচরন্তি) ।১১

যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল কামনাং) ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিকীং) শান্তিং (মোক্ষং) আপ্নোতি (লভতে), অযুক্তঃ (তদ্বিপরীতঃ জনঃ) কামকারেণ (কাম প্রবৃত্ত্যা) ফলে সক্তঃ (আসক্তঃ সন্) নিবধ্যতে (নিতরাং বন্ধনং প্রাপ্নোতি) ।১২

— — — — — — — — — —

স্বামিটীকা—তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ॥ ১০

বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি—কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্ম যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি॥ ১১

নন্বু কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে ইতি ব্যবস্থা, অত আহ—যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি॥ ১২

অনুবাদ—যিনি পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া ভৃত্যের ন্যায় কর্ম্মাচরণ করেন তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় পুণ্য পাপে লিপ্ত হননা।১০

কর্ম্মযোগিগণ ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত দেহ, মন, ও বুদ্ধিদ্বারা এবং অনুরক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন।১১

ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া চিরশান্তি লাভ করেন, পক্ষান্তরে ঈশ্বর বহির্মুখ ব্যক্তি কামের প্রবর্ত্তনার ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।১২

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞান প্রাপ্ত কর্ম্মযোগীর কথা বলিয়া দশম ও একাদশ শ্লোকে অজ্ঞান কর্ম্মযোগীর অবস্থা বলিলেন, এবং দ্বাদশ শ্লোকে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও অনীশ্বর নিষ্ঠ কর্ম্ম-যোগীর ও ঈশ্বর বিমুখ কর্ম্মীর অবস্থার বিভিন্নতা দেখাইলেন। এ সকল কথা প্রসঙ্গ ক্রমে হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহাই প্রকা-রান্তরে বলা হইল। দুরূহ বিষয় পুনঃ পুনঃ নানা প্রকারে বুঝাইয়া না দিলে পাঠকের ও সাধকের স্মরণ থাকে না হৃদয়ঙ্গমও হয় না। কর্ম্মযোগীকে মনে করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রেরণায় আমি ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিতেছি। ইহাই উক্ত তিন শ্লোকের অভিপ্রেত।১০।১১।১২

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥১৩

অন্বয়ঃ—বশী (জিতচিত্তজ্ঞানি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (বিক্ষেপকানি মনসা (বিবেকযুক্তেনমনসা) সংন্যস্য (ঈশ্বরেসমর্প্য) নৈবকুর্ব্বন্ (স্বয়ং কুর্ব্বন্) ন কারয়ন্ (অন্যদ্বারেতি শেষঃ) নবদ্বারে (নবছিদ্রযুক্তে) পুরে (পুরবদ্দেহে) সুখং (সানন্দং যথা স্যাত্তথা) আস্তে (অবতিষ্ঠতে) ।১

স্বামিটীকা—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগ বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্, ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রে ইত্যাহ—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিক্ষেপকা মনসা বিবেকযুক্তেন সন্ন্যস্য সুখং যথা ভবতি এবংজ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে বাস্ত ইত্যাহ--নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্তশিরোগতানি অধোগতে দ্বে পায়ূপান্তরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিন্ পুরে পুরবদ হঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তে দেহেন নৈব কুর্ব্বন মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা অশুদ্ধচিত্তো হি সন্ন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ, ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ॥১৩

অনুবাদ—জিতচিত্ত ব্যক্তি মন দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং না করিয়া এবং অন্যদ্বারা না করাইয়া নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ পুর মধ্যে সুখে অবস্থান করেন।১৩

বিবৃতার্থ—অজ্ঞান কর্ম্মযোগীর কথা পূর্ব্বে বলিয় আবার জ্ঞান প্রাপ্ত কর্ম্মযোগীর পরিণাম বলিতেছেন।

ভগবান্ বলিলেন, মন দ্বারা ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে কেবল মুখ দ্বারা "এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিলে চলিবে না; অর্থাৎ কর্ম্মফলকে

মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। অন্তরের সহিত ভগবানে সমর্পণ করা চাই। আত্ম জ্ঞান জন্মিলে দেহে "আমি" ও দৈহিক পদার্থে "আমার" বোধ থাকেনা সুতরাং আত্ম জ্ঞানী দেহ কৃত কোনও কর্ম্ম আমি করিতেছি বা করাইতেছি মনে করেন না।

যেমন একটি পুর মধ্যে মনুষ্য বাস করে; পুরের ক্ষয়ে বা ধ্বংসে মনুষ্য দেহের ক্ষয় বা ধ্বংস হয় না সেইরূপ আত্ম জ্ঞানী জড় দেহকে পুর স্বরূপ মনে করেন অতএব দেহের ক্ষয়ে বা ধ্বংসে, সুখে বা অসুখে নিজের অর্থাৎ চিৎ স্বরূপের ক্ষয় বা ধ্বংস. সুখ বা দুঃখ অনুভব করেন না, সুতরাং অনশ্বর নিজানন্দে পূর্ণ হইয়া অবস্থান করেন।১৩

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪

অন্বয় ঃ—প্রভু (ঈশ্বরঃ) লোকস্য (জনস্য) কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি (ন উৎপাদয়তি) কর্ম্মাণি ন (সৃজতি) কর্ম্মফলসংযোগং (কর্ম্মফলেন-সংশ্লেষং (ন সৃজতি) তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (প্রকৃতিঃ অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা) প্রবর্ত্ততে (তৎসর্ব্বংকরোতীত্যর্থঃ)।১৪

স্বামিটীকা—নমু "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধোনিনীষতে"। ইত্যাদি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি

চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রযোজক কর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্কাহ—ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি কিন্তু জীবস্য স্বভাবেঽবিদ্যৈব কর্তৃত্বাদিরূপেন প্রবর্ত্ততে অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্‌ক্তে ন তু স্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥ ১৪

অনুবাদ—ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব বা কর্ম্ম উৎপাদন করেন না, এবং কাহারও কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধও উৎপাদন করেন না; পরন্তু জীবের স্বভাবই ঐ সকলের প্রবর্ত্তক।১৪

বিস্তৃতার্থ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কর্ম্মযোগী পরমেশ্বরের প্রেরণায় ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিবে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি সৎ কর্ম্ম করে তাহার পুণ্য হয় এবং যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম করে তাহার পাপ হয়। আবার যে ব্যক্তি অপরকে সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করায় তাহারও পুণ্য ও পাপ হইয়া থাকে। যদি পরমেশ্বরই জীবকে সৎ ও অসৎ কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তিত করেন তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁহারও পুণ্য ও পাপ হইতে পারে; এই আশঙ্কায় এই শ্লোক বলিলেন।

ভগবান্ বলিলেন, প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর কাহারও কর্তৃত্ব উৎপাদন করেন না, অর্থাৎ কাহাকেও কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন না, কাহারও কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া দেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মফল প্রদান করেন না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে. এষ

এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিণীষতে” অর্থাৎ এই ঈশ্বরই জীবকে সৎ কর্ম্ম করাইয়া যমলোক হইতে উৎকৃষ্ট লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং ইনিই জীবকে অসৎ কর্ম্ম করাইয়া যমলোক হইতে অধঃপতিত করিতে অভিলাষ করেন। ইহাতে ভগবদ্ বাক্যের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিল। আবার ভগবান বলিলেন “জীবের স্বভাবই জীবকে সৎ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে”। ইহাতে নিরীশ্বর বাদ আসিয়া পড়িল। সকল দিকেই সঙ্কট। যদি ঈশ্বরের প্রেরণায় জীব কর্ম্ম করে তবে শ্রুতি বাক্য সার্থক হয়, কিন্তু সৎ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়ায় তাঁহাতে পুণ্য পাপের সংশ্রব ঘটে এবং একজনকে উর্দ্ধগতি ও আর একজনকে অধোগতি দেওয়ায় তাঁহার পক্ষপাতও আসিয়া পড়ে। অথচ সচ্চিৎ স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ঈশ্বরে পুণ্য, পাপ ও পক্ষপাত সম্ভবেনা। আবার যদি ভগবদ্‌বাক্যানুসারে স্বভাবকেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে ভগবদ্‌বাক্যের সহিত শ্রুতিবাক্যের বিরোধ ত হয়ই, তদ্ভিন্ন অনর্থক অকর্ম্মণ্য ঈশ্বর খাড়া করা প্রয়োজন হয়না। এখন ইহার উপায় কি? উপায় আছে।

সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের সমষ্টির নাম প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, রজগুণের স্বভাব প্রবৃত্তি, এবং তমগুণের স্বভাব আবরণ। ঐ ত্রিগুণের সমষ্টি স্বরূপ প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত, মায়া ও অবিদ্যা। প্রকৃতির যে ভাগ শুদ্ধ সত্ত্বময় তাহার নাম মায়া, আর যে ভাগ রজ

ও তমগুণে মিশ্রিত অশুদ্ধ সত্ত্ব বিশিষ্ট অথচ রজ ও তম-গুণই যে ভাগে অধিক তাহার নাম অবিদ্যা। মায়াই বিদ্যা-শক্তি বা জ্ঞানশক্তি আর অবিদ্যা আবরণশক্তি বা অজ্ঞানশক্তি। ঈশ্বর বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ জ্ঞানশক্তিতে পরিপূর্ণ সুতরাং স্বপ্রকাশ, পক্ষান্তরে জীব প্রবৃত্তিস্বভাব রজ ও আবরণস্বভাব তমগুণে আচ্ছন্ন, সুতরাং মুগ্ধ।

ঈশ্বর, জীব, বিদ্যা, অবিদ্যা, কর্ম্ম ও অদৃষ্ট এসকলই অনাদি ও অনন্ত। অবিদ্যার রজভাগ হইতে প্রবৃত্তি ও তমভাগ হইতে মোহ উৎপন্ন হয; এই নিমিত্ত জীব অনাদি-কাল হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত অথচ মোহবশতঃ সৎ ও অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাচনে অসমর্থ। অনাদিকাল হইতেই জীব কর্ম্ম করিযা আসিতেছে, সেই কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, সেই অদৃষ্ট-জন্য আবার জন্মিয়া কর্ম্ম করিতেছে, আবার অদৃষ্টানুরূপ জন্মলাভ করিয়া কর্ম্ম করিতেছে; ইহাই সংসারচক্র; ইহার যেমন আদি নাই, সেইরূপ অন্তও নাই। মহা প্রলয়েও সমস্ত জীব নিজ অদৃষ্ট লইয়া দেহহীন সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে সকলেই আপন আপন অদৃষ্টানুরূপ যোনি ও দেহ প্রাপ্ত হইযা অদৃষ্টানুরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। শুভাদৃষ্ট বশতঃ উর্দ্ধগতি এবং অশুভাদৃষ্ট বশতঃ অধোগতি হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেননা, কর্ম্মের সৃষ্টি করেননা এবং স্বয়ং কর্ম্মফলও উৎপাদন

করেননা। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবই জীবকে পুনঃ পুনঃ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে এবং জীব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। অতএব বিচিত্র সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরে পক্ষপাত আশঙ্কা করা যায়না।

এরূপ হইলে ঈশ্বরেই প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। প্রকৃতি জড়। চৈতন্যের সাহায্য ভিন্ন কাহাকেও প্রবর্ত্তিত করিতে পারেনা; স্বয়ং অন্ধ, পঙ্গু ও অজ্ঞান হইয়া অপরকে পরিচালিত করা অসম্ভব। ঈশ্বর চৈতন্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অজ্ঞান স্বরূপ জড় প্রকৃতি বা অবিদ্যা জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ং চলিতে পারেনা, সুতরাং অপরকে চালাইতেও পারেনা। অবিদ্যা বা স্বভাব ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতিরেকে কাহাকেও প্রবর্ত্তিত করিতে পারেনা এইজন্য ঈশ্বরকে প্রবর্ত্তক বলা হয় মাত্র। অতএব জীবকে সদসৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরে পুণ্য পাপের সম্বন্ধ সুদূরপরাহত। ঈশ্বর অগ্নির সৃষ্টি করিয়া তাহাতে দাহিকা-শক্তি দিয়াছেন; অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলেই হস্ত দগ্ধ হইবে ইহা তাঁহার নিয়ম। একব্যক্তি রন্ধনের নিমিত্ত চুল্লীতে অগ্নি জ্বালিয়াছে; যদি কোন নির্ব্বোধ বালক অপরের অসৎ প্রেরণায় সেই অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করে এবং তজ্জন্য তাহার হস্ত দগ্ধ হয়, তাহাতে রন্ধনেচ্ছু অগ্নিজ্বালকের দোষ বা পাপ হইতে পারেনা। ঈশ্বর সন্তাপময় সংসারের সংসারাগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেই অর্থাৎ আসক্ত হই-

লেই সন্তপ্ত হইতে হইবে ইহা তাঁহার নিয়ম। যদি জীব অনাদি অবিদ্যার অসৎ প্রেরণায় সংসারে আসক্ত হইয়া সং বা অসং কর্ম্ম করিয়া পুণ্য বা পাপ সঞ্চয় করে তাহাতে ঈশ্বরে পুণ্য বা পাপ স্পর্শের সম্ভাবনাই নাই।

এখন আমরা দেখিলাম, সকল দিকই বজায় রহিল। ঈশ্বর না থাকিলে অবিদ্যার বা স্বভাবের প্রেরণাশক্তি হয়না, অতএব ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইল। ঈশ্বর স্বয়ং কাহারও কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উৎপাদন করেননা, এই ভগবদ্বাক্যও সত্য হইল এবং ঈশ্বরের সাহায্য না পাইলে কেবল অবিদ্যা বা স্বভাবদ্বারা কোনও কার্য্যই হয়না অতএব প্রকারান্তরে উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যও যথার্থ হইল। ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (পূর্ণস্বরূপঃ ঈশ্বরঃ) কস্যচিৎ (দুর্ব্বৃত্তস্য) পাপং ন আদত্তে (ন গৃহ্নাতি) সুকৃতং (সদ্বৃত্তস্য পুণ্যং) চৈবন (ন আদত্তে) অজ্ঞানেন (অজ্ঞান স্বরূপয়া অবিদ্যয়া) জ্ঞানং আবৃতং (আচ্ছাদিতং) তেন (হেতুনা) জন্তবঃ (জীবাঃ) মুহ্যন্তি (মোহং প্রাপ্নুবন্তি, অযথা মন্যন্তে) ১৫

স্বামিটীকা—যস্মাদেবং তস্মান্নাদত্ত—ইতি। প্রযোজকোঽপি সন প্রভুঃ কস্যাচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ-বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ ন

ত্বেতদস্তি আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নম্ন ভক্তাননুগৃহ্ণতোঽভক্তান্নিগৃহ্ণতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবংভূতং জ্ঞানমাবৃতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥১৫

অনুবাদ—পুণ্য স্বরূপ ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়াছে সেই জন্য জীব মুগ্ধ হয় অর্থাৎ অযথা মনে করিয়া থাকে।১৫

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকের কথাই এই শ্লোকে হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেননা অর্থাৎ পাপীর প্রতি রুষ্ট হইয়া দণ্ড দেননা এবং পুণ্যবানের প্রতি তুষ্ট হইয়াও পুরস্কার দেননা; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার নিয়মেই পাপী দণ্ড এবং পুণ্যবান পুরস্কার পাইয়া থাকে। তিনি পূর্ণস্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অতএব তাঁহাতে রজগুণের কার্য্য, কামনা নাই, রোষ নাই, সন্তোষও নাই; ভগবান্ পরে একথা আরও বিশদ করিয়া বলিবেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানে জীবের জ্ঞান আবৃত, অতএব জ্ঞানও আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আত্মদোষ অদর্শন পূর্ব্বক ঈশ্বরকেই সুখদাতা ও দুঃখদাতা বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ তিনি নির্ব্বিকার তাঁহার কাছে সকলেই সমান। ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥১৬

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) যেষাং আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিষয়েন জ্ঞানেন) তৎ অজ্ঞানং নাশিতং (দূরীকৃতং) তেষাং তৎ জ্ঞানং আদিত্যবৎ (প্রভাকরবৎ) পরং (পূর্ণস্বরূপং ঈশ্বরং) প্রকাশয়তি (প্রকৃষ্টং জ্ঞাপয়তি।১৬

স্বামিটীকা—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি আত্মনো, ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্‌বৈষম্যোপলম্ভকজ্ঞানং নাশিতং তজ্‌জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বররূপং প্রকাশয়তি যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥১৬

অনুবাদ—কিন্তু যাহাদের আত্মজ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞান দূরীকৃত হইয়াছে তাহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিয়া থাকে।১৬

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞান প্রকাশ স্বরূপ এবং অজ্ঞান আবরণস্বরূপ। যেমন বাহ্য জগতে আলোকস্বরূপ সূর্য্য ও আবরণস্বরূপ অন্ধকার। অন্ধকারে জগৎ আবৃত হইলে, সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়না, আলোকস্বরূপ সূর্য্যকেও দেখা যায়না, সেইরূপ জীবের হৃদয় অজ্ঞানে আবৃত হইলে জ্ঞানস্বরূপ প্রকৃত আত্মাকে এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানময় ঈশ্বরকেও জানিতে পারা যায়না। আবার যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার তিরোহিত

হইলে বর্ত্তমান সমস্ত পদার্থ ও সূর্য্য দুইই দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মজ্ঞানের প্রকাশে জীবের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান অপসৃত হইলে আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয় ও জ্ঞানময় পরমেশ্বর উভয়ই যথার্থ পরিজ্ঞাত হয়। ১৬

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত-কল্মষাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ—জ্ঞান নির্ধূত কল্মষাঃ (জ্ঞাননাশিতাজ্ঞানাঃ সাধকাঃ) তদ্‌বুদ্ধয়ঃ (তদ্গত বুদ্ধয়ঃ ঈশ্বরগত বুদ্ধয়ঃ) তদাত্মানঃ (তদ্গতাত্মানঃ) তন্নিষ্ঠাঃ (তদ্গতাভিপ্রায়াঃ) তৎপরায়ণাঃ (তদেকাশ্রয়াঃ সন্তঃ) অপুনরাবৃত্তিং (পুনর্জন্মরাহিত্যং মোক্ষং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।১৭

স্বামিটীকা—এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তস্মিন্নেব আত্মা মনঃ প্রযত্নো যেষাং তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥১৭

অনুবাদ—তাহাতেই যাঁহাদের বুদ্ধি, তাঁহার নিমিত্তই যাঁহাদের প্রযত্ন, তাঁহাতেই যাঁহাদের অভিপ্রায় এবং তিনিই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, জ্ঞানদ্বারা তাঁহাদের কল্মষ অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়; পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।১৭

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান নষ্ট হয় তাঁহাদের সেই জ্ঞান পরমেশ্বরকে প্রকাশ করে, অজ্ঞান নষ্ট হইলে এবং ঈশ্বর প্রকাশিত হইলে কি হয় তাহাই এই শ্লোকে বলিলেন।

অজ্ঞান নষ্ট হইলে জ্ঞানোদয় হয়, জ্ঞানোদয় হইলে পরমেশ্বরকে জানা যায়, পরমেশ্বরকে জানিলে আর কিছুই ভাল লাগেনা; তাঁহাকেই একমাত্র অভয়াশ্রয় বলিয়া মনে হয় সুতরাং বুদ্ধি, আত্মা, অভিপ্রায় ও সমস্ত প্রযত্ন তাঁহাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। এইরূপ হইলেই জীবের যাতায়াত রহিত হইয়া যায়। ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

অন্বয় ৪—বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়বতি) ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চ (কুক্কুরে চ) শ্বপাকে (কুক্কুর পাচকে চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (ব্রহ্ম দর্শিনঃ জনাঃ) পণ্ডিতাঃ এব (জ্ঞানিনঃ এব)।১৮

স্বামিটীকা—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চ কর্ম্মণো বৈষম্যং গবি হস্তিনি শুনি চ জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম॥১৮

অনুবাদ—যাঁহারা বিদ্যা ও বিনয়শীল ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুক্কুরে, ও কুক্কুর পাচক চণ্ডালে সমদর্শন করেন তাঁহারাই পণ্ডিত।১৮

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন জ্ঞানদ্বারা যাহাদের কল্মষ অর্থাৎ পাপ নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। এই শ্লোকে জ্ঞানীদিগের লক্ষণ বলিতেছেন।

ভগবান্ বলিলেন যাঁহারা বিদ্বান্ ও বিনয়ী ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে সমদর্শন করেন তাঁহারাই পণ্ডিত। কিন্তু উঁহারা সকলেই বিষম,—নামে, আকারে, বর্ণে, ব্যবহারে ও স্বভাবে; সকল বিষয়েই বিষম অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন; অতএব ঐ সকলে সমদর্শন সম্ভবেই না। বিচিত্র শক্তিমান পরমেশ্বর বিচিত্র সৃষ্টিই করিয়াছেন বিষম সৃষ্টিই করিয়াছেন অথবা নিজেই বিচিত্ররূপে পরিণত হইয়াছেন: অতএব জগৎ বৈচিত্রময়, বৈষম্যময়। বৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না, সংসার চলে না, ব্যবহারের সুবিধা হয় না। অতএব বৈষম্য ছিল, আছে, এবং থাকিবে। মনুষ্য ও পশু সমান নহে, স্ত্রী ও পুরুষ সমান নহে, বালক ও বৃদ্ধ সমান নহে, মূর্খ ও পণ্ডিত সমান নহে, সুবর্ণ ও মৃৎপিণ্ড সমান নহে এবং ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গো, হস্তী ও কুক্কুরও সমান নহে।

বেদান্ত বলিয়াছেন, সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই বস্তু তদ্ভিন্ন সমস্তই অবস্তু অর্থাৎ উপাধি—নাম মাত্র। শ্রুতি বলিলেন "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"

অর্থাৎ বিকার মাত্রই বাক্যসাব নাম মাত্র মৃত্তিকাই সত্য। যেমন মৃত্তিকা দ্বারা ঘট, শরাব ও ভাণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মিত হইলে বিকার স্বরূপ অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ ঘট শরাবাদি কেবল বিভিন্ন ব্যবহার জনক উপাধি অর্থাৎ নাম, মৃত্তিকাই সত্য অর্থাৎ আপাত প্রতীত বস্তু। ঘট শরাবাদি সমস্ত মৃন্ময় পদার্থই নামে, আকারে, ও ব্যবহারে বিষম অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ভগ্নও হয; কিন্তু ঐ ঘট শরাবাদির উপাদান কারণ অর্থাৎ মৃত্তিকা ঘট, শরাব সমস্ত মৃন্ময পদার্থেই সম অর্থাৎ একই প্রকার। ঘট ও শরাব এক নহে কিন্তু ঘটের উপাদান মৃত্তিকা এবং শরাবেরও উপাদান মৃত্তিকা; ঘট ও শরাবাদি ভগ্ন হইলেও মৃত্তিকা ভগ্ন হয না। অতএব আপাততঃ ঘট শরাবাদির কারণ স্বরূপ মৃত্তিকাকেই সম বলিযা ধরিতে হইল। কিন্তু এমন একটি বস্তু আছে, যাহা প্রাকৃত সমস্ত সম পদার্থেরই সমস্ত উপাধিরই অধিকৃত মূল উপাদান এবং যাহা সমস্ত বিষম পদার্থে "সম" অর্থাৎ এক প্রকার। ঐ "সম"ই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম। সৎই ব্রহ্মের নাম; সেই সৎকে আশ্রয করিযাই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সকল পদার্থেরই প্রতিক্ষণেই অবস্থান্তর হইতেছে কিন্তু সকল পদার্থেরই মূল কারণ "সৎ" অর্থাৎ সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম সমভাবেই আছে। অতএব সৎ স্বরূপ ব্রহ্মই "সম" তদ্ভিন্ন যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা কিছু শুনা যায়, যাহা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় সমস্তই বিষম—ব্রহ্মাংশে সম এবং ব্রহ্মাণ্ডাংশে বিষম, কারণাংশে সম, কার্য্যাংশে বিষম—বস্তুাংশে সম, নাম রূপাংশে বিষম। এই অনাদি,

অনন্ত, অসংখ্য বিষমের মধ্যে, যিনি অনাদি, অনন্ত একমাত্র সৎস্বরূপ "সম" অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত।

অজ্ঞের দৃষ্টি বাহিরে পণ্ডিতের দৃষ্টি অন্তরে, অজ্ঞের দৃষ্টি উপাধিতে পণ্ডিতের দৃষ্টি বস্তুতে, অজ্ঞের দৃষ্টি কার্য্যে, পণ্ডিতের দৃষ্টি কারণে, অজ্ঞের দৃষ্টি অসৎ স্বরূপ ভূতময় পদার্থে, পণ্ডিতের দৃষ্টি তদন্তর্গত সৎ স্বরূপ "সমে" অর্থাৎ ব্রহ্মে। বহির্দৃষ্টি অজ্ঞ বাহিরের নাম,স্বভাব গঠন প্রভৃতির বৈষম্য দেখিয়াই, পদার্থ বিশেষে সম্মান অসম্মান, আদর অনাদর, অনুরাগ বিদ্বেষ, প্রভৃতি প্রকাশ করে এবং মনুষ্য বিশেষে আত্মীয় পর, শত্রু মিত্র, ইত্যাদি বিষম ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে; তজ্জন্য অনুক্ষণ অশান্তি উপভোগ করে। আর অন্তর্দৃষ্টি পণ্ডিত প্রত্যেক পদার্থের ও জীবের অন্তর্গত অবিকৃত সৎ স্বরূপ "সম" অর্থাৎ চিদানন্দময় ব্রহ্ম দর্শন করেন, তাঁহার সম্মান অসম্মান, আদর অনাদর, রাগ বিরাগ, প্রভৃতি বিষম ভাবের উৎপত্তি হইতেই পারে না এবং কাহাকেও আত্মীয় পর, শত্রু মিত্র ইত্যাদি বিষম দর্শনের কারণ থাকে না; সুতরাং সর্ব্বদাই শান্তি সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। এখন স্থির হইল, যাঁহার বাহিরে বর্ণ ও আকারাদিগত ব্যবহারিক বৈষম্য থাকিলেও অন্তরে রাগ দ্বেষাদি ও আত্মীয় পরাদি বিষম ভাব নাই তিনিই সমদর্শী এবং যিনি সমদর্শী তিনিই পণ্ডিত।১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥১৯

অন্বয়ঃ—যেষাং মনঃ সাম্যে (সর্ব্বত্র সমদর্শনে) স্থিতং তৈঃ ইহৈব (অস্মিন্ মানুষ জন্মন্যেব) সর্গঃ (সৃষ্টঃ সংসারঃ) জিতঃ (নিরস্তঃ) হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম নির্দ্দোষং সমং তস্মাৎ তে (সম দর্শিনঃ) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মভাবংপ্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ)।১৯

স্বামিটীকা—ননু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ? যথাহ গৌতমঃ—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—সমায় পূজায়াং বিষমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহ লোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত' ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈ স্থগতে ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ॥ কৈঃ যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ-হি যস্মাদ ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ॥ গৌতমোক্তস্তু দোষোব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ॥১৯

অনুবাদ—যাহাদের মন সমদর্শনে অবস্থিত তাঁহারা এই জন্মেই সর্গ অর্থাৎ সৃষ্ট সংসার জয় করিয়াছেন, যে হেতুক ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম অতএব সমদর্শিগণ ব্রহ্মেতেই অবস্থিত।১৯

বিবরভাষ্য—"সমাসমাভ্যাং বিষম সমে পূজাতঃ" এই গৌতম সূত্রে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি সমে বিষম পূজা এবং বিষমে সম পূজা করে সে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ভ্রষ্ট হয় অর্থাৎ যিনি যেমন তাঁহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার না করিলে পাপ হয়। অতএব এই সূত্রানুসারে বিষম দর্শনই বিজ্ঞের কার্য্য, তবে সর্ব্বত্র সম দর্শীকে বিজ্ঞ অর্থাৎ পণ্ডিত বলা যায় কিরূপে? এই আশঙ্কায় ভগবান্ এই শ্লোক বলিলেন।

ভগবান্ বলিলেন ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম। যদি ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম হইলেন, তবে যাঁহারা সর্ব্বদাই সকল পদার্থেই সম দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন তাঁহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাবই প্রাপ্ত হন। অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে প্রাকৃত দৃষ্টান্তেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেবদত্ত নামক এক ব্যক্তি যখন কাশীধামের দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া একমনে পুরী ধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির চিন্তা করিতেছেন তখন তাহার দেবদত্ত নামক স্থূল দেহ কাশী দশাশ্ব-মেধ ঘাটে বসিয়া থাকিলেও তাহার চৈতন্যময় সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ প্রকৃত দেবদত্ত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরেই অবস্থান করিতেছে এবং জগন্নাথ দর্শনের জন্য আনন্দ ও আস্বাদন করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার পুরীধামস্থ জগন্নাথ মন্দিরে বসিয়া যখন এক মনে কাশী চিন্তা করিতেছে তখন মাংসময় দেহরূপে পুরীতে থাকিয়াও নিজ স্বরূপে কাশীতেই আছে এবং তদ্রূপ আনন্দও পাইতেছে। আমরা সংসারে আছি ইহার অর্থ কি? প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ব্রহ্মেতেই আছি, ব্রহ্ম ভিন্ন স্থান নাই; কিন্তু সর্ব্বদাই সংসার চিন্তা করিতেছি, সকল পদার্থেই সংসারের ভাব দেখিতেছি তাই সংসারে আছি এবং সংসারের সার সন্তাপই ভোগ করিতেছি। আবার যদি সংসারে থাকিয়া সকল সময়ে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন বা ব্রহ্ম চিন্তা করি, তবে সংসারে থাকিয়াই সংসারকে জয় করিয়া ব্রহ্মেতেই অবস্থান করিব এবং অনুক্ষণ সুবিমল ব্রহ্মানন্দও আস্বাদন করিতে থাকিব। অতএব ভগবান্

যে বলিয়াছেন সম অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিগণ এই দেহেই সংসার জয় করিয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন ইহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই।

গৌতম যে বলিয়াছেন, যিনি যেরূপ সম্মানের যোগ্য তাঁহাকে সেইরূপ সম্মান না করা অর্থাৎ বিষম দর্শন না করাও দোষের তাহাও সত্য বলিয়াছেন। জোর করিয়া সমদর্শী হইলে চলিবে না; যতক্ষণ হৃদয়ে বিষম ভাব আছে, ততক্ষণ শাস্ত্রানুমোদিত বিষম দর্শনই কর্ত্তব্য। অতএব সর্ব্বত্র সম দর্শনে অসমর্থ মন্দাধিকারির জন্যই গৌতমের ঐরূপ উক্তি।১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—স্থিরবুদ্ধিঃ (অচঞ্চল বুদ্ধিঃ) অসংমূঢ়ঃ (নিবৃত্তাজ্ঞান) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞঃ) ব্রহ্মণিস্থিতঃ (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তঃ জনঃ) প্রিয়ং (দেহেন্দ্রিয়ানুকূলং) প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্টোন ভবেৎ) অপ্রিয়ং চ (দেহেন্দ্রিয় প্রতিকূলং চ) প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (নখিদ্যেৎ)।২০

স্বামিটীকা—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্ম বিদিত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান স্যাৎ অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদেদিত্যর্থঃ। যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য, তৎ কুতঃ যতোঽসংমূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥২০

অনুবাদ—যাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যাঁহার অজ্ঞান দূর হইয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মেতেই অবস্থিত তিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত ও অপ্রিয়লাভে দুঃখিত হন না।২০

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি ব্রহ্মতেই অবস্থিত হইয়াছেন, এই শ্লোকে তাহার লক্ষণ দেখাইলেন।

আমি ব্রহ্ম জ্ঞানী হইয়াছি, আমি ব্রহ্মেতেই রহিয়াছি, এ কথা কেবল মুখে বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিলে ধরা পড়িতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মস্থিত ব্যক্তির প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রিয় সংযোগে যাঁহার আনন্দ হয় না এবং অপ্রিয় সংযোগে যাঁহার দুঃখ হয় না অর্থাৎ সংসারে যাঁহার প্রিয়ও নাই অপ্রিয়ও নাই সুতরাং সুখও নাই দুঃখও নাই, সকল অবস্থাতে, সকল ঘটনাতেই যাঁহার সমভাব তিনিই ব্রহ্ম জ্ঞানী ও ব্রহ্মে অবস্থিত।২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

অন্বয়ঃ—বাহ্যস্পর্শেষু (শব্দাদি বাহ্য বিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্তঃ জনঃ) আত্মনি (আত্মস্বরূপে) যৎসুখং (তৎ) বিন্দতি (লভতে)। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মসংযোগ সমাহিতচিত্তঃ সন্) অক্ষয়ং (অনশ্বরং অনন্তং) সুখং অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)।২১

স্বামিটীকা—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ—বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মা অনাসক্ত-

চিত্তঃ আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে, স চোপশমসুখং লব্ধা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

অনুবাদ—শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে যাঁহার চিত্ত অনাসক্ত, তিনি আত্মস্থ যে সুখ, তাহা প্রাপ্ত হন। ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মসংযোগে সমাহিত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করেন। ২১

বিবৃতার্থ—এই শ্লোকে বুদ্ধি স্থৈর্য্যের এবং অজ্ঞান নিবৃত্তির হেতু দেখাইলেন। মুগ্ধ জীব অজ্ঞান প্রযুক্ত আত্মসুখ ও ব্রহ্মানন্দ না বুঝিযা সুখ লোভে অসুখকর বাহ্য বিষয়ে ধাবমান হয়। এক বিষয় হইতে বিষযান্তর অবলম্বন করিতে যায়, কোথাও সুখ পায় না সুতরাং বুদ্ধিও স্থির হয় না। আত্মাতেই সুখ রহিয়াছে, বাহিরে অনুসন্ধান করিলে কি হইবে। অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে এবং অন্তঃকরণ অন্তর্মুখ হইলে আত্মসুখের আস্বাদন পাইবে, তখন আর বাহিরের পদার্থ চাহিবে না। বুদ্ধিও স্থির হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন হইবে।২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ—যে সংস্পর্শজাঃ (বাহ্য বিষয়জন্যাঃ) আদ্যন্তবন্তঃ (উৎপত্তি বিনাশশীলাঃ) ভোগাঃ (সুখানি) হি (নিশ্চিতং) তে দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখজনকাঃ এব) কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন) বুধঃ (সারাসার বিবেকী) তেষু (বাহ্য বিষয়েষু) ন রমতে (নতুষ্যতি)।২২

যঃ ইহৈব (অস্মিন্ জন্মন্যেব) শরীর বিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহ ত্যাগাৎ মরণাৎপূর্ব্বং) কামক্রোধোদ্ভবং (কামক্রোধাদিজনিতং) বেগং (মনঃক্ষোভং) সোঢ়ুং (প্রতিবোদ্ধুং) শক্নোতি (ক্ষমতে) সঃ যুক্তঃ (যোগী) সঃ নরঃ সুখী।২৩

স্বামিটীকা—নন্বু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি, তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ ; অতো বিবেকী তেষু ন রমতে॥ ২২

স্বামিটীকা—তস্মান্মোক্ষ এব পরমপুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিবোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং, কিন্তু প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্দেহপাতাদিত্যর্থঃ য এবম্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্ত সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—"প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি সকৈবল্যাশ্রমে বসেৎ (কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ)।" ইতি॥ ২৩

অনুবাদ—শব্দাদি বাহ্য বিষয় ভোগে যে সুখ হইয়া থাকে তাহা আদি ও অন্ত বিশিষ্ট এবং দুঃখেরই আকর। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানী ব্যক্তি সেই সকল বিষয় সুখে তুষ্ট হন না।২২

যে ব্যক্তি এই জন্মেই দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে কাম ক্রোধাদির বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী তিনিই সুখী ২৩

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বে যে প্রিয় ও অপ্রিয় লাভে তুষ্ট ও ক্লিষ্ট হইতে নিষেধ করিয়াছেন দ্বাবিংশ শ্লোকে শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার হেতু দেখাইলেন। যাহাকে বা যে পদার্থকে প্রিয় মনে করিয়া সমাদর করিবে তাহারই ক্ষয়ে ও ধ্বংসে দুঃখ পাইতে হইবে এবং যাহাকে অপ্রিয় বলিয়া মনে করিবে তাহারই সংযোগে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে; অথচ ইন্দ্রিয় ভোগ্য এমন কোনও প্রিয় পদার্থই নাই যাহার ক্ষয় ও ধ্বংস নাই এবং কখনও অপ্রিয় সংযোগ হইবে না এরূপ স্থিরতাও নাই; সংসার প্রিয় ও অপ্রিয়ে মিশ্রিত; অতএব ইন্দ্রিয় ভোগ্য সকল পদার্থই দুঃখের আকর।২২

যদি সকল পদার্থই দুঃখের আকর হইল, তবে সুখের সম্ভাবনা একেবারেই রহিল না। এই আশঙ্কায় ত্রয়োবিংশ শ্লোক বলিলেন। সমস্ত ভোগ্য বিষয় দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতীতি হইলেও সুখের আশা আছে। যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে অর্থাৎ রুদ্ধ করিতে পারে সেই ব্যক্তি সহস্র দুঃখদায়ক পদার্থের সংশ্রবে থাকিয়াও সুখী হইতে পারে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইল আপাত দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থকে দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতীতি হইলেও দুঃখের মূল

কারণ কাম ও ক্রোধ। কাম ও ক্রোধ প্রাকৃত পদার্থ আশ্রয় করিয়া জীবকে দুঃখ দিয়া থাকে। এই জন্যই ভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে ভোগ্য বিষয়কে দুঃখের আকর বলিলেন, অথচ এই শ্লোকে বিষয় ত্যাগ করিতে না বলিয়া কাম ও ক্রোধের বেগ রুদ্ধ করিতে বলিলেন। কাম ও ক্রোধ এই দুইএর নাম করিলেন বটে কিন্তু ইহার দ্বারাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্য্যও বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভগবান্ বলিলেন দেহত্যাগের পূর্ব্বে কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে দুই চারি দিন বা কিছুকাল সহ্য করিলে চলিবে না; জন্মের পর সদসৎ জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত কাম ক্রোধের বেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই, জীবিতাবস্থায় সুখ এবং দেহান্তে সুখময় মোক্ষ।

কামের বেগ সহ্য করা যায় কিরূপে? কামকে প্রশ্রয় না দিলেই কামের বেগ শিথিল হইয়া ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায়। কাম যাহা চাহিবে তাহাই প্রদান করিলেই প্রশ্রয় পাইয়া পরে অধিক হইতে অধিকতর ও অধিকতম উপদ্রব করিতে থাকে। লোকে কথায় বলে "কুকুরকে নাই দিলে কুকুর মাথার উপর উঠে"; কামকে "নাই" দিলে—প্রশ্রয়—আস্কারা দিলে অর্থাৎ যাহা চাহিবে তাহাই দিলে. মাথার উপর উঠিবে; সুখের পরিবর্ত্তে যন্ত্রণাই আনিয়া দিবে। একটী কুকুরাদি জন্তুকে কিংবা একটা কপোতাদি পক্ষীকে দুই তিন দিন কিছু কিছু খাদ্য দিলে সে

প্রতিদিন সেই সময়ে আসিয়া জুটিবে; আবার দুই তিন দিন খাদ্য বন্ধ করিলেই আর আসিবে না। অধিক কি, অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ পত্নীকে বা আত্মজাত পুত্রকে প্রশ্রয় দিলে অর্থাৎ যাহা চাহিবে তাহাই দিলে তাহারাও পরিণামে যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রী পুত্রকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ কি? লোকে বলে বটে, অমুক স্ত্রীকে প্রশ্রয় দিতেছে, অমুক পুত্রকে প্রশ্রয় দিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রশ্রয় দিতেছে, সে আপনার কামকেই প্রশ্রয় দিতেছে। কারণ স্ত্রী পুত্রাদিও তাহার কাম্য বস্তু; তাহার অন্তরের নিরাকার কাম বাহিরে স্ত্রী পুত্রাদির আকার ধরিয়া চরিতার্থতা চাহিতেছে। অতএব উহাদিগকে প্রশ্রয় দিলে উহারা ক্রমে ক্রমে অধিকতর বল প্রকাশ করিবে—ক্রমে আকাশের চাঁদ চাহিয়া বসিবে—তাহার মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে—পরম শান্তির কথা মোক্ষের কথা স্মরণ করিবার অবসরও থাকিবে না। কিন্তু প্রথম হইতে তাহাদের চিত্তানুবর্ত্তন না করিলে তাহারা বশীভূতই থাকিবে; যাহা পাইবে তাহাতেই নিরস্ত হইবে। পতি পিত্রাদিও শান্তি সাধনের অবসর পাইবে। ইহাকেই কামের বেগ বন্ধ করা বলে। তদ্ভিন্ন আপন ভক্ষ্য ভোজ্যাদির প্রতি অত্যাসক্ত হওয়াও কামের কার্য্য; অতএব আসক্ত না হইয়া অর্থাৎ কামের ইচ্ছানুরূপ ভোগ না করিয়া প্রথম হইতেই পবিত্র ও স্বাস্থ্য সাধক বস্তু ব্যবহার করিলে কাম হতাশ হইয়া পলায়ন করিবে; কামের বেগ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কামের বেগ রুদ্ধ হইলে কামমূলক ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও

মাৎসর্য্য ইহারা সকলেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। পরাধীনতাই দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ ইহা সর্ব্ব সম্মত; তাই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা করিয়া সাধারণ লোকে না বুঝিয়া চীৎকার করে; প্রবল প্রতাপ কাম চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায় সকলকেই অধীনস্থ করিয়া রাখিয়াছে; তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই প্রকৃত স্বাধীনতা,—প্রকৃত সুখ,—ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ।২৩

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

অন্বয়ঃ—যঃ অন্তসুখঃ (আত্মানন্দঃ) অন্তরারামঃ (আত্মক্রীড়ঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব (আত্মদৃষ্টি এব) সঃ যোগী ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তঃ সন্) ব্রহ্ম নির্ব্বাণং (ব্রহ্মনিলয়ং) অধি গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।২৪

স্বামিটীকা—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপি তু যোঽন্তর্বিতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন তু বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন তু গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ২৪।

অনুবাদ—অন্তরে অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার সুখ আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া এবং আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি সেই যোগী জীবিতাবস্থায় ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে ব্রহ্মেতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৪

বিস্তারার্থ—যতক্ষণ জীবের হৃদয়ে কামের বেগ প্রবল থাকে ততক্ষণ বাহিরের কাম্য বিষয় লইয়াই দুঃখাকর ক্ষণিক সুখভোগ করে, ততক্ষণ স্ত্রী পুত্রাদি কাম্য বিষয় লইয়াই ক্রীড়া করে এবং ততক্ষণ কাম্য বিষয়ই লক্ষ্য হইয়া থাকে। কাম ক্রোধের বেগ রুদ্ধ হইলে, বাহ্য বিষয়ে আর সুখবোধ হয় না আত্মসুখেই জীব সুখী হয়; স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ক্রীড়া না করিয়া আনন্দময় আত্মার সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে এবং বাহ্য বিষয়ে অভিনিবেশ না রাখিয়া আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই অভিনিবিষ্ট হয়; ইহাই ব্রহ্ম ভাব। যেমন নদীর জল সজাতীয় সমুদ্র জলে মিশিয়া যায়, দীপালোক সজাতীয় সূর্য্যালোকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইল জীবাত্মার সজাতীয় পরমাত্মাতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

অন্বয়ঃ—ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপাঃ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (নিঃসংশয়াঃ যতাত্মানঃ (সংযতচিত্তাঃ) সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ (সর্ব্বপ্রাণি হিতৈষণঃ ঋষয়ঃ (সম্যগ্দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে (প্রাপ্নুবন্তি)।২৫

কামক্রোধ বিযুক্তানাং (কামক্রোধহীনানাং) যতচেতসাং (সংযতচিত্তানাং) বিদিতাত্মনাং (বিদিতঃ আত্মা যৈঃ তে তেষাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাং (সন্ন্যাসিনাং) অভিতঃ (জীবনে মরণান্তে চ) ব্রহ্ম নির্ব্বাণং (মোক্ষঃ) বর্ত্ততে (অস্তি) ।২৬

স্বামিটীকা—কিঞ্চ লভন্ত ইতি ঋষয়ঃ সম্যগ দর্শিনঃ ক্ষীণাং কল্মষং যেষাং, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাং, যতঃ সযত আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে তে পালবন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫

স্বামিটীকা—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সন্ন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং, জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহান্তে এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

অনুবাদ—পাপশূন্য সংশয় বিহীন সংযত চিত্ত সর্ব্বভূত হিতৈষী জ্ঞানিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।২৫

যাঁহারা কাম ক্রোধ বিহীন, যাঁহাদের চিত্ত সংযত হইয়াছে এবং যাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন সেই সকল সন্ন্যাসীর সর্ব্বদাই মোক্ষ —জীবনেও মোক্ষ, মরণেও মোক্ষ ।২৬

বিবৃতার্থ—এই দুই শ্লোকে পূর্ব্ব কথারই উপসংহার করিলেন ।২৫।২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ—মোক্ষ পরায়ণঃ (মোক্ষৈকাশ্রয়ঃ) যঃ মুনিঃ বাহ্যান (বহিস্থিতান্ স্পর্শান্ বিষয়ান্) বহিঃ কৃত্বা (বহিরেব স্থাপয়িত্বা) চক্ষুশ্চৈবভ্রুবোঃ অন্তরে (মধ্যে কৃত্বা) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসামধ্যে চরন্তৌ) প্রাণাপানৌ (তন্নামকৌ বায়ু) সমৌ কৃত্বা (স্থিরৌকৃত্বা বর্ত্ততে সঃ যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি (বশীকৃত মনোবুদ্ধিঃ) বিগতেচ্ছা ভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা ভয় ক্রোধ শূন্যশ্চ সন্) সদা (জীবনে মরণে চ) মুক্তএব (লব্ধ মোক্ষএব ভববন্ধনাদিতি শেষঃ)।২৭।২৮

স্বামিটীকা—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তং প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরান্তরে ভ্রূমধ্য এবকৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনোলীয়তে, উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধ্বাধোগতি রোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং ন বহির্নির্যাতি, যথা চাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যত ইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব

পবমযুনং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য, এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ॥ ২৭—২৮

অনুবাদ—মুক্তিপরায়ণ যে মুনি বাহ্য বিষয় বাহিরেই রাখিয়া ভ্রূমধ্যে চক্ষু স্থাপন করিয়া এবং নাসান্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমভাবে রাখিয়া অবস্থান করেন এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধশূন্য হন, তিনি মুক্তই।২৭।২৮

বিবৃতার্থ—এই দুই শ্লোকে প্রকারান্তরে ও অতি সংক্ষেপে মুক্তির সাধন বলিতেছেন। বাহিরের শব্দাদি বিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃকরণ ক্ষোভিত করে; কিন্তু যিনি প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারেন, বাহ্য বিষয় তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিবার দ্বার না পাইয়া বাহিরেই থাকে; সুতরাং সাধকের অন্তঃকরণও স্থির হইয়া যায়।

সেই জন্যই ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপনের কথা বলিলেন। অভীষ্ট মন্ত্র ও অভীষ্ট দেবতা স্মরণ ও ধ্যান করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে হয়। চক্ষু উন্নীত থাকিলে চাঞ্চল্যকর বাহ্যরূপ দৃষ্টি গোচর হয় এবং সম্পূর্ণ মুদ্রিত থাকিলে নিদ্রাগমের সম্ভাবনা আছে; উভয়ই ধ্যানের প্রতিবন্ধক। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিলে চক্ষু উন্মীলিত হয় না মুদ্রিতও হয় না, সুতরাং ধ্যানের সুবিধা হয়। প্রাণ ও অপান বায়ুকে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসকে ভিতরে প্রবেশ ও বাহিরে নির্গত হইতে না দিয়া কুম্ভক দ্বারা মধ্যে

স্থির রাখিলে দেহ ও মন স্থির হইয়া যায়, অতএব ইহাতেও ধ্যান সুগম হইয়া উঠে। এইরূপে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি স্থির হইলে বাহ্য বিষয় মন মধ্যে উদিত না হওয়ায় প্রিয়বোধে কোন পদার্থ অভিলাষ হয় না ভীষণ বোধে কোন পদার্থ হইতে ভয় হয় না এবং বৈরি বোধে কাহারও প্রতি ক্রোধও হয় না। যিনি এইরূপ অবস্থাতে অবস্থান করেন, তিনি মুক্ত প্রায়। মূল শ্লোকে যে "মুক্তএব" পদটি আছে তাহার অর্থ "মুক্ত" নহে মুক্ত প্রায়, অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত বলিলেই হয়। ইহার পরবর্তী শ্লোক পাঠ করিলেই ঐরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায়।২৭।২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

অন্বয়ঃ—যজ্ঞ তপসাং (যজ্ঞানাং তপসাং চ) ভোক্তারং সর্ব্ব লোক মহেশ্বরম্ (সর্ব্বলোকৈক নিয়ন্তারং) সর্ব্ব ভূতানাং (সর্ব্ব প্রাণিনাং) সুহৃদং (নিরুপাধিহিতকারিণং) মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং (মোক্ষং) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ২৯

স্বামিটীকা—নম্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যান্ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বভূতানাংসুহৃদং নিরপেক্ষো

পকারিণমন্তর্যামিনং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯

অনুবাদ—সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, এবং সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃৎ স্বরূপ আমাকে জানিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।২৯

বিবৃতার্থ—কেবল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া কামাদি পরিত্যাগ করিলেই যে মুক্তি হয়, তাহা নহে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই; ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হইবে না। তাই পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত সাধককে "মুক্তএব" অর্থাৎ মুক্ত প্রায় বলা হইয়াছে। সাধকের হৃদয় ঐরূপে সর্ব্ব প্রকারে প্রস্তুত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সঙ্গে সঙ্গেই। তাই ভগবান ঐরূপ মুক্তপ্রায় সাধকের কথা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিলেন।

এতক্ষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রকৃত পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ আপনাকে সবিগ্রহ পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবেন।

ভগবান্ বলিলেন, আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্ব সুহৃৎ বলিয়া জানিলেই শান্তি অর্থাৎ মুক্তি। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি ক্ষমতাবান্ ইত্যাদি আত্মাভিমানই অজ্ঞান ও বন্ধনের কারণ। প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ই কর্ত্তা, ভোক্তা, সুহৃৎ ও সর্ব্বশক্তিমান এইরূপ জ্ঞানই জ্ঞান ও মুক্তির কারণ। অতএব ভগবান্কে কর্ত্তা, ভোক্তা, ঈশ্বর ও সুহৃৎরূপে জানিয়া, তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেই বদ্ধ জীব মুক্ত হইল,

সংসার কারাগৃহ হইতে খালাস পাইল, মায়া শৃঙ্খল ছিন্ন হইল—ভূতের বেগার খাটা সমাপ্ত হইল ; ইহা সহজ কথা।

আমরা বিজ্ঞাপনে বলিয়াছি, ভগবদ্ বাক্যের উপর কোন প্রকার কল্পনা না চালাইয়া তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে, সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বসুহৃৎ বলিয়া পরিচয় দিলেন ; আমরাও তাহাই লিখিলাম অতএব যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য দেবাবতার বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা তাঁহাকে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ বলিয়া মনে করেন, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সত্তা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া তাহাকে কূটস্থ চৈতন্যের রূপক বলেন এবং যাঁহারা তাহাকে চোর ও লম্পট জ্ঞানে অতি কদর্য্য নরাধম বলিয়া মনে করেন তাহাদের কাছে অপরাধী নহি।২৯

জ্ঞান কর্ম্ম ভিন্ন নহে, এই শিক্ষাসার।
অর্জ্জুনে দিলেন যিনি তাঁরে নমস্কার॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ের বিবৃতার্থ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ—যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ (অনপেক্ষমানঃ সন্) কার্য্যং স্বাধিকারবিহিতং অবশ্যকর্ত্তব্যং) কর্ম্ম করোতি সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্য কর্ম্মত্যাগী) ন চ (সন্ন্যাসী যোগী চ ন) ॥১

স্বামিটীকা—চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ। কিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ, তত্র তাবৎ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যে"ত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভি-ধানাদ্ দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফল-মনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যকার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু অগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নি-সাধ্য পূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী চ ॥১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী।

নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম্মত্যাগী এবং অক্রিয় অর্থাৎ অনগ্নি সাধ্য কর্ম্ম ত্যাগী ব্যক্তি সন্ন্যাসীও নহে যোগীও নহে।১

বিবৃতার্থ—চিত্তশুদ্ধি হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয়না, আবার ধ্যান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানও হয়না, এই নিমিত্ত পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে যে ধ্যান যোগের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহাই বিস্তার পূর্ব্বক বলিবার নিমিত্ত এই ষষ্ঠাধ্যায় আরব্ধ হইল। কিন্তু ভগবান্ পঞ্চমাধ্যায়ে বলিয়াছেন, দেহী অর্থাৎ প্রকৃত জীব মনোদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারে পুরে সুখে বাস করে। ভগবানের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া যদি কেহ অনধিকারে কর্ম্মত্যাগ করে, তাহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন যিনি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে ফলাকাঙ্ক্ষাই বন্ধনের কারণ; একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। "সন্ন্যাস" শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। কেবল দেহদ্বারা কর্ম্ম ত্যাগ করিলে সম্পূর্ণ ত্যাগ হয়না কেননা অন্তরে ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ইহকালে সেই সেই ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় অন্তঃকরণ অস্থির হইবে এবং দেহান্তে সেই সেই আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত দেহ ধারণ করিতেই হইবে; যে বন্ধন মোচনের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ সেই

বন্ধনই রহিয়া যাইবে। অতএব কেবল দেহ দ্বারা ত্যাগ ত্যাগই নহে। পক্ষান্তরে ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, কর্ত্তব্য বোধে কেবল দেহ দ্বারা কর্ম্ম করিলে ইহকালেও হৃদয়ের ব্যাকুলতা রহিল না এবং দেহান্তে দেহের সহিত কর্ম্মেরও অন্ত হইয়া গেল। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, অগ্নি-সাধ্যই হউক আর অনগ্নি সাধ্যই হউক, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই গৃহীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনি সুতরাং সন্ন্যাসী ও প্রকৃত কর্ম্মযোগী। কেননা এইরূপ কর্ম্ম করিলে ক্রমে ক্রমে মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। ইহাতেই বুঝিতে পারা গেল, যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিয়া কর্ম্মমাত্র ত্যাগ করেন অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য বিহিত কর্ম্ম ও অন্নপাকাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম কিংবা অনগ্নিসাধ্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ করেন তিনি সন্ন্যাসীও নহেন কর্ম্মযোগীও নহেন। বস্তুতঃ সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ; এই শ্লোকে ফলত্যাগী গৃহীকে সন্ন্যাসী বলিয়া তাহার প্রশংসা করা হইল। গৃহীকে সন্ন্যাস শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য। অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের বিবৃতার্থে এ বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক আলোচিত হইবে। ১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

অন্বয়ঃ—পাণ্ডব (হে পাণ্ডু নন্দন) যং সন্ন্যাসং ইতি প্রাহুঃ (শ্রুতয় ইতি শেষঃ) তং যোগং (কর্ম্মযোগং) বিদ্ধি (জানীহি) হি (নিশ্চিতং) অসংন্যস্ত সংকল্পঃ (অত্যন্ত ফলাভিলাষীঃ) কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী (কর্ম্মযোগী) ন ভবতি (ন স্যাৎ)।২

স্বামিটীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ 'সন্ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ ইতি, কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাদ্ধে-তোযোগমেব তং জাণীহি, কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোক্তা হেতুর্যোগেহ-প্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সন্ন্যস্তঃ ফল সংকল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সন্ন্যাসী চ ফলসঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥২

অনুবাদ—হে পাণ্ডব শ্রুতিতে যাহা সন্ন্যাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তুমি তাহাই যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ বলিয়া জানিও। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিয়া যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হয় না।২

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বশ্লোকে ফলত্যাগী কর্ম্মযোগীকেই সন্ন্যাসী বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে; তাহাই কারণের সহিত প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "সন্ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" অর্থাৎ ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করার নাম সন্ন্যাস এবং তাহাই মুখ্য সন্ন্যাস সুতরাং সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা মুখ্য সন্ন্যাসী তাঁহারা কর্ম্মও করেন না

ফলাকাঙ্ক্ষাও রাখেন না। অতএব কর্ম্মত্যাগ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ এই দুইটি মুখ্য সন্ন্যাসীর লক্ষণ। আর কর্ম্মাচরণ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ এই দুইটি কর্ম্মযোগীর লক্ষণ। অতএব দেখা যায় মুখ্য সন্ন্যাসীর একটি লক্ষণ যে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ তাহা কর্ম্মযোগীতেও আছে এই নিমিত্ত কর্ম্মযোগীকে সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে। যদি যিনি সন্ন্যাসী তিনিই কর্ম্মযোগী এবং যিনি কর্ম্মযোগী তিনিই সন্ন্যাসী হইলেন তবে যাহা সন্ন্যাস তাহাই কর্ম্মযোগ এবং যাহা কর্ম্মযোগ তাহাই সন্ন্যাস। এই কারণের জন্য পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মযোগীকে সন্ন্যাসী বলা হইয়াছে। ইহাও বুঝিতে হইবে. কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী বটে কিন্তু মুখ্য সন্ন্যাসী নহেন, তিনি গৌণ সন্ন্যাসী। মুখ্য সন্ন্যাসী কর্ম্মও করেননা ফলাকাঙ্খাও রাখেননা, আর কর্ম্ম-যোগী ফলাকাঙ্ক্ষা রাখেননা, কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তাই কর্ম্মযোগী গৌণ সন্ন্যাসী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কর্ম্মযোগের দুই লক্ষণ; কর্ম্মাচরণ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। অতএব যিনি কর্ম্মাচরণ করেননা অথচ অন্তরে ফলাকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহাতে কর্ম্মযোগীর দুই লক্ষণই না থাকায় তিনি যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী নহেন। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মাচরণ না করিলে কর্ম্মযোগী হইতেই পারেনা। যখন ফলত্যাগ ভিন্ন যোগ হয়না এবং সন্ন্যাসের লক্ষণ যোগেও আছে তখন যাহা সন্ন্যাস তাহাই যোগ, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, কেননা ফলত্যাগী কর্ম্মাচারীই ক্রমে

মুখ্য সন্ন্যাসী হইতে পারিবে। এই জন্যই পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যিনি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। ২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়ঃ—যোগং (কর্ম্ম যোগং) আরুরুক্ষোঃ (আচরিতুমিচ্ছোঃ) মুনেঃ (সাধকস্য) কারণং (তদাচরণে সাধনং) কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) উচ্যতে যোগারূঢ়স্য (আচরিত কর্ম্মযোগস্য) তস্যৈব (জ্ঞান নিষ্ঠাধিকারিণঃ) কারণং (জ্ঞাননিষ্ঠাসাধনং) শমঃ (কর্ম্মোপরমঃ) উচ্যতে (কথ্যতে)।৩

স্বামিটীকা—তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্ম উচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ; জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥৩

অনুবাদ—পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যিনি কর্ম্মযোগে আরোহণ করিতে অভিলাষী, নিষ্কাম কর্ম্মই তাঁহার সাধন; কর্ম্মযোগে আরূঢ় অর্থাৎ পরিপক্ক হইলে তাঁহারই কারণ অর্থাৎ সাধন কর্ম্মত্যাগ।৩

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই কর্ম্মযোগ বলিয়া জানিও। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে কর্ম্মযোগ মুখ্য সন্ন্যাস নহে—গৌণ সন্ন্যাস

ইহাতে যদি অর্জ্জুন বলেন এই গৌণ সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগ কতদিন পর্য্যন্ত আচরণ করিলে কর্ম্মত্যাগ রূপ মুখ্য সন্ন্যাসে উপনীত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে ভগবান্ এই শ্লোক বলিলেন।

যিনি প্রথমে কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিবেন তাঁহাকে ফলের অভিলাষ না রাখিয়া কর্ম্মই করিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম্মই তাঁহার কর্ম্মত্যাগের সাধন। ঐরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে যখন ফলত্যাগ অভ্যস্ত হইয়া স্বাভাবিক হইয়া যাইবে, অর্থাৎ ফলের কথা আর মনেই হইবেনা তখন তিনি কর্ম্ম-যোগের উপরিভাগে আরূঢ় হইলেন; তাঁহার কর্ম্মযোগ সমাপ্ত হইল। তখন তিনি জ্ঞানযোগদ্বারা সন্ন্যাসে অধিকারী হইলেন। তখন কর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করাই তাঁহার সাধন। ঐরূপ সাধন করিতে করিতে যখন কর্ম্মত্যাগ অভ্যস্ত হইয়া স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে অর্থাৎ কর্ম্মের কথা আর মনেও হইবেনা, তখন তিনি কর্ম্মত্যাগী ও ফলত্যাগী এবং মুখ্য সন্ন্যাসী হইলেন। ৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

অন্বয় ৪—হি (নিশ্চিতং) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়বিষয়েষু) ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) কর্ম্মসু (চ) ন (অনুষজ্জতে) তদা সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী (সর্ব্বাভিলাষত্যাগী সাধকঃ) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (কথ্যতে)।৪

স্বামিটীকা—কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢো যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, অত্র হেতুঃ, আসক্তি-মূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥৪

অনুবাদ—যখন সাধক স্বভাবতই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে এবং কোন প্রকার কর্ম্মে আসক্ত হইবে না, তখন তাঁহার সমস্ত সংকল্প অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা আপনা আপনিই দূর হইয়া যাইবে; ঐরূপ সাধককে যোগারূঢ় বলে।৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬

অন্বয়ঃ—আত্মনা (বিবেকযুক্তেন আত্মনা) আত্মানং (সংসার নিমগ্নং আত্মানং) উদ্ধরেৎ (ঊর্দ্ধং নয়েৎ) আত্মানং ন অবসাদয়েৎ (ন অধোনয়েৎ হি (যতঃ) আত্মৈব আত্মনঃ বন্ধুঃ (সুহৃৎ) আত্মৈব আত্মনঃ রিপুঃ (শত্রুঃ)।৫

যেন আত্মনৈব আত্মা (কার্য্যকারণ সংঘাত রূপঃ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ অনাত্মনঃ (অজিতাত্মনস্তু) আত্মৈব শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ত্তেত (তিষ্ঠেৎ)।৬

স্বামিটীকা—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষংতদাসক্তৌ, চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ, ন ত্ববসাদয়েৎ অধো ন নয়েৎ। হি যস্মাৎ আত্মৈব মনঃ সঙ্গাদ্যপবতঃ আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুঃ উপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ ॥৫

স্বামিটীকা—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ, কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্য আত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ, অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারকারিত্বে বর্ত্তেত ॥৬

অনুবাদ—আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অধোগত করিবে না, যে হেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু।৫

যিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে বশীভূত করেন তাঁহার আত্মা আত্মার বন্ধু, কিন্তু যিনি আত্মাকে বশীভূত না করেন তাঁহার আত্মাই শত্রুর ন্যায় শত্রুভাবে দাঁড়ায়।৬

বিবৃতার্থ—বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র প্রথমে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করিয়া আপন মানসিক ও শারীরিক প্রযত্নে শিক্ষকের শিক্ষানুরূপ পাঠাভ্যাস করিয়া ক্রমে ক্রমে চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে উঠিল। তাহার পরেও উচ্চ হইতে উচ্চতর সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ের বিধিনিষেধরূপ বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বাধীন হইল—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহাতে অবশ্য ইহাই

বুঝিতে হইবে যে ঐ ছাত্র আপন প্রযত্নে, আপন ব্যবহারিক আত্মাকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া পরিশেষে ঐ ব্যবহারিক আত্মাকে ব্যবহারিক জ্ঞান-লাভে ব্যবহারিক বিদ্যালয় ও ব্যবহারিক অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিয়া ব্যবহারিক স্বাধীনতা প্রদান করিল। পারমার্থিক আত্মার বা মুখ্য আত্মার উদ্ধারের প্রণালীও অবিকল ঐরূপ। অনাদি দুরদৃষ্ট বশতঃ মুখ্য বা পারমার্থিক জীবাত্মা অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে তজ্জন্য নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় শ্রীগুরুর আদেশ মতে আপন প্রযত্নে নিম্ন হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর সাধন সমাপ্ত করিলে যখন আর কিছুই কর্ত্তব্য ও প্রাপ্তব্য রহিল না, তখনই শান্তি।

শিক্ষক বা গুরু কেবল পুস্তকের বা শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া অর্থাৎ শিক্ষা বা সাধনের প্রণালী দেখাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত; বিদ্যালাভ বা জ্ঞানলাভ আত্মপ্রযত্ন ভি হইবেনা। আত্মা দুইপ্রকার—গৌণ বা ব্যবহারিক আত্মা এবং মুখ্য বা পারমার্থিক আত্মা। ঐরূপ অজ্ঞান দুইপ্রক জ্ঞানও দুইপ্রকার। চৈতন্য সম্বলিত ভূতময় দেহ গৌণ ব্যবহারিক আত্মা; দেহাভিমানশূন্য শুদ্ধচৈতন্যই মুখ্য পারমার্থিক আত্মা; সাংসারিক ও দৈহিক হিতাহিত না জা গৌণ বা ব্যবহারিক অজ্ঞান; সাংসারিক ও দৈহিক হি হিত জানাই গৌণ বা ব্যবহারিক জ্ঞান; বিশুদ্ধ চৈতন্য-

স্বরূপ সুখময় অনশ্বর আত্মাকে না জানাই মুখ্য বা পারমার্থিক অজ্ঞান এবং সুখময় চৈতন্যস্বরূপ অনশ্বর আত্মাকে জানাই মুখ্য বা পারমার্থিক জ্ঞান। ঐরূপ দুঃখ ও সুখও দুইরূপ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। দৈহিক রোগ, সাংসারিক অভাব ও শীতগ্রীষ্মাদি জনিত দুঃখই ব্যবহারিক দুঃখ এবং ঐসকল দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিই ব্যবহারিক সুখ। আবার কাম্য বিষয়সুখ আস্বাদনের জন্য চিত্তের চাঞ্চল্যই পারমার্থিক দুঃখ এবং ঐ চিত্তচাঞ্চল্যের নিবৃত্তিই পারমার্থিক সুখ।

ধনাঢ্য লোকেরা আপন আপন পুত্রদিগকে প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যার পর পড়াইবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন; অথচ ধনিসন্তান প্রায়ই মূর্খ ও হিতাহিতজ্ঞানহীন হয়। ধনিসন্তান দিগের আত্মপ্রযত্ন নাই বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে এবং তাহারা প্রায়ই রুগ্ন, অসদাচারী, ও নিন্দাস্পদ হয়। কিন্তু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান অধিকাংশই সামান্য বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া এবং গৃহশিক্ষকের অপেক্ষা না রাখিয়া আপন ব্যবহারিক আত্মার প্রযত্নেই ব্যবহারিক অজ্ঞান দূর করিয়া, ব্যবহারিক জ্ঞানলাভে ক্ষণস্থায়ি ব্যবহারিক সুখভোগ করিয়া থাকে। উহারা ব্যবহারিক যত্নদ্বারাই ব্যবহারিক আত্মাকে ব্যবহারিক দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া ব্যবহারিক সুখ ভোগ করে।

পরমার্থ সাধকেরও ক্রমসাধন আত্মপ্রযত্নের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিম্নসাধন অর্থাৎ কর্ম্মযোগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যে পরিমানে পারমার্থিক জ্ঞানোদয় হয় সেই পরিমানে পারমার্থিক আত্মার বিকাশ হয়। সেই পারমার্থিক আত্মাই পারমার্থিক আত্মাকে অজ্ঞান অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার করে। ঐকান্তিক আত্মপ্রযত্ন থাকিলে অন্য কোনও কারণেই ছাত্রের বা সাধকের কার্য্য হানি হইতে পারেনা। বাহিরের মানব শত্রুকে আপনি না পারিলে অন্য দ্বারাও শাসন করাইয়া নিরস্ত করা যায় কিন্তু আত্মপ্রযত্ন ভিন্ন কামাদি অন্তঃশত্রুকে নিরস্ত করিবার উপায় নাই। অতএব যিনি আত্মপ্রযত্নে ঐ কামাদি দমন করিয়া অধোগত আত্মার উদ্ধার সাধন করেন তিনি আপনিই আপনার বন্ধু, আর যিনি তাহা না করেন তিনি আপনিই আপনার শত্রু।

কি সাংসারিক কি পারমার্থিক সকল বিষয়েই আপনি আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার শত্রু ইহা নিশ্চিত। মনুষ্য আপনার গুণে ও দোষে সাংসারিক সুখ ও দুঃখ ভোগ করে এবং আপনারই গুণে ও দোষে মোক্ষ ও বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ৫।৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ—শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা (চ) মানাবমানযোঃ জিতাত্মনঃ (বশীকৃতচিত্তস্য অতএব) প্রশান্তস্য (অচঞ্চলস্য) সমাহিতঃ (সম্যক আহিতঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ভবতি)।৭

স্বামিটীকা—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্ফুটয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিতঃ আত্মনিষ্ঠো ভবতি নান্যস্য, যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥৭

অনুবাদ—যিনি শীতোষ্ণ জন্য সুখে ও দুঃখে এবং মানেও অপমানে চিত্তকে স্ববশে রাখিতে পারেন, সেই প্রশান্ত ব্যক্তির পরমাত্মা সমাহিত হয়।৭

বিবৃতার্থ—কিরূপ অবস্থা হইলে জীবের আত্মা আত্মার বন্ধু হয় তাহাই এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। এই শ্লোকে যে "পরমাত্মা" পদ আছে তাহার অর্থ জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে; কেননা জীবাত্মার প্রসঙ্গই চলিতেছে। সেই জন্য শ্রীধরস্বামি তাঁহার টীকায় "পরমাত্ম" এই পদের "পরমাত্মা" এরূপ অর্থ না করিয়া "তস্যৈব পরং কেবলং আত্মা আত্মনিষ্ঠো ভবতি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শীতোষ্ণজনিত

সুখে ও দুঃখে এবং মানে ও অপমানে অবিকৃতভাবে অবস্থান করে, কেবল তাহারই আত্মা সমাহিত অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হয়। ফলকথা—যাহার মন সুখে ও দুঃখে এবং মানে ও অপমানে বিচলিত না হইয়া প্রশান্তভাবে অবস্থান করে তাহারই আত্মা আত্মার বন্ধু। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে ॥ ৯

অন্বয়ঃ—জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা (পরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞান পরিতৃপ্ত চিত্তঃ) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (সমানি লোষ্টাণি অশ্মানি কাঞ্চনানি যস্য সঃ) যোগী যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) উচ্যতে (কথ্যতে)।৮

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু (সুহৃৎ মিত্র অরি উদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধু তেষু) সাধুষু অপি পাপেষু চ (পাপিষ্ঠেষু চ) সমবুদ্ধিঃ (রাগ-দ্বেষ শূন্য বুদ্ধিঃ যোগী) বিশিষ্যতে (বিশিষ্টঃ ভবতি)।৯

স্বামিটীকা—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাদ্য উপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্টাদীনি যস্য ; মৃৎখণ্ড-পাষাণ-সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ, স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥৮

স্বামিটীকা—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতুকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যাপেক্ষকঃ মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপা দুরাচারাঃ এতেষু সমা রাগদ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥৯

— — — — — — — —

অনুবাদ—শাস্ত্রানুশীলনে ও প্রত্যক্ষ অনুভবে পরম তত্ত্ব অবগত হইয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, যিনি বিকার শূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, এবং মৃৎপিণ্ডে, প্রস্তরে ও সুবর্ণে যাহার সমবুদ্ধি, সেই যোগীকে যোগারূঢ় বলা যায়।৮

সুহৃদের প্রতি, মিত্রের প্রতি, শত্রুর প্রতি, উদাসীনের প্রতি, মধ্যস্থের প্রতি, দ্বেষ্যের প্রতি ও বন্ধুর প্রতি যাঁহার সমজ্ঞান তিনি পূর্ব্বোক্ত যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।৯

বিবৃতার্থ—জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, বিকারশূন্য, জিতেন্দ্রিয় ও মৃৎসুবর্ণাদিতে সমবুদ্ধি হইলেও সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে সমবুদ্ধি হওয়া বড়ই কঠিন, সেই জন্য অষ্টম শ্লোকোক্ত যোগী অপেক্ষা নবম শ্লোকোক্ত যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলা হইল। নিঃস্বার্থ হিতৈষীর নাম সুহৃৎ, কারণ বশতঃ হিতৈষীর নাম মিত্র, অপকারীর নাম শত্রু, কাহারও মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি নাই তাঁহার নাম উদাসীন, বিবদমান উভয় পক্ষেরই মঙ্গলেচ্ছুর

নাম মধ্যস্থ, বিদ্বেষের পাত্রের নাম দ্বেষ্য এবং সাংসারিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বন্ধু বলে। সুহৃদের প্রতি শ্রদ্ধা, মিত্রের প্রতি প্রণয়, শত্রুর প্রতি ক্রোধ, উদাসীনের প্রতি ভক্তি, মধ্যস্থের প্রতি সম্মান, দ্বেষ্যের প্রতি বিদ্বেষ, বন্ধুর প্রতি যত্ন, সাধুর প্রতি পূজা এবং পাপীর প্রতি দ্বে মনুষ্যের স্বাভাবিক; এসকল স্বাভাবিক মনোভাব পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। এসকল যিনি ত্যাগ করিতে পারেন্ তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ। এই সকলের মধ্যে সুহৃদের প্রতি শ্রদ্ধা মধ্যস্থের প্রতি সম্মান, মিত্রের প্রতি প্রণয়, উদাসীনের প্রতি ভক্তি, সাধুর প্রতি পূজা এবং বন্ধুর প্রতি যত্ন, এগুলি আপাত দৃষ্টিতে সদন্তঃকরণের পরিচালক কিন্তু মুমুক্ষুর পরি ত্যজ্য। কেননা সদ্ভাব ও অসদ্ভাব এ দুইএর একটি থাকিলেই অপরটি থাকিবেই। কোনও সদ্গুণশালী ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভক্তি হইলেই অসদ্গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অভক্তি হইবেই, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সমাদর হইলে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনাদর হইবেই, এবং ব্যক্তিবিশেষকে আত্মীয় মনে করিলে ব্যক্তিবিশেষকে অনাত্মীয় মনে হইবেই অথচ সর্ব্বত্র সমদর্শন ভিন্ন মুক্তি বা আত্যন্তিক শান্তির উপায় নাই। অতএব যিনি ভক্তি, অভক্তি, সমাদর, অনাদর প্রশংসা, নিন্দা প্রভৃতি সমস্ত প্রতিযোগীভাব ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই মোক্ষের বা আত্যন্তিক শান্তির অধিকারী সুতরাং তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৮।৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃকৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

অন্বয়ঃ—যোগী সততং (নিরন্তরং) একাকী (সঙ্গশূন্যঃ) রহসি (নির্জ্জনে স্থানে) স্থিতঃ (উপবিষ্টঃ) যতচিত্তাত্মা (সংযত মনঃ শরীরঃ) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষঃ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহ শূন্য সন্) আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ)।১০

শুচৌ (পবিত্রে) দেশে (স্থানে) আত্মনঃ (স্বস্য) নাত্যুচ্ছ্রিতং (নাত্যুন্নতং) নাতি নীচং (নাত্যবনতং) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশাজিন চেলোত্তরমিত্যর্থঃ) স্থিরং (অচঞ্চলং) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপয়িত্বা)।১১

তত্র আসনে উপবিশ্য যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (নিরুদ্ধ চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ সন্) মনঃ একাগ্রং (একনিষ্ঠং) কৃত্বা আত্ম বিশুদ্ধয়ে (চিত্তোপশান্তয়ে) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যসেৎ)।১২

স্বামিটীকা—এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিনা—স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতংসংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষো নিরাহারো বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ॥১০

স্বামিটীকা—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্য আসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং স্থিরম্—অচলং নাত্যুচ্ছ্রিতং ন চাতিনীচং, চেলং বস্ত্রম্, অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তবে যস্মিন্ কুশানামুপরি চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যোত্যর্থঃ তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপবহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যাসেৎ, যতা সংযতা চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য আত্মনো মনসঃ বিশুদ্ধয়েউপশান্তয়ে ॥১১—১২

অনুবাদ—যোগী সর্ব্বদা একাকী নির্জ্জনস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক দেহ ও চিত্ত স্থির করিয়া আকাঙ্ক্ষা শূন্য ও পরিগ্রহ শূন্য হইয়া মন সংযত করিবেন।১০

পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম ও তদুপরি চেল বস্ত্র আস্তৃত করিয়া নাতি নীচ ও নাত্যুচ্চ আপন স্থিরাসন রচনা করিয়া।১১। ঐ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সংযত চিত্ত সংযত দেহ হইয়া একাগ্রমনে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগাভ্যাস করিবেন।১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

অন্বয়ঃ—স্থিরঃ (সন্) সমং (অবক্রং) অচলং (চাঞ্চল্যবর্জিতং) কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্ দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ (অপশ্যন্) স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য।১৩

প্রশান্তাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) বিগতভীঃ (নির্ভয়ঃ) ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ মনঃ সংযম্য যুক্তঃ মচ্চিত্তঃ (মন্মনঃ) মৎপরঃ (মৎপরায়ণঃ সন্) আসীত (তিষ্ঠেৎ) ।১৪

যোগী সদা (সর্ব্বদা) এবং (অনেন প্রকারেণ) নিয়তমানসঃ (নিরুদ্ধচিত্তঃ সন্) আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (সমাহিতং কুর্ব্বন্) নির্ব্বাণ পরমাং (নির্ব্বাণ প্রধানাং) মৎসংস্থাং (ময়ি সম্যক্ স্থিতাং) শান্তিং অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ১৫

স্বামিটীকা—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ, স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ, পুরুষার্থো যস্য স মৎপর এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ ॥১৩—১৪

স্বামিটীকা—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনোযুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি। কথম্ভূতাং? নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতাম্ ।১৫

অনুবাদ—স্থির হইয়া দেহ-মধ্যভাগ গ্রীবা ও মস্তক সরল ও অচল রাখিয়া, কোনও দিক অবলোকন না করিয়া স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ব্রহ্মচারি ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে ও নির্ভয়ে মনঃ সংযম করিয়া আমাতে মন অর্পণ করিয়া এবং আমাকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া অবস্থান করিবে।১৩।১৪

যোগী সর্ব্বদা এইরূপে সংযত চিত্ত হইয়া মনঃ সংযম করিলে আমাতেই সম্যক্ স্থিত নির্ব্বাণাখ্য পরম শান্তি লাভ করেন।১৫

বিবৃতার্থ—দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত ছয়-শ্লোকে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান ও সমাধি এই অস্টাঙ্গ যোগের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দশম শ্লোকে পরিগ্রহ নিষেধ এবং চতুর্দ্দশ শ্লোকে ব্রহ্মচারি ব্রতের বিধান করাতেই যোগের প্রথমাঙ্গ যমের কথা বলা হইয়াছে; একাদশ শ্লোকে পবিত্রস্থানে আসন রচনার কথাতেই দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্গ নিয়ম ও আসনের কথা বলা হইয়াছে; ত্রয়োদশশ্লোকে যে সরল ও সুস্থির দেহে অবস্থানের কথা বলিলেন তাহা চতুর্থাঙ্গ প্রাণায়ামেরই ইঙ্গিত; চতুর্দ্দশ শ্লোকে মনঃসংযমের কথা পঞ্চমাঙ্গ প্রত্যাহার, মৎপর হইবার কথায় ষষ্ঠাঙ্গ ধারণা ও মচ্চিত্ত হইবার কথায় সপ্তমাঙ্গ ধ্যানের সূচনা করা হইয়াছে; এবং পঞ্চদশ শ্লোকে পরম শান্তির কথায় অষ্টমা

সমাধির কথাই সূচিত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গযোগের ইঙ্গিত গীতার অবান্তর বিষয়।

কুশাসন, মৃগচর্ম্মাসন ও চেলাসন, তিনই পবিত্রাসন। কেবল কুশাসনে, কেবল চর্ম্মাসনে অথবা কেবল চেলাসনে বসিয়াও যোগানুষ্ঠান চলে, কিন্তু কুশাসন ককশ তাহাতে বসিলে ত্বগিন্দ্রিয়ে যন্ত্রণা বোধ হয়; চর্ম্মাসন কর্কশ না হইলেও লোমাচ্ছন্ন, লোমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিদ্ধ হইতে পারে এবং লোমস্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয়ে কণ্ডুতি হইবার সম্ভাবনা আছে; চেলাসন কোমল হইলেও সূক্ষ্ম, অতএব কঠিন ভূমিতে আস্তৃত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতে কঠিন বোধ হয়, অধিকক্ষণ তাহাতেও উপবেশন কষ্টকর হইয়া থাকে সুতরাং মন স্থির হয়না। কুশাসনের উপরে চর্ম্মাসন এবং চর্ম্মাসনের উপরে চেলাসন রচনা করিলেই পবিত্র, কোমল ও সুখকর হয়; তাহাতেই মনঃস্থৈর্য্যের সুবিধা হইয়া থাকে, সেই জন্য ঐরূপ আসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আসন অত্যন্ত উচ্চ হইলে দেহ কম্পনের ভয় আছে এবং নিতান্ত নিম্ন হইলে পিপীলিকাদি কীটের উপদ্রব হইতে পারে; সেই জন্য অত্যন্ত উচ্চাসন ও নিতান্ত নিম্নাসন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১০—১৫।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

অন্বয় ঃ—তু (কিন্তু) (হে) অর্জ্জুন অতি (অধিকং) অশ্নতঃ (ভুঞ্জানস্য জনস্য) যোগঃ (সমাধিঃ) ন অস্তি (ন ভবতি) একান্তং (অত্যন্তং) অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য) ন চ (অস্তি) অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) ন চ (অস্তি) জাগ্রতঃ (অতি জাগ্রতঃ) ন চৈব (অস্তি)।১৬

যুক্তাহার বিহারস্য (নিয়মিত ভোজন গমনস্য) কর্ম্মসু (কার্য্যেষু) যুক্ত চেষ্টস্য (নিয়ত যত্নস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (নিয়ত নিদ্রাজাগরণস্য জনস্য) দুঃখহা (দুঃখ নাশনঃ) যোগঃ ভবতি (সিধ্যতি)।১৭

স্বামিটীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ——নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্যাপি একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি।১৬

স্বামিটীকা—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিশ্চ যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা যস্য যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রা জাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥১৭

অনুবাদ—কিন্তু হে অর্জ্জুন! অতিভোজী ও একান্ত অভোজী ব্যক্তির যোগ হয় না; এবং অতি নিদ্রালু ও একান্ত জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না।১৬

পরিমিতভোজী, পরিমিতচারী, পরিমিতকারী, পরিমিত নিদ্রাশীল ও পরিমিত জাগরণশীল ব্যক্তিরই দুঃখনাশন যোগ হইয়া থাকে।১৭

বিবৃতার্থ—পরমাত্মায় মনের নিয়ত সংযোগই যোগ। শরীরের সহিত মনের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে শরীর অসুস্থ হইলে মনও অস্থির হইয়া পড়ে। অতএব মন স্থির করিতে হইলে শরীর সুস্থ রাখা চাইই। অধিক আহারে, অত্যন্ত অনাহারে, অধিক নিদ্রায় ও অত্যন্ত অনিদ্রায় শরীর অসুস্থ হয়, ইহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। শরীর অসুস্থ হইলে মন স্থির হয়না সুতরাং যোগও হয়না। বিশেষতঃ অষ্টাঙ্গযোগ সবল শরীর ভিন্ন হয়ইনা। অতএব যোগ সাধন করিতে হইলে পরিমিত আহার, পরিমিত বিহার, পরিমিত কর্ম্ম, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত জাগরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। ১৬।১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ—যদা বিনিয়তং (বিশেষেণ নিরুদ্ধং) চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (স্থিরং ভবতি তদা) সর্ব্বকামেভ্য (নিখিল ভোগেভ্যঃ) নিস্পৃহঃ (নিরাকাঙ্ক্ষঃ যোগী) যুক্তঃ (প্রাপ্তযোগঃ) ইতি উচ্যতে কথ্যতে)।১৮

যথা নিবাতস্থঃ (বায়ুহীন স্থানস্থঃ) দীপ (প্রদীপ শিখা) ন ইঙ্গতে (ন চলতি) আত্মনঃ যোগং (আত্মবিষয়ং যোগং) যুঞ্জতঃ (অনুতিষ্ঠতঃ) যত চিত্তস্য (সংযতান্তঃকরণস্য) যোগিনঃ সা উপমা (দৃষ্টান্তঃ) স্মৃতা (চিন্তিতা যোগজ্ঞৈরিতিশেষঃ) ।১৯

স্বামিটীকা—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ —যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি, কিঞ্চ সর্ব্বকামেভ্যঃ ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ।১৮

স্বামিটীকা—আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি শূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনঃ যত নিয়তং চিত্তং যস্য। নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চ অচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ।১৯

অনুবাদ—যখন চিত্ত সম্যক প্রকারে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতে অবস্থান করে, তখন সমস্ত ভোগ্য বস্তুতে অনিচ্ছা হইলে যুক্ত অর্থাৎ যোগ প্রাপ্ত বলা যায় ।১৮

যেমন বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপ শিখা কম্পিত হয় না, যোগনিরত সংযত চিত্ত যোগীর উহাই দৃষ্টান্ত ।১৯

বিবৃতার্থ—দীপশিখা স্বভাবতই চঞ্চল; যৎকিঞ্চিৎ বায়ুর সংস্পর্শেই কাঁপিয়া উঠে। জীবের চিত্তও স্বভাবতঃ চঞ্চল; যৎকিঞ্চিৎ ভোগ বাসনারূপ বায়ুর সংস্পর্শে অস্থির হইয়া থাকে। নির্ব্বাত স্থানে দীপশিখা স্থির থাকে এবং সাধকের চিত্ত বাসনা শূন্য হইলেই স্থির হইয়া যায়। ১৮।১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ অবস্থা বিশেষে) যোগ সেবয়া (যোগানুষ্ঠানেন) নিরুদ্ধং (সংযতং) চিত্তং উপরমতে (উপরতং ভবতি) যত্র চ আত্মনা (বিশুদ্ধ মনসা) আত্মানং (চিদানন্দরূপং) পশ্যন্ (অপরোক্ষী কুর্ব্বন্) আত্মনি (তস্মিন্নেব) তুষ্যতি (তুষ্টিং গচ্ছতি)।২০

(যত্র অবস্থা বিশেষে) যৎ তৎ (কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং) অতীন্দ্রিয়ং (ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং) বুদ্ধিগ্রাহ্যং (আত্মাকার নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্ত্যনু-ভবনীয়ং) আত্যন্তিকং (নিত্যং) সুখং বেত্তি (অনুভবতি) অয়ং (সাধক) যত্র স্থিতঃ (সন্) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপাৎ) ন চৈব চলতি (ন চৈব বিচলিতো ভবতি)।২১

যং (অবস্থাবিশেষং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) ততঃ (তস্মাৎ) অধিকং (অধিকতরং) অপরং (অন্যং) লাভং (লব্ধব্য বিষয়ং) ন মন্যতে (অস্তীতি ন বুধ্যতে), যস্মিন্ (অবস্থা বিশেষে) স্থিতঃ (সন্) গুরুণাপি (মহতাপি) দুঃখেন (ক্লেশেন) ন বিচাল্যতে (ন অভিভূয়তে)।২২

তং (অবস্থা বিশেষং) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখ সংস্পর্শশূন্যং) যোগসংজ্ঞিতং (যোগশব্দ বাচ্যং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ; সঃ (উক্ত-লক্ষণঃ) যোগঃ অনির্ব্বিন্ন চেতসা (নির্ব্বেদশূন্য চেতসা) নিশ্চয়েন (দৃঢ়াধ্যবসায়েন) যোক্তব্যঃ (অনুষ্ঠেয়ঃ) ।২৩

স্বামিটীকা—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, "নাত্যশ্নতস্তু যোগঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থা বিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি, যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা মনসা আত্মানমেব পশ্যতি ন তু দেহাদি পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু যত্রেত্যাদীনা যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয় ॥২০

স্বামিটীকা—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি, ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি ॥২১

স্বামিটীকা—অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখ-স্বরূপং লাভং লব্ধা ততোঽধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনেষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্।২২

স্বামিটীকা—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষমাহ—তমিত্যর্দ্ধেন। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তম্ অবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ, যদ্বা দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবৎ বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতে ঽভ্যসনীয়ঃ, যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্ব্বিণ্নেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ, দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্ন শৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ॥ ২৩

অনুবাদ—যে কোনও অবস্থা বিশেষে যোগ সংযতচিত্ত নিশ্চল হয়, যে কোনও অবস্থায় বিশুদ্ধ মন দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হওয়া যায়, যে কোন অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিমল বুদ্ধি গোচর অনশ্বর সুখ আস্বাদন করা যায়, যে কোনও অবস্থায় অবস্থিত হইলে আত্ম স্বরূপ পরম তত্ত্ব হইতে আর বিচলিত হয় না, যে কোনও অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে তদপেক্ষা অধিকতর অন্য লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না, এবং যে কোনও অবস্থায় উপনীত হইলে গুরুতর দুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না, সেই অবস্থাকেই দুঃখ সংস্পর্শশূন্য যোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ঐ যোগ অবশ্য অনুষ্ঠেয়।২০-২৩

বিবৃতার্থ—পতঞ্জলি বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। উহাই প্রকৃত যোগ, আর যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান, ঐযোগের অঙ্গ বা সাধন। বিংশ, এক-বিংশ, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে যে যোগ শব্দ

ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ প্রকৃত যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রকৃত নিরোধ বা সমাধি। সমাধি হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইয়া থাকে; তাহা হইলেই জীবের অনবচ্ছিন্ন পরমানন্দ। ঐপরমানন্দের আস্বাদন পাইলে বিষয়ানন্দকে আনন্দ বলিয়াই মনে হয়না।

পতঞ্জলি যম নিয়মাদি যোগ সাধনের ব্যবস্থা দিয়া আবার বলিয়াছেন "ঈশ্বরপ্রাণিধানাদ্বা" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তি থাকিলে যম নিযমাদি ব্যতিরেকেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা সমাধি হইতে পারে; অতএব যে কোন প্রকারেই হউক চিত্তের একাগ্রতা বা সমাধিই ভগবানের উদ্দেশ্য। ২০—২৩।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ—সংকল্প প্রভবান্ (সংকল্প জাতান্) সর্ব্বান্ কামান (সর্ব্বভোগ্য বিষয়ান্) অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) মনসা এব সর্ব্বতঃ ইন্দ্রিয় গ্রামং (ইন্দ্রিয় সমূহং) বিনিয়ম্য (বিশেষেণ সংযম্য যোগঃ যোক্তব্যঃ ইতি শেষঃ) ।২৪

স্বামিটীকা—কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎপ্রভবো যেষাং তান যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা। মনসৈব বিষয়-দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥২৪

অনুবাদ—সংকল্প জাত সমস্ত ভোগ্য বিষয় নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া এবং মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে।২৪

বিবৃতার্থ—সমস্ত ভোগ্য বিষয় নিঃশেষে পরিত্যাগ করিলে জীবন ধারণ হয়না। অতএব যে সকল ভোগ্য বিষয় যোগের প্রতিকূল অর্থাৎ যে সকল ভোগে রজোগুণ ও তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া চিত্তকে চঞ্চল ও কলুষিত করিয়া তুলে সেই সকল বিষয় পরিত্যাগ করাই ভগবানের অভিপ্রেত। ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

অন্বয় ঃ—শনৈঃ শনৈঃ (ক্রম সাধনেন) ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্য্যেণ বশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা (নিশ্চয়াত্মিকয়া অন্তঃকরণবৃত্ত্যা) মনঃ (সংকল্প বিকল্পাত্মিকাং অন্তঃকরণ বৃত্তিং) আত্ম সংস্থং (আত্মনিষ্ঠং) কৃত্বা উপরমেৎ (উপরতি গচ্ছেৎ) কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ (মনসি ন ধারয়েৎ)।২৫

স্বামিটীকা—যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরী-কুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—"কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দানির্বৃতো সন্ আত্মধ্যানাদপি নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ॥২৫

অনুবাদ—ধীরে ধীরে ধৈর্য্য সহকারে বশীকৃত বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া উপরত হইবে, আর কিছুই চিন্তা করিবে না।২৫

বিবৃতার্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ যদি মন চঞ্চলই হইতে থাকে তথাপি ভগ্নোদ্যম বা হতাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ব্যস্ত হইলেও চলিবেনা; ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প অগ্রসর হইবে। কি সাংসারিক, কি পারমার্থিক সকল কার্য্যেই এই উপদেশ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বিরক্ত হইয়া পরিত্যাগ করিবেনা শীঘ্র করিব বলিয়া ব্যস্তও হইবেনা। তাড়াতাড়ি করিলে কার্য্য অগ্রসর হয়না, বরং পিছাইয়া যায়। ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ—চঞ্চলং (চঞ্চল স্বভাবং অতএব) অস্থিরং (বিষয়ের ধাবমানং) এতৎ মনঃ যতঃ যতঃ (যস্মিন্ যস্মিন্ বিষয়ে) নিশ্চরতি (নির্গচ্ছতি, ধাবতি) ততঃ ততঃ (তস্মাৎ তস্মাৎ বিষয়াৎ) নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত্য) আত্মনি এব বশং নয়েৎ (স্থিরং কুর্য্যাৎ)।২৬

হি (নিশ্চিতং) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং অনশ্বরং) সুখং প্রশান্ত মনসং (শান্তচিত্তং) শান্তরজসং (নিবৃত্ত রজোগুণং) অকল্মষং (অপাপং) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মভাবাপন্নং) এনং যোগিনং উপৈতি (প্রাপ্নোতি)।২৭

স্বামিটীকা—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যত ইত্যাদি। স্বভাবতশ্চঞ্চলম্ অস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥২৬

স্বামিটীকা—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনো বশীকুর্ব্বতং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তেতি। এবমুক্ত-প্রকারেণ, শান্তং রজো যস্য। তম, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তম্ এনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনম্, উত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবো-পৈতি প্রাপ্নোতি ॥২৭

—

অনুবাদ—স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং নানা বিষয়ে ধাবমান মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইবে সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া অর্থাৎ ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করিবে।২৬

যে যোগী রজোগুণ শূন্য, প্রশান্ত চিত্ত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছেন, উত্তম সুখ নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করে।২৭

বিবৃতার্থ—আমরা মনে করি বিষয়েতেই উত্তম সুখ আছে কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়ই উত্তম সুখের প্রতিবন্ধ। উত্তম সুখ আত্মাতেই রহিয়াছে, প্রতিবন্ধ দূর হইলে অর্থাৎ বিষয় চিন্তা না থাকিলে স্বতঃসিদ্ধ উত্তম আত্মসুখ আপনিই প্রকাশিত হয়। ২৬।২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০

অন্বয়ঃ—বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপঃ) যোগী সদা এবং (অনেন প্রকারেণ) আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন (বশীকুর্ব্বন্) ব্রহ্ম সংস্পর্শং (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপং) অত্যন্তং (নিরতিশয়ং) সুখং (আনন্দং) সুখেন (অনায়াসেন) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)।২৮

সর্ব্বত্র (ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু সর্ব্বভূতেষু) সমদর্শনঃ (ব্রহ্মৈক্ষক) যোগ যুক্তাত্মা (যোগ সমাহিত চিত্তঃ যোগী) আত্মানং (সচ্চিদানন্দরূপং) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতানুস্যূতং) সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি (সচ্চিদানন্দরূপে) ঈক্ষতে (পশ্যতি)।২৯

যঃ (সাধকঃ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বেষু ভূতেষু) মাং (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বাসুদেবং) পশ্যতি ময়ি (বাসুদেবে) সর্ব্বঞ্চ (ভূতজাতং) পশ্যতি অহং (সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ) তস্য (সর্ব্বত্র মদ্দর্শিনঃ) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যঃ ন ভবামি) স চ (সর্ব্বত্র মদ্দর্শী) মে (মম) ন প্রণশ্যতি (ন অদৃশ্য ভবতি)।৩০

স্বামিটীকা—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যা

প্রবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥২৮

স্বামিটীকা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু অবস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥২৯

স্বামিটীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনমুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি, স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি, প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্ণামীত্যর্থঃ ॥৩০

অনুবাদ—পাপশূন্য যোগী সর্ব্বদা এইরূপে মনঃ সংযম করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার রূপ পরমানন্দ লাভ করেন।২৮

যোগদ্বারা সমাহিত চিত্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী সর্ব্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন।২৯

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আমাকে দেখিতে পায় এবং আমাতে সর্ব্বভূত দেখিতে পায় আমি তাহার অদৃশ্য হই না এবং সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না।৩০

বিবৃতার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত সমাধানের কথা বলিয়া অষ্টাবিংশ উনবিংশ এবং ত্রিংশশ্লোকে চিত্তসমাধানের পরিণাম বা ফলের কথা বলিলেন। ভগবানের অভিপ্রায় তিনিই জানেন কিন্তু এই তিনটি

শ্লোক পাঠ করিলেই মনে হয় তিন শ্লোকে মুখ্য তিনপ্রকার উপাসকের তিন প্রকার ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসক, হিরণ্যগর্ভোপাসক ও ভগবদুপাসক এই তিনপ্রকার উপাসককে যথাক্রমে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত বলে। জ্ঞানীর প্রাপ্য ব্রহ্মানন্দ, যোগীর প্রাপ্য আত্মসাক্ষাৎকার এবং ভক্তের প্রাপ্য সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্। গীতার কর্ম্মাধ্যায়ের নাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানাধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ এবং ভক্ত্যাধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ; অতএব সাধারণতঃ হিরণ্যগর্ভের উপাসকই "যোগী" নামে অভিহিত হইলেও কর্ম্মীর নাম কর্ম্মযোগী, জ্ঞানীর নাম জ্ঞানযোগী এবং ভক্তের নাম ভক্তিযোগী। অষ্টাবিংশশ্লোকে ভগবান্ বলিলেন নিষ্পাপ যোগী চিত্তসমাধান করিয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ আস্বাদন করেন, ঊনত্রিংশশ্লোকে বলিলেন সর্ব্বত্র সমদর্শন যোগী সর্ব্বভূতে আত্মা ও আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন এবং ত্রিংশশ্লোকে বলিলেন যিনি সর্ব্বভূতে আমাকে ও আমাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হইনা এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হয়েননা। ইহাতে সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনপ্রকার যোগীর তিনপ্রকার ফলের কথাই বলা হইল। যদি ভগবানের এরূপ অভিপ্রায় না হইত তবে ঐ তিন শ্লোকের মধ্যে একটি বলিলেই চলিত।

কোনও ভাষ্যকার বা টীকাকার এরূপ অর্থ না করি-

লেও আমি সহজার্থই করিলাম, কষ্ট কল্পনা করি নাই; সহৃদয় পাঠক বর্গের উপর বিবেচনার ভার রহিল। ২৮—৩০

সর্ব্বভূতস্থিতং যে মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

অন্বয় ঃ—যঃ একত্বং (সাম্যং) আস্থিতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতে স যোগী (ভক্তিযোগী) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারেণ) বর্ত্তমানোঽপি ময়ি (বিষ্ণু স্বরূপে) বর্ত্ততে (তিষ্ঠতে)।৩১

(হে) অর্জ্জুন যঃ আত্মৌপম্যেন (আত্মসাদৃশ্যেন) সুখং যদিবা (অথবা) দুঃখং সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) সমং তুল্যং পশ্যতি (অনুভবতি) স যোগী পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মতঃ (মম অভিমতঃ)।৩২

স্বামিটীকা—ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদং আস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি,স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥৩১

স্বামিটীকা—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথাঽন্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং,স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥৩২

অনুবাদ—যিনি সাম্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন সেই যোগী সকল অবস্থাতে আমাতেই থাকেন।৩১

হে অর্জ্জুন! যিনি আত্মসাদৃশ্যে সমস্ত প্রাণীর সুখ বা দুঃখ তুল্য রূপ অনুভব করেন, আমার মতে সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ।৩২

বিবৃতার্থ—এই দুইশ্লোকে ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত তিন-প্রকার যোগীর মধ্যে ভক্তিযোগীরই প্রশংসা করিলেন তিনি বলিলেন যিনি সাম্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমা-তেই থাকেন; যিনি ভগবদ্ভজনা করেন তিনিই ভক্ত অত-এব ইহা ভক্তিযোগীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। আবার বলিলেন যিনি অন্যের সুখ ও দুঃখ আপনার ন্যায় অনুভব করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। অন্যের সুখ ও দুঃখ আপনার ন্যায় মনে করা ভগবদ্ভক্তেরই প্রধান লক্ষণ; অতএব এই দুইশ্লোকে ভক্তিযোগীর প্রশংসা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।৩১।৩২

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪

অন্বয় ঃ—(হে) মধুসূদন ত্বয়া সাম্যেন (একনিষ্ঠয়া) যঃ অয়ং যোগঃ (চিত্তৈকাগ্রতা) প্রোক্তঃ চঞ্চলত্বাৎ (মনসঃ অস্থিরত্বাৎ) অহং এতস্য (একাগ্রতারূপ যোগস্য) স্থিরাং (অচলাং) স্থিতিং (অস্তিত্বং) ন পশ্যামি (ন সম্ভাবয়ামি) ।৩৩

(হে) কৃষ্ণ হি (নিশ্চিতং) মনঃ চঞ্চলং (চপলং) প্রমাথি (বিক্ষেপ স্বভাবং) বলবৎ (প্রবলং) দৃঢ়ং (অজেয়ং) অহং তস্য (মনসঃ) নিগ্রহং নিরোধং) বায়োঃ ইব সুদুষ্কর (সুদুঃসাধ্যং) মন্যে (সম্ভাবয়ামি) ।৩৪

স্বামিটীকা—উক্ত লক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মা-কারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘ-কালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥৩৩

স্বামিটীকা—এতৎ স্ফুটয়তি—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলং কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলম্ দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকর মিত্যর্থঃ কিঞ্চ বলবৎবিচারেণাপি জেতুমশক্যং, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানু-বন্ধিতয়া দুর্ভেদ্যম্ ; অতো যথা আকাশে দোধুয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং, তথাহং তস্য মনসোঽপি নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥৩৪

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি যে চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগের কথা বলিলে, মনের চাঞ্চল্য বশতঃ এই যোগ স্থায়ী হইয়া থাকে, আমি এরূপ মনে করি না ।৩৩

হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, বলবৎ ও দৃঢ় । অতএব আমার মনে হয় সে মনের নিরোধ বায়ুরোধের ন্যায় দুঃসাধ্য ।৩৪

বিবৃতার্থ—সম্মুখস্থিত প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান একটা স্থূল পদার্থে যখন অধিকক্ষণ মন স্থির রাখা যায় না ; তখন অতীন্দ্রিয়

পদার্থে মনকে চিরস্থায়ী করা কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই বুঝা যায় অতএব অর্জ্জুনের আশঙ্কা ঠিকই হইয়াছে। বায়ুকে মুষ্টিবদ্ধ করিতে গেলে যেমন কিছুতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; যতই বায়ুকে মুষ্টি বদ্ধ করিতে যাইবে ততই নিঃসৃত হইয়া যাইবে মনকে রুদ্ধ করিতে গেলে ঠিক সেইরূপ ফল হয়; অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।৩৩।৩৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—মহাবাহো (হে মহাবীর) অসংশয়ং (নিঃসন্দেহং) মনঃ চলম (চঞ্চলম্) দুর্নিগ্রহং (দুর্নিরোধ্যং) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন) অভ্যাসেন (নিয়তচেষ্টয়া) বৈরাগ্যেন চ (বিষয় বৈতৃষ্ণ্যেন চ) গৃহ্যতে (রুধ্যতে)।৩৫

অসংযতাত্মা (অবশীকৃতচিত্তেন জনেন) যোগঃ (একাগ্রতারূপ) দুষ্প্রাপঃ (দুর্লভঃ) ইতি (ইয়ং) মে মতিঃ (ধারণা) তু কিন্তু উপায়তঃ (অভ্যাস বৈরাগ্য সাধনতঃ) যততা (যত্নং কুর্ব্বতা) বশ্যাত্মনা (বশীকৃত চিত্তেন জনেন) অবাপ্তুং (প্রাপ্তুং) শক্যঃ।৩৬

স্বামিটীকা—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনোনিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি, এতন্নিসংশয়মেব। তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকার

প্রত্যয়য়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে। অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাত্পরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে,—"মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা অসম্প্রজ্ঞাত নামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে" ইতি ॥৩৫

স্বামিটীকা—এতাবাংস্তু নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। অসংযতাত্মা উক্ত প্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ অয়ং যোগো দুষ্প্রাপ প্রাপ্তুমশক্যঃ, অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুংশক্যঃ ॥৩৬

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে মহাবীর! মন চঞ্চল ও দুর্গ্রাহ্যই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু হে কুন্তী নন্দন! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করা যায় ॥৩৫

যে ব্যক্তি চিত্তকে বশীভূত করে নাই, তাহারই যোগ দুর্লভ, ইহাই আমার মত। যে ব্যক্তি অভ্যাস ও বৈরাগ্য উপায়ে চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টায় চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ তাহার সুসাধ্য ॥৩৬

বিবৃতার্থ—পতঞ্জলিও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনের নিরোধ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়ে পরস্পর সহকারী। অভ্যাস বৈরাগ্যের সাহায্য করে এবং বৈরাগ্য অভ্যাসের সহায়তা করিয়া থাকে। এক বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করার নাম অভ্যাস। এক বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা

করিতে গেলেই অপর বিষয়ে অমনোযোগ হইবেই এবং এক বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিলে অপর বিষয়ে অভ্যাস করা সহজ হইবে। মন একটা কিছু না ধরিয়া থাকিতে পারে না; ধরিবার বস্তুও দুই ভিন্ন তিন নাই,—এক ইন্দ্রিয় ভোগ্য, আর ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্ম, আত্মা বা ভগবান্। ইন্দ্রিয় গোচর বিষয় ছাড়িলেই মন আপনা আপনিই ব্রহ্মে, আত্মায় বা ভগবানে আশ্রয় লইবে। আবার বিষয় ছাড়িবার উপায় অভ্যাস। যে বিষয় যতই ভোগ করিবে সে বিষয়ের উপর ততই আসক্তি হইবে; পক্ষান্তরে একটা বিষয় অধিক দিন ভোগ না করিলে তাহার উপর আসক্তি কমিয়া যাইবে। আমরা যে সংসারের উপর অত আসক্ত ইহারও কারণ অভ্যাস। বাল্যকাল হইতে বা পূর্ব্বজন্ম হইতে সংসারকেই ভালবাসিতে অভ্যাস করিয়াছি এবং সাংসারিক চিন্তাই পুনঃ পুনঃ করিয়াছি; সেই জন্যই ভোগাভিলাষ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছি। যদি কোনও বালকের পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ তাহাকে বাল্যকাল হইতেই সকল কার্য্যে ভগবৎ স্মরণের শিক্ষা দেন তবে যথা সময়ে অল্লায়াসেই ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে। প্রথমে ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক অধ্যবসায় সহকারে যত্ন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরে মনোনিবেশ অভ্যাস করিলে, পরে ঈশ্বরের নিকট হইতেও সাহায্য পাওয়া যায়। অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের আকর্ষণে মন আর অন্য বিষয়ে যাইতে পারে না, যাইতে চাহেও না; বিষয় সুখে হেয় জ্ঞান করিয়া ভগবানেই অভিনিবিষ্ট থাকে। ইহাই প্রকৃত

যোগ। অভ্যাস করিলেও মনুষ্য এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।৩৫।৩৬

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।।৩৯

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ শ্রদ্ধয়া (দৃঢ় বিশ্বাসেন) উপেতঃ (যুক্তঃ) অযতিঃ (ততঃ অযত্নশীলঃ) যোগাৎ চলিত মানসঃ (নষ্টচিত্তঃ সাধকঃ) যোগ সংসিদ্ধিং (যোগফলং) অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।৩৭

মহাবাহো (হে মহামহিমন্) উভয় বিভ্রষ্টঃ (স্বর্গাদি ফলাৎ মোক্ষ ফলাচ্চ বিভ্রষ্টঃ) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়ঃ) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মণঃ মার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিভ্রান্তঃ জনঃ) ছিন্নাভ্রমিব (বিশ্লিষ্ট মেঘ ইব) কচ্চিৎ (কিং) ন নশ্যতি (নাধঃ পততি)।৩৮

(হে) কৃষ্ণ মে (মম) এতৎ (এতং) সংশয়ং (সন্দেহং) অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) ছেত্তুং (নিরাকর্ত্তুং) অর্হসি (যোগ্য ভবসি) ত্বদন্য (ত্বত্তঃ অন্য কোঽপি) হি (নিশ্চিতং) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে (ন সম্ভবতি)।৩৯

স্বামিটীকা—অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্‌জ্ঞানঃ কং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধযোপেত

এব যোগে প্রবৃত্তঃ ন তু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরস্তু অযতিঃ সম্যক্ যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ, অতশ্চ যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্‌যোগস্য সংসিদ্ধিফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥৩৭

স্বামিটীকা—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মীশ্বরেহর্পিতত্বাদনুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ ন কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়স্মাদ্‌ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কি নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা—ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্‌বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্য সৎ মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৩৮

স্বামিটীকা—ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ ত্বত্তোহন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি। এতন্মে ইতি এতৎ এনং ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ স্পষ্টমন্যৎ ॥৩৯

অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ অযত্নশীল ব্যক্তি যোগ হইতে চলিত চিত্ত হইলে যোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়।৩৭

হে মহামহিমন্ ঐরূপ ব্যক্তি কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল হইতে বিভ্রষ্ট নিরাশ্রয় এবং ব্রহ্মমার্গে বিভ্রান্ত হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না কি ?৩৮

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় নিঃশেষে ছেদন করিবার যোগ্য তুমি ভিন্ন এ সংশয়ের ছেদন কর্ত্তা সম্ভবে না।৩৯

বিবৃতার্থ—পৃথিবীতে সকলেই এক এক প্রকার সাংসারিক ফলের আকাঙ্ক্ষায় সাংসারিক কার্য্য করিতে প্রবৃ

হয় কিন্তু অদৃষ্ট বশতই হউক বা যত্নের শৈথিল্য বশতই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক অনেকে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সাংসারিক কার্য্যে উদ্যত হইয়া যাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে না তাহাদের কি অবস্থা হয় তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ পারলৌকিক বা পারমার্থিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও অনেকে ঐরূপ কারণে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের পরিণামে কি গতি বা অবস্থা হয় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, জানিবারও উপায় নাই; সুতরাং অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা সঙ্গত হইয়াছে।

উনচত্বারিংশৎ শ্লোকের প্রথমেই "এতন্মে" আছে উহার বিশ্লেষ করিলে "এতৎ মে" এইরূপ হয় কিন্তু "সংশয়" শব্দ পুংলিঙ্গ এবং "এতৎ" ক্লীবলিঙ্গ অতএব সংশয়ের বিশেষণ "এতৎ" হইতে পারে না। সংশয়ের বিশেষণ করিলে "এতং" পদ হয় এবং এতং মে সন্ধি করিলে "এতম্মে" হয়। শ্লোকটি পড়িলে বিশেষ্য বিশেষণই মনে হয় এবং তাহাই সঙ্গত। সকল পুস্তকেই "এতন্মে" এই পাঠ আছে। প্রথম লেখকের অনবধানে এইরূপ ঘটিয়াছে কিনা বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য ও গিরি "এতৎ" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংশয়ের বিশেষণ রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। শ্রীধর স্বামিও "এতৎ" পদই ধরিয়াছেন এবং এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বামি অতি অল্প ভাষী; তিনি অল্পাক্ষরে ইহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু আমি তাঁহার সিদ্ধান্ত বেশ বুঝিতে

পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি "এতৎ" প্রতিবাক্যে "এতৎ" লিখিয়াছি। বিবেচক পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।৩৭।৩৮।৩৯

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থ নৈব ইহ (অস্মিন্ লোকে) ন অমুত্র (অমুষ্মিন্ লোকে) তস্য (যোগ ভ্রষ্টস্য) বিনাশঃ (অধঃ পতনং) বিদ্যতে (অস্তি) তাত (হে স্নেহভাজন) হি (যস্মাৎ) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠায়ী) কশ্চিৎ দুর্গতিং (অপকৃষ্টং গতিং) ন গচ্ছতি (ন প্রাপ্নোতি)।৪০

স্বামিটীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্ অমুত্র পরলোকে নাশো নরক প্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব,যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন সম্বোধয়তি।৪০

অনুবাদ- শ্রীভগবান্ বলিলেন হে পার্থ! কি ইহলোকে, কি পরলোকে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কোথাও বিনাশ নাই। হে তাত! যে হেতু সৎকর্ম্মকারী কোনও ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।৪০

বিবৃতার্থ—ভগবান্ বলিলেন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহকালে বিনাশ নাই পরকালেও বিনাশ নাই। দুষ্কর্ম্ম জন্য

পাতিত্য ও লোক নিন্দাই ইহকালের বিনাশ। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দুরাদৃষ্টভাগী ও লোক নিন্দিত হয় সে বিনষ্ট তুল্য; অতএব পাতিত্য ও লোক নিন্দাই ঐহিক বিনাশ। ঐ দুরদৃষ্ট জন্য যে নরকাদি দুর্গতি প্রাপ্তি তাহাই পারলৌকিক বিনাশ। উন্নতিই মনুষ্য মাত্রের স্বাভাবিক বাঞ্ছনীয় ও অবশ্য করণীয়; অতএব যাহার স্বাভাবিক বাঞ্ছনীয় ও অবশ্য করণীয় উন্নতি সাধন হইল না, প্রত্যুত অবনতি হইল সে বিনষ্ট তুল্য ও অধোগতিই তাহার পারত্রিক বিনাশ। কোনও ব্যক্তি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি দৈব প্রযুক্ত অকৃতকার্য্য হয় তবে তাহার পাপও জন্মে না, কেহ তাহার নিন্দাও করে না অতএব তাহার ঐহিক বিনাশ নাই। আবার যে পরিমাণে সৎকার্য্য করিবে সেই পরিমাণে পরকালে উন্নতি হইবেই, অতএব তাহার পারত্রিক বিনাশও নাই।৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২

অন্বয়ঃ—যোগভ্রষ্টঃ (জনঃ) পুণ্যকৃতাং (সৎ কর্ম্ম কারিণাং) লোকান্ (তৎপ্রাপ্য স্থানানি) প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহূন্ সংবৎসরান্) উষিত্বা (বাসসুখং অনুভূয়) শুচীনাং (সদাচারাণাং) শ্রীমতাং (ধনাঢ্যানাং) গেহে অভিজায়তে (জন্ম লভতে)।৪১

অথবা (কিংবা) যোগিনাং (যোগনিষ্ঠানাং) ধীমতাং (জ্ঞানিনাং) কুলে ভবতি (জায়তে) লোকে (মনুষ্যলোকে) যৎ ঈদৃশং জন্ম (জ্ঞানি-কুলে লব্ধং জন্ম) এতৎ হি (নিশ্চিতং) দুর্ল্লভতরং (সুদুষ্প্রাপ্যং)।৪২

স্বামিটীকা—কিংকিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহুন সংবৎসরান্ উষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥৪১

স্বামিটীকা—অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরা-ভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, নতু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানং কুলে। এতজ্জন্মেতি—ঈদৃশং যৎ জন্ম এতদ্ধি লোকে দুর্ল্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥৪২

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবান্ লোকদিগের প্রাপ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহু সংবৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সদাচারী ধনীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।৪১

অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের বংশে জন্মিয়া থাকেন। মনুষ্যলোকে এরূপ জন্ম পূর্ব্বোক্ত জন্ম অপেক্ষা দুর্ল্লভ।৪২

বিবৃতার্থ—স্থূলতঃ যোগ দুই প্রকার কর্ম্মযোগ ও পরমার্থ যোগ। প্রথমে কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে সিদ্ধ হইলে পরমার্থ যোগ অবলম্বন করিতে হয়; এ কথা ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, আমরাও আলোচনা করিয়াছি। অতএব যোগ ভ্রষ্টও দুই প্রকার; কর্ম্মযোগীর অবস্থায় ভ্রষ্ট এবং পরমার্থ যোগীর অবস্থায় ভ্রষ্ট। যিনি কর্ম্মযোগের অবস্থায় ভ্রষ্ট

হন, তিনি সদাচারী ধনীর গৃহে এবং যিনি পরমার্থ যোগের অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানযোগের অবস্থায় ভ্রষ্ট হন, তিনি যোগ নিষ্ঠ জ্ঞানীর বংশে জন্মলাভ করিয়া থাকেন।

কেহই স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছায় জন্ম লইতে পারে না। সকলকেই পূর্ব্ব জন্মের বাসনানুরূপ জন্ম পাইতে হয়। কর্ম্ম-যোগে প্রবৃত্ত হইলে সাত্ত্বিক ভাবে সদাচারে থাকিতে হয়। এক ব্যক্তি কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু তিনি নিজে দরিদ্র; কর্ম্মযোগের অনুকূল সাত্ত্বিক বস্তুর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ; এবং উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবেও চঞ্চল চিত্ত; তাহার উপর তাহার পরিবার বর্গের সকলেই অপবিত্র ও অসদাচারী এমন অবস্থায় তাঁহাকে অনিচ্ছায় যোগ ভ্রষ্ট হইতেই হয়। স্বাভি-লষিত যোগের অপভ্রংশে তাঁহার মন যার পর নাই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মনে মনে সর্ব্বদাই পবিত্র স্থানে বাস, পবিত্র লোকের সঙ্গ ও স্বচ্ছন্দ জীবিকার কামনা করিয়া থাকেন, তাহাও নিশ্চিত। অনুক্ষণ ঐরূপ বাসনা পোষণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে সদাচারী ধনীর গৃহে জন্ম পাইতেই হইবে। সদাচারী দরিদ্রের গৃহে কর্ম্মযোগের সুবিধা হয় না এবং অসদাচারী ধনীর গৃহেও সুবিধা হয় না অতএব সদাচারী ধনীর গৃহেই জন্ম হইয়া থাকে। জ্ঞানযোগের অবস্থায় ভ্রষ্ট হইলে ঐ প্রণালীতেই যোগ নিষ্ঠ জ্ঞানীর কুলে জন্ম হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"।৪১।৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪

অন্বয় ঃ—(হে) কুরু নন্দন তত্র (সদাচার ধনাঢ্য গৃহে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানি বংশে বা) পৌর্ব্বদেহিকম্ (পূর্ব্ব দেহভবং) তং বুদ্ধি সংযোগং (তত্তদ্ বিষয়ক মনঃ সংযোগং) লভতে ততঃ সংসিদ্ধৌ (কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগস্য বা সম্যক সিদ্ধি বিষয়ে) ভূয়ঃ (অধিকতরং) যততে চ (যত্নং করোতি চ)।৪৩

হি (যস্মাৎ) সঃ (স হি পূর্ব্বোক্তজন্মাভ্রষ্টযোগী) অবশঃ অপি (যত্নং অকুর্ব্বন্নপি) তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব (পূর্ব্বাভ্যাস জনিত সংস্কারেণৈব) হ্রিয়তে (কার্য্যতে) যোগস্য জিজ্ঞাসুরপি (জ্ঞাতুং ইচ্ছুরপি) শব্দব্রহ্ম (বেদং) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম্য তিষ্ঠতি)।৪৪

স্বামিটীকা—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥৪৩

স্বামিটীকা-তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যতে ইত্যাসমর্থঃ কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং; ন তু প্রাপ্তযোগঃ এবম্ভূতযোগে প্রবিষ্টমাত্রো-

ঽপি পাপবশাদ্‌যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্ম ফলান্যতিক্রামতি তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥৪৪

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন ! সেই স্থানে অর্থাৎ সদাচারী ধনীর গৃহে অথবা যোগ নিষ্ঠ জ্ঞানীর কুলে পূর্ব্বোদেহোৎপন্ন যোগ বিষয়ক মনঃ সংযোগ লাভ করেন এবং সেই সেই যোগের সম্যক্ সিদ্ধি লাভে অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন।৪৩

ঐ ভ্রষ্ট যোগী যোগ বিষয়ে স্বেচ্ছায় যত্ন না করিলেও পূর্ব্বের অভ্যাস জনিত সংস্কার তাঁহাকে যত্ন করায়। যোগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইলেও বেদ অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম ফল অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।৪৪

বিবৃতার্থ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মের বাসনানুরূপ জন্মলাভ করে। স্থূল দেহ পরিবর্ত্তিত হইলেও ঐ পূর্ব্বপোষিত বাসনা সংস্কাররূপে লিঙ্গদেহের অন্তরে অন্তরে থাকিয়া যায়। সেই সংস্কার বশতঃ যোগ সাধন প্রবৃত্তি জন্মায়। পূর্ব্ব জন্মে যোগ ভ্রংশ হইয়াছে বলিয়া এ জন্মে অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন। আবার যদি স্বেচ্ছায় যত্ন না করেন তাহা হইলেও পূর্ব্ব সংস্কার তাঁহাকে বল পূর্ব্বক যত্ন করায়। পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি বাল্য কাল হইতেই অসদাচারে অনুরক্ত তাহাকে কোন ক্রমেই অসদাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না; আবার এক ব্যক্তি বিনা শিক্ষায় শৈশব হইতেই সদাচারী ও ঈশ্বরে অনুরক্ত, ইহার কারণ সেই পূর্ব্বাভ্যাস জনিত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যেমন আজ একটি শিশু "ক" লিখিতে শিখিয়া রাত্রে ঘুমাইতে গেল, পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে পূর্ব্ব শিক্ষিত "ক" তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে; আবার "খ" হইতে শিক্ষা আরব্ধ হয়; সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে যোগের যতদূর পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে; স্থূল দেহ নাশে পুনর্জন্ম হইলেও লিঙ্গ শরীরে সঞ্চিত থাকে; পুনর্লব্ধ দেহে তাহা হইতে উচ্চতর যোগ আরব্ধ হয়।

ভগবান্ বলিলেন, যোগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইলেও বেদাতীত হইয়া থাকেন। এটি বড় শক্ত কথা। এ কথায় আপাততঃ মনে হয়, ভগবান্ যোগ জিজ্ঞাসুর অযথা অতিস্তুতি করিলেন; কিন্তু তাহা নহে; ইহা বাস্তবিক কথা। ইচ্ছা দুই প্রকার,—কৌতুহলিক ইচ্ছা অর্থাৎ সখের ইচ্ছা ও আন্তরিক ইচ্ছা বা প্রাণের ইচ্ছা। যখন যে বিষয় জানিবার প্রকৃত অধিকার হইবে তখন সেই বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। কৌতুহলিক ইচ্ছা বা সখের ইচ্ছা পূর্ণ না হইলেও মনুষ্য বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে। কিন্তু আন্তরিক প্রাণের ইচ্ছা যতক্ষণ পূর্ণ না হয় ততক্ষণ প্রাণ ছট ফট করিতে থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের উপার্জ্জিত পুণ্য ফলেই এরূপ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ইচ্ছা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন "কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্র পাঠে ঈশ্বরকে কি হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যায়? তাহা যায় না। কিন্তু এই শ্রীমদ্ভা-

গবত শ্রবণেচ্ছু সুকৃতি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। শ্লোকের এই অংশের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "শ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ ভাগবতে শ্রবণেচ্ছু দিগকে 'সুকৃতি' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ভিন্ন ভাগবত শ্রবণে ইচ্ছা হয় না। অতএব পূর্ব্ব সঞ্চিত প্রভূত পুণ্য ফলে প্রাণের মর্ম্মস্থান হইতে যে ইচ্ছা উদ্ভূত হয় ভগবান্ সেই ইচ্ছার কথা বলিয়াছেন; সে ইচ্ছা যে ভাগ্যবানের হয় তিনি বেদাতীত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অগ্রে তাঁহার বেদোক্ত কর্ম্ম ফলে চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে তবে ঐরূপ মুক্তিকরী ইচ্ছা হইয়াছে।৪৩।৪৪

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ (পূর্ব্বাভ্যাসশীলোঽপি বল পূর্ব্বকং যোগানুষ্ঠানং কুর্ব্বন্) যোগী (যোগনিষ্ঠঃ) অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ (বহু জন্ম সিদ্ধঃ) সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ (বিধূত পাপঃ) ততঃ (তদনন্তরং) পরাং গতিং (শ্রেষ্ঠাং গতিং) যাতি (প্রাপ্নোতি)।৪৫

স্বামিটীকা—যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি, তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৪৫

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহার পূর্ব্বাভ্যাস নাই অথচ স্বেচ্ছায় বলপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে যত্নবান হন, সেই যোগী বহুজন্মে সিদ্ধ ও বিগত পাপ হইয়া তাহার পরে পরম গতি পাইয়া থাকেন।৪৫

বিবরণ—পূর্ব্ব দুই শ্লোকে বলিয়াছেন যাঁহার পূর্ব্বাভ্যাস আছে তিনি স্বয়ং যোগের নিমিত্ত যত্ন না করিলেও পূর্ব্বের সংস্কার তাঁহাকে যত্ন করায় এবং তিনি অল্প দিনে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করেন। এই শ্লোকে বলিলেন, যাঁহার পূর্ব্বাভ্যাস নাই তিনি যোগের নিমিত্ত যত্ন করিলে অনেক জন্মে ও অনেক পরিশ্রমে সিদ্ধ হইতে পারেন। সাংসারিক কর্ম্মেও এই দুই প্রকার কর্ম্মীর ঐরূপ দুই প্রকার সিদ্ধি সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগীজ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬

অন্বয়ঃ—যোগী (একনিষ্ঠঃ সাধকঃ) তপস্বিভ্যঃ (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি তপোনিষ্ঠেভ্যঃ) অধিক (শ্রেষ্ঠঃ) জ্ঞানিভ্যোঽপি (শাস্ত্রজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি) অধিকঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ (ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারিভ্যশ্চ) যোগী অধিকঃ মতঃ (মম অভিপ্রেতঃ) তস্মাৎ হে অর্জ্জুন ত্বং যোগী ভ (ঐকান্তিকঃ ভব)।৪৬

স্বামিটীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি, জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি, কর্ম্মিভ

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাত্ত্বং যোগী ভব ॥৪৬

অনুবাদ—আমার মতে তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্র জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ এবং ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও।৪৬

বিবৃতার্থ—এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এবং কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যম, নিয়ম ও প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন। কিন্তু তাহা নহে; কোন রূপেই নহে। ঐরূপ অর্থ করিলে গীতা মাটি হইয়া যায় এবং ভগবানের বাক্য অবোধ বালকের বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অসংলগ্ন ও অসার হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রাম স্থলে গীতা শাস্ত্রের অবতারণার হেতু এবং গীতা শাস্ত্রের উপক্রম আবৃত্তি ও উপসংহার দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ক্ষত্রিয় সন্তান অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয় জনোচিত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মে বা কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই ভগবানের উদ্দেশ্য। কিরূপে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহাই বুঝাইবার জন্য জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে; পরন্তু অষ্টাঙ্গ যোগের কথা অষ্টাদশাধ্যায়ী সপ্তশতী গীতায় অতি অল্পই আছে এবং তাহা অবান্তর মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ কর যুদ্ধ কর বলিয়া হঠাৎ বলিবেন, তুমি নাক টিপিয়া প্রাণায়াম

করিতে বসিয়া যাও, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। অর্জ্জুনও তাহা বুঝেন নাই; তিনি সমস্ত গীতা শাস্ত্র শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন আত্মতত্ত্ব বুঝিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পালনের জন্যই কৃষ্ণ তাঁহাকে এত উপদেশ দিলেন। তাই তিনি ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত সমস্ত গীতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব" ॥ অর্থাৎ হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার ভ্রম দূর হইয়াছে; আমি আত্ম বিষয়িণী স্মৃতি লাভ করিয়াছি এবং আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি; তোমার আদেশ বাক্য পালন করিব। "তোমার আদেশ বাক্য পালন করিব" বলিয়া অর্জ্জুন স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধই করিয়াছিলেন প্রাণায়াম করিতে বসেন নাই। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত করিতেছেন তাহা অর্জ্জুন বুঝিতেছিলেন, আমরাও তাহাই বুঝি। ভগবান্ যে অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলিলেন, আমরা তাহারই অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

যোগ সূত্র প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ" অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত জীবাত্মায় যোগ হইলে অর্থাৎ সংযোগ হইলে সেই অবস্থাকে যোগ বলে। সহজে যাঁহার চিত্ত একনিষ্ঠ না হয় তাহার জন্যই যম নিয়ম প্রাণায়ামাদির ব্যবস্থা। মহর্ষি পতঞ্জলি

আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" অর্থাৎ ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্ত থাকিলেও চিত্ত সমাধান হয়; প্রাণায়ামাদি করিতে হয় না। আবার তিনিই বলিয়াছেন "যথাভিমত ধ্যানাদ্বা" অর্থাৎ যে বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে সেই বিষয় নিরন্তর ধ্যান করিলেও চিত্ত সমাধান অর্থাৎ যোগ হইতে পারে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইল যে, যিনি এক বিষয়ে চিত্ত স্থির করিতে পারেন তিনিই যোগী। এমন কি, পতঞ্জলির মতে অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিও সদ্‌গুরুর উপদেশে অনায়াসে ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট হইয়া মুখ্যযোগী হইতে পারেন। ভালই হউক মন্দই হউক একটা বিষয়ে চিত্ত স্থির করিতে পারিলে সে চিত্ত সহজেই পরমেশ্বরে একাগ্র হইতে পারে। দস্যু প্রবর রত্নাকর ভক্তিযোগী দেবর্ষি নারদের উপদেশে একদিনেই জ্ঞানযোগী মহর্ষি হইয়াছিলেন। অত্যন্ত মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত ও কদাচারী ব্যক্তি শেষ বয়সে গুরূপদেশে অনুতপ্ত হইয়া প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত হইয়াছে, আমরা এরূপ অনেক দেখিয়াছি। ঘোর বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শেষাবস্থা কাহারও অবিদিত নাই। মহর্ষি বাল্মীকি যখন দস্যুর সর্দ্দার ছিলেন, তখনি যোগী হইয়াছিলেন কেবল গুরুপদেশের অপেক্ষা ছিল এবং বিল্বমঙ্গল যখন ঘোর বেশ্যাসক্ত ছিলেন তখনই যোগী হইয়াছিলেন কেবল চিন্তামনির সদুপদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। ফলতঃ যিনি যে বিষয়ে একাগ্র চিত্ত হইতে পারেন তিনি সেই বিষয়ে যোগী। যিনি ব্রহ্মে, পরমাত্মায় বা ভগবানে একনিষ্ঠ হন তিনি প্রকৃত মুখ্য যোগী। যিনি ব্রহ্মে, পরমাত্মায় বা ভগবানে একাগ্র চিত্ত

হইবার জন্য নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ় সংকল্প হন তিনি কর্ম্মযোগী; যিনি ঐ অভিপ্রায়েই কষ্টকর উপবাসাদি তপস্যায় একনিষ্ঠ হন তিনি তপোযোগী, যিনি শাস্ত্রপাঠে ও গুরুপদেশে তত্ত্বজ্ঞানেই নিমগ্ন হন তিনি জ্ঞানযোগী, যিনি ঐ অভিপ্রায়েই ভক্তি আশ্রয় করিয়া ভগবৎ পরায়ণ হন তিনি ভক্তিযোগী, আর যিনি প্রাণায়ামাদি করিয়া পরমাত্মায় অভিনিবিষ্ট হন তিনি অষ্টাঙ্গ যোগী। এক্ষণে ইংরাজ, জার্ম্ম্যাণ ও জাপানদিগের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মযোগী আছেন কিন্তু উৎকট ঐশ্বর্য্য তৃষ্ণা থাকায় তাঁহারা ভগবদ্গীতার অভিপ্রেত কর্ম্মযোগী নহেন সুতরাং তাঁহারা গৌণ কর্ম্মযোগী। আর যে ব্যসনাসক্ত প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মীদিগকে যোগী বলা হইয়াছে তাহারা অতি গৌণ নিকৃষ্ট যোগী।

এখন আমরা বুঝিলাম যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহারাই কর্ম্মী কিন্তু কর্ম্মযোগী নহেন, যাঁহারা উপবাসাদি ক্লেশকর ব্রতাদি করিয়া থাকেন তাঁহারাই তপস্বী কিন্তু তপোযোগী নহেন এবং যাঁহারা শাস্ত্রপাঠে ও গুরুপদেশে জ্ঞানলাভ করেন তাঁহারাই জ্ঞানী কিন্তু জ্ঞানযোগী নহেন। ভগবান বলিলেন কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ এবং তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ কর্ম্মী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ. জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানযোগী শ্রেষ্ঠ এবং তপস্বী অপেক্ষা তপোযোগী শ্রেষ্ঠ। তাহার পরেই অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি যোগী হও, অর্থাৎ আমি তোমাকে যেরূপ কর্ম্ম কবিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছি সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মযোগী হও।

যখন ভগবান্ বলিলেন জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ তখন শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামি উভয়েই ঐ বাক্যের অর্থ করিলেন, যাহারা কেবল শাস্ত্রজ্ঞানী তাহাদের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব যেমন জ্ঞানী ও জ্ঞানযোগী পৃথক্, সেইরূপ কর্ম্মী ও কর্ম্ম-যোগী এবং তপস্বী ও তপোযোগীও পৃথক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগী হইতে বলিলেন।

যেরূপ অর্থই ভগবানের অভিপ্রেত হউক, আমাদের কিছুতেই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আমরা বাক্যবাগীশ ও লেখনী চালক মাত্র। কিন্তু যদি ভগবান্ এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে লোক প্রসিদ্ধ যোগী হইতে বলিয়া থাকেন তবে অর্জ্জুনের মহা সঙ্কট—তিনি যুদ্ধ করিবেন না আসন গাড়িয়া প্রাণায়াম করিতে বসিয়া যাইবেন? এই বিষম সঙ্কটে "যোগীর" অর্থ "কর্ম্মযোগী" করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করাই ভাল।৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অভ্যাসযোগো (ধ্যানযোগো বা)
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্) মদ্গতেন (মন্নিষ্ঠেন) অন্তরাত্মনা (অন্তঃ করণেন) মাং (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ভগবন্তঃ) ভজতে

(আশ্রয়াতি) সঃ সর্ব্বেষাং (উক্ত প্রকারাণাং) যোগিনাং অপি (মধ্যেঽপি) যুক্ততমঃ (যোগিশ্রেষ্ঠঃ) মে মতঃ (মম অভিপ্রেতঃ) ।৪৭

স্বামিটীকা—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥৪৭

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধাশীল হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন, তিনি সকল প্রকার যোগীর মধ্যে আমার অভিমত সর্ব্বোত্তম যোগী।৪৭

বিবৃতার্থ—এই শ্লোক পাঠ করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ভগবদ্ভক্ত যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ভগবান প্রাণের বন্ধু অর্জ্জুনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে বলিলেন না। ইহাতেও বেশ প্রতিপন্ন হয় যে পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুনকে অধিকারের অনুরূপ কর্ম্মযোগী হইতেই বলিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা ইহার পরেও ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন "তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম" অর্থাৎ চিত্তমধ্যে স্থিরীকৃত বিষয়ে চিত্ত বৃত্তির যে অবিচ্ছিন্ন সমান প্রবাহ তাহার নাম ধ্যান। মন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে পারে না। অযত্নেই মনোমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয় পর পর আসিতে থাকে কিন্তু যখন এক বিষয়েই নিরন্তর নিমগ্ন

রহিল সেই অবস্থার নাম ধ্যান। আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে ধ্যান করা হয় তাহা ধ্যান বটে কিন্তু ধ্যানযোগ নহে। আহারে, বিহারে, গমনে, শয়নে সকল অবস্থাতেই মন এক বস্তুতে থাকিলেই সেই অবস্থাকে ধ্যানযোগ বলে। কেননা ধ্যানের পরেই সমাধি; এইরূপ ধ্যান না হইলে সমাধি হইতে পারে না। পাঠকগণ! এই ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিয়া ঐরূপ ধ্যানযোগের সহিত মিলাইয়া লইবেন।৪৭

কুন্তী সুতে যোগ অর্থ কহিলেন হরি।
ভক্তিভরে তার পদে নমস্কার করি॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা বিবৃতার্থে
ষষ্ঠ অধ্যায়।